

ଭା. ମା

୪୨୨-୨୨

(୨୮-୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ)

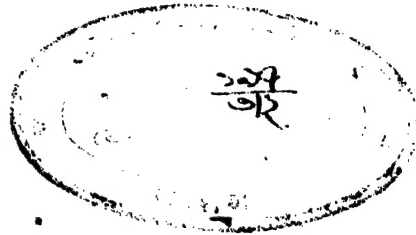
রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

উপস্থিত তারিখ/সংখ্যা
১৯২২
ব, সা, প, প্র,

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

সম্পাদিত তৃতীয় পর্ব।



বাণিজ্য মিশন যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সংখ্যা ১৯২২।

সূচী ।

অজয়গড়,	৮১	বায়ন,	৭২
অপূর্ব নথ,	৭১	বিজয় নগর,	২২
আগরা,	৭৬	বিকানির,	২৬
আদিত্য নরদাস্তীর প্রতিকল্পাসনা,	৪৭	বিদ্যাহ,	১৫৭
আল্ফ্রেড,	১০৪	বৃন্দাবন নগর,	১৭
ইটায়ী,	২৪	বৃন্দেলখণ্ড,	১৬৮
করোলা,	৭৪	বৃন্দাবন কুর্মা,	৪৩
কর্ণাট,	১১	বৃন্দাবন উদ্যান,	২৩
কলিকাতার জনসংখ্যা,	১৩৮	বৃন্দাবন,	৮৭
কানারা,	১৪৫	যশলমীর রাজ্য,	৩১
কোয়াম্বুগী,	৫৫	রবট্ ক্রস,	১
গুজরাটের ইতিহাস,	১৭৭	রাজ্যভিষেক,	২৪
গুজরাটের নিকট ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী,	৫৩	রীবা রাজ্য,	৬২
গভর্ণমেন্ট পশলাকা,	১৭১	শিঙ্গাপুর,	১১২
চতুর্থ হেনরীর রাজ্যপ্রাপ্তি,	৪২	শের ভটাক ও পোয়াশদের ব্যাপ্তি,	২৩
চীনের রেশম,	৬২	শ্যেনমুগয়া,	২১
জীবনের উপর বীমা,	৪১	মধ্য ভাণ্ডার,	১৩
তির্থাক সভা,	১৫৫	সাদী,	১৫০
নীতি গিরিসঙ্কট,	১৮৪	সারল্গেন,	৩৩
নূতন গুপ্তের সমালোচন .. ৭২, ২৬, ১২২, ১৪১, ১৬০, ১৭৩, ১৮৬		সিরোহী রাজ্য,	৪৫
পাক্সাগমণি,	১০৭	সেন রাজ্যদিগের বংশাবলী,	৫৮
পেশবা,	৮৩	স্বপ্নাবশেষ দেশভূষণ,	১২
প্রথম হেনরী এবং মড,	১১৩	সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে,	২
ফদুসী,	১৩২	হাইদরাবাদের ইতিহাস,	২০
ফোয়ানার্ট,	১৩১	হাফেজ,	১৬৪

এতৎ পর্বস্থ চিত্রের সূচী ।

অভিনয় দস্যুর প্রতিকার,	১৪	পোপের চিত্র,	৩৫
আল্ফ্রেড,	১০৫	পিরিনিজ পর্বত,	৩৬
ইটায়ী,	২৫	প্রথম হেনরী এবং মড,	১১৪
কর্ণাট,	১১৬	বৃন্দাবন নগর,	১৮
কানারা,	১৪৬	বৃন্দাবন কুর্মা,	৪৪
কোয়াম্বুগী,	৫৬	রবট্ ক্রস,	২
গভর্ণমেন্ট পশলাকার কার্যালয়,	১৭১	রাজ্যভিষেক,	২৫
গুজরাট,	১৮১	শ্যেনমুগয়া,	২১
চতুর্থ হেনরীর রাজ্যপ্রাপ্তি,	৫০	শিঙ্গাপুর,	১৩৩
চীনের রেশম প্রস্তুত করণের প্রথা,	৬৬, ৬৭	হিমালয় পর্বতস্থ নিতি নামক পার্শ্ব পথ,	১৮০
তির্থাক সভা,	১৫৫		

CONTENTS OF VOL. III.

	<i>Page</i>		<i>Page</i>
Agra, Topography of, ...	76	History of Guzerat, ...	177
Ajayagurh, ...	81	—— of Bundelkhand, ...	169
Alfred the Great, ...	104	—— of Rewah, ...	62
Anecdote of a Wren, (<i>Poetry</i>) ...	155	—— of Serohi, ...	45
Bagdad, description of, ...	17	Hyderabad, history of, ...	97
Banks, Savings, ...	13	Jessulmere, history of British connexion with, ...	37
Bengal, Sena rajas of, ...	58	Karnáta, history of, ...	116
Bikaneer, History of, ...	26	Kerowli, history of, ...	74
Books, Notices of, 79, 96, 111, 122, 141, 160, 173, ...	186	Life of Charlemagne, ...	33
Bruce, life of Robert, ...	1	—— of Robert Bruce, ...	1
Bundelkhand, history of, ...	169	—— of Sheikh Sádi, the Persian poet and moralist, ...	150
Calcutta, Census of, ...	138	—— of Ferdusi, ...	132
Canara, History of, ...	145	—— of Hafiz, ...	170
Charlemagne, Life of, ...	33	—— Insurance, ...	48
China Silk, on the culture of, ...	65	Lightning Conductors, ...	157
Chhaták, derivation of, ...	93	Maud of England, ...	113
Coatêmundi, The, ...	55	Mexico, Floating Gardens of, ...	23
Colossocalis Atlas, the monster tortoise, ...	43	Milton, the Morning Prayer of the first created couple, from, ...	47
Conductors of Lightning, ...	157	Monster Tortoise, <i>Collossocalis Atlas</i> ,—The, ...	43
Coronation, ...	24	Moralist Sádi, life of the, ...	150
Countries, notions of personal beauty in different, ...	9	Niti Pass, the, ...	184
Description of Bagdad, ...	17	Notices of new Books, 79, 96, 111, 122, 141, 160, 173, ...	186
Dream, A, ...	19	Notice of Singapore, ...	129
Dwarfs, ...	72	Notions of personal beauty in different countries, ...	9
England, Hawking in, ...	97	Pearl Fishery, ...	87
—— Henry IV. of, ...	49	Peleeli, a novel ornament for the upper lip, ...	71
—— I. of, ...	113	Peshwas, ...	83
—— and Maud, ...	113	Poá, derivation of the word, ...	93
Etawah, ...	94	Prayer of the first created couple from Milton, ...	47
Etymology of the words Ser, Poá and Chhaták, ...	93	Rewa, History of, ...	69
Ferdusi, Life of, ...	132	Robert Bruce, life of, ...	1
Fishery, Pearl, ...	87	Rubies, Sapphires and Topazes, ...	107
Floating Gardens of Mexico, ...	23	Sádi, life of, ...	150
Guzerat, history of, ...	177	Savings' Banks for the Mofussil, ...	13
Hawking in England, ...	91	Sena Rajas of Bengal, the, ...	58
Henry IV. of England, ...	49	Ser, derivation of, ...	93
Henry I. and Maud, ...	113	Serohi, history of, ...	45
History of Bikaneer, ...	26	Silk in China, on the culture of, ...	65
—— of British connexion with Jessulmere, ...	31	Singapore, Notice of, ...	129
—— of Canara, ...	145	Travellers' Stories, ...	53
—— of Hyderabad, ...	97	Wren, Anecdote of a, ...	155
—— of Karnáta, ...	116	Vijayanagara, ...	29
—— of Kerowli, ...	74		
—— of the Peshwas, ...	83		

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র ।

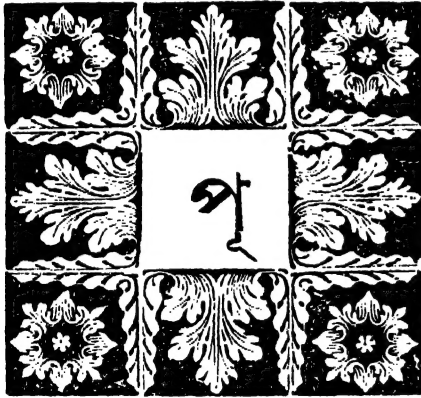
৩ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা ।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[২৫ খণ্ড ।

রবর্ট ব্রুস ।



যে ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ড এই দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল; শাসন-বিষয়ে একের সহিত অন্যের কোন সম্পর্ক ছিল না। বিদেশীয় লোকদিগের সহিত বা-

ণিজ্য-সম্পর্ক থাকাতে এবং শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা হওয়াতে, ইংলণ্ড শীঘ্রই একটি সুপ্রসিদ্ধ ধনশালী রাজ্য হয়। স্কটলণ্ড পার্শ্বতঃ দেশ, তথায় বিদেশীয় লোকদিগের সহিত বাণিজ্য-সংশ্রব তৎকালে তাদৃশ ছিল না, শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনাও অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। দেশীয় লোকেরা দেশে যাহা উৎপন্ন হইত, তাহাই ব্যবহার করিয়া আপনাদিগকে সুখী বোধ করিত। স্বভাবতঃ পর্বতীয় লোকেরা বলিষ্ঠ ও বীর্যশালী হয়, এই হেতু স্কটেরা ধনবান্ সভ্য ইংরাজদিগকে কোন মতেই সম-কক্ষ জ্ঞান করিত না, পর্বতহইতে নামিয়া তাহারা তাহাদের ধন সম্পত্তি লুট করিয়া লইয়া

যাইত। ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া ইংলণ্ডীয়েরা তাহা-দিগকে বাধা দিতে অনেক যত্ন করিত; তদ্ব্যতীত অনেক ঘোরতর যুদ্ধ হইত, এবং মধ্যে ২ স্কটলণ্ডের লোকেরা ইংলণ্ডের কর্তৃত্বাধীন হইত।

স্কটলণ্ড এই রূপে এক বার ইংরাজদের অর্ধাধীন হইলে ওয়ালাস্ নামা এক ব্যক্তি প্রথমে তাহা যুক্ত করিতে চেষ্টা পান। তাঁহার মৃত্যু হইলে রবর্ট ব্রুস সেই বিষয়ে প্ররক্ত হইয়াছিলেন। ইতি-হাস-বেত্তারা লিখিয়াছেন, অন্যান্য কুলীনবর্গ পদমর্যাদার অতিক্রম করিয়া যে রূপে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেন, ত্রিশ ৭ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত রবর্ট ব্রুসও সেই রূপ গর্হিত কর্তব্যে দূষিত ছিলেন। সেই দোষ এই যে প্রয়োজন হইলে তাঁহার ইংলণ্ডাধিপতি এডওয়ার্ড রাজার আনুগত্য স্বীকার করিতেন, এবং আপনাদিগকে নিরাপদ দেখিলেই প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন-পূর্বক তদ্বিকল্পে অস্ত্র গ্রহণ করিতেন। যে লোকেরা স্বজাতির স্বাধীনতাকে অমূল্য সম্পত্তি অনধিকারী বিদেশী রাজাকে স্বৈচ্ছাপূর্বক অর্পণ করে, কখনই তাহারা উদার-চিত্ত ভদ্র লোক নহে। আবার এক ব্যক্তিকে কর্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুনরায় তৎকর্তৃত্বের বিপরীতাচরণে তাহারা প্ররক্ত হয়, তাহারাই বা কি রূপ ভদ্র লোক? রবর্ট ব্রুস এ অপরাধের



রবার্ট ক্রস ।

অপরাধী ছিলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য কুলীনবর্গ এ বিষয়ে যত নিন্দিত হইয়াছিল, তাঁহাকে তত নিন্দা করা যাইতে পারে না; কারণ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টে বহুকাল তাঁহাকে কালযাপন করিতে হইয়াছিল, আচার ব্যবহারে তিনি ইংরাজদিগের তুল্য ছিলেন।

ইংলণ্ডে বাস করিয়া ক্রস এডওয়ার্ডের সৈনিককর্মে নিযুক্ত আছেন, এমনত সময়ে এক দিন কমিন নামা এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পূর্বে এই কমিন ওয়ালাসের এক জন কর্মচারী ছিলেন। তাহাতে যে ২ উপায়ে স্কটলণ্ড রাজ্য ইংলণ্ডের অধীনতাহইতে মুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে উভয়ের অনেক পরামর্শ হইলে, ক্রস তাঁহাকে কহিলেন, “তুমি স্কটলণ্ডে গিয়া তন্নিবাসী লোকদিগকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিতে উৎসাহ প্রদান কর; আমি তাহাদের অভীষ্ট-সাধনে বিশেষ চেষ্টা করিব।” কমিন বিশ্বস্ত লোকের

ন্যায় কর্ম করিলেন না। ক্রসের এই কুমন্ত্রণার কথা সকল এডওয়ার্ড রাজাকে জানাইবার অভিপ্রায়ে গ্লষ্টর-প্রদেশের জমিদারের নিকট এ বিষয় ব্যক্ত করিলেন। ক্রসের প্রতি ঐ ভূম্যধিকারীর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি মনে ২ বিবেচনা করিলেন, দুরাস্থা কমিন একপ কুমন্ত্রণার কথা কহিলে, এডওয়ার্ড রাজা ক্রসের প্রাণ রক্ষা করিবেন না; রাজভক্ত প্রজা হইয়া আমার পত্র লিখিয়া তাহাকে ইহা জানানও উচিত হইতেছে না; অতএব কোন সঙ্কেতদ্বারা ক্রসকে এ স্থানহইতে শীঘ্র স্থানান্তরিত করা আমার বিধেয় হইয়াছে।” এই বিবেচনা করিয়া তিনি তাহাকে এক খলিয়া মোহর এবং দুইখান ঘোড়ায় চড়িবার রেকাব উপঢৌকনরূপে পাঠাইলেন। এই বস্তু প্রাপ্ত হইবামাত্র সুবুদ্ধিমান ক্রস বুঝিতে পারিলেন, যে এ স্থানে থাকিলে আমার মহাবিপদ হইবে; অবিলম্বে পলায়ন করিতে হইবে বলিয়া গ্লষ্টর-প্রদেশের

ভূম্যধিকারী আমাকে সঙ্কেত করিয়া পাঠাইয়াছেন। তখন শীতকাল, রাত্রিকালে বারিবর্ষণের ন্যায় হিমাদি বর্ষণ হইত, তথাপি ক্রস লগুন পরিত্যাগ করিয়া রজনীযোগে স্কটলণ্ড-দেশস্থ নমক্লিজ-নামক এক স্থানে চলিলেন। তথায় প্রধান প্রধান অনেক স্কচ লোক একত্রিত হইয়াছিলেন; বিশ্বাসঘাতক কমিনও তাহাদের মধ্যে এক জন ছিল। উদারচিত্ত দেশহিতৈষী ক্রস অনেক কষ্টকল্পে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে কমিনকে কোন কথা কহিলেন না; দেশীয় লোকদিগের নিকট আপন মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া যুদ্ধোজ্জ্বল গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদিগকে বারংবার লওয়াইতে লাগিলেন। তিনি যত বলেন, কমিন তাহাদিগকে তত বাধা দেয়, তাহাতে উভয়ে রাগান্বিত হওয়াতে কটু কাটব্য প্রয়োগ হইতে লাগিল। পরে ক্রস রাগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া “রে পায়ণ্ড! রে বিশ্বাসঘাতক” বলিয়া তাহাকে খড়্গাঘাত করিলেন। একাঘাতেই কমিন মূর্ছাপন্ন হইল, এবং তাহার শোণিত যে স্থানে পতিত হইল তাহা রক্তাকীর্ণ হইয়া গেল। মনুষ্যহত্যা করিলেই লোকের স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভ্রাস হয়, বিশেষ যে স্থলে এ ঘটনা হইয়াছিল, সেটি ধর্ম্মারাধনার স্থান—যজ্ঞবেদী, অতএব সাতিশয় গর্হিত কর্ম্ম হইল, বিবেচনায় ক্রস কল্পিতকলেবর হওত সে স্থানহইতে দৌড়িয়া পলায়ন করিলেন। পশ্চিমমধ্যে কর্পেট্টিক এবং সিটন নামা দুই জন বন্ধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “সন্দেহ হইতেছে, কমিনকে বুঝি আমি আজি হত্যা করিয়াছি।” কর্পেট্টিক বলিলেন, “দুরাত্মাকে মারিয়াছ কি না তোমার সন্দেহ হইতেছে, সে সন্দেহ এখনই আমি নিরসন করিব।” এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি ছুরিকা হস্তে লগুত দৌড়িয়া

সেই যজ্ঞবেদীর নিকট গিয়া ভূমিতলশায়ী মৃদুর্ম্ম কমিনের বক্ষঃস্থল সেই ছুরিকা দ্বারা বিদীর্ণ করিল। ধরাতলশায়ী আহত ব্যক্তির উপর আঘাত করা অতি ভয়ঙ্কর দোষ, কিন্তু সে সময়ে একপ হত্যাকে লোকে সাতিশয় গর্হিত কর্ম্ম বোধ করিত না; শত্রু মারিয়া লোককে আরক্ত খড়্গা প্রদর্শন করা বড় শ্লাঘার কর্ম্ম মনে করিত; এ জন্য আপন পরিবারের নামোজ্জ্বল হইবে বলিয়া কর্পেট্টিক ক্রসের রক্ত অপরাধের অপরাধ-ভাগী হইলেন।

কমিনের মৃত্যুর পর স্কটলণ্ড-বাসী লোকেরা রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া ইংলণ্ডীয় রাজকর্ম্মচারী ও সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদিগকে বারংবার পরাস্ত করিল। তাহারা তাড়িত হইলে, স্কোন-নামক ধর্ম্মমঠে সকলের সম্মতিক্রমে ক্রস স্কটলণ্ডদেশের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই ঘটনা হয়, এ জন্য ক্রসের খ্রী শ্লাঘা করিয়া স্বামীকে কহিয়াছিলেন, “প্রাণনাথ! তুমি খ্রীষ্টকালের রাজা, অনুখের কাল শীতের সময়ে রাজা হও নাই, অতএব তোমার বিষয় কখনই হইবে না।” ইংলণ্ডাধিরাজ প্রথম এডওয়ার্ড সাতিশয় যুদ্ধানুরাগী লোভপর-তন্ত্র রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্ত সহজে চঞ্চল হইত না; মনঃস্থির করিয়া তিনি সকল কর্ম্ম বিবেচনাপূর্ব্বক করিতেন। পরন্তু অধিকৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির বাসনায় তিনি যত উপায় করিলেন, সকলই নিষ্ফল হইল; স্কচদিগের নিকটে তিনি বারংবার উপহাসাম্পাদ হইলেন। নাম রক্ষার নিমিত্ত একান্ত যত্ন করিয়া শেষে তিনি তুঘল সৈন্য সঙ্গ্রহ করিলেন, ও পেন্সোক প্রদেশের ভূম্যধিকারী সে সমস্ত সৈন্যের সেনাপতিত্বপদে নিযুক্ত হইলেন। ঐ ব্যক্তি অসীকার করিলেন, যে “স্কচ লোক এবং তদধ্যক্ষকে বিশেষ প্রতি-

ফল না দিয়া ইংলণ্ডে কদাচ আমি প্রত্যাগমন করিব না।” মহারাজ তাঁহার উৎসাহের নিমিত্ত তাঁহার পুত্রকে ওয়েল্‌স প্রদেশে এক উচ্চপদ দিলেন; এবং পরে তিন শত কুলীনদিগকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে স্কটলণ্ড দেশে পাঠাইলেন। আসিবার সময় পিতা পুত্র উভয়কে কহিয়া দিলেন, তাহারা যেন দুই রাত্রি ক্রমাগত এক স্থানে না থাকেন। এই সকল উদ্যোগ সম্পন্ন হইলে, রজা রাজা স্বয়ং কিয়ৎ সৈন্য সঙ্গে লইয়া স্কটলণ্ড-দেশে যাত্রা করিলেন।

পেপ্তোকেস সহিত সমকক্ষ হইয়া রণস্থলে দণ্ডায়মান হন, ক্রম এমত সৈন্যসামন্ত রাখিতেন না। ইংলণ্ডীয় সেনাপতি একেবারে তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়া পর্থস্যার দেশের মধ্যবর্তী মেথভেম নামক গ্রামে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। ক্রম তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পেপ্তোক তাঁহার সমস্ত সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া তাঁহার প্রধান প্রধান অভিভাবককে কারাবদ্ধ করিলেন, আর বিশ্বাসঘাতক রাজবিদ্রোহী বলিয়া একে একে তাহাদের সকলকেই বধ করিলেন। ক্রমের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি কতকগুলি অনুগামী লোককে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রথমে পর্বতে পরে নিকটবর্তী ক্ষুদ্রদ্বীপে পলায়ন করিলেন। শিকারী কুকুরগণ পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া যেকোন খরগোশ শিকার করে, শত্রুপক্ষ তেমনি করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। রাজমহিষী জন কয়েক ভদ্র লোক এবং তাঁহাদের স্ত্রী আশ্রয়প্রাণ বিসর্জন দিতে পণ করিয়া ক্রমের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা কোন দিন আহার পাইতেন, কোন দিন বা নিরশনে কালযাপন করিতেন। কথিত আছে যে একদা শত্রুপক্ষের জন কয়েক ব্যক্তি একটা বৃহৎ শিকারী কুকুরদ্বারা এক দিন ক্রমকে

আক্রমণ করিয়াছিল। ইংলণ্ড-বাস-কালীন স্কট-রাজ ঐ কুকুরটাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। প্রথমে সে তর্জন গর্জন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল বটে, কিন্তু কাছে আসিয়া চিনিতে পারিয়া একেবারে তাঁহার পদতলে পড়িল, আর হস্ত পদ চাটিয়া লাঞ্ছন নাড়িয়া আহ্বাদ প্রকাশ করিল। অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, রাজা অঙ্গুলি-নির্দেশদ্বারা আক্রমণকারীদিগকে দেখাইয়া দিলে, কুকুরটা বিপক্ষপক্ষের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। জনলরন্ নামে হত কমিনের এক ভ্রাতা রাজা এডওয়ার্ডের এক জন কর্মচারী ছিল। ক্রমের দুরবস্থা দেখিয়া সে ব্যক্তি মনে বিবেচনা করিল, ভ্রাতৃহত্যাকারী ক্রম আমাদের তো এক প্রকার করতলস্থ হইয়াছে, অতএব জন কয়েক হাইলণ্ড-পর্বত-নিবাসী বলবন্ত লোককে পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনা যাউক। এই বিবেচনা করিয়া ক্রমকে ধরিবার নিমিত্ত সে ছয় জন লোক পাঠাইল। তাহারা নিকটে আইলে ক্রম আপন অসীম সাহস এবং বলের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগের চারি জনকে দুই হাতে এমনি মুষ্টিয়াঘাত করিতে লাগিলেন, যে প্রাণভয়ে তাহারা দৌড়িয়া পলায়ন করিল। অপর দুই জনকে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধরিয়া সমুচিত দণ্ড প্রদান করত দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

স্কটলণ্ড এবং আইয়ারলণ্ডের মধ্যবর্তী সমুদ্র-শাখায় রাখলিন্ নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ক্রম গোপনভাবে সেই স্থানে সমস্ত শীতকাল কাটাইলেন। এ দিকে রাজা এডওয়ার্ড তাঁহার অনুগামী লোকদিগকে ধরিয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিতে লাগিলেন। নাইগেল নামে রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং অপর কয়েক জন প্রধান লোক রাজাজ্ঞায় নিহত হইলেন। রাণী, তৎসহচরী কয়েকটি মান্য

শ্রী এবং যে যে ধর্ম্মাধ্যক্ষদ্বারা ক্রস রাজ-
মুকুট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের সকলকেই
কারাবদ্ধ করা হইল। হতভাগ্য রাজা দারুণ কষ্ট
সহ্য করিয়া ১৩০৭ খ্রীঃ অব্দের বসন্তকালে কতক-
গুলি সৈন্য সংগ্রহ করত স্কটলণ্ডের প্রান্তরে
ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিলেন। এক ব্যক্তি
ইংরাজদের সেনাপতি সে দিন তাঁহার কিছুই
করিতে পারিল না, তিনি এক প্রকার জয়লাভ
করিলেন। কিন্তু টমাস্ এবং আলেকজান্ডার নামে
তাঁহার ভ্রাতা অপর এক ভাগে ইংরাজদের সহিত
যুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল, ইংরাজেরা তাহাদিগকে
সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়া প্রথমে কারাবদ্ধ করিল,
পরে কারলিসন্ নামে এক স্থানে সাধারণ
প্রজাবর্গের সাক্ষাতে তাহাদের উভয়ের প্রাণ
বধ করিল।

নিরাশা ও দূরবস্থাগ্রস্ত হইয়া রবর্ত্ ক্রস আপন
জন্মস্থান কারউইক প্রদেশের বনে ভ্রমণ করিয়া
বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু যেখানে যান, সেই থা-
নেই শত্রুপক্ষ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হয়, দেশ উদ্ধা-
রের নিমিত্ত যত উপায় অবলম্বন করেন, সে সকলই
নিষ্ফল হয়। তিনি নিজে অনেক বার পরাজিত
হইয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃ-পুত্র বন্ধুবর্গ হত হইয়া-
ছিল, রাজমহিষী এবং মান্য্য শ্রী সকল কারাবদ্ধ
হইয়া লগুনে নীতা হইয়াছিলেন। ইহাতে রাজা
চারি দিক্ শূন্য এবং অন্ধকারময় দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্ত
হওত মনে বলিতে লাগিলেন, “স্কটলণ্ড প্রাপ্ত
হইবার আশা আমার আর কি আছে? এ বিষয়ের
নিমিত্ত আমি আর রখা চেপ্তা পাই কেন? ধর্ম্মধ্বজ
গ্রহণ করিয়া যে সকল খ্রীষ্টীয়ানেরা যিকশালমে
যাইতেছে, তাহাদিগের সঙ্গে যদি আমি পুণ্য-
ক্ষেত্রে যাই, তবে জয়ী হইলে যেকপ গৌরব, তথায়
মরিলেও সেই রূপ গৌরব হইবে।” এই রূপ চিন্তা
করিতে ক্রস অরণ্যমধ্যে একটি প্রাচীন ভগ্ন

গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া তৃণশয্যায় শয়ন
করিয়া রহিলেন, ভাবনা ও লজ্জায় তাঁহার সমস্ত
রাত্রি নিদ্রা হইল না, উর্দ্ধ দৃষ্টিতে ভগ্ন গৃহের
ছাতের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তখন একটা
মাকড়সা জাল বুনিবার নিমিত্ত দুইটা কড়ি-
কাঠের মধ্যে এক খাই সূতা লাগাইতেছিল।
রাজা মনঃসংযোগ-পূর্বক দেখিতে লাগিলেন,
দুর্বল কীটটা সূতা বন্ধন করিতে একাদিক্রমে
দ্বাদশ বার অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিল, দ্বাদশ বারই
তাহা ছিঁড়িয়া গেল, সে কোন মতে কৃতকার্য হইতে
পারিল না, পরন্তু ত্রয়োদশ বারের বার তাহার
চেষ্টা সফল হইল। আশা ভরসা বিহীন হতভাগ্য
রাজা তদর্শনে সানন্দচিত্ত হইয়া মনে বিবে-
চনা করিতে লাগিলেন, “এ বিষয় আমার পক্ষে
আজি উপদেশস্বরূপ হইয়াছে, উদ্যোগ পরি-
ত্যাগ না করিবার জন্য পরমেশ্বর বুঝি মাকড়সাকে
আমার কাছে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন। ত্রয়োদশ
বারের বার যখন মাকড়সার কার্য সিদ্ধ হইল,
তখন আমরাও দ্বাদশ বার পরাজয় হইয়াছি;
শেষ বার একান্ত চেষ্টা করিলে মনোভীষ্ট কেন
না সিদ্ধ হইবে?” এই সিদ্ধান্ত করিয়া স্কটলণ্ড-
উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি আর এক বার প্রাণপণ
যত্ন করিলেন। তাঁহার সহিত ইংরাজদের অনেক
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহাতে বল
এবং উৎসাহ সহকারে তিনি সকল যুদ্ধেই জয়ী
হইলেন। দেশের ক্রিয়দংশ তাঁহার কর্তৃত্বাধীন
হইল, এবং ১০ই মে দিবসে অত্যম্প পদাতিক
সৈন্য লইয়া সেনাপতি পোম্বোক্কে তিনি লগুন-
হিল নামক স্থানে আক্রমণ করিলেন। উৎসাহের
এমনি গুণ, সেনাপতির প্রভূত অশ্বারূঢ় সৈন্য
ক্রসের সামান্য পদাতিক সৈন্যদিগের সহিত সম-
কক্ষ হইতে পারিল না, বল বীর্য্য প্রকাশ করিয়া
তাহারা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল।

তিন দিবস পরে সেনাপতি পেছোকে পুত্রকে তিনি আর এক যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। ইহাতে ইংরাজদের অধীনতাইতে স্কটলণ্ড উদ্ধার করণের আশা তাঁহার মনে বলবতী হইল, তিনি জয়ের উপর জয়লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রসের এই রূপ প্রাদুর্ভাব-দর্শনে রুদ্ধ রাজা প্রথম এডওয়ার্ড ভগ্নচিত্ত হইয়া সাতিশয় পীড়িত হইলেন, সেই রোগে তাঁহাকে মানবলীলা সংবরণ করিতে হইল। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় এডওয়ার্ড তৎপদে অভিযুক্ত হইয়া পিতৃশত্রুকে দমন করিবার নিমিত্ত স্কটলণ্ড-দেশে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পরন্তু দুর্বলতা প্রযুক্ত তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। বীরবর ক্রস বাহুবলে ইংরাজদের অধিকৃত এক প্রদেশের পর অপর এক প্রদেশ ক্রমে ২ জয় করিয়া লইলেন। তখন স্কটলণ্ড-দেশের অপরাপর তাহার অধীনতা স্বীকার করিলে, তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদিগের অধিকারভুক্ত ভূমি সকলের দলীল কি, কি প্রকার স্বত্বে তোমরা উহাতে স্বত্ববান্ আছ?” তাহারা আপনাদিগের খজা দেখাইয়া উত্তর করিল, “মহারাজ! এই অস্ত্রদ্বারা আমরা উহা লাভ করিয়াছি, এবং ইহাতেই আমরা উহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব।” অতঃপর রাজা এডওয়ার্ডের সেনাপতিগণ একে একে সকলেই পরাভূত হইল, রবট্ ক্রস তিন বৎসরান্তে প্রায় সমস্ত স্কটলণ্ড-দেশের একাধিপতি হইলেন।

রাজা হইয়া রবট্ ক্রস তিন চারি বৎসর স্কটলণ্ডের শাসনপ্রণালীর সুনিয়ম এবং সুশৃঙ্খলা করিলেন। নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ এবং অগ্নিদাহদ্বারা তত্রত্য প্রজাবর্গের অসুখের আর পরিসীমা ছিল না; যুদ্ধের শেষ হইলে তাহাদের দুঃখেরও অবসান হইল। এডওয়ার্ড রাজা মনে করিলেন, “আমার দোষে ইংলণ্ডের উত্তরসীমাবর্ত্তী নরদম্বর-

লণ্ড, কম্বরলণ্ড এবং ডরহাম্ প্রদেশ একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে। ক্রসকে কোন উপায়ে পরাজিত না করিলে ইংলণ্ডের আর মজল নাই, অতএব বিহিত বিধানে যত্ন করিয়া শেষ উপায় অবলম্বন করা উচিত হইয়াছে।” এই স্থির করিয়া ১৩১৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা যে মাক্সনো ফ্লাণ্ডরস্ আয়রলণ্ড এবং ওয়েল্‌স-দেশ আপন অধিকার-ভুক্ত করিয়াছিলেন, সে সমস্ত দেশহইতে তিনি এক লক্ষ সৈন্য সম্ভূহ করিলেন। তাহারা সকলেই বর্ষ্য পরিহিত, অর্দ্ধ সভ্য, অর্দ্ধ উল্লম্ব মহাকায় বীরপুরুষ, তাহাদিগকে বাধা দেওয়া রাজা ক্রসের পক্ষে একটা সহজ ব্যাপার নহে। তাহাদের মধ্যে ত্রিশং সহস্র সৈন্যকে বাধা দিতে তিনি পারেন কি না পারেন সন্দেহহীন। স্কটলণ্ড দেশে ষ্টার্লিং এবং বরউইক নামে দুইটি দুর্গ কেবল ইংরাজদিগের ছিল। ক্রসের ভ্রাতা এডওয়ার্ড বহু দিন তাহার প্রথমটি আক্রমণ করিয়া সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া মাউব্রে নামক ইংরাজদের সেনাপতি আক্রমণকারীর নিকট এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, “অনুক দিন পর্য্যন্ত যদি আমরা ইংলণ্ডহইতে সাহায্য না পাই, তবে ইচ্ছাপূর্বক স্কটদিগের অধীনতা স্বীকার করিব।” যে ব্যক্তি সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিবে, আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব, ক্রস এমন প্রতিজ্ঞা করিলেন। যে অবস্থায় ঐ দুর্গ সংস্থাপিত ছিল, তাঁহার অগ্নি সৈন্য সে কর্ম সমাধা করিতে পারিবে তিনি এমন বিবেচনা করিলেন। দুর্গের দক্ষিণ পার্শ্বে পর্বত, বাম দিকে বাদা, এবং সম্মুখভাগে একটি ক্ষুদ্র নদী ছিল। ক্রস রাজা তাহার তীরে কতকগুলি গর্ভ খনন করাইয়া ঘাসের চাপড়ায় উহার উপরিভাগ এমনি আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন, যেন জানিতে না পারিয়া ইংরাজদের

অশ্বারোহী সৈন্য তদুপরি যাইবামাত্র পড়িয়া যায়, আর তাহাদিগের দুঃখনিমিত্ত ত্রিশূলাকার অস্ত্র তন্মধ্যে এমনি করিয়া পুতিয়া রাখিলেন, যে তাহারা যে দিকে পড়ুক না কেন, অস্ত্রের এক দিক অবশ্যই তাহাদের শরীরে বিদ্ধ হইবে।

১৩১৪ খ্রীঃ অব্দের ২৩ শে জুন দিবসে দুই পক্ষের সৈন্য এক স্থানে উপস্থিত হইল। সর্ হেনেরী ডিবোহন নামে এক জন প্রধান ব্যক্তি ইংরাজ সৈন্যের সেনাপতিত্ব-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দূরহইতে ক্রসকে তিনি অগ্রসর হইতে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ শেল উত্তোলনপূর্বক অগ্রসর হইলেন, আর স্থির করিলেন, ক্রসের প্রাণ বধ করিয়া আমি এই স্থলেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিব। ডিবোহন লক্ষ্য স্থির করত শরাসনে শর সন্ধান-পূর্বক ভয়ঙ্কর রূপে রাজা ক্রসের পুতি তাহা নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সোভাগ্যবশতঃ সে বাণ তাঁহাকে লাগিল না। ইত্যবসরে রাজা অশ্বারোহণপূর্বক হস্তে একটা টাঙ্গী লওত কুলীন মহাশয়ের পুতি ধাবমান হইয়া, প্রাণ বধ করণের কামনায় দূরহইতে তৎপুতি তাহা নিক্ষেপ করিলেন, পরন্তু টাঙ্গীখান তাঁহাকে না লাগাতে প্রস্তুরে পড়িয়া দুই খান হইল। তদদর্শনে ক্রসের কর্মচারীগণ ভৎসনা করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল, “মহারাজ! অপ্রয়োজনে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করা কোন মতেই ভাল কর্ম হয় নাই।” ক্রস ইহাতে আর কোন উত্তর করিলেন না, কেবল এই মাত্র বলিলেন “আহা আমি আমার সুন্দর টাঙ্গীখান রূথা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম।”

২৫ শে জুন প্রাতঃকালে যুদ্ধের দিন স্থির হইয়াছিল, ইনচাকরে নামা এক জন যাচক স্কচ সৈন্যদিগের নিকটে আসিয়া প্রথমে প্রার্থনা করিলেন, পরে ক্রুশচিহ্ন স্কন্ধে ধারণ করত দেশ রক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়া দুঃসাহসী যুদ্ধ করিতে

তাহাদিগকে বিশেষরূপে প্ররতি দিতে লাগিলেন। অপর পক্ষে রাজা এডওয়ার্ড আপন-সৈন্য-বর্গকে উৎসাহ দিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, “ভয় নাই, ভয় নাই, আত্মসমর্পণ করিবার জন্য এ দেখ তাহারা আমাদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে।” এই কথা শুনিয়া এক জন কুলীন কহিলেন, “মহারাজ! তাহারা প্রার্থনা করিতেছে যথার্থ কিন্তু আমাদিগের নিকট নহে। তাহারা এ যুদ্ধক্ষেত্রে হয় প্রাণত্যাগ, নতুবা জয়লাভ করিবে, ইহা আপনি মনোমধ্যে নিশ্চয় করিয়া রাখুন।” ইংরাজদিগের তীরন্দাজেরা দস্ত প্রকাশ করিয়া প্রথমে ক্রসের সৈন্য পুতি আক্রমণ করিল। তৎপরে গুলির প্রদেশের অধিকারীর অধীনে যে অশ্বারোহী সৈন্য ছিল, বিশেষ সাহস ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু কিঞ্চিৎ অগ্রেই ক্রস পূর্বে যে সকল গর্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পড়িয়া যাওয়াতে তাহাদিগের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না, সমুদায় সৈন্যদলে একেবারে বিশৃঙ্খলতা ঘটিল। তাহাদিগের সেনাপতি প্রাণে নিহত হইলেন, সর্ জেমস ওয়ালাস্ স্কচ অশ্বারোহী সৈন্যদিগের সেনাপতি ছিলেন। ইংরাজদিগের একপা দূরবস্থা-দর্শনে তিনি উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া অনেক সৈন্য নিপাতন করত রণক্ষেত্র হইতে তাহাদিগকে দূরীভূত করিলেন। পরন্তু স্কচদিগের নিশ্চয় জয়লাভ তখনও হইল না; ইংরাজেরা তাড়িত হইয়াও যুদ্ধ করিতে লাগিল। স্কচদিগের ১৫,০০০ পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য পর্বতের পশ্চাৎভাগে ছিল; হঠাৎ তাহারা একেবারে পর্বতোপরিভাগে দেখা দিল, এবং মহাকলরব করিয়া “মার মার” শব্দে নিম্নে নামিতে লাগিল। তদদর্শনে ইংরাজদিগের সৈন্যমধ্যে ভয়ের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা মনে করিল, এই নূতন সৈন্য শত্রুপক্ষের সহিত

সংযোজিত হইলে আমাদিগের কাহারও প্রাণ থাকিবে না, অতএব লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করাই বিধেয়। এই স্থির করিয়া তাহার। যুদ্ধে পরাজুথ হওত পলায়নপর হইল। রাজা এডওয়ার্ড মৃত পিতার ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ প্রকাশ করিতেছিলেন, একপ সর্বনাশ হইতে দেখিয়া তিনিও আর স্থিরভাবে থাকিতে পারিলেন না; পেন্থোক-প্রদেশাধিকারী এবং ডি আর জেণ্টাইন নামা ব্যক্তির উপর সমস্ত ভার দিয়া আপনি পলায়ন করিলেন। যত কণ রাজা নিরাপদ না হইলেন, তত কণ ডি আর জেণ্টাইন তাঁহার সঙ্গে গেলেন, আর পরিত্যাগ করিয়া আসিবার সময় এই কথা বলিয়া বিদায় লইলেন, “মহাশয়! ঈশ্বর আপনকার সঙ্গে থাকুন, প্রাণ থাকিতে আমি রণস্থল পরিত্যাগ করিব না।” অতঃপর তিনি ঘোরতর কোলাহল করিয়া অনুগামী সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্ররম্ব হইলেন। তাহাতে ঐ ভয়ঙ্কর দিবসে অপরায়ণ ২০০ মহা কুলীন বীর পুরুষদিগের যে দশা হইয়াছিল, তাঁহারও সেই দশা হইল। তিনি ও পেন্থোক-প্রদেশাধিকারী উভয়েই পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসরণ রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। রাজা এডওয়ার্ড পাঁচ শত অস্ত্রধারী সৈন্য সমভিব্যাহারে লিমলিথগো নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানেও নিকটবর্তী থাকিতে পারিলেন না, কারণ সেনাপতি ডগলাস তাঁহার পশ্চাদ্ভর্তী হইয়া আক্রমণের উপক্রম করিলেন। তাহাতে রণস্থলহইতে ত্রিশ কোশ দূরবর্তী ডনবার নামক এক প্রদেশে তাঁহাকে পলাইতে হইল। তত্রত্য ভূম্যধিকারী বিশেষ সমাদর-পূর্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া এক খানি ক্ষুদ্র মাছধরা নোকা দ্বারা গোপনে স্বরাজ্যে প্রেরণ করিলেন।

এই যুদ্ধে স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা স্থিরীকৃত হইল।

বহু শতাব্দী ইংলণ্ডীয় লোকের। এতাদৃশ পরাজয় দেখে নাই, ও তাহাদের তাদৃশ বহু সঙ্কট লোক হত এবং কারাকন্ড হয় নাই, অতএব রবট্ ক্রসের নাম তাহাদের পক্ষে ভয়াবহ হইল। ইহার পর আইয়ারলণ্ড দেশে রাজা ক্রসের সহিত ইংরাজদের আর এক বার যুদ্ধ হয়, তাহাতেও তিনি জয় লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমাগত কএক বৎসর অবিচ্ছেদে পরিভ্রম, আহার নিদ্রার কষ্ট, এবং মানসিক উৎকণ্ঠাদ্বারা অতঃপর ক্রস বিষম পীড়ায় ব্যথিত হইলেন। দুর্বলতা প্রযুক্ত সৈন্য পরিচালন করিতে আর তিনি সমর্থ হইলেন না। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে সমুদায় রাজ্যরক্ষার ভার মরে এবং ডগলাসের পুত্রি অর্পণ করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত হইলেন। স্কট্-ইতিহাসে মহাবীর বলিয়া ডগলাসের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে, ইনি ইংলণ্ডের উত্তর-সীমান্তবর্তী লোকদিগকে যে কণ জ্বালাতন করিয়াছিলেন, সেকণ আর কেহ কখন করে নাই। সামান্যকণ আহার করিয়া দিবা রাত্রি পরিভ্রমণ করিতেন। পূর্বকালীয় রীত্যনুসারে গৃহদাহ মনুষ্য-হিংসা এবং শস্য-বিনাশ করিতেন। ইংলণ্ডের রাজা তাঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই, বারম্বারই পরাজিত ও তাড়িত হইয়াছিলেন।

এই ঘটনার অল্প দিন পরে রাজা রবট্ ক্রস কারডুস-প্রদেশবর্তী কলাইত নদীর তীরে মানব-লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার বয়স পঞ্চ পঞ্চাশত বর্ষ হইয়াছিল তন্মধ্যে স্কটল্যান্ড-দেশে তিনি কেবল, বিশ্রান্তি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে যিকশালমে যাইয়া ধর্ম্মধ্বজ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, একারণ মৃত্যুর প্রাক্কালে পরমাঙ্গীরা বন্ধু ডগলাসকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, “মৃত্যুর পর আমার হৃদয় তুমি যিকশালমে

লইয়া বিহিত বিধানে অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া করিও।” তদনুসারে ডগ্‌লাস্ যত্নপূর্ব্বক গন্ধরসদ্বারা তাঁহার হৃদয়ের পুতি নিবারণ করিয়া তাহা পালাষ্টাইন্ দেশে প্রেরণ করত তথায় ক্রমের ইচ্ছানুরূপ অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়াছিলেন। রবট্ ক্রম সাতিশয় সাহসী শক্তিমান সুবুদ্ধিমন্তু এবং দেশহিতৈষী মহাপুরুষ বলিয়া সর্বত্র সুবিখ্যাত ছিলেন, এবং যত কাল স্বাধীনতানুরাগের পুশংসা ভূমণ্ডলে বলবৎ থাকিবেক তত কাল তাঁহার নাম অরণীয় থাকিবেক, সন্দেহ নাই। এই মহাত্মার বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং তাঁহার বংশধরেরা এলগিন্ ও কিংস্‌টার্টাইন্ প্রদেশের “আরল” পদবীতে অভিনিবিষ্ট আছেন। এতদেশের বিগত গবর্ণর জেনেরল্ লর্ড এলগিন্ এই রবট্ ক্রমের বংশধর ছিলেন। তাঁহার পুত্র অধুনা তাঁহার “আরল” পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে ?



আক্ষেপ, আমাদিগের গোদা-বাড়ী ও ছাগলনড়ীর সাহায্য নাই ! তাহা থাকিলে আমরা এক বার ভূমণ্ডলের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া কত দেশের কত নীতি রীতির বিবরণ প্রত্যক্ষ করত পাঠকদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারিতাম? কত বিদ্যা, কত কোশল, কত নৈসর্গিক আশ্চর্য্য পদার্থ দেখিয়া জ্ঞান ও সাধারণের ঐহিক মঙ্গলের রক্ষি করিতে সক্ষম হইতাম? কিন্তু তৎ সমুদায় তাদৃশ রহস্য ব্যঞ্জক হইত না, বিভিন্ন দেশে সৌন্দর্য্যের বিভিন্নলক্ষণ-দর্শনে যাদৃশ প্রমোদ হইত। মনে কখন সকল দেশের প্রধান বরাদ্ধনাগুলী এক চক্ষে প্রায় এক কালে দেখিতে পাইতাম, ও তাহাদের তুলনা করিয়া সৌন্দর্য্য কি, তাহার নির্দেশ

করিতাম; ইহাহইতে কোতুকাবহ ঘটনা আর কি আছে? সত্য যে আমরা প্রচলিত নিয়মে ভ্রমণ করিয়া অনেক দেশের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে পারি; পরন্তু তাহা অত্যন্ত কষ্ট ও আয়াস-সাধ্য। অপর সভ্য দেশে প্রায় প্রতি বর্ষে বিভাবের (“ফেশনের”) পরিবর্ত্তন হইতেছে, ও অসভ্য-রাও ফেশনের পাশহইতে মুক্ত নহে, সুতরাং আমরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে যাহা দেখিব তাহা সর্বত্রের এক সময়ের বিবরণ হইবে না, অতএব ভূমণ্ডলের সকল দেশের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীদিগের এক প্রস্তাবে সমন্বয় করিতে বিরত হইয়া কোন্ দেশে কোন্ অঙ্গের কোন্ লক্ষণকে বিশেষ সৌন্দর্য্য-সাধক বলিয়া লক্ষিত হয় তাহার বর্ণন করিব।

ইহা বলা বাহুল্য যে সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া নিকপিত করা যায়; তাহারই পরিবর্ত্তনার্থে মনুষ্যজাতি সর্বদা বিব্রত, সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র—সর্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার—সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধদ্রব্য—সকলই তাহাদের সেবার নিমিত্ত উৎপন্ন হইতেছে। তত্ত্ববায় তাহাদের নিমিত্ত দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছে। ডুবুরী তাহাদের ব্যবহার্য্য মুক্তার নিমিত্ত মকর-কুস্তারের ভয় পরিত্যাগ করিয়া অতলস্পর্শ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেছে। খনিক পুরুষেরা তাহাদের প্রয়োজনীয় সুবর্ণের নিমিত্ত অহর্নিশ ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে; তাহাদিগের নিমিত্ত এতৎ সন্দর্ভের একটা প্রস্তাবের সমস্ত বিনিয়োগ করা কোন মতে অধিক নহে। ফলে সুন্দরী স্ত্রীর মুখের সদৃশ কমনীয় পদার্থ ভূমণ্ডলে কি আছে? এই রূপ প্রস্তাব করিলে লোকে কি প্রকার উত্তর দিবে তাহার প্রতীক্ষা করিতে হয় না। মনুষ্য যে কোন জাতিজ হউক, যে কোন দেশে উদ্ভূত হউক, এবং যে কোন মতাবলম্বী বা যে কোন রূপ মানস-বিশিষ্ট হউক—সকলেই এতৎ প্রশ্নের এক মাত্র উত্তর দিবে, সন্দেহ নাই। এবিষয়ে অনৈক্য-মত নরজা-

তিতে সম্ভবে না; অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে কি কি লক্ষণ থাকিলে স্ত্রী সুন্দরী হয় একথা জিজ্ঞাসা করিলে, কোন দুই ব্যক্তি এক উত্তর দিবেন না।

মুখাকৃতি সৌন্দর্যের এক প্রধান অঙ্গ, অথচ প্রাচীন গ্রীসদেশীয়েরা ও নব্য ইংরাজেরা তথা হিন্দুরা অণ্ডাকৃতি মুখই সর্বোত্তম বলিয়া থাকেন; কিন্তু চীনদেশীয়েরা তাদৃশ মুখবিশিষ্টাকে “ঘোড়ামুখী” বলিয়া গোলাকার “শরামুখী” অনুরাগে গদগদ-চিহ্ন হইলেন, এবং একুইমঃ জাতীয়েরা তদুত্তরের পরিহরণ করিয়া বর্জুলাকার “মালসামুখী” অনুসরণ করিয়া থাকেন।

পরন্তু মুখাবয়ববিষয়েই যে মনুষ্য-মনে ভেদজ্ঞান আছে এমত নহে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে গ্রীসদেশীয় হোমর নামক কবি কবিকুলের শ্রেষ্ঠ; তিনি তদদেশীয়-মত-প্রসিদ্ধ দেবরাজ যুপি-তরের মহিলা জুনোর রূপবর্ণন-সময়ে তাঁহাকে “রম্যাকী” বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। তদৃষ্টান্তে ইংরাজী-অনুবরণ-তৎপর কোন নব্য যুবক কোন স্বদেশীয়া ভুবনমোহিনীকে “হে গোচুকী” বলিলে কিকপ রসভাস হয় তাহা পাঠকরন্দের মনে অনায়াসেই অনুভূত হইবে। পরন্তু চীনদেশীয়েরা হোমর অপেক্ষাও অধিক রসিক; তাহারা বরাজ্ঞান-ননে শূকর-চক্ষুর সদৃশ ক্ষুদ্র চক্ষু থাকিলে কমনীয় বোধ করে, সুতরাং তাহাদের দেশে, “হে শূকরাক্ষি” বলিয়া প্রণয়িনীর অনুসরণ করিলে তাহার অনুরাগের রক্তি হইয়া থাকে। মনে করুন ঠাকুরদাদা সম্পর্কীয় কেহ তদনুকরণে ঠাকুরণ দিদির সমাদর করিলে গৃহসমাজজ্ঞানীর কি পর্য্যন্ত দুর্দশা না সম্ভব হইতে পারে। এক জন চীন কবি আপন প্রিয়-সখীর প্রশংসায় লিখিয়াছেন—

“আহা মরি প্রিয়মুখ মালসা সমান,
তাহে চক্ষু আছে কি না, না হয় প্রমাণ।”

আমরা প্রার্থনা করি যে আমাদিগের পাঠকরন্দ কেহ ভ্রমেও এই চৈনিক কবির অনুকরণ না করেন; তাহা করিলে বজীয়া যুগাকীর নয়নযুগলে যুগাকের লাবণ্যের পরিবর্তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আধিক্য হইবে, সন্দেহ নাই। পারস্য কবির “কোমল অলসায়ত” লোচনের প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু স্কটলণ্ড দেশে তাহা অগ্রাহ হইয়া “হাসন্ত চক্ষুর” বিশেষ সমাদর হইয়া থাকে। এই সকল নানা প্রকার চক্ষুর মধ্যে কি যে প্রকৃত সুন্দর, তাহা পাঠকদিগের অভিকচ্যনুসারে নির্ণীত হইবে, আমরা তাহার মোমাংসা করিলে কোন না কোন পাঠক বা পাঠিকার নিকট তিরস্কৃত হইবার আশঙ্কা আছে।

মুখের গঠনে নরনের পর নাসিকা সৌন্দর্যের এক প্রধান অঙ্গ; তাহার অবয়ব-ভেদে মুখ ত্রীর বিশেষ পরিবর্তন হয়। তাহার অভাবে তিলোত্তমার মুখও ঘৃণাজনক হইয়া উঠে। পরন্তু কি প্রকার নাসিকা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। ভারতবর্ষে “তিলফুল জিনি নাসা” ভারতচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়। অন্য কবি শুক চক্ষুর আকৃতি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কহেন; ফলে উভয়েই ঐযৎ বর্জুল নাসিকার অনুরাগী। ফরাসী-দেশেও সেই রূপ বর্জুল নাসিকার প্রশংসা আছে। কিন্তু অধুনা এতদেশে “টীকল” সরল রেখার অবক্র তিলক হয়, এমত নাসিকাই সকলের প্রিয়; প্রাচীন গ্রীসদেশে এবং নব্য ইংলণ্ডেও তাহা প্রশংসনীয়। তদ্রূপ নাসার প্রত্যাশায় খাজীরা নব্য প্রসূত শিশুর নাসা প্রত্যহ টিপিয়া সেক দিয়া থাকে, এবং তাহাতে কথঞ্চিৎ নাসার উচ্চতা সিদ্ধ হয়, সন্দেহ নাই। পরন্তু ঐ খাজী আফ্রিকা দেশে গমন করিলে তাহার সে আয়াস তাহার অম্মাভাবের কারণ হইত, যেহেতু তথায় উচ্চ নাসিকা অত্যন্ত নিন্দনীয়, এবং যাহাতে ঐ কুৎসিতের লক্ষণ না উপলব্ধ হয় এই নিমিত্ত তত্রত্য খাজীরা শিশুর নাসা প্রত্যহ

মর্দিত করিয়া তাহার খর্বতা সিদ্ধ করে। বস্তুতঃ সে আয়াস এপর্য্যন্ত কলবান হইয়াছে যে অধুনা অনেক হট্টেটক ভূবনমোহিনীর নাসিকা আছে কি না তাহা সামান্য নয়নে লক্ষ্য হয় না। ন্যূ-জী-লগু ধীপের ললনারাও এই রূপে খর্ব নাসার অনু-রাগিনী, এবং তাহাদেরও নাসা আছে কি না ইহা বিদেশীয়দিগের মনে কখন কখন সন্দেহ হইয়া থাকে। পারস্য দেশবাসীদিগের শুকপাক্ষির চঞ্চুর ন্যায় “আঁকড়সীনাঁকে” বিশেষ দাক্ষিণ্য আছে।

নাসিকার পরই অধরপল্লব; তাহার আরক্ত আভায় অভিভূত না হয়েন এমত বঙ্গ-সন্তান প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ। পক্ষ বিশ্ব, দাড়িম্ববীজ, পদ্মরাগমণি প্রভৃতি সুদৃশ্য আরক্তবর্ণ সকল পদার্থই তাহার প্রশংসায় বিনিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে সেই পক্ষবিশ্বোষ্ঠী আরব্য-দেশে নীতা হইলে “রক্তমুখী” বলিয়া তিরস্কৃত হয়, কারণ তত্রত্য ললনারা অহর্নিশ প্রয়াস পাইয়া আপন আপন অধরপল্লব নীলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া থাকেন; তাহাদের মনে এতদ্ভিন্ন শোভা হয় না।

ললাটের গঠন কিরূপ হইলে সৌন্দর্য্যের রক্ষি হয় তাহারও নিকপণ হইয়া উঠে নাই। বর্জুল, চেপটা, ক্ষুদ্র, রহৎ, উচ্চ, নীচ, প্রশস্ত, খর্ব—সকল প্রকার ললাটেরই প্রশংসা কুত্রাপি না কুত্রাপি দৃষ্ট হইয়াছে। গ্রীসদেশীয়েরা উচ্চ প্রশস্ত কপাল জ্ঞাতীর সৌন্দর্য্যের হানিকর জ্ঞান করিত, এবং তদ্বিপরীতে গত শতাব্দীর ফরাসী ললনারা মস্তকের পুরোভাগের কেশ উৎপাটিত করিয়া প্রশস্ত ললাট সিদ্ধ করত আপন আপন সৌন্দর্য্যের অভিমান সম্বৃত্ত করিতেন। পরন্তু এবিষয়ে মেক্সিকো দেশীয়া রমণীদিগের আচরণ বিশেষ রহস্য-ব্যঞ্জক। তাহারা আজন্মকাল নানাবিধ তৈল ও প্রলেপের অনুসরণদ্বারা সমস্ত কপালে কেশজন্মা-ইবার চেষ্টায় বিব্রত আছেন, কারণ তাহাদের

দেশে মস্তকের কেশ জপর্য্যন্ত আসিলেই তাহাদের মূর্তির মোহনীয় শক্তির পরিরক্ষি হয়। এতদ্দেশে সমস্ত ললাটে কেশ দেখিলে বরাজনারা বানরীর প্রতিমূর্তি অনুভব করেন; পরন্তু তাহারা আরত ললাটের অনুরাগিনী না হইলেও উচ্চ বর্জুল কপাল কোন মতে সমাদরণীয় জ্ঞান করেন না;— তাহার অপকৃষ্টতা বিজ্ঞাপনার্থে “উচ্চ কপালী চেরণদাঁতী বিয়ের রাতে থাকে পতি” ইত্যাদি বাক্য সর্বত্র প্রসিদ্ধ রাখিয়াছেন। পরন্তু উচ্চ কপাল হইলেই যে বিবাহের রাত্রিতেই বৈধব্য ধারণ করিতে হয় এমত কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই; প্রত্যুত গুসাগী নামা এক জাতীয় মার্কিন মনুষ্য-মধ্যে উচ্চ ললাট বিখ্যাত আছে, ও তাহার বিশেষ সমুচ্চতা সাধনার্থে তাহারা শিশুদিগের মস্তকের পশ্চাভাগ প্রত্যহ টিপিয়া পুরোভাগের সমুন্নতি সম্যগ্ৰূপে সিদ্ধ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিলাসবতীদিগের যে অধিক বৈধব্য ঘটয়া থাকে এমত কোন প্রমাণ নাই। এই জাতীয় মনুষ্যদিগের প্রতিবাসী অপর এক জাতীয় মনুষ্য আছে, তাহারা পূর্বোক্তদিগের প্রতিদ্বন্দ্ব সাধনার্থেই হউক বা সৌন্দর্য্যের বোধ প্রভেদবশতই হউক, শিশু জন্মাইবামাত্র তাহার কপালে একখানা কাষ্ঠ-ফলক বান্ধিয়া দেয়, এবং প্রত্যহ তাহার বন্ধনীর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা করিয়া অবশেষে শিশুদিগের কপাল এতাদৃশ চেপটা করিয়া ফেলে যে নাসাগ্র-হইতে মৃদ্ধা অবধি সর্বত্র এক সরল রেখায় আরত হয়; এই প্রযুক্ত কথিত জাতীয়েরা “উত্তান ললাট” নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পরন্তু এতদুভয় জাতীয় মনুষ্যেরাই যে ললাট বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যের চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে এমত নহে। এক জাতীয় আফ্রিক জ্ঞী আছে তাহারা শিশুর মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে চারি খানি তক্তা ও উপরে আর এক খানি তক্তা বা-ন্ধিয়া মস্তক ও ললাটের চতুষ্কোণ সিদ্ধ করে;

তাহা না হইলে কোন বিলাসবতী রূপবতী বলিয়া অভিমান করিতে পারেন না।

জীদিগের সৌন্দর্য্যের দ্যোতক মধ্যে জ্র এক প্রধান অঙ্গ; তাহার অবয়বভেদে রূপের অন্যথা হইবে ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে। ফলে পূর্বকাল অবধি রূপবর্ণনে ইহার উল্লেখ হইয়া আসিতেছে, এবং এতদ্দেশে ধনুরাকৃতি জ্রই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হয়। পরন্তু কাশ্মীর ও জর্জিয়া দেশীয়া বরাজনা, যাঁহারা নরজাতীয়-সর্বশ্রেষ্ঠ-সুন্দরী বলিয়া বিখ্যাতা, তাঁহারা ঐ জ্র সমাদরণীয় জ্ঞান করেন না; প্রত্যুত অত্যন্ত শুল্ল উভয়সংযুক্ত যোড়া জ্রই তাঁহাদের প্রিয়। কিন্তু ঐ অভিকচির নিমিত্ত তাঁহারা ইতালীদেশীয়া বিলাসবতীদিগের নিকট তিরস্কৃত হইয়া থাকেন; কারণ ইতালীদেশে অতি সূক্ষ্ম রূক্ষরেখার সদৃশ জ্রই প্রশস্ত, এবং যে সকল লাবণ্যবতীরা স্বভাবতঃ তদ্রূপ জ্র না প্রাপ্ত হন তাঁহারা সোম্মার সাহায্যে জ্র কেশ উৎপাটন করত তাহার সূক্ষ্মতা সিদ্ধ করেন। কলিকাতায়ও কোন কোন বাবু আছেন যাঁহারা ক্ষৌরের সাহায্যে জ্র সূক্ষ্মতা ও ধনুরাকৃতি সিদ্ধ করিয়া থাকেন। পরন্তু আমাদিগের মনোমোহিনীরা অদ্যাপি সে ভাবের অনুসরণ করেন নাই।

জ্র অপেক্ষা কেশ অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ; জ্রবিহীনা স্ত্রী বরং সহ্য হইতে পারে, কিন্তু কেশবিহীনা কদাপি সহ্য হইতে পারে না; অতএব কেশের বিন্যাস-বিষয়ে স্ত্রী জাতি মাত্রেরই সম্যক্ অনুরাগ দেখা যায়; এমত স্ত্রী কেহ নাই যে কেশের সেবায় প্রত্যহ কিঞ্চিৎ কাল বিনিয়োগ না করে। অশীতি-পর রক্ষারোগ প্রত্যহ এক গাছা ফিতা দিয়া আপন পালিত কেশের রবরোবন্ধন করিতে ত্রুটি করেন না। পরন্তু সেই কেশ কি রূপ হইলে ও কি প্রকার বিন্যস্ত করিলে সর্বতোভাবে সৌন্দর্য্যের সমৃদ্ধি হয় তাহা অদ্যাপি নিকপিত হয় নাই। ভারতবর্ষে এমত কেহ

নাই যে কেশের কি বর্ণ উত্তম এ প্রশ্নের পৃথক্ উত্তর দিবেন; আবালরুদ্ধবনিতা সকলে একবাক্যে রূক্ষ কেশই সৌন্দর্য্যের অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিবেন; কিন্তু তাহা হইলে বিলাতী বরাজনাদিগের সুবর্ণাভ ও কটাভ প্রভৃতি কেশ ও তাহার প্রশংসায় গদগদ-চিন্তা নায়কদিগের দশা কি হইবে? এবং তাঁহাদের যে কোন প্রকারে গতি করিলে মধ্য আশিয়ার এক জাতীয় সৌন্দর্য্য্যভিমানিনী, যাঁহারা দিবারাত্র কেশের শুক্লত্ব সাধনার্থে নানা বর্ণ র্যাবহার করত শুক্ল কেশ সিদ্ধ করিয়া আপনারা অধিক সুন্দরী হইলেন অভিমান করেন, তাঁহাদের দশা কি হইবেক? তিন শত বৎসর পূর্বে কেশুর কুন্তলের প্রশংসা বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ ছিল, গত শতাব্দীতেও কবিরী তাহার অনু-রাগ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের বাল্য-কালে পল্লীগ্রামেও কলিকাতায় “মমের পেটে পাড়া বেড়া বিউনী” তুল্যরূপে দেখিয়াছি, আমাদিগের বয়স্ক অন্যেও তাহা দেখিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আমাদিগের প্রাগ্যোবনে তাহা রহিত হয়, এবং তৎপরিবর্তে “পিঞ্চট করা ঝাপটার” প্রথা কলিকাতায় বলবতী হইয়া আইসে; তখন রূপাভিমানিনী ঘোড়শী অঙ্গ ছিলেন যাঁহারা বেলা ৩ টার সময় তপ্ত লোহে কুন্তলের কুটিলতা সাধনার্থে বিব্রত না হইতেন, ও এক ঘণ্টা কাল তদ্বিষয়ে পরিশ্রম করত ঐ কুঞ্চিত কেশ কাগজে বাঙ্কিয়া অপর এক বা দুই ঘণ্টাকাল সং সাজিয়া থাকিতেন; পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে গাত্র ধৌত করণানন্তর কাগজ খুলিয়া ঝাপটার শোভা সম্ভোগ করিতেন। কিয়ৎকাল পরে পিঞ্চট রহিত হয়; কিন্তু দোলায়মান কুন্তলের কোন ব্যাঘাত হয় নাই, তাহা বিলাতে ও এতদ্দেশে তুল্য বলবৎ ছিল। পরন্তু কালে সকল বস্তুর অন্যথা হইয়া থাকে, সুতরাং কুন্তলই মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু লাভ করিতে পারে নাই। অধুনা সমস্ত কলিকাতায় অনুসন্ধান করিলে একটি প্রকৃত ঝাপটা পাওয়া

দুঃকর হইবে; সকলই ইংরাজী খোঁপার দোরায়ে বিব্রত হইয়াছে, এবং আমাদিগের শৈশবকালের “পেটেপাড়া” পুনরুদ্ভাবিত হইয়াছে; কেবল তাহার অনুযজিণী “বেড়া বিউনির” বক্রী আছে, বোধ হয় তাহাও প্রত্যাগমন করিতে পারে। সত্য যে পেটে পাড়ার মম এই ক্ষণে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অনেক ঠাকুরগ দিদিরাও অধুনা “পোমেটেমে” সে অভাবের নিরাকরণ করিয়া থাকেন। তাহাতে মমের পরিবর্তে মেদ গ্রহণ এই মাত্র ভেদ দৃষ্ট হয়, কলের কোন অন্যথা দৃষ্ট হয় না। আফ্রিকা দেশের বেকুয়ানা জাতীয়া স্ত্রীদিগের মধ্যে মম বা পোমেটেম সুপ্রাপ্য নহে, এই প্রযুক্ত তাহারা গোমেদ ও অর্ডরের সাহায্যে কেশের জটা নির্মাণ করে, এবং তাহা মস্তকের চতুর্দিকে দোলায়মান রাখে; তন্মধ্যে যে ললনা সকল জটা গুলি সমদীর্ঘ ও কোন জটা কর্ণের নীচে পর্য্যন্ত দোলায়মান না হয় এমত কেশ প্রস্তুত করিতে পারেন, তিনিই সৌন্দর্য্যের মুখ্য গরিমা প্রাপ্ত হন। এ জটাগুলি অভ্রের মাহাত্ম্য চাকচিক্য না হইত তাহা হইলে আমরা তাহার সহিত ভারতচন্দ্রের “বেনীসাপিনোর” তুলনা করিতাম। এই জটাভার বেকুয়ানা নায়কদিগের বিশেষ মোহনীয় হইলেও তাহাদের প্রতিবাসী নাটালের নায়কেরা তাহা অত্যন্ত ছেয় জ্ঞান করে, কারণ তাহাদের মনোমোহিনীরা মহিষের মেদদ্বারা সমস্ত কেশে এক জ্বলপিণ্ড নির্মাণ করে; তাহা মস্তকোপরি ধুচুনির ন্যায় বদ্ধ থাকে, এবং দীর্ঘকাল ও অনেক প্রযত্নে প্রস্তুত হইলে চিরকাল সমভাব থাকে, তাহাই তাহাদের কবরীর মুখ্য আদর্শ এবং সৌন্দর্য্যের অধিতীয় গরিমাস্থল।

সঞ্চয় ভাণ্ডার ।



সার এমন স্থান নহে যাহাতে অবস্থিতি করিয়া জীবনকাল নিবিঘ্নে অতিবাহিত করিতে পারা যায়। দুঃখজাল সর্বদা সংসারকে আচ্ছন্ন করিতেছে; সংসার চক্র একটুকু বিকল হইলেই মনুষ্য দুঃখজালে জড়িত হয়, আর দুঃখজালে এক বার পতিত হইলে উহাহইতে মুক্তি লাভ করা সহজ নহে। অতি সুবিদ্র ও উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকেও নিতান্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইতে দেখা গিয়া থাকে। ইহার কারণ অন্বেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে সঞ্চিত ধন না থাকাতেই এই ক্লেশ উৎপন্ন হয়। অপর সঞ্চয় করা সামান্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। অনেকে বলেন অর্থাগমের আতিশয্য ও ব্যয়ের নিতান্ত ন্যূনতা না ঘটিলে সঞ্চয় হইতে পারে না। ব্যয়াবশিষ্টে অর্থ নিতান্ত অল্প হইলে নৈমিত্তিক সুখের ব্যাঘাত করিয়া এ অর্থ কেহই বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বিশেষ রূপে এই এই প্রতীতি জন্মে যে হস্তে টাকা থাকিতে কেহই ব্যয় নিবারণ করিয়া মোনাবলম্বন করিতে পারেন না। কেহ এ প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিবার জন্য স্বধন অন্য লোকের নিকট গচ্ছিত করিয়া রাখেন। কিন্তু সমর্পণ কার্য্য অনেক অন্তরায়ে জড়িত; তাহা নিতান্ত অল্প হইলে লোকের নিকট সর্বদা সমর্পণ সুসাধ্য হইয়া উঠে না; আর তাহা অত্যধিক হইলে অন্যের নিকট বিত্ত সমর্পণান্তে তাহার পুনঃ প্রাপ্তি বিষয়ে অনেক সংশয় থাকে। অতি সুপবিত্র চরিত্র না হইলে তাহার নিকট অর্থ গচ্ছিত করিতে বিশ্বাস জন্মে না; অথচ একপ লোক অনেক স্থানে অতি বিরল। এই হেতু যাহাদের অল্প ধন উদ্ধৃতও হয় তাহা প্রায় সঞ্চয়সাধারে অবস্থান



অসভ্য দস্যুর প্রতিকার ।

করিতে পারে না। যাহারা অনেক পরিমাণে ধন বাঁচাইতে পারেন তাঁহারা সুখী হইতে পারিব মনে করিয়া আপনাদিগের পরিবারকে বহুমূল্য ভূষণভারে মস্তুরগামী করিয়া থাকেন। এবিষয়েও অনেক বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ দস্যু তক্ষরেরা বহুল বসন ভূষণ দেখিলে তৎস্বামীকে প্রচুর অর্থের আধার মনে করিয়া তাহার উপর অশেষ অত্যাচার পূর্বক ঐ সমুদায় বস্তু এককালে আত্মসাৎ করে। দ্বিতীয়তঃ পরিবার মধ্যে ভূষণাদির ভারতম্য ঘটিলে অনেক স্থলে গৃহবিচ্ছেদ ঘটে। তৃতীয়তঃ প্রকৃত বিপদকালে বিপদুষ্কারজন্য দেহহইতে ভূষণ উন্মোচন করিয়া অবলাদিগকে আন্তরিক ক্রেশ দিতে সকলেই দুঃখিত হইয়া থাকেন।

এ ভূষণ সকল উন্মোচন করিতে রুতসঙ্কপ হইলেও হয় ত কেবল কর্তার নিজ কলত্র ভিন্ন উহাতে কেহই সম্মত হন না। এই সমুদয় প্রতি-

বন্ধক বিবেচনা করিয়া পূর্বকালের লোকেরা অর্থ সম্ভূহ করিতে পারিলে আত্ম-পরিবারবর্গকে যৎ-কিঞ্চিৎ অলঙ্কার দিয়া অবশিষ্ট ধাতুময় ভাণ্ডে সংস্থাপন পূর্বক ভূগর্ভে নিহিত করিতেন। একালেও উহার বিরল প্রচার হয় নাই। এবিষয়টিও উপদ্রব শূন্য নহে। অবনীর্ উদরে নিধান করিয়া দস্যু তক্ষরাদির উপদ্রব নিরাকরণ নিমিত্ত সর্বদা উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। এই কার্য যাহারা করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে সুখী বলিয়া বোধ হয় না। অনেক সময়ে ধুন্ধক্ষেণনিভশয্যাতে শয়িত হইয়া রাত্রিকে অনুলম্ব্য করা বিধূর বাস কাল জ্ঞান পূর্বক তাহার সম্বন্ধ প্রভাত কামনা করিতে থাকেন। অনেক সময়ে ঐ সকল মহাপুরুষকে নিয়মিত কালে স্নান ভোজন করিতেও দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্যের পক্ষে এই রূপ ব্যবহার নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র।

সভ্য জাতি মধ্যে এই সকল দুর্নিমিত্ত নিবারণ

জন্ম অনেক সাধুশীল মহাজন একমতাবলম্বন পুরঃসর সঞ্চয় ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন । এ সঞ্চয় ভাণ্ডারের উপাদেয়তা জানিলে অনেকে সুখী হইতে পারিবেন । যে সকল ব্যক্তি মাসিক ব্যয়াবশিষ্ট এক টাকা অল্প বলিয়া অন্যের নিকট রাখিতে লজ্জিত হইতেন এক্ষণে তাঁহাদিগকেও মাসিক ১০ চারি আনা সঞ্চয় করিলাম বলিয়া অক্ষুণ্ণ দেখা যায় । দশ টাকা সমর্পণ করিতে পারিলে আপনাকে সুখী করিতে পারিব মনে করেন ।

একপে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ এ ভাণ্ডারে সমর্পিত হইলে দেখা যায় যে পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধি হইয়াছে । অধিকন্তু এ ভাণ্ডারহইতে যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে কুশীদ প্রাপ্তও হয় । এইটী যে কেবল ইহার প্রকৃত উপাদেয়তা ইহা নহে । এই সঞ্চয় ভাণ্ডারস্থ অর্থ ইচ্ছা করিলেই আনয়ন করা যাইতে পারে । ইহার উদ্দেশ্যও এই । যথাকালে যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে স্থাপন করিয়া আবশ্যিক সময়ে উপযুক্ত অর্থ সমষ্টি গ্রহণ সিদ্ধ হইয়া থাকে । টাকা থাকিলে নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে লোকের প্ররতি জন্মে না । কিন্তু আত্মহস্ত সাধন থাকিলে সুনিবার্য কার্য্যও আনন্দ উপলক্ষে ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারা যায় না । এইরূপে লোকে বিপদে পতিত হয় । কিন্তু পূর্বোক্ত রূপে এ ভাণ্ডারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিতে পারিলে উহা ক্রমে অক্ষুরিত হইতে থাকে । কালক্রমে উহারই ফলদ্বারা অনেক সুখ উৎপন্ন হয় । এই রূপ বিশ্বাস জন্মিলে লোকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে । তাহা হইলে ক্রমে লোকের মিতব্যয়িতা অভ্যাস হইয়া আইসে । সংসারের মিতব্যয়ী লোকই সুখী, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন । এই রূপ হইলেই সুখী হইতে পারিবেন ।

আমরা সঞ্চয় ভাণ্ডারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ

স্থাপন করিতে উপদেশ দিতেছি বলিয়া যে ভূষণ ধারণ এক কালে প্রতিসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলাম ইহা যেন কেহ মনে না করেন । ভূষণ ধারণ করিলে যাহাদিগের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নাই তাহাদিগকেও সুশ্রী দেখায় । স্বভাবতঃ সুন্দর ব্যক্তির পক্ষে অলঙ্কার ধারণ মণি-কাঞ্চন-যোগ-জশোভা সম্পাদন করে । দেশীয় যোষাগণের পক্ষে অলঙ্কার বিশেষ ফলোপধায়ক । এদেশীয় রামাগণ ভূষণাতিরিক্ত আধন প্রায় সচরাচর ভোগ করিতে পান না । বিশেষতঃ স্বামির মৃত্যু ঘটিলে একেবারে নিরবলম্ব নিঃস্ব হইয়া পড়েন । এই সকল বিবেচনা করিলে উহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অলঙ্কার দেওয়া অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া প্রতিতি জন্মে না ; বরং সুযুক্তি বলিয়াই বোধ হয় । এদেশীয় কামিনীগণ পতির পরলোক প্রাপ্তি হইলে আর অলঙ্কার ধারণ করিতে সক্ষম হয়েন না । একপ স্থলে তাঁহাকে এ আভরণ গুলি বিক্রয় করিয়া অর্থ সম্ভূহ পূর্বক কোন সামগ্রী বন্ধক রাখিয়া কুশীদ গ্রহণ পূর্বক বাণিজ্য কার্য্য করিতে প্রণোদিত হইতে হয় । এই প্রণালীক্রমে প্রায় সর্বত্র কুশীদ ব্যবহার হইয়া থাকে । এই পদ্ধতি নিন্দনীয় নহে । কিন্তু ইহা শঙ্কা পরিশূন্যও নহে, তাহা অল্পান বদনে বলা যায় । পরের দ্রব্য দস্যু তস্করাদির হস্তহইতে রক্ষা জন্য সর্বদা সতর্ক থাকিতে হয় । অধমর্গের প্রতি উত্তমর্গের বিশ্বাস জন্মিলে বস্তু প্রতিভূ রাখিতে হয় না । সঞ্চয় ভাণ্ডারস্থ স্থাপয়িতাদিগকে সাধু অধমর্গ বলিয়া লোকের বিলক্ষণ বিবেচনা জন্মিলে অবশ্যই এখানে লোকের অর্থ রাখিতে প্ররতি জন্মিবে । বিশ্বাসই ভুলোকে লোকের প্রতি প্রণয় সম্পাদক হইয়া থাকে । পরস্পর বিশ্বাস রূপ প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া লোক কত গুরুতর কার্য্য সিদ্ধ করিতেছেন । এমন অনেক মহাজন

আছেন, যাঁহাদিগের অনেক অধর্মের সহিত আজন্মকাল মধ্যে কেহ কাহাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। কিন্তু সুদৃঢ় বিশ্বাস শৃঙ্খল বশতঃ অত্যশ্চর্য্য কার্য্য সকল অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। এই সকল মহাশয়েরা যদি একত্র হইয়া স্থানে স্থানে এক একটি সঞ্চয় ভাণ্ডার স্থাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কলে স্বার্থ থাকিলেও নিঃস্বার্থ হিতৈষিতার কার্য্য দেখাইতে পারেন। এক জন দৈনিক শ্রমজীবী শ্রমে অক্লম হইলে যে দিন ঐ সঞ্চয়াদারহইতে আত্মসঞ্চিত অর্থ গ্রহণ করে সে দিন তাহার কি মানস সরোবর স্ফীত হয় না। সে কি মনে করে না যে আমি ক্রমে বিন্দুপরিমাণে নিক্কেপ করিয়া এক কালে স্তুপাকার অর্থ প্রাপ্ত হইলাম। আমেরিকা ও ইংলণ্ড দেশে এই রূপ সঞ্চয় ভাণ্ডারদ্বারা অশ্রবণ বালক, বিধবা রমণী, ও শ্রমজীবী, লোকের কত দূর উপকার হইয়াছে তাহা বলা যায় না। অশ্রবণ বালকেরা ঐ অর্থদ্বারা নিয়মিত রূপে শিক্ষিত হইয়া থাকেন। বিধবাগণ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় আছে মনে করিয়া জীবনকাল বিনা ক্লেশে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। শ্রমজীবী ব্যক্তির। কোন দিন পরিশ্রম না করিতে পারিলে ঐ অর্থদ্বারা আপনাদিগকে অশেষ ক্লেশহইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। যাঁহারা কখন কোন স্থানে ছুটী লইয়া গিয়াছেন তাঁহারা ই উহার ফলোপধায়কতা অনুভব করিতে পারিবেন। কথিত প্রকার সঞ্চয় ভাণ্ডার কলিকাতা নগরীতে একটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার নাম “গবর্ণমেন্ট সেবিস্‌ব্যাক্স।” এই ব্যাক্সটি সকল লোকে জ্ঞাত নহে। বিশেষতঃ ইহা কেবল এই নগরস্থ লোকদিগের জন্য স্থাপিত হইয়াছে। অপর ইহাতে অল্প টাকা করিয়া বা দ্বিত পঁচ শত টাকার অধিক ম্যন্ত রাখিবার নিয়ম নাই; অধিকন্তু রবি-

বারাদি পরীহে, পূর্বাঙ্কে ও অপরাঙ্কে ঐ সঞ্চয় ভাণ্ডারের দ্বার বিমুক্ত থাকে না বলিয়া লোকের নিরতিশয় উপকার জনকতা জ্ঞান জন্মে নাই। তত্রাপি তাহাতে অনেকের বিশেষ উপকার লক্ষ হইতেছে। এই ব্যাক্সে গত বৎসরের হিসাবে দৃষ্ট হইল যে তাহার পূর্ব বৎসরে ইহাতে ৯,৫৭,০২৮।/২ ম্যন্ত ছিল ও গত বৎসরে ৩,৩০,০৩০।/৮ টাকা গচ্ছিত হইয়াছিল। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি ঐ ব্যাক্স না থাকিলে ঐ ছয় লক্ষ তেরশত টাকার অর্ধেকও সঞ্চিত হইত না, কোন কোন বিকল কার্য্য তাহার অধিকাংশই ব্যয়িত হইত। অপর ঐ টাকার নিমিত্ত সঞ্চয়কারী ৩০৯৮২/১১ টাকা কুসীদ পাইয়াছেন, জমা না করিলে এ সুদের কথাই বিকল মানিতে হইত।

যদি এদেশীয় অতি সুপবিত্র চরিত্রসম্পন্ন আচ্য ব্যক্তির। পল্লীগ্রামাদিতে এক একটি ঐরূপ সঞ্চয়াদার সংস্থাপন করেন তাহা হইলে এদেশের লোকদিগকে মিতব্যয়িতা শিক্ষাদান পুরঃসর সুখী করিতে পারেন। সঞ্চয়াদারের দ্বার রাত্রি ব্যতীত উদ্ঘাটিত রাখা উচিত; ইহাতে অন্যান্য চারি আনা পর্য্যন্ত গ্রহণ করা বিধেয়। অর্থ সমর্পণ কালে উহার ন্যূনাধিক্য বা পদমর্যাদা অনুসারে অর্থ সমর্পয়িতাদিগকে অর্থ গ্রহণের স্বীকার পত্র দান কালে কালগৌণ করাও নিতান্ত অপরাধমর্শ। সমর্পিত ধনের পুনঃপ্রাপ্তির যত সুশৃঙ্খলা হইবে ততই লোকে ভাণ্ডারে বিশ্বাস করিবে। সাধারণ লোকে উহার উপকার-জনকতা জ্ঞান করিতে পারিলে ঐ স্থানেই অর্থ সমর্পণ করিতে মনোনিবেশ করিবে। এই রূপে বহু ধন সম্ভূত হইলে মহাজনের। উহার ভভ্যাংশদ্বারা দেশের বিপুল উপকার করিতে পারেন।

বহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র ।

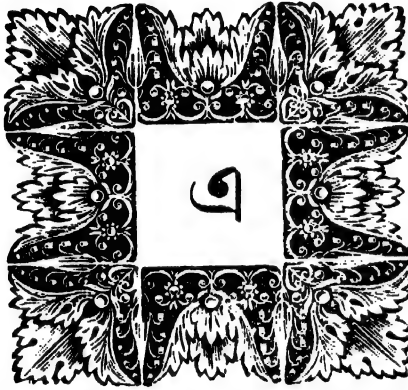
৩ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা ।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[২৩ খণ্ড ।

বুগ্দাদ্ নগর ।



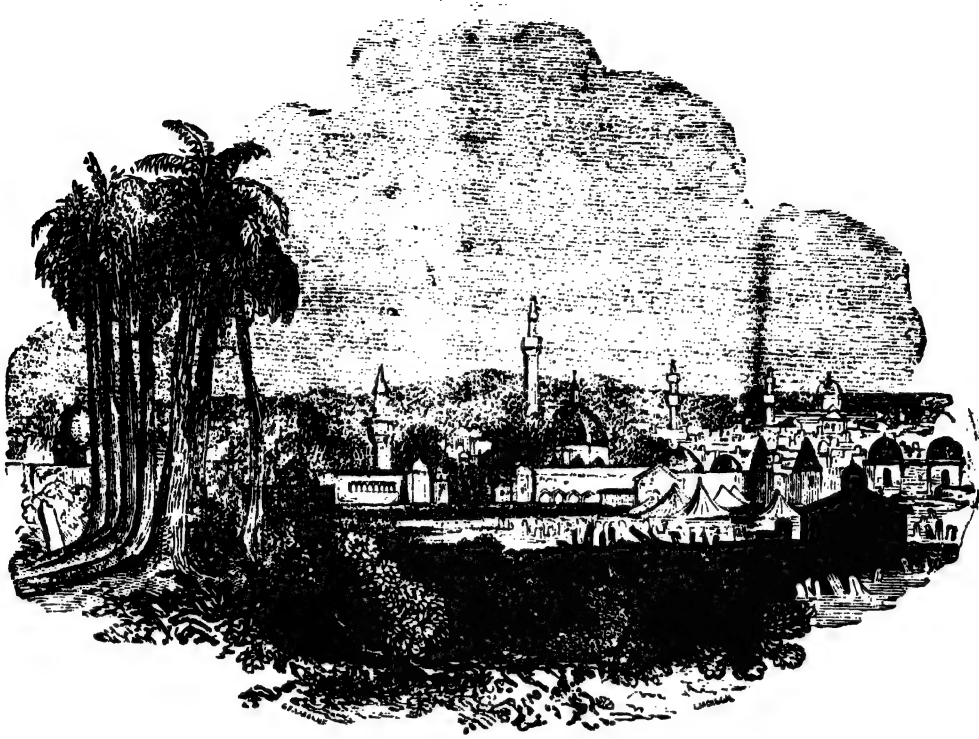
ই নগরটির নাম বোধ হয় আপা-মর সাধারণ সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে । কপোতপ্রিয় মাত্রেই “বোন্দা” পায়রার নাম করিয়া থাকেন । “বোন্দা” এই শব্দটি বুগ্দাদ্ শব্দের অপভ্রংশমাত্র । বোন্দা পায়রা কপোত মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভূত, এবং তাহা বুগ্দাদ্ রাজ্যে জাত কপোত ভিন্ন আর কোন কপোতকেই বলা যায় না । এতাদৃশ পরিমাণে এই কপোত তদ্দেশহইতে অন্যত্র প্রেরিত হয় যে তাহা তদ্দেশের বাণিজ্যদ্রব্যমধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে ।

বুগ্দাদ্ তুরুক্ষ দেশের একটি প্রধান নগর-মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে । ইহা টাইগ্রিস নদী তটে স্থিত এবং তদ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আছে । শত্রুর আক্রমণ নিবারণ জন্য ইহার প্রান্ত-ভাগে কদম নিবদ্ধ ইষ্টকময় প্রাচীর দেখিতে

পাওয়া যায় । টাইগ্রিস নদীর এইখানকার পশ্চিম তীরস্থ বাসস্থলগুলিকেই পূর্ব কালে বুগ্দাদ্ নগর বলিত । এই নগরের রাজধানী, সুবিখ্যাত হাক-অল-রশিদ খলিফার আদেশে ঐ নদীর পূর্ব তটে নিত হয় । যে স্থলে রাজকার্যাদির আবির্ভাব হয় সেই খানেই বাণিজ্যেরও প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়া থাকে । তদনুসারে নদীর পূর্ব ধার সমৃদ্ধিসম্পন্ন লোকের আবাস ইষ্টক প্রস্তরের আলায়ে ভূষিত হইতে লাগিল ; ও নদীর পূর্বতীরস্থ বাসস্থলগুলি ক্রমে দিনহীন জনগণেরই মাতৃভূমি রূপে বিগতপ্রী হইতে লাগিল । উভয় তীরস্থ নগরই তুরুক্ষ-দেশের প্রধান বাণিজ্য স্থল ।

এই দেশের বাণিজ্য দ্রব্যমধ্যে অতি সুপরিষ্কৃত লোহিত ও পীত চর্ম্ম, যাহা সর্বদেশীয় চর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই প্রধান । আরবদেশীয় মুসলমানেরা সচরাচর যে পরিচ্ছদ গুলিকে অত্যুত্তম জুবা, আবাব, ও কাবা প্রভৃতি শব্দে নির্দেশ করেন তাহাও এই নগরে উৎপন্ন হয় । এই পরিচ্ছদগুলি প্রধানতঃ ঐ স্থানবাসী আরবেরা ধারণ করে বলিয়া উহার ঐ উপাধি হইয়াছে ।

বুগ্দাদ্ নগর মহম্মদের উত্তরাধিকারী এক জন প্রধান খলিফা ১৭৩০ খ্রীঃ অব্দে সংস্থাপিত করেন । তদবধি ১২৫০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইহার প্রতিভা



বুগদাদ নগর ।

অক্ষুণ্ণ ছিল। তৎপরে ১৩৯৩ অব্দে ইহা তাতার বংশীয়দিগের হস্তপরিভ্রষ্ট হইয়া তুরকদিগের শাসনের বশীভূততা স্বীকার করে।

টাইগ্রিস নদীর উভয় পার্শ্বের বাসস্থলকেই বুগদাদ নগর বলে ইহা পূর্বেই বলা গিয়াছে। ঐ উভয় পার্শ্ব গমনাগমন সুবিধা জন্য নদীগর্ভে এক নৌসেতু সঙ্ঘটিত আছে। এখানকার অটালিকা পারস্য দেশের সৌখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এদেশের প্রাসাদ মধ্যে মসজিদ গুলিই অত্যুত্তম। বাঁধা ঘাট, পান্থনিবাস, হটমন্দির সকলও নিতান্ত হীনকম্প নহে। আবাসবাটীসমূহ আমাদিগের বাসস্থল অপেক্ষা মন্দ নহে, বরং অনেকাংশে সুন্দর ও স্বাস্থ্যদায়ক।

বুগদাদবাসীরা সচরাচর যে গৃহ নির্মাণ করে তাহা তিন তল বিশিষ্ট। প্রথম তলটি ভূত্যা-দির নিমিত্ত নির্দিষ্ট থাকে। দ্বিতীয় তল ভোজ্য

দ্রব্য ব্যতীত উপাদেয় সামগ্রীতে পরিশোভিত হয়। উপরিস্থ তলটি আবাস জন্য নির্দ্বারিত। একপ বাসমুশৃঙ্খলা থাকিলেও রাজপথবর্তী হর্ম্যের বাতায়ন নাই বলিয়া সূতরাং সৌন্দর্যের খর্বতা দেখা যায়। বস্তুতঃ রাজমার্গও তাদৃশ প্রশস্ত সরল বা সুগম নহে। পদ্ধতিসংস্কার প্রায় শুদ্ধ যুক্তিকাদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এদেশে নরযানে যাতায়াতের নিয়ম নাই। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অশ্ব বা গর্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করেন। হীনবল-গর্দভ-পৃষ্ঠ বুগদাদবাসী অবলা-গণের নিজ স্ব স্বরূপ। উহাতে পুংজাতির স্বত্ত্ব নাই বলিলে বড় অত্যাচার হয় না। খাঁ বাহাদুরেরা এখানকার সভ্য। ইহারা আতিথেয়ী। এক্ষণে এদেশস্থ কাহারই আর বিশিষ্ট বিদ্যাবত্তা দেখা যায় না; কিন্তু সমুদয় মসজিদে পক্ষ্মশ্রম ছাত্রের বাকবিতণ্ডা দেখা যায়। খলিকাদিগের

সময়ে বৃন্দাদেবের বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান শাস্ত্রাদির চর্চা দ্বারা পৃথিবীস্থ অপর সমস্ত বিদ্যালয়কে পরাস্ত করিয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবশেষ অদ্যাপিও আছে। বিদ্যালয়টি নদীর ধারে অবস্থিত ছিল।

এখানে আরবীয় রমণী ভিন্ন, আর সকল মহিলাকেই দেশের নিয়মানুসারে সতীত্ব রক্ষা জন্য আপাদমস্তক আবৃত করিয়া থাকিতে হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং দর্শনার্থে ঐ বস্ত্রের দর্শন স্থান, ও ভ্রাণ স্থান সূক্ষ্মরূপে নিষিদ্ধিত হয়। অপর বামাগণ সকলেই উল্লিখিত দ্বারা আপনাদিগের সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকৃতরূপে চিত্রবিচিত্র করেন। ইহারা সর্বাচ্ছাদিত থাকে বলিয়া ইহাদিগের অবয়বগত সৌন্দর্য্যের বিষয়ে কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তিদিগের মনে নানা সংশয় উপস্থিত হয়। এই অবলাগণ একেবারে বর্ণজ্ঞানশূন্য। ইহারা যখন ঘোটক বা গর্দভে আরোহণ করেন তৎকালেও উক্তরূপে আচ্ছাদিত হইয়া রেকাবে পদদ্বয় সংরক্ত করিয়া চর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ হন। ঘোটকারোহণ প্রায় স্ত্রীজাতির ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। যদি হয় তবে ক্লমকায় অশ্বে উঠিতে হয়। অবশেষে অধম তারণ নির্দিষ্ট গর্দভের স্কন্ধে নির্ভর করা বিধি। অবলাগণ উক্ত-মাত্রের পুরোভাগস্থিত আচ্ছাদনের উপর কপর্দক নির্মিত একপ্রকার ভূষণ ধারণ করিয়া থাকেন।

এদেশের আর্মীরা শিক্ষিত, বিনীত, ও ধার্মিক; কিন্তু অত্যন্ত ক্রোধবশীভূত। ইহারা সাতিশয় তাত্রকূট প্রিয়; সাহসিক; কার্যদক্ষ। স্বরূপ প্রুতি ইহাদিগের ঘৃণা আছে। সেই হেতু ইহাদিগের অনেককে ইংরাজ জাতির সহিত মিলিত হইয়া ভূমণ্ডলের নানা স্থলে বাণিজ্যকার্য্যে ব্যাপৃত দেখা যায়। শাস্ত্রবিদ্যা বিষয়ে ইহাদিগের পার-গতা আছে। পরন্তু এসকল গুণসত্ত্বেও জুয়াখেলার হস্তহইতে ইহারা পরিভ্রাণ পায় নাই।

বৃন্দাদেবের প্রজার প্রধান অংশ মুসলমান। তা-হারা সিয়া ও সূফী এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, এবং এতদেশের শাক্ত ও বৈষ্ণবের ন্যায়, ঐ সিয়া ও সূফী সম্প্রদায়ীরা পরস্পর বিষম জাতিবৈর-সংসাধন করিয়া থাকে। তন্নিবন্ধন সময়ে দরিদ্র-দিগকে অনেক কষ্ট পাইতে হয়।

সিয়ামতাবলম্বীরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান ও মস্তকে ক্লমবর্ণ চর্ম্ম বিনির্মিত স্তবক যুক্ত লোহিত শির-জ্ঞাণ ধারণ করে। ইহাদিগের হস্তে ক্ষুটিকের মালাও থাকে। এই সম্প্রদায়ীরা কোরাণের সহিত তুল্যরূপে মহম্মদের বাচনিক উপদেশও মানিয়া থাকে। সূফীদিগের হরিৎ বস্ত্র প্রশস্ত, কিন্তু বেশবিন্যাস সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ গোঁড়ামী নাই; এবং কোরাণ ব্যতীত মহম্মদের মোখিক উপদেশ তাহারা স্বীকার করে না। বৃন্দাদ দেশে সিয়ামতাবলম্বীদিগের সংখ্যাই অধিক। এখানে যিহুদী ধর্ম্মাবলম্বীও অনেক আছে। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান দুই একটীমাত্র দেখা যায়।

যিহুদীদিগের বেশভূষা সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন প্রকার। কেহ বা লোহিত কেহ বা পীত পরিচ্ছদ ধারণ করেন। হিন্দুদিগের ন্যায় ইহারা পরমে-শ্বরের আরাধনা কালে করে মালা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কলিকাতাস্থ আর্মীদিগের বেশভূষা যাহারা দেখিয়াছেন তাহারা ইহাদের পরি-চ্ছদের ভঙ্গী বিশেষ বুঝিতে পারিবেন।

সপ্তাবশেষে দেশ ভ্রমণ।

একদা স্বপনে এই হয় দরশন,
পদ্মাপ্রবাহেতে যেন করিতে ভ্রমণ,
বিচিত্র বারেন্দ্র ভূমে করি বিলোকন,
নিকটে উদয় আসি মূর্তি বিমোহন।

সুধীর গভীর ডাব পুরুষ প্রাচীন,
মম প্রতি জ্ঞান কথা কন সমীচীন ।
কিবা অতি, অতি-অতি কঠোর অধীন !
কিবা ধৃতি, শাস্তি যেন নয়নে আসীন !

মম সহচরগণ না দেখে তাঁহারে,
পদ্মার তরঙ্গরঙ্গ সভয়ে নেহারে ।
তাঁর উপদেশে মম উদিত উৎসাহ,
হৃদয় কন্দরে বহে আনন্দ প্রবাহ ।

মহা যোগী মনু বাক্য বজ্রগ্রন্থী সম,
কিবা জনস্থানস্থিত কানন দুর্গম !
সেই গ্রন্থী মোচন করেন অবহেলে ;
তাঁর গুণে সে দুর্গম বনে পথ মেলে ।

তাঁহার রূপায় জ্ঞানি এই তত্ত্ব সার,
কিবা ছিল আর্থ্য ভূমে পূর্ব ব্যবহার ।
দেশে দেশে নিগদিত তাঁর গুণগ্রাম,
ভুবনে ভরিল শ্রীকুল্লুক ভট্ট নাম ।

তথাহীতে আইলাম কাঁটয়া প্রদেশে ;
তথায় জাহ্নবী বটে উল্লাসিত বেশে ।
চরে চরে, চরে নানা বিহঙ্গ বিকলী ;
শ্রবণ মোহিত করে কলিত কাকলী ।

সে কল কলন মম মনে নাহি ধরে ;
সে স্বরে কি সুখা করে শ্রবণবিবরে ?
তার চেয়ে মিষ্ট তান বাজিল শ্রবণে,
যে তানে জগত মুখ একতান মনে ।

দেখিলাম এক দ্বিজ মত্তচিত্ত গানে,
উপনীত নারায়ণ-ক্ষেত্র-সম্মিধানে ;

মুখে “জয় জগদীশ হরে” অবিশ্রাম ।
শুনিলাম কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁর ধাম ।

মূর্ত্তিমতী করে দ্বিজ রাগিণী-নিকরে ;
মুঞ্জরে নীরস তরু মধুর সুস্বরে—
ভৈরবী, বাসন্তী, বেলাবলী, মধুমালী,
কল্যাণী, গুজরী, পট্ট মঞ্জরী, রঞ্জনী ।

এমন মধুর গাথা আর নাহি হবে ।
কে বলে ধরায় নাহি অমৃত সম্ভবে ?
শব্দসিন্ধু ভাবসিন্ধু করিয়া মন্থন ,
ত্রিগীতগোবিন্দ সুখা করিল গ্রন্থন ।

কি ছার লবঙ্গলতা, সুধীর সমোর !
কি ছার কোকিল কল নির্ঝরের নীর !
এ হেন ললিত, হেন কোমলতা সার,
হেন সুমধুর, হেন বিমল কি আর ?

ধন্য পদ্মাবতী* সতী, ধন্য পতি তব,
জগৎ ব্যাপিল যার সুরব গৌরব ।
জয় জয়দেব তব কবিত্ব অতুল
বাঙ্গালার কোর্ত্তি কম্পলতিকার মূল ।

তরল-তরঙ্গী গঙ্গা-প্রারট-প্রভাবে,
ঢল ঢল ঢল অঙ্গ যবে ঢল নাবে ;
প্রবল প্রবাহ বেগে ধায় স্বরা স্বরি
নদীয়ার ঘাটে আসি উপনীত তরী ।

সহচরগণ উঠে করে নিরীক্ষণ
কদ্রায়-প্রতিষ্ঠিত কদ্র পুরাতন,
কাংস্যকার গৃহে কামধেনু পরিপাটী,
শিবালয়-শ্রেণী, প্রমুদিত পুষ্পবাটী ।

* জয়দেবের বণিতা ।

আমি ত সে সব কিছু দেখিতে না পাই ;
অন্য জন মানবের সঙ্গে দেখা নাই ।
দেখিলাম দ্বিজব্রজ মহামহাশয় ।
একে একে তাঁহাদের শুন পরিচয় ।

প্রথমে প্রসিদ্ধ প্রমা, খ্যাত শিরোমণি,
গৌতমীয় জ্ঞান গরিমার রত্নখনি ।
বিজ্ঞান-কুসুমাজলি-সৌরভ প্রকাশি,
রাখিলেক নিত্য প্রতিষ্ঠিত যশোরাশি ।

শিশুকাল-হতে তাঁর বুদ্ধি সুপ্রখর * ;
অঙ্কুরেতে পরিচয় দেয় তরুণর ।
মিথিলায় প্রবসতি বিদ্যালাভ হেতু ;
সর্বোপরি আসন লভিল যশঃকেতু † ।

দ্বিতীয় দ্বিজেন্দ্র ধরে জগদীশ নাম ;
বৈশেষিকে বিশেষ প্রবুদ্ধ গুণধাম ।
শ্রীসিদ্ধান্ত মুক্তাকবি সম্ভর্ভ সিন্দূরে
মাজিয়ে মালিন্য ভিন্ন করিলেক দূরে ।

অঙ্কপাদে কণাদে তাঁহার তুল্য নাই,
কতই গভীর বুদ্ধি ভাবিয়ে না পাই ।
অনুমান, উপমান, শব্দের সজ্ঞান
পদে পদে প্রমাণের অকাট্য বজ্ঞান ।

কিসে দুঃখ, কিসে জন্ম, প্রযুক্তি বা কিসে,
কিসেই বা দোষ আর মিথ্যা জ্ঞান দিশে,

* প্রবক্তা আছে শিশুকালে শিরোমণি একদা এক চতুষ্পাঠীতে
অগ্নি আনয়নাথ গিয়াছিলেন। আধার লইয়া না আসাতে অধ্যা-
পক ব্যক্তি করিতে প্রায়শ্চিত্ত শিশু তৎক্ষণাৎ অগ্নিলিঙ্গ কর প্রসারণ
পূর্বক কহিলেন, “অগ্নি দেউন”। ব্যক্তকারী শিশুর প্রত্যুৎপন্নমতি
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

† ইয়ুরোপীয় নিয়মে ছাত্রদিগের আসন উন্নতি অবনতির
ব্যাপার এদেশে পূর্বে প্রসিদ্ধ ছিল।

পর পর কিসে এই সব পায় নাশ,
দ্বিতীয় সূত্রের অর্থে করিল প্রকাশ ।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ যোগী বয়সে কিশোর,
কটিতটে কর্ত্তর কোপীন বেড়া ভোর,
কষিত কনক কান্তি প্রেমরসে ভোর,
শীহরিত তনুকাচি কদম্বের কোর ।

শিশুকালে সংসার বিরাগী সর্বত্যাগী,
পরিণামে শুদ্ধ হরিনামে অনুরাগী ;
অহিংসা পরম ধর্ম, প্রেম মাত্র সার,
দেশে দেশে এই তত্ত্ব করিল প্রচার ।

সংসারের দুঃখ দেখি অন্তরেতে দহে,
নয়নেতে ককণার অশ্রু-নদী বহে ।
হায় প্রেমদেবে অন্ধ দেশভেদে কহে,
চৈতন্য চৈতন্য-হীন প্রণয় প্রমোহে ॥

বিচিত্র স্বপ্নের ক্রিয়া, হেরি অনন্তর,
মহমা সে ভাব পুনঃ হইল অন্তর ।
যেন ত্রিবেণীর ঘাটে আসিয়া উদয়,
পুণ্যতীর্থ যথা সপ্ত ঋষির নিলয় ।

যেন কোন মহাযোগে হইয়াছে মেলা,
আসিয়াছে কত সাধু সঙ্গে লয়ে চেলা ;
স্নান দান পূজা হোম কর্মকাণ্ড খেলা,
কলরব স্থিরভাব নহে একবেলা ।

দেখিলাম কত শত পণ্ডিত ধীমান্,
কিবা দেবঋষিগণ আসি মূর্ত্তিমান ।
কথায় কথায় কত যুক্তির লহরী,
রসহীন তর্কনদী রসে যায় ভরি ।

দেখিলাম এক ধারে বসি ধরাসনে
ধীরে মগ্ন, বাক্য-শাস্ত্র-আলাপনে ।
কভু হাঁসে কভু কাঁদে স্বভাবের বশে ;
শ্রোতৃগণ অভিষিক্ত নব নব রসে ।

একের মোহন ভাব বর্ণিব কি আর !
কবিত্ব ছটায় হরে মানসাক্ষকার ।
অষ্টাদশ ভাষায় ভাসুর ভূরি জ্ঞান,
চন্দ্রকলা প্রভাবতী জনক ধীমান্ ।

করেতে করিয়া এক বিমল দর্পণ
যাহার নয়ন পথে করেন অর্পণ,
সে হেরে অদ্ভুত অতি তাহার ভিতরে
মানুষিক মানসিক ভাব স্তরে স্তরে ॥

বার বার দশ বার ঘুরায় দর্পণ,
কত মত চিত্র তাহে হয় দরশন ;
কাব্য, রস, ব্যঙ্গ, ব্যঙ্গনাদি নিকপণ,
দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার বিবেচন ।

অপূর্ব কুহকী এই মায়িক প্রধান
স্পষ্ট পরিচয় কিছু না করে প্রদান ।
মহামন্ত্রী গদাধারী পুরুষানুক্রমে
কোথায় নিবাস কিছু না কহেন ভ্রমে ।

কেবা সেই মহাদেবী উমা নাম ঘাঁর,
কেবা সেই ভানুদেব বল্লভ তাঁহার ?
নিজ নামে কবিরাজ উপাধি সংযুত,
নাহি জানি বৈদ্য কিম্বা ব্রাহ্মণের সূত ।

দ্বিতীয় সুধীর বৈদ্য কুলের তিলক
খুলিয়াছে নানা-শাস্ত্র-কবাট-কৌলক ।
ব্যাকরণ কাব্য অভিধানে গুণগ্রাম,
ভরত মল্লিক নাম, পিণ্ডিরায় ধাম্ ।

এইরূপ কত রূপ রূপ-গুণধর
মেলাতে মিলিত যেন অমর-নিকর ।
প্রশান্ত বদমভদ্রী, প্রশান্ত ললাট,
বাক্য বন্ধে গৌড়ীয়, বৈদর্ভী, ছেক, লাট ।

পুনরায় সেই ভাব পাইল বিলয়,
হেরি যেন কলিকাতা কমল আলয় ;
বিপুল বিমোদ বহু সৌধ সারি সারি ;
গণনায় স্থির নহে কত নর নারী ।

অগণিত নদী উপনদীর সমান
নানা দিগে পথপুঞ্জ করিছে প্রয়াণ ।
জনতার স্রোত তাহে বহে দিবা রাতী,
বিবিধ বিচিত্র যান, নৌকা নানাজাতি ॥

মহা কলরব ভিন্ন কিছু শ্রুত নয়,
জলের প্রপাত প্রায় অনুক্ষণ বয় ।
বিপণি ভরিয়া দ্রব্য কত শত মত,
ভারতে বাণিজ্যলক্ষ্মী নবব্রতে রত ॥

দেখিলাম বটে বহু পদার্থ অদ্ভুত,
ফলে সে সকলে মন নহে তৃপ্তিযুত ।
পূর্ব দৃষ্ট মহা মহাপুরুষ সমান ।
অশেষিতে লাগিলাম ধীমান্ জীমান্ ॥

রুখা অশ্বেষণ মন, রুখা আকিঞ্চন,
সিন্ধু দরশন পরে গোপীদ ইক্ষণ।
হিমালয়-শৃঙ্গশ্রেণী অতিক্রম পরে
পাড়িলাম যেন আসি বন্দীক-নিকরে।

পূর্বরূপ মহাসত্ত্ব দৃষ্ট না হইল ;
নিরখি দেশের দশা হৃদয় দহিল।
মানসেতে মোহমেঘ মণ্ডিত রহিল ;
একধারে উষ্ম অশ্রু নয়নে বহিল।

রোদনে ভাঙিল ঘুম উদয় চेतন,
দেখিলাম কোথা আমি, কোথা নিকেতন।
অনেক অন্তরে দেশ সুহৃৎ স্বজন,
মহানদী-তীরে করি জীবন-যাপন ॥

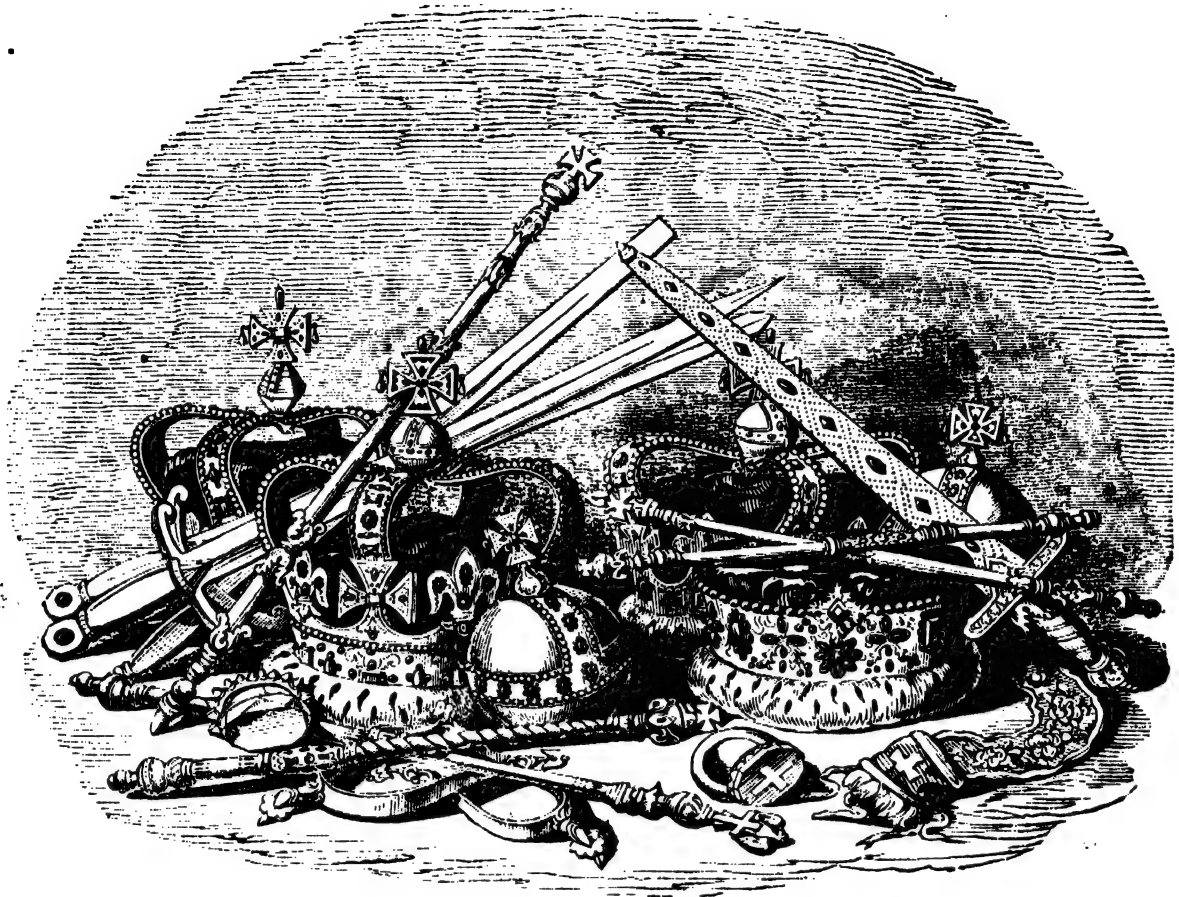
ভাসমান উদ্যান।



মেরিকার দক্ষিণাংশে মেক্সিকো-প্রদেশান্তর্গত ঐ নামে সুপ্রসিদ্ধ এক প্রধান নগর আছে। তাহা অতিসুরম্য ও অতিসুদৃশ্য। লণ্ডন, পিটস্-বর্গ, বর্লিন ও ফিলাডেলফিয়া ভিন্ন তাহা অপেক্ষা সৌষ্ঠববান্ নগর ভূমণ্ডলে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার চতুর্দিকে তুষার-মণ্ডিত গিরিমালা ও নিখিল বারিপূর্ণ হ্রদ বসুম-তীকে যার পর নাই শোভিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাতে প্রবেশ করিবার জন্য পাঁচটি সুদীর্ঘ জা-জাল বা বাঁধ আছে। পূর্বে এই নগর অসামান্য ক্রীমান্ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। পরে যৎকালে স্পানী মনুষ্যেরা এই প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া প্রবল সঙ্গ্রামানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল, হতভাগা অধিবাসীগণ

জীবনরক্ষার্থে মশঙ্কিত হইয়া এই স্বভাবসিদ্ধ দুর্গ-স্বরূপ নগর-মধ্যে আশ্রয়-গ্রহণে বাধ্য হইল। নগর লোকাধীর্ণ হওয়াতে খাদ্য-সামগ্রী ক্রমে অক্রেয় হইতে লাগিল; সুতরাং অধিক শস্যের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। যদিও মেক্সিকো নগর সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত আছে, পরন্তু হ্রদের প্রভূত বারি উচ্ছৃশিত হইয়া পার্শ্ববর্তী প্রায় তাবৎ ভূমি ও শস্যক্ষেত্রসমূহকে ক্রমাগত কতিপয় মাস ব্যাপিয়া নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। এতৎ কারণ প্রযুক্ত কৃষিকদিগকে কিয়ৎ কাল নিষ্কর্ম্য হইয়া থাকিতে হইত; অধিকন্তু কখন কখন তাহাদের বহু পরিশ্রমার্জিত পাকোন্মুখ শস্যও শত্রুর নিষ্ঠুরতায় ব্যর্থ হইয়া যাইত। কলে অসম্ভাবই নির্মিৎসার জনয়িতা; সুতরাং এবংবিধ নৈসর্গিক প্রতিকূলতাচরণ পরিহারার্থ নগরবাসীগণ একপ উদ্যান ও শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিল যে তাহা সলিলোপরি ভাসমান থাকিবেক ও ইচ্ছামত স্থানান্তরিত করিতেও পারা যাইবেক। তাহাদের এতদ্রূপ বুদ্ধিজীবিতা সম্যক ফলোপধায়িনী হইয়াছিল।

যে রীত্যানুসারে এই চমৎকার ব্যাপার সংসা-ধিত হয় তাহা অনায়াস-বোধগম্য ও অতিসহজ। আমাদের এদেশে বর্ষাকালে জল্লল প্রদেশহইতে যেমন কাঠের মাড় ভাসিয়া আইসে তদ্রূপ মেক্সিকোবাসীরা তদেশ-বহুল-জাত “য়্যালো” নামক একপ্রকার রক্ষ জলাভূমিজাত নানা প্রকার গুল্ম ও অপরাপর লঘু পদার্থ একত্রিত করিয়া বন্ধল-রজ্জুদ্বারা সম্বন্ধ-করণানন্তর রহৎ ভেলার ন্যায় তাহা জলে ভাসাইয়া তদুপরি দাম ও স্থূল উলূপ প্রসারণ করিয়া তাহা যুক্তিকারিত করে; পরিশেষে হ্রদের গর্ভহইতে পক্ষোত্তোলন করিয়া তদুপরি নিক্ষেপ করে। এই রূপে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে পর তাহাতে নানা প্রকার শাক শস্য



শ্বেত চামর ও দণ্ড * এই কয়েকটি প্রধান।
এতদ্ভিন্ন অন্যপ্রকার চিহ্ন সকলও আছে, তাহা
সচরাচর গণ্য হয় না।

অপরাপর দেশে অন্যান্য রাজচিহ্ন প্রচলিত
আছে, তন্মধ্যে পত্র-শিরোগে ইংলণ্ড-দেশের
রাজচিহ্নের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করা গেল। ভারত-
বর্ষের রাজকন্যা বা রাজার মহিলা কেহই ছত্র
দণ্ড ও চামর গ্রহণ করিতে পারেন না। এদে-
শের বিধবা জীরাও তাহাতে বঞ্চিত আছেন।
ইংলণ্ডীয় কি বিধবা কি অনুঢ়া কি বিবাহিতা

* দণ্ডশব্দে অস্ত্রমাত্রকে বলা যায়।

সকল কামিনীই রাজ্যপ্রাপ্তি হইলেই রাজচিহ্ন
ধারণ করিয়া থাকেন। পুরুষের পরিচ্ছদাদিহইতে
জীজাতির পরিচ্ছদাদি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আছে।
আমাদিগের দেশের বিধবাললনাগণ সুখসেবা বস্ত্র
ধারণ করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছেন। ইংলণ্ডের প্রচ-
লিত শাস্ত্রে স্বামীর পরলোকান্তে উহা ধারণে প্র-
তিষেধ নাই। অতএব তথাকার জী পুরুষ উভয়েই
রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডীয় রাজপু-
রুষগণ রাজ্যাভিষেক-কালে চারিখানি তরবারি ও
তিনখানি লগুড় এবং অত্যন্ত মণিমানিক্যাদি-
ভূষিত সূচাক মুকুট প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ

চারিখানি তরবারের আকার অবয়ব যেমন পৃথক পৃথক তেমনি উহাদিগের উদ্দেশ্যও পৃথক। এক খানি তরবারি অত্যন্তম-আভরণ-যুক্ত-আবরণে সুপ্রস্ফাদিত। দ্বিতীয় খানি অগ্রশূন্য (ভোঁতা)। তৃতীয় খানি সূচ্যগ্র। চতুর্থ খানি অপরিষ্কট-তীক্ষ্ণাগ্র। লগুড়ের একটি স্বর্ণে নির্মিত। উহার উপরিভাগ একটি-বজ্রাকৃতি-চিহ্ন-যুক্ত বর্তুল অবয়বে পরিবেষ্টিত ও অতিদীর্ঘ। এই যষ্টিখানি রাজ্যাভিষেক-কালে রাজার সম্মুখে আনীত হইয়া থাকে। অন্যতর খানিকে দক্ষিণ ডগু কহে। এখানিরও অগ্রভাগের বর্তুলাকার গোলক ও বজ্রচিহ্ন আছে। অপর খানি রাজা বাম হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন, এই জন্য ইহাকে সব্যদণ্ড বলা যায়। এতদ্ভিন্ন একটি গোলক, ও অষ্ট কোণ-বিশিষ্ট একটি অঙ্গুরীয় এবং “বুট” নামক উপা-নহের পশ্চাতে যোজ্য স্পর্শ-নামক সুবর্ণময় কণ্টকবিশেষ, ও অসিধারণের পরতলা প্রভৃতি দ্রব্য এই উৎসব-উপলক্ষে রাজার সম্মুখে আহৃত হয়। গোলক-প্রদানটি পূর্বে পৃথিবীর অধীশ্বরত্ব-সূচক ছিল। এক্ষণে উহা পুরুষানুক্রমিক-ব্যবহার-পদ্ধতির জন্য আনীত হয়। অগ্রেই তরবারি চারি-খানি অবয়বগত লক্ষণ নির্দেশ করা গিয়াছে। এক্ষণে কার্যগত তাৎপর্য বিজ্ঞাপন করা উচিত। কোষাচ্ছাদিত তরবারি খানি রাজ্যের অরণ-সূচক। অগ্ররহিত খানি দয়াসূচক। দ্বয়ন্তী-ক্লাগ্র খানি দ্বারা ধর্মবিচারের ন্যায়পরতা জ্ঞা-পন করিতেছে। সূচ্যগ্রতীক্ষ্ণখানি রাজ-বিচারের সূক্ষ্মতা-বোধক। চিত্রে দুইখানি রাজমুকুট আছে, তাহার একখানি অভিষেকের সময় ধারণ করা হয়; অপর খানি পরাদি-সময়ে ব্যবহারের যোগ্য।

রাজ্যের অভিষেক-কালে তিনি তরবারি ব্যতীত লক্ষ লক্ষ উপকরণ সামগ্রীই পাইয়া থাকেন। এই সমুদয় রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া সিংহাসনে আসীন

হইবার পূর্বে গুরুপুরোহিতেরা তৈলাদি স্নেহ দ্রব্যদ্বারা অভিষেক করাইয়া ধর্মপুস্তক স্পর্শ-পূর্বক রাজাকে শপথ করাইয়া লন। প্রথমতঃ রাজা বা রাজ্ঞী “আমি ধর্মতঃ প্রজাপালন করিব” এই প্রতিশ্রুত হন। পরে ধর্মমন্দিরে গমনপূর্বসর ধর্মপুস্তক ধারণ করিয়া বলেন “যে আমি অঙ্গীকৃত বিষয় ধর্মতঃ নির্বাহ করিব। তদ্বিষয়ে জগদীশ্বর আমার সহায়তা করিবেন।” পরিশেষে রাজা বা রাজ্ঞীর ধর্মপুস্তক চূষনাস্তে নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি মহামহোৎসব আরম্ভ হয় তৌর্যাত্মিক সমাপ্ত হইতে না হইতেই রাজা ও রাজ্ঞী সম্ভ্রান্ত জমগণ পূর্বসর হইয়া অশ্বারোহণ-পূর্বক নগর পরিভ্রমণ করিয়া আইসেন। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে অশ্বারোহণের পরিবর্তে রথারোহণ প্রসিদ্ধ। ঐ রথারোহণের পূর্বে নানা যজ্ঞাদি করিবার প্রথা বেদে বর্ণিত আছে। তৎপরে যথাযোগ্য লম্বে রাজা বিচারাসনে আসীন হইয়া থাকেন। এই মহোৎসবটি যদি না থাকিত তাহা হইলে প্রজারা সহসা ভূপতি-পরিবর্তন-সময়ে অনেকে এককালে রাজ-পদবী পাইবার চেষ্টা করাতে মহাক্লেশভোগ করিত।

বীকানের রাজ্য।



জবারা-প্রদেশে বীকানের-নামক একটি রাজ্য আছে। তাহার উত্তরাংশে ভটনৈর রাজ্য; পশ্চিমে মক্ভুমি, দক্ষিণাংশে যোধপুর; এবং পূর্বাংশে জয়পুর রাজ্য ও হরিয়ানা জেলা। তদ্রত্য ভূমি অতিশয় নীরস ও বালুকাময়। ও তথায়

* রাজার অভিষেক কালে তাহার সহধর্মিণীও অভিষিক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু রাজকন্যার রাজ্যাভিষেক-কালে রাজসাম্রাজ্যের অভিষেক হয় না। এমন রাজী শব্দ পৃথক্ দেওয়া গিয়াছে।

বারিবর্ষণ হইলেই তাহা বালুকাধারা শুষ্ক হইয়া যায়, বর্ষাকালেও পথিকদিগের চরণে কন্দমের লেশমাত্র সংলগ্ন হয় না। তত্রস্থ মক্কাভূমি এতাদৃশ রহৎ যে একাদশ দিবসেও তাহা পরিভ্রমণ করা পথিকদিগের পক্ষে সুসাধ্য নহে। তথাকার রুশিসম্প্রদায়ী লোকেরা অধিকাংশ জাতি বংশহইতে সমুৎপন্ন। অকবরপাদশাহের সভাসদ প্রসিদ্ধ যবন-ইতিহাসবেত্তা আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে বীকানের রাজ্য এগারটি মহলে বিভক্ত ছিল। এবং তাহার বার্ষিক ৪৭,৫০,০০০ দাম নামক টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হইত। তৎকালে বীকানের অধীনে ৫১২০০ সহস্র সৈন্য ছিল। উহা দিল্লী-হইতে ২২০ জ্যোতিষি কোশ দূরে স্থিত। ইহার প্রধান নগর বীকান। তাহা সুন্দর, ও সুদৃশ্য, এবং তাহার চতুর্দিক একটা কাঁকরের প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। নগরের দক্ষিণ ভাগে একটা সুদৃঢ় দুর্গ আছে। মহারাণা তন্মধ্যে বাস করেন। দুর্গের চতুর্দিক পরিখাদ্বারা সুদৃঢ়ীকৃত। কিন্তু রাজ্যের চতুঃসীমান্তবর্ত্তী মক্কাভূমিই তদ্রাজ্যের দৃঢ় দুর্গ বলিতে হইবে। তাহা অতিক্রম করা কোন ক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে।

প্রবাদ আছে যে পূর্বে বীকানের রাজ্য জাট-নামক কতকগুলি অপরূপ জাতির নিবাস ছিল। পশ্চাৎ মাড়বার রাজ্যের রাঠোর বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ মহীপাল যুদ্ধসিংহের আশ্রয় কুমার বিকাশিংহ পূর্বোক্ত জাতিদিককে পরাভূত করিয়া এবং যশলমীর-রাজ্যান্তর্বর্ত্তী বাঘোর রাজ্য ভট্টীদিগের হস্তহইতে গ্রহণ করত কথিত রাজ্য স্বনামেই সংস্থাপিত করেন। তদন্তর ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় চতুঃষষ্টি-বৎসর-পরে রায় সিংহ নামা মহা তেজোবন্ত এক ভূপাল বীকানের সিংহাসনে অধিকৃত হইয়াছিলেন। তিনি বিকাশিংহহইতে বংশগণনায়

চতুর্থ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কাল-অবধিই এতদ্রাজ্য দিল্লীস্থ যবন সম্রাটের আনুগত্যায় আবদ্ধ হইয়াছিল। যেহেতু উল্লিখিত মহারাণা তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ যবনসম্রাট অকবরের এক দল অশ্বারোহী সেনার অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণপূর্বক আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু একপ অগমতা স্বীকার করিলেও সূর্য্যবংশীয়দিগের মান সম্ভ্রম খ্যাতি ও প্রোজ্জ্বলিত যশোজ্যোতিঃ একেবারে লুপ্ত হইবার নহে। মহারাণা রায়সিংহ দশ হস্তির বলধারী যুগেন্দ্রতুল্য সম্ভ্রাম কালে একপ অসাধারণ বীর্য্য, অসম্ভব সাহস, ও সম্ভ্রাম দক্ষতা প্রকাশ করিতেন যে অকবর তদর্শনে অত্যন্ত চমৎকৃত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন। পরিশেষে তিনি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া মহারাণা রায়সিংহকে দ্বিপঞ্চাশৎটি গ্রাম প্রদান করেন। হান্সী ও হিসার নামক সুপ্রসিদ্ধ জনপদ তদন্তর্ভূত ছিল। তিনি এবংবিধ অসাধারণ বল ও পরাক্রমদ্বারা প্রভূত যশ ও খ্যাতি লাভ করিয়া সর্বত্র বিখ্যাত হইয়া কিয়ৎকাল-পরে স্বর্গগত হন। তদন্তর পুরুষানুক্রমে তাঁহারই বংশধরগণ বীকানের-রাজ্য স্বাধীনরূপে আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আপাততঃ ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি নিবদ্ধ হওয়াতে কোন কোন বিষয়ে বীকানের মহারাণাকে ইংরাজদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

কদাপি এতদ্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয় নাই; এবং তৎপূর্বেও যবনেরা বীকানের রাজ্য প্রবেশ করিতে পারেন নাই। উহার কুত্রাপি নদী বা জলাশয় নাই। দ্বিতীয়ত, শতাধিক হস্ত পরিমিত ভূগর্ভ খনন ব্যতীত কুত্রাপি বিষ্ণু মাত্র বারি প্রাপ্ত হইবার ভরসা নাই। অধিকন্তু তদ্রাজ্যেরই মধ্যদিয়া খোরাশানহইতে ভারতবর্ষের

বাণিজ্য পথ, এবং এতদেশহইতে পশ্চিমে বাণিজ্য-সম্পর্কীয় জব্যাদি প্রেরণ করিতে হইলে বীকানের মধ্য দিয়া প্রেরণ করিতে হইত। তদ্বিধায় বাণিজ্যপ্রিয় ইংরাজেরাও অকুশল করেন নাই। বরং আবহমান কাল সন্ডাবই রাখিয়াছিলেন।

ইতি পূর্বে জয়পুর ও যোধপুরের ইতিবৃত্তপুস্তকে সুকীর্তিত হইয়াছে যে উপরোক্ত রাজ্যের ভূপাল-বংশ যবনকে কন্যা প্রদান করাতে উদয়পুরের ও সামান্য রাজাদিগের সহিত তাঁহাদিগের আহার ব্যবহার ক্রিয়াকাণ্ড রহিত হইয়াছিল। পরন্তু উদয়পুরের রাজ-দুহিতার গর্ভে জয়পুর বা যোধপুরের রাজাদিগের অপত্যোৎপাদিত হইলে অতঃপর তাঁহারা পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইবেন এবং বিধ প্রতিক্রায় উদয়পুরের রাণাদিগের ও জয়পুর এবং যোধপুরের রাজাদিগের পরস্পর আহার ব্যবহার প্রচলিত হয়। পরন্তু ভবিষ্যতে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হইবার মাড়বার-মহারাজের সহিত উদয়পুর-বংশের পুনরায় মহা বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। বীকানের অধীশ্বর এতৎ বৈবাহিক বিবাদতন্ত্রে উদয়পুরের মহারাজার উত্তরসাধক হইয়াছিলেন। তজ্জন্য মাড়বারাধিপতি অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহার অধিকার আক্রমণ করেন। তদর্থে শেখোক্ত মহারাজা ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সাহায্য-প্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণবশতঃ তৎকালে যমুনার পশ্চিম-পারবর্তী ভূপালগণের সহিত ব্রটিস গবর্ণমেন্টের সখ্যতা-বন্ধন অনিপসিত হওয়া হেতু তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। তদানীং মহারাজার অধীনে দশ সহস্র সৈন্য, ৩৫ টা কামান এবং পাঁচ লক্ষ টাকা রাজস্ব নিদিষ্ট ছিল।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্গিদিগের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে তন্নিবারণার্থ ইংরাজেরা পশ্চিম প্রদেশস্থ প্রায় সকল রাজা ও সর্দারগণের সহিত

সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষেই মহারাজা সুরত সিংহের ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুত্ব সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তদ্ব্যাপারে তাঁহাকে করপ্রদানে অঙ্গীকার করিতে হয় নাই। তিনি বর্তমান খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই রাজ্যাকাঢ় হইয়া সপ্তবিংশতি বৎসর যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপর ১৮২৮ অব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। অতঃপর মহারাজা রত্ন সিংহ পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হন। মহারাজা সুরত সিংহের জীবদ্দশাতেই কতকগুলি কুলোক রাজবিরোধী হইয়া রাজ্যে কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে তাহারা শাসিত হওয়াতে উক্ত রাজ্যে আর কোন বর্ণনীয় উৎকট ব্যাপার ঘটে নাই। কেবল রাজার মৃত্যুর পর ব্রটিস অধিকাঙ্কের সীমা-নিরূপণার্থ কর্মচারিগণ রত্ন সিংহের সহিত বিস্তর বাক্যুদ্ধ করিয়াছিল।

ইতিমধ্যে যশলমীর রাজ্যে কতকগুলি লোক বীকানেরের অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া দোরাণ্য ক-রাতে মহারাজা রত্ন সিংহ রণসজ্জায় সুসজ্জীভূত হইয়া একেবারে যশলমীরাদিপতির নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে উভয় পক্ষে ঘোর বিসংবাদ ঘটবার উপক্রম হইবাতে উদয়পুরের মহারাজা মধ্যবর্তী হইয়া তৎকালের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে কোন পক্ষই ধৈর্য্যাবলম্বনে সক্ষম না হইলে অবশেষে ইংরাজদিগের মধ্যবর্তীতায় বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়াছিল।

বর্তমান মহারাজা সর্দার সিংহ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিকার করেন। তাঁহার পোষ্য-পুত্র গ্রহণের অনুমতি আছে। উক্ত মহারাজ গত সিপাহী-বিদ্রোহ-কালে হতাত্ম্য প্রাণভয়া-কুল মহা শঙ্কটাপন্ন শরণাগত বিদেশী ইংরাজদিগের জীবন রক্ষার্থ বিস্তর আনুকূল্য ও সহায়তা করাতে ব্রটিস গবর্ণমেন্ট তৎকৃতজ্ঞতার চিহ্ন-

স্বৰূপ তাঁহাকে একচত্বারিংশটি গ্রাম প্রদান করিয়াছেন। আর তাঁহার সহিত ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সন্ধাবের চিহ্নস্বরূপ, তিনি ইংরাজ-রাজ্যে আসিলে ১৭টি তোপ হইবার বিধি আছে। বীকানের রাজ্যের পরিধি ১৭,৩৭৩ বর্গ ক্রোশ; লোক সংখ্যা ৫,৩৯,০০০; রাজস্ব ৩,০০,০০০ লক্ষ টাকা। ইহার রাজার অধীনে দুই সহস্র এক শত অশ্বারোহী এক সহস্র পদাতিক এবং ত্রিংশটি কামান আছে।

বিজয় নগর।



বিড় প্রদেশের দক্ষিণ সীমাবধি হিমাচলের উত্তর পার্শ্ববর্তী জন-পদ সকলের পুরাতত্ত্ব-পাঠে স্বদেশানুরক্ত ব্যক্তিবর্গের অন্তঃকরণে অপরিণীম যাতনা ও অত্যন্ত মনঃকোভ উপস্থিত হয়, সন্দেহ নাই; যেহেতু এতদেশের ইতিহাস-মধ্যে যবনকর্তৃক হিন্দুদিগের সাম্রাজ্য ধ্বংস এবং প্রকৃষ্টরূপে যবনদিগের ভারতবর্ষে প্রভুত্ব-বিস্তার এতদ্ব্যতীত আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। এতদ্ব্যতীত তাহা এতদেশীয় লোকের কখনই এত মনোরম্য নহে। কিন্তু এতদেশের প্রাচীন ইতিহাস বলিয়াই তাহা অনেকে আদর করেন। যাহা হউক বিজয় নগরের ইতিহাস-পাঠে কর্ণাটক-দেশের প্রাচীন অবস্থা কিঞ্চিৎ উপলব্ধ হইতে পারে। উক্ত নগর এক সময়ে অতিবহু হিন্দু সাম্রাজ্যের এক প্রধান নগর ছিল; এবং তাহা কর্ণাটক-প্রদেশেরই প্রাচীন রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুরাকালে তাহা অত্যন্ত সুদৃশ্য ও অতুল-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহার তাদৃশ শোভার কিছুই উপলব্ধি হয় না। উহা তুচ্ছভাষ্য*

নদীর দক্ষিণ কূলে এক পর্বতের অধিত্যকায় স্থাপিত ছিল। উক্ত শৈলের অতিদূরে কমলাপুর-নামে একটি দুর্গ আছে। তাহার উন্নত চূড়ায় হিন্দুদিগের এক জয়পতাকা প্রলম্বিত ছিল। তাহার অপূর্বশোভাবিলোকনে পাণ্ডিগণের হৃদয়ে অভূতপূর্ব আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইত। তথায় ভগ্নাবশিষ্টে অসংখ্য দেবালয় অদ্যাপি বর্তমান আছে।

এ সকল সুপাকার ভগ্ন-প্রাসাদ রাশির মধ্যস্থলে ৩০ অবধি ২০ হাত পর্য্যন্ত প্রশস্ত পথ লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে অনেক গুলি পয়স্বিনী লুপ্ত স্রোত হইয়া ক্রমাগত মেদিনী-তলভূত রহিয়াছে। তাহার উপর প্রস্তর-নির্মিত একটি সেতু দৃষ্ট হয়। তাহার নির্মাণ-কৌশল-দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে পূর্বকালের লোকেরা তন্নির্মাণ-বিষয়ে পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছিল। প্রবাদ আছে যে প্রথম হেনরীর সময়ে ইংলণ্ডেও এক প্রস্তর-সেতু-নির্মাণারম্ভ হইয়াছিল। এবং রোমদেশীয় লোকেরাও তীবর নদীর উপর এই রূপ সেতু নির্মাণ করিয়াছিল। চীন-দেশেও এই প্রকার সেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্বকালে বিজয় নগরের পূর্বাংশে এক প্রস্তর-প্রাকার ও পশ্চিমদিগে এক সুদীর্ঘ নদ ছিল। অধুনা তাহাও লুপ্তাবয়ব হইয়া গিয়াছে।

বহুল সংস্কৃত গ্রন্থে কর্ণাটক প্রদেশের ভূতপূর্ব রাজাদিগের নানাবিধ ইতিহাস বর্ণিত আছে। কিন্তু এই সকল উপন্যাস এতাদৃশ প্রাচীন ও অনৈ-সর্গিক ঘটনাদ্বারা প্রকম্পিত যে তাহা কোন ক্রমেই সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না! কেবল ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজয় নগরের প্রকৃত ঘটনার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিংবদন্তী আছে যে অকা হরিহর ও বকা হরিহর নামক দুই জাতা উক্ত নগরের চতুর্দিক সংস্থাপন করে। ১৩০৩

* তুচ্ছ ও ভঙ্গা নদী কুলি নামক স্থানে মিলিত হইয়া কৃষ্ণা নদীতে নিপতিত হইয়াছে। ওদিকে ইহাকে তুচ্ছভঙ্গা বলে।

খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্মাণারম্ভ হয়। তৎপরে ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাহা সম্পূর্ণ হইলে অকা হরিহর ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া পরলোক গত হয়। তদন্তর তাহার অনুজ বকা হরিহর ১০৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজয় নগরের সিংহাসনে রাজত্ব-করণ-নন্তর স্বর্গগত হইলে, তাহারই উত্তরাধিকারীগণ তৎসিংহাসনে অধিকৃত হইয়াছিলেন। পূর্ব-কথিত ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবদ্দশায় বিজয় নগরে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা ও দর্শন শিল্প সাহিত্য বিদ্যার অত্যন্ত চর্চা হইত। তন্নিমিত্ত বিদ্যা-নগর বলিয়াই তাহা পরিচিত ছিল। তৎপর অন্য এক ভূপাল উহার বিজয় নগর নাম সংস্থাপন করেন। তৎকালে বিজয় নগরের সৌভাগ্যের সীমা ছিল না। ১৪৯০ ও ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নৃসিংহ রাজা ও কৃষ্ণ রাজা দক্ষিণ-দেশের অতিপ্রধান জনপদ সকল বিজয় নগরের অধীন করত বিজয় নগরের পরিবর্তে বিশ্বনগর নাম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে বিজয় নগর এক বৃহৎ হিন্দু সাম্রাজ্যের রাজপাট বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, এবং তাহার পরিধি সমস্ত কর্ণাটক দেশ ঘাটপর্ব্বতের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত পরিবেষ্টিত করিয়াছিল। ইউরোপীয় কোন কোন প্রাচীন মানচিত্রে ইহা দৃষ্ট হয়। ইহার কিঞ্চিৎ পরে জুলিয়স্ ফেডরিক্ তদ্রূপে ভ্রমণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে তৎকালে ইহার রাজধানী প্রায় ২৪ জ্যোতিষি ক্রোশ বিস্তারিত ছিল; ইহাতে পাঠকবর্গ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন উক্ত নগর তৎকালে কিরূপ ক্ষমিক্ত ছিল; তৎপূর্বে অকা হরিহরের সমকালে উহা দুই বর্গ ক্রোশের অধিক ছিল না।

যখন ইতিহাস-লেখক ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে দেবরাজ নামা ভূপাল ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় দুই সহস্র যবন-সেনা তাঁহার অধীনে নিযুক্ত করিয়াছি-

লেন; এবং তাহাদের উপাসনার নিমিত্ত নগর-মধ্যে এক মসজিদ নির্মাণ করাইয়া একপ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, যে কেহ তাহাদের ধর্ম্ম-চর্চার বিরোধী হইবেক তাহাকে গুরুতর দণ্ড প্রদান করা হইবে। এই যবনেরা ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ সুপারগ ছিল।

দক্ষিণদেশে ক্রমে যবনেরা অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলে তত্রত্য হিন্দু-সাম্রাজ্য সকল লোপ হইতে আরম্ভ হইল। তৎকালে বিজয় নগর কর্ণাট-রাজ্যের অতিপ্রসিদ্ধ রাজপাট ছিল। যবনেরা তাহা অধিকার করিবার নিমিত্ত হিন্দুরাজাদিগের উপর প্রবলরূপে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু হিন্দুরা প্রায় বিংশতি বার তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেও মহম্মদের এমনি উপদেশের চমৎকার মাহাত্ম্য ও মুসলমানদিগের তৎপ্রতি এমনি দৃঢ়ানুরাগ যে তাহারা বারংবার তাড়িত ও অবমানিত হইয়াও পুনর্ব্বার রণসজ্জায় সজ্জামে অগ্রসর হইতে লাগিল। বোধ হয় তৎকালের রাজারা প্রাচীন ক্ষত্রিয়দিগের অনুষ্ঠিত বীরধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে প্রুতিপালন করিতেন তন্নিমিত্তই যবনেরা পরিশেষে পরাস্ত হইয়া একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল।

তদনন্তর ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অহম্মদনগর, বিজয়পুর, গোলকণ্ডা এবং বিরাড় রাজ্যের যবনেরা একত্র হইয়া বিজয় নগরের অধিপতি রামরাজাকে তিল্লিকোট-নামক-স্থানে পরাস্ত করত বিজয় নগর এককালে ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ফেলে। উক্ত রাজপাট ধ্বংস হইলে রামরাজা পুণ্যথগুে গিয়া আর এক অপূর্ব নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন। পুণ্যথগু পুরাকালে এক অতিপরাক্রান্ত নগর ছিল। তাহার ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীন মন্দিরের নিকট এই নব্য রাজপাট স্থাপিত হইয়াছিল। বিজয় নগরের রাজবংশের উপাধি ত্রিজয়রায়ল, এবং

কর্ণাট-ভাষায় বিজয় নগর অনাঙ্গী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উক্ত নামে আর এক নগর ছিল। তথায় খ্রীস্টীয়-বংশীয় কোন কোন রাজা বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বংশের প্রায় লোপ হইয়াছিল; তৎপুত্র যাহারা নামতঃ রাজ্যোপাধি ধারণ করিতেন তাঁহাদিগের পূর্বরাজ্য-প্রাপ্তি-বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা হইলেও তাহা নিফল হইয়াছিল। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা উহা অধিকৃত করত কর লইতেন। তৎপরে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে উহা হাইদরের অধীনস্থ হয়। এবং ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে টিপু উক্ত নগরে প্রবেশ-পূর্বক তত্রস্থ রাজাদিগের ঐশ্বর্য্য হরণ করত ঐ নগর দখল করিয়াছিলেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-রাজা তাহা পুনঃ অধিকার করেন। টিপুর সৈন্যাধ্যক্ষ কসরউদ্দিন অবিলম্বে তাঁহার হস্তহইতে তাহা উদ্ধার করিলে, উক্ত রাজা ১৭৯৯ পুনশ্চ তাহা অধিকৃত করিয়া নগর একপ দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিতে লাগিলেন যে টিপুর সৈন্যেরা আর তাহা কোন ক্রমেই অধিকার করিতে শক্ত হইল না। তৎপরে মাহিসুরের রাজমন্ত্রী পূর্ণিয়া ও তৎপশ্চাৎ নিজাম উক্ত নগর অধিকার করিয়াছিলেন। তদবধি খ্রীস্টীয় রাজবংশকে ব্রিটিস-রাজবংশের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ-কালে উক্ত স্থানে বালি বিনাশ, সূত্রীবের সহিত মিত্রতা, এবং বানরকটক সঙ্গ্রহ করিয়া দুর্ভুজ দশাননের প্রাণ-সংহারার্থে সাগরাভিমুখে প্রয়াণ করিয়াছিলেন।

যশলমীর রাজ্য।

যশলমীর-প্রদেশের পশ্চিমদিক্‌বর্তী রাজ্যসকল বিস্তীর্ণ মরুভূমিময়। তথায় রম্য জলাশয় সুদীর্ঘ তড়াগ মনোহর সরোবর স্রোতোবাহিনী নদী প্রভৃতি কিছুই নাই, কেবল কয়েকটি জনপদমাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সকল জনপদবর্তী লোকেরা প্রায় এক শত হস্ত গভীর কূপহইতে জলাকর্ষণ-পূর্বক গার্হস্থ্য কার্য্য সম্পন্ন করে। সেই নির্জল অনুর্বর ক্ষেত্রে মহারাওল উপাধি বিশিষ্ট রাজবংশীয় মহীপালরম্ভের যশলমীর-নামে একটি প্রশস্ত রাজ-পাট আছে। তাহা দিগ্বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-নিবহের অস্ত্রপ্রভাবদ্বারা কদাপি নির্বিভব ও নিঃশ্রীকৃত হয় নাই। তাহাদিগের পূর্বেও কোন দুঃসাহসিক যবন-সৈন্যাধ্যক্ষগণ যাহারা ভারত-বর্ষ আক্রমণপূর্বক প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন তাঁহারাও যশলমীর রাজ্য সম্পূর্ণ-রূপে শাসনাধীন করিতে পারেন নাই। বহু-কালের হিন্দুবংশীয়েরাই অদ্যাপি তদ্রাজ্যে আধিপত্য করিতেছেন। ইহার প্রাচীন নাম জেলমীর; তদপত্রংশে উক্ত নাম বিখ্যাত হইয়াছে। কিংবদন্তী আছে যে ১৭৩২ খ্রীষ্টীয় অব্দে নুলরাজ নামা এক ভূপতি উক্ত রাজ্যের সিংহাসনে অধিকৃত হইয়াছিলেন। তিনি মন্ত্রীর প্রতি রাজ্যের সকল ভার প্রদানপূর্বক অন্তঃপুর-মধ্যে ভোগ-বিলাস-চর্চায় নিয়ত কালক্ষেপণ করিতেন; রাজকার্য্যের অবস্থার প্রতি কদাপি জ্ঞাপন করিতেন না। আর তিনি যাহার করে রাজ্য ভার প্রদান করিয়া ছিলেন তাঁহার দাস্তিকতাই এক মহৎ দোষ ছিল। অধিকন্তু রাজার অনুকূলতায় তিনি আরও গর্ভিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অভিমানমদে অভিমত হইলেই লোকে অন্ধ হয়। তাহাতে নিরীহ ভদ্র

ব্যক্তিও নিম্ননীয় হইয়া থাকেন। মন্ত্রী তৎপ্রভা-
বেই মহারাওলের নির্বিরোধী জ্ঞাতিবর্গকে
সবংশে নিপাত করিতেও মনে ক্ষোভ বিশিষ্ট
হয়েন নাই। অধিকন্তু বাহিয়া বাহিয়া যাঁ-
হার মহারাওলের অত্যন্ত বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র
ছিলেন কোশলক্রমে তাঁহাদিগকে রাজ্যহইতে
বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।
তন্নিমিত্ত দেশের সকলেই তাঁহাকে অত্যাচারী ও
অধাৰ্ম্মিক বলিয়া নিন্দা করিতেন। বাস্তবিক তাঁ-
হার অত্যাচারে সমস্ত ভদ্র প্রজাবর্গ স্থানান্তরে
প্রস্থান করাতে রাজ্যশ্রী হীন ও রাজধানী লো-
কের বসতিশূন্য হইয়াছিল। তদর্থে প্রাচীনেরা
বলিতেন যে অর্ধদ্বাদশ লোকের সুখ দুঃখ ক্লেশ ও
স্বচ্ছন্দতা যাঁহাকে বহন করিতে হইবে, নিরপেক্ষ
পিতার ন্যায় প্রজা লোকের প্রতি যাঁহার রূপা-
দৃষ্টি রাখা ঈশ্বরের অভিপ্রেত তিনি তৎকার্য্য
উগ্রস্বভাবাব্যাহিত সালিম সিংহের হস্তে প্রদান
করাতেই রাজ্যে পরিণামে অমঙ্গলের চূড়ান্ত হই-
য়াছিল।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীবিদ্রোহ-নিবারণার্থ ইংরা-
জেরা যৎকালে মহারাওল মূলরাজের সহিত
বন্ধুত্ব সন্ধি স্থাপন করেন, তৎকালে সালিম
সিংহ তাঁহারই অপত্যগণ যশলমীর-রাজ্যের
মন্ত্রীত্বপদ বংশ-পরম্পরা-প্রাপ্ত হন এতদ্বিষয়ে
একটি নিয়ম-নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছিলেন,
কিন্তু তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধ না হওয়াতে ১৮২৩
খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পদ তাঁহার পুত্রের চিরস্থায়ী কর-
ণার্থ পুনর্ব্বার সচেষ্টাপন্ন হন। রাজ্যের কোন
কোন সম্ভ্রান্ত লোক তৎপক্ষে সপক্ষতাও করি-
য়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজেরা এবিষয়ে বিরাগ
প্রকাশ করাতে তাহার কিছুই ফল দর্শে নাই।
মহারাওল মূলরাজ বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় অষ্টের
বিশ্বতি বর্ষে পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র

গজসিংহ তৎপরে পৈতৃক-রাজ্যে অধিকার হন;
তিনি সালিম সিংহের দৌরাত্ম্যে অত্যন্ত কুপিত
হইয়া তাঁহার প্রাণ-সংহারে প্ররত হইয়াছিলেন।
কিন্তু কোন কোন আত্মীয়ের অনুরোধবশতঃ
তদ্বিষয়ে ক্রতাবসর হন। সালিম সিংহ ১৮২৪
খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে যশলমীর রাজ্যের মরুপ্রান্ত-
বর্ত্তী মল্লধৃত নামক একজাতীয় দস্যু কোন অপ-
রাধের প্রতীকারার্থ বীকানেরের অধীনস্থ একটা
জনপদ আক্রমণ করাতে উভয় রাজ্যের পরস্পর
বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। পুনশ্চ যোধপুর-
হইতে খোষা নামক অপর এক জাতীয় দস্যু
তাড়িত হইয়া মল্লধৃতদিগের সপক্ষতা করাতে
এ বিবাদ আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।
ঈর্ষাপরতন্ত্রতা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল,
এবং উভয় রাজ্য হারথার হইবার উপক্রম হইয়া
উঠিল। কোন পক্ষই ধৈর্য্যভাবালম্বনে সক্ষম
হইলেন না। কিন্তু উদয়পুরের মহারাণা কিয়ৎ-
কাল বিবাদ নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু
পুনর্ব্বার তাহা পূর্ব্বৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।
শৌর্য্য ও বীরত্বে উন্নত বংশই অগ্রগণ্য, সুতরাং
সাধ্যানুসারে কেহ কাহার নিকট অগমতা স্বী-
কারে সম্মত হইতেন না। এই বিবাদ-সূত্রে
পশ্চিম প্রদেশস্থ বাণিজ্যের ব্যাঘাত ঘটাবায়
ইংরাজেরা অত্যন্ত আগ্রহিতার সহিত টিবিলিয়ন
সাহেবকে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিস্বরূপে
সন্ধি সমাধা করণার্থে মধ্যভারতবর্ষে প্রেরণ
করেন। তিনি সমস্ত রাজপুতনায় গমনপূর্ব্বক
সন্ধি সমাধা করিলেন। তদনন্তর উভয় পক্ষের
ক্রোধ শান্তি হইলে উভয় মহারাণাই পরস্পর
সাক্ষাৎ করণপূর্ব্বক সৌহৃদ্যালিঙ্গন করিলেন।
তদবধি কিয়ৎকাল আর কোন বিবাদ ঘটে নাই।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র ।

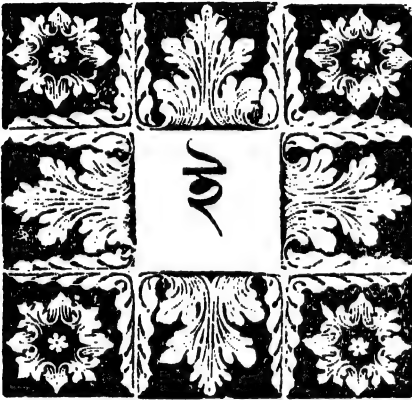
৩ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা ।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[২৭ খণ্ড ।

সারল্মা ।



উরোপের দক্ষিণ ভাগে ফ্রান্স নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ ঐ-শ্রয়শালী বিশাল রাজ্য আছে। একাদশশত খৃষ্টাব্দে গত হইল, পোপিন নামা এক ব্যক্তি তথাকার অধিপতি ছিলেন। ১১৩ খৃঃ অব্দে পোপিন, চার্লস্ এবং কারলোমা নামে দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হন। ইহঁর তিন বৎসর পরে কারলোমার পরব্রোক হইলে, তাঁহার ভ্রাতা চার্লস্ সমুদায় রাজ্যের রাজা হন। তিনি উত্তম-রূপে প্রজা-পালন ও রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন তাঁহাদ্বারা দেশের বহুল উপকার হইয়াছিল, অনেক রাজ্যও তিনি বাহুবলে জয় করিয়াছিলেন, এজন্য ইতিহাসে তাঁহার নাম সারল্মা অর্থাৎ চার্লস্ দি গ্রেট বলিয়া সুবিখ্যাত আছে। লোকদিগের জীবনোপায় শিল্প-বিদ্যা সাহিত্য এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতির জন্য, তিনি যেকোন উৎসাহ দিয়াছিলেন, তৎপূর্বে কোন রাজা ফ্রান্স-দেশে সেরূপ উৎসাহ দেন নাই।

১৪২ খৃঃ অব্দে বেভেরিয়া-দেশে সাজবর্ণ-নামক দুর্গে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যাবস্থায় কিঞ্চিপ তাঁহার শিক্ষা বিধান হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার বিবরণ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক হইলে তাঁহার পিতা পোপিন যখন তাঁহাকে ফেঞ্চ-গবর্ণমেণ্টের রাজকর্ম্মে নিয়োগ করেন, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার রক্তান্ত ইতিহাসে বর্ণিত হয়। পিতার লোকান্তরে সারল্মা রাজসিংহাসনে আকট হইয়াই প্রথমে সাক্ষন্দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই জাতীয় লোকেরা ফ্রান্সের একপ্রকার অধীন ছিল, সারল্মা তাহাদিগকে খৃষ্টান করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, এজন্য ঘৃণা করিয়া তাহারা তাঁহার অধীনতা-হইতে মুক্ত হইবার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন ত্রিশ-বৎসর-কাল তাঁহার কর্তৃত্বে বাধা দিয়াছিল। উইটিকিগু-নামা এক ব্যক্তি তাহাদিগের সেনাপতি ছিলেন, পুনঃ পুনঃ ফরাসিদিগের সহিত বিবাদ করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই বটে, কিন্তু কোন পক্ষের নিশ্চয় জয়লাভ হয় নাই। এক বিদ্রোহে সাক্ষ-নেরা জয়ী হইয়াছিল, কিছু করিতে না পারিয়া চার্লস্ কুমন্ত্রণা করিয়া তাহাদিগের ৪৫০ জন প্রধান প্রধান লোককে একটি সভাতে আহ্বান করিয়া অতিগর্হিত নির্দয়াচরণদ্বারা তাহাদিগের সকলেরই প্রাণ বধ করান। এই বিশ্বাস-

যাতকতার নিমিত্ত সমস্ত সাক্ষব্জাতি একেবারে
ক্রোধাক্ত হইয়া উঠে, স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য
সকলে সমবেত হইয়া ভয়ঙ্কররূপে যুদ্ধে প্ররক্ত
হন। তাহাদিগকে দমন করা সহজ ব্যাপার
নহে, একপ নিদয় অত্যাচার আমি তাহাদের
প্রতি কেন করিলাম, এই বলিয়া রাজা সারল্মা
সকলের নিকট অনুতাপ করিয়াছিলেন। বলদ্বারা
তাহাদিগকে বশীভূত করা দুষ্কর দেখিয়া তিনি
স্বয়ং তত্রত্য প্রধান লোকদের প্রতিগৃহে গিয়া
মিষ্টকথা দ্বারা তাহাদিগকে সাধ্য সাধনা করিতে
লাগিলেন। সদ্ভাবহারের কি আশ্চর্য গুণ! সারল্-
মার প্রতি সাক্ষবন্দের যে এতটা রাগ ছিল, অল্প
দিনের মধ্যে সে সকলই শান্তি হয়। পরে তা-
হারা তাঁহার এমনি বশীভূত হইল যে তদনুরোধে
খৃষ্ট-ধর্ম-গ্রহণে কেহ আপত্তি করিল না, এমন
কি তাহাদিগের সেনাপতি উইটিকিগের জল-
সংস্কার-সময়ে সারল্মা স্বয়ং তাহার ধর্মপিতা-
রূপে যজ্ঞবেদীর সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হইলেন।
পরন্তু বিবাদের নিষ্পত্তি ইহাতেও হয় নাই,
সাক্ষবনেরা অনর্থক কলহ করিয়া ক্রুন্সের প্রে-
রিত রাজকর্মচারীর কখন প্রাণ বধ করিত,
কখন বা তাহাদের ধর্ম্যাধ্যক্ষকে দেশহইতে দূরী-
ভূত করিত। তাহাতে সুবুদ্ধিমান রাজা বুদ্ধি
কৌশলদ্বারা বিদ্রোহিণিগের মধ্যে অনেককে
ক্লান্ডার্স এবং হটালো দেশে পাঠাইয়া দেন,
আর জরমেনীর উত্তরাংশবর্তী আপন অধিকারস্থ
লোকদিগকে আনাইয়া উপনিবাসীরূপে তাহা-
দের স্থানে স্থাপন করেন, তদ্বারা বিবাদ বিসম্বাদ
শেষ হইয়া যায়।

রোমান কাথলিক-ধর্ম-মতাবলম্বী সর্বপ্রধান ব্য-
ক্তির নাম পোপ। তিনি শুদ্ধ ধর্মসংক্রান্ত-বিষয়ের
একাধিপতি নহেন, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যও
তাঁহার অধীন হয়, এ সমস্তের রাজকার্যের

পর্যবেক্ষণ তিনি স্বয়ং করিয়া থাকেন। লম্-
বার্ড দেশের রাজা ডেসিভেরিরস এই পোপের
অধীন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল।
পোপ প্রথম হার্ডিয়ান স্বয়ং তাহা রক্ষা করিতে
অসমর্থ হইয়া সারল্মার নিকটে সাহায্য-প্রার্থনা
করিলেন। ইহার পূর্বে পেপিন রাজা রোমকে
অনেক বার একপ বিপদহইতে রক্ষা করিয়াছিলেন,
এ কারণ তদনুরূপ কর্ম করিয়া পুণীড়িত রোমীয়-
দিগের সাহায্যে তাঁহার উপযুক্ত পুত্রও যতুবান্
হইলেন। আলপস্ নামে একটি সুদীর্ঘ পর্বত
ইউরোপের মধ্যভাগে আছে। বহুসংখ্যক সৈ-
ন্যের সহিত সারল্মা এই পর্বত পার হইয়া লম্-
বার্ড-দেশে আইলেন, আসিবামাত্র তত্রত্য লো-
কেরা তাঁহার গত্যবরোধ করিতে চেষ্টা করিল
বটে, পরন্তু অজ্ঞবলে তিনি তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন
করিয়া তাহাদিগের পেভিয়া-নগর পরিবেষ্টন
করিলেন। লম্বার্ডের রাজা তথায় স্বয়ং আশ্রয়
লইয়া আপন পুত্র কন্যা ও পরিবারকে ভেরোনা-
নামক সুদৃঢ় দুর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সারল্মা
কিয়দংশ সৈন্যদ্বারা তাহাও আক্রমণ করাতে
বিপাকের পক্ষরক্ষার আর উপায়ান্তর রহিল
না, কারাকদ্ধাবস্থায় তাহাদের সকলকেই থাকিতে
হইল। অতঃপর ফরাসীরাজা জয়পতাকা উত্তোল-
ন করিয়া রোম-রাজ্য-দর্শনার্থ চলিলেন, বিপন্ন
রাজ্যের উদ্ধারকর্তা বলিয়া তথায় তিনি বিশেষ-
রূপে সম্মানিত ও সম্বাদিত হইয়াছিলেন। রাজ-
ধানীহইতে পঞ্চদশ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া দেশের
শান্তিরক্ষক এবং কুলীনবর্গ তাঁহার সহিত সা-
ক্ষাৎ-করণান্তর তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।
রোমীয় ধর্মের রক্ষক ও প্রধান বন্ধু বলিয়া পূর্বে
যে মান্যজনক রাজপতাকা তাঁহার পিতামহকে
দত্ত হইয়াছিল, তাঁহারা সেই রূপ একটি পতাকা
তাঁহাকেও প্রদান করিলেন। এক ক্রোশ পথ



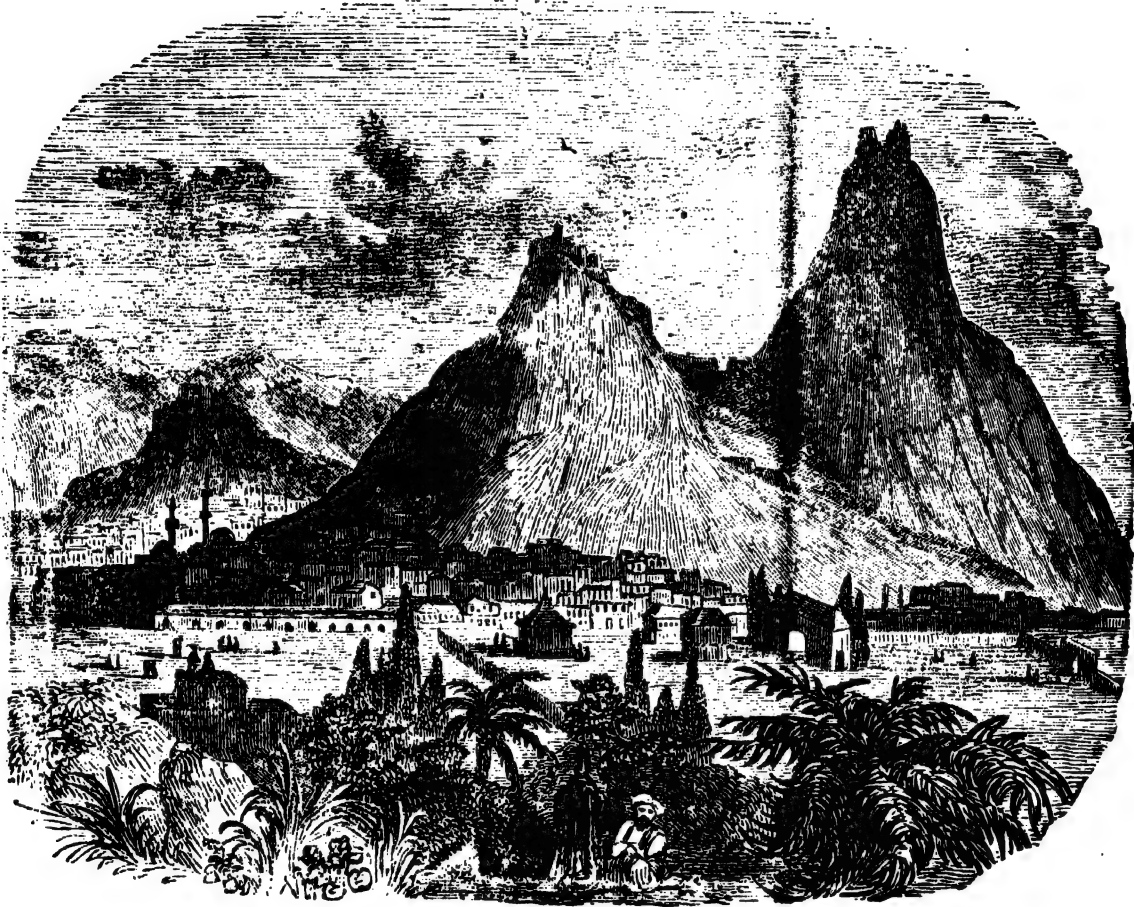
রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মতান্ত্রিক প্রধান ব্যক্তি পোপের চিত্র ।

থাকিতে ঐক-সাক্ষন এবং লম্বার্ড দেশের লোকেরা সারি সারি দণ্ডায়মান হইল, প্রথম পঁক্তিতে রক্ত, দ্বিতীয়ে অস্ত্রধারী যুবকগণ, এবং তৃতীয় পঁক্তিতে তাল এবং জলপাইর পত্র হস্তে ধারণ করিয়া বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। নগরে প্রবিষ্ট হইলে, কাথিড্রাল-নামক যে গির্জায় পোপের অধিনিবাস ছিল, প্রথমে তিনি তথায় নীত হইলেন, যাইবা মাত্র

সমস্ত যাজকবর্গকে সঙ্গে লইয়া পোপ গির্জার চাতালে দণ্ডায়মান হওত পরমাত্মায় বন্ধো! বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সে দিন রোমরাজ্যে আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না, সারলম্বার শুভাগমন উপলক্ষে পোপ মহাভোজ করিয়া প্রধান অপ্রধান সকল লোককে ভোজন পান করাইলেন। মহারাজা সারলম্বা বিনীতভাবে সকল লোককে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া সক-

লেরই মনোরঞ্জন করিলেন। তিনি দিন কয়েক পোপের সহিত বাস করিয়া পুনর্ব্বার পেডিয়াতে আইলেন, তখন তথায় মারীভয় ও দুর্ভিক্ষ ঘটয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে আর কোন আয়াস লইতে হইল না, ডেসিডেরিরস লম্বার্ডের রাজা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। দণ্ড

দিবার নিমিত্ত সারলমা তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়া কান্সে পাঠাইয়া দিলেন, আর ইটালী-দেশস্থ ভূতপূর্ব্ব রাজাদিগের প্রাচীন রীত্যনুসারে আপনি লৌহময় রাজমুকুট শিরে ধারণ করিয়া মিলান-নামক নগরে লম্বার্ডের রাজপদ গ্রহণ করিলেন।



পিটিনিজ পক্ষের চিত্র ।

খৃষ্টীয় অষ্টশতশতাব্দীর প্রারম্ভে আফ্রিকার উত্তরাংশস্থইতে মুর অর্থাৎ মুসলমান লোকেরা ইউরোপে আসিয়া শুদ্ধ স্পেন রাজ্য জয় করে নাই, কান্সের অনেকাংশেও রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। এই সারলমার পিতামহ চার্লস বাহুবলে তাহাদিগকে কান্সস্থইতে তাড়াইয়া দেন, এই জন্য লোকেরা তাঁহার উপাধি মার্টেল

দিয়াছিল। এই মার্টেল শব্দের অর্থ হাতুড়ি, অর্থাৎ তাঁহার যুদ্ধাঘাত লৌহময় হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় ছিল, যদ্বারা তিনি শত্রুপক্ষকে দেশান্তর করণে সক্ষম হইয়াছিলেন। তা যাহা হউক, স্পেন-দেশে মুরদিগের অধিকার তখন পর্য্যন্ত লোপ হয় নাই, করডোভা-নামক নগরে তাহাদিগের রাজধানী ছিল। জারাগোজা-নামক এক

জন আমোর করডোভার শাসনকর্তার সহিত
বিবাদ করিয়া সারলম্বাকে এই ভাবে এক খানি
পত্র লিখেন, মহারাজ! আপনি যদি আমাকে
সাহায্য করেন, তবে করডোভাতে মুসলমানদি-
গের রাজত্ব লোপ করিয়া তৎপরিবর্তে খৃষ্টান-
রাজ্য স্থাপন করি, আপনি রাজা হইলে আমরা
সকলে তুষ্ট হই। মহাতেজস্বী সারলম্বার যুদ্ধ-
বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল, জয়ী হওনের ইচ্ছাও
অগ্নি ছিল না, অতএব পত্র পাইবামাত্র তিনি
সাহায্য করণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বহু-
সংখ্যক সৈন্য সমুহ করিয়া পিরানোজ পর্বত অতি-
ক্রম করত স্পেনদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার
দোদগ্ধ-পুতাপে করডোভার শাসনকর্তা পরা-
জিত হইল। তিনি সাহায্য-প্রার্থী জারাগোজাকে
তৎপদে অভিষিক্ত করিয়া এত্রো নদীর উত্তর-
ভাগে স্পেনের যে সকল প্রদেশ আছে, তাহা
আপন অধিকারভুক্ত করিলেন। আর ভবিষ্যতে
মুসলমানেরা যেন কোন প্রকার অত্যাচার না করে,
এজন্য আপন বিশ্বস্ত এক জন ফরাসী লোককে
তথায় নায়েবস্বরূপ রাখিলেন এবং এই কথা
বলিয়া দিলেন, তুমি যখন যাহা হইবে তাহা
আমাকে লিখিয়া পাঠাইও। এই রূপে কর্ম সম্পা-
দন করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে-
ছিলেন, পথে তাঁহার ভয়ানক বিপদ ঘটিল।
স্পেন এবং ফ্রান্সের মধ্যবর্তী যে পর্বত আছে,
তাহা ঢালু অসমান ও কর্কশ, ঐ পর্বত পার না
হইলে, ফ্রান্স আসিবার সুবিধা নাই, তাঁহার
সৈন্য সকল কষ্টশ্রেষ্ঠে সর্পের ন্যায় বক্রভাবে যখন
সেই পর্বতারোহণ করিতেছিল, তখন মুর এবং
গ্যাসকনেরা একত্রিত হইয়া পশ্চাত্তাগহইতে
তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। পরিশ্রুত সাজো-
য়ার গুপ্ততর ভার এবং নৈসর্গিক ব্যাপারের অসু-
বধা প্রযুক্ত তাহারা শত্রুপক্ষকে বাধা দিতে

সমর্থ হইল না। ইহাতে আক্রমণকারীরা বিশেষ
উৎসাহিত হইয়া শিলারষ্টির ন্যায় তাহাদের
উপর তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, উপরহইতে
বড় বড় পুস্তরের কুঁদা ফেলিয়া তাহাদের মস্তক
চূর্ণ করিল। এই ভয়ঙ্কর ঘটনাতে সারলম্বার
বহুসংখ্যক সৈন্য বিনষ্ট হইল, তন্মধ্যে তা-
হার প্রিয়পাত্র রোলাণ্ডনামা কুলীন মহাশয়ও
পড়িয়া মায়িক দেহ পরিত্যাগ করিলেন। প্রাচীন
কালে এ ব্যক্তি অতিসুপণ্ডিত কবি বলিয়া সর্বত্র
মান্য গণ্য ছিলেন, অতএব তাঁহার অকালমৃত্যুতে
সারলম্বা অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন।

পর বৎসর সারলম্বা লুই এবং কার্লোমা নামক
পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া পুনর্বার ইটালী-দর্শনার্থ
গমন করিলেন, লম্বার্ডদেশ জয় করিয়া তাঁহারা
পেভিয়া-নামক যে নগরকে রাজধানী করিয়া ছি-
লেন, সেই স্থানে সমুদায় শীতকাল যাপন করি-
লেন। বসন্তকালের প্রারম্ভে তাঁহারা রোমনগরে
গেলেন, তথাকার সর্বাধিপতি পোপ বহুসমা-
দরের সহিত তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রজা-
বর্গের সন্তোষার্থ লুইকে লম্বার্ড এবং আকুইটেন
নামক প্রদেশদ্বয়ের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন,
তখন পিতামহের নামানুসারে তাঁহার নাম লুই-
পেপিন বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধ হইল। সমুদায় বাভে-
রিয়া রাজ্য, বেনিভেন্টনামে ইটালীর এক প্রদেশ,
হঙ্গারীর কিয়দংশ, অতঃপর তাঁহার সুবিস্তীর্ণ
রাজ্যাধিকার মধ্যে সংযোজিত হইল। ফ্রান্স,
জরমেনি, ইটালী, ডালমেসিয়া, ইট্রিয়া, স্পেন এবং
হঙ্গারীর কিয়দংশ ইত্যাদি ইউরোপের অনেক স্থানে
তিনি শাসন করিতে লাগিলেন। তাহাতে দিগ্বি-
জয়ী মহাপুরুষ বলিয়া তিনি সর্বত্র পূজ্য ও মান্য
গণ্য হইলেন। শুদ্ধ রাজ্য-বিস্তারের নিমিত্ত তাঁহার
গৌরব দেশ বিদেশ বিস্তৃত হয় নাই পিত্রাধিকারের
উত্তরাধিকারী বলিয়াই হউক, বা বাহুবলে প্রাপ্ত

হওয়াতেই হউক, যে সকল রাজ্য তাঁহার কর্তৃত্বাধীন হইয়াছিল, তাহাতে তিনি সভ্যতা ও খৃষ্টধর্ম প্ররক্ত করাইয়াছিলেন। সেকপ অসভ্য-সময়ে তিনি যে কপ প্রজাবর্গের উপকার-সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্বতন কোন রাজা সেকপ উপকার করেন নাই, ইহা তাঁহার রাজ্যকালের যথার্থ গৌরব ও প্রকৃত মাহাত্ম্য ছিল। প্রজাদিগের যেমন অবস্থা তদনু-কপ ব্যবস্থা করিয়া তিনি ন্যায্য বিচার করিতেন, এই কর্মে তাঁহার দিবারাত্রি অতিবাহিত হইত, তথাপি তিনি এক দিনও বিরক্ত হইতেন না।

সারলমা প্রজাবর্গকে খৃষ্টধর্মের মর্ম, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র শিখাইবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান ছিলেন, তাহাদিগের ধর্মোপদেশের জন্য বহুসংখ্যক গির্জা ও যাজকদিগের বাসস্থান তদ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। এই পুরোহিতদিগকে আপ-নাপন কর্তব্য কর্ম শিখাইবার নিমিত্ত তিনি সতত মনোযোগী ছিলেন, সেকপ তমসারূত কালে ধর্ম্যানুষ্ঠান ব্যতীত জনসমাজের সাক্ষাতে বাই-বেল অর্থাৎ খৃষ্টীয়-ধর্মগ্রন্থের প্রকাশ্য পাঠ কুত্রাপি প্রচলিত ছিল না, ধর্ম্যাধ্যক্ষদিগের সমু-দায় আপত্তি নিবারণ করিয়া, সারলমা তাহা প্ররক্ত করণদ্বারা আপন গৌরব বিশেষরূপে রক্ষি করিয়াছিলেন। অজ্ঞান প্রজাবর্গ ইহাতে খৃষ্ট ধর্মের প্রকৃত রক্তান্ত প্রাপ্ত হইয়া তৎপুতি অতীব রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছিল।

বাল্যাবস্থায় সারলমার উত্তমরূপ শিক্ষাবি-ধান হয় নাই, অনেক বয়সে তিনি কিঞ্চিৎ লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে বিদ্যাচর্চার প্রতি তাঁহার অতিশয় অনুরাগ জন্মে, আলকুইন-নামা এক জন সুপ-কৃতি ইংরাজের নিকট তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে

তাঁহার বিদ্যা-বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাপ্তি হইয়াছিল, তিনি নানা দেশহইতে পারদর্শী সুপণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া আপন রাজ্যে পদার্থাদি বিদ্যার সমধিক উন্নতি করিয়াছিলেন। ধনদানদ্বারা ঐ বিদ্বানদিগকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করণে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। ইতিহাস বেত্তারা কহেন, কেবল ফুন্স বলিয়া নয়, আলকুইনদ্বারাও ইউরোপের অনেকাংশে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শা-স্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল।

প্রজাদিগেরর মঙ্গলার্থ সারলমা স্বরাজ্যে যে সকল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা দুই প্রকার ছিল। প্রথম শ্রেণী অস্পবয়স্ক বালক-দিগের নিমিত্ত এক দ্বিতীয়শ্রেণী যুবা লোকদিগের জন্য। বালকদিগের পাঠশালাতে শুদ্ধ সামান্য লিখন ও পঠন ব্যতিরেকে আর কোন বিদ্যা চর্চা হইত না, যুবা পুরুষদিগের বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ, ন্যায়, সাহিত্য, অলঙ্কার, বিজ্ঞান এবং বাদ্য সম্বীত প্রভৃতি সকল বিষয় শিক্ষা হইত, পাঠার্থ ছাত্রদিগকে কোন মাসিক বেতন দিতে হইত না, বরং কোমল-ভাব এবং স্নেহ প্রকাশ করিয়া তিনি তাহাদের শিক্ষাকার্যের সমুদায় ব্যয় রাজকোষহইতে দি-তেন। যুবকদিগের বিদ্যালয় সকল গির্জার মধ্য-বর্তী ছিল, ধর্ম্যাধ্যক্ষগণ স্বয়ং সকলের অধ্যাপনা-কার্য্য নির্বাহ করিতেন, ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এক একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয় সংস্থাপিত ছিল।

সারলমা রাজকর্মের গুরুতর ভার প্রযুক্ত নির-স্তর ব্যস্ত থাকিলেও বিদ্যালয় সকলের তত্ত্বাবধানে আলস্য করিতেন না, তিনি মধ্যে মধ্যে স্বয়ং যাইয়া বালকদিগের পরীক্ষা করিতেন। নীচ এবং ভদ্র জাতীয় বালকেরা এক পাঠশালায় পড়িত। এক বার পরীক্ষায় ভদ্রসন্তান অপেক্ষা নীচজা-তীয় বালকেরা শ্রেষ্ঠতর হইল; তাহাতে তিনি

তাহাদিগকে সাতিশয় প্রশংসা করিয়া অল্প পরিশ্রমী কুলীন বালকদিগকে মিষ্ট ভৎসনা-পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “আমি দেখিতেছি সম্রাটশোভন বলিয়া তোমাদিগের মনে বড় অহঙ্কার হইয়াছে, লেখা পড়া শিখি বা না শিখি পিতৃপুরুষদিগের নাম গৌরবে আমরা রাজকার্যে উচ্চ পদাভিষিক্ত হইব, মনে মনে বুঝি তোমরা এই স্থির করিয়াছ। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে ছোট হউক, বা বড়ই হউক, যে ব্যক্তি ক্ষমতাপন্ন হইয়া রাজ-কার্যের উন্নতিসাধনে সমর্থ হইবে, যাহাদ্বারা দেশের মঙ্গল হওয়া সম্ভব, তাহাকেই আমি উচ্চ পদ দিব, কুলীন অকুলীন ভদ্ভাভদ্ভ বিবেচনায় কোন ইতর বিশেষ করিব না।” আমাদিগের সময়ে এমন ব্যাপার ঘটা বড় আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু সহস্র-বৎসর-পূর্বে একুপ রাজকার্য বড় সামান্য ব্যাপার নহে, সাধারণ লোকদিগের পক্ষে ইহা অতীব বিস্ময়জনক ঘটনা বলিতে হইবে। কারণ তৎকালের লোকেরা নীচ লোকদিগকে সাতিশয় জঘন্য বোধ করিত, উৎকৃষ্ট ধীসম্পন্ন হইলেও এখনকার মত তাহারা উচ্চ পদাধিকার হইতে পারিত না।

সারলমার রাজবাটীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতর বিদ্যা-ধ্যাপনার্থ একটি চতুষ্পাঠী ছিল, অন্যান্য বিদ্যানুরাগী কুলীনবর্গের সহিত তিনি স্বয়ং তথায় বিদ্যানুশীলন করিতেন। নিয়ম ছিল, অপর ছাত্রদিগের যেকোন শিক্ষা তাঁহারও সেই রূপ শিক্ষা হইবে, রাজা বলিয়া অধ্যাপক কোন ইতর বিশেষ করিতে পারিবেন না। এই বিদ্যালয়ে যুনানী ভাষা, খগোল, কবিতা, অলঙ্কার, ন্যায় শাস্ত্র, পুরাণ এবং পূর্বকালীয় পদার্থ সকলের অনুসন্ধানাদি দ্বারা বিশেষরূপ আলোচনা হইত। ভোজন পান বিষয়ে তাঁহার জাঁকজমক ছিল না, সামান্য অথচ পুষ্তিকর খাদ্য আহার করিয়া দিন যাপন করিতেন। জীবনধারণক সকল বিষয়ে

তিনি এই রূপ গরিমামূল্য হওয়াতে তাঁহার মহত্ব সর্বজন-সমীপে অতীব উজ্জ্বল হইয়াছিল। কি ভোজন কি শয়ন এই বিদ্যানুরাগী মহান ব্যক্তি এক দণ্ড পুস্তক ছাড়া থাকিতেন না, ভোজনকালে এক ব্যক্তি এক থানি ধর্মগ্রন্থ অথবা ইতিহাস পাঠ করিয়া তাঁহাকে শ্রবণ করাইত, শয়ন-কালে ত্তোরা তাঁহার বালিশের নীচে ঐ রূপ এক থানি পুস্তক রাখিত, নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই তিনি তাহা স্বয়ং পাঠ করিতেন।

প্রকাশ্য মাজলিক বিষয়ে সারলমা এত উৎসুক ছিলেন বটে, কিন্তু অপ্ৰকাশ্যে তিনি নিতান্ত দোষশূন্য ছিলেন না। তা যাহা হউক, যে ব্যক্তি সদৃশে সিন্ধুতুল্য হন, বিন্দুমাত্র অসদৃশ্য তাঁহার ধর্মব্য নহে। সন্তান সন্ততির পক্ষে তিনি উত্তম পিতা ও বন্ধু ছিলেন, দরিদ্র লোকদিগের পক্ষে তিনি শুদ্ধ ন্যায়বান ও দয়াবান পুরুষ ছিলেন না, তাঁহার সহজে তাঁহার নিকটে আসিয়া পুত্র কন্যার ন্যায় আপনাদিগের মনোবেদনা প্রকাশ করিতে পারিত। কন্যাগণের প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল, আপনার যে রূপ পদ তদনুযায়ী তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই; জরমান-জাতিদের রীত্যানুসারে লেখা পড়া ব্যতিরেকে তিনি আপন কন্যাগণকে সেলাই বুনন এবং অন্যান্য পশমের শিল্পকর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। পিতৃযত্নদ্বারা উক্ত কামিনী সকল এমনি বিদ্যাবতী হইয়াছিলেন যে বড় বড় পণ্ডিত লোককে পত্র লিখিতে তাঁহার সঙ্কুচিত হইতেন না। “ধর্মগ্রন্থ আলোচনাদ্বারা মনের মালিন্য দূর হইয়া কিরূপ আনন্দোদ্ভব হয়” এবিষয়ে তাহাদের এক জন অলসুইন নামা মহাপণ্ডিতকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র তাহাদের বিদ্যার প্রমাণ স্বরূপ, স্থানাভাব প্রযুক্ত সে পত্র থানি

এস্থলে অনুবাদ করা হইল না। কি স্বদেশ কি বিদেশ সারলম্বা যে খানে যাইতেন, পর্য্যটন-কালে পুত্রকন্যাদিগকে তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতেন, পুত্রেরা অশ্বারোহণ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে যাইত। কন্যাগণ পশ্চাতে থাকিত।

মহৎ-লোকদিগের শরীরের বাহ্য-গঠন-দৃষ্টে লোক বড়ই বিবেচনা করে। সারলম্বা এ বিষয়ে অপকৃষ্ট ছিলেন না, তাঁহার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নাসা, অনুজ্জল বড় বড় চক্ষু, প্রফুল্ল রক্তিমাত বদন-মণ্ডল ও সুন্দর কেশের জন্য সকলেই তাঁহাকে কপবান্ পুরুষ বলিয়া প্রশংসা করিত। তিনি দীর্ঘাকার স্থূল পুরুষ ছিলেন, বলও সামান্য ছিল না, কথিত আছে, জয়ুজনাং এক খানি তরবারিদ্বারা একাঘাতেই তিনি একটি অশ্ব এবং তদারোহীকে একেবারে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যেমন শরীরের শক্তি তাঁহার আহারও তদনুরূপ ছিল। প্রবাদ আছে, ভোজন করিতে বসিয়া তিনি এককালে একটি রাজহংস দুইটি কুকুট এবং একটি মেঘের চতুর্থাংশের একাংশ, অন্যান্য সামগ্রীর সহিত ভোজন করিতেন। ইজিনহার্ড নামা এক ব্যক্তি এই মহাত্মার জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। এ গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে, তৎকালে অপর সাধারণ লোকে যে কপ পরিচ্ছদ পরিধান করিত, তাঁহার পরিচ্ছদও তদ্রূপ ছিল, প্রভেদের মধ্যে বর্তমান কালে হাই-লণ্ডর বাসী লোকেরা পা অবধি হাঁটু পর্য্যন্ত যেমন বিচিত্রবর্ণের মোজা এবং উকদেশে সজ্জা ক্ষুদ্র পাজামা পরে, কটিদেশের অধোভাগে তিনি ভদ্রপ বস্ত্র পরিধান করিতেন, এবং শীতকালে গায়ে একটি চামড়ার কোট দিতেন। তাঁহার পার্শ্বে নিয়ত এক খানি তরবারি থাকিত, সজ্জপত্র নির্দ্বারণের সময় তাহার গায়ে সিল করিয়া তিনি এই কথা বলিতেন, যাহা দ্বারা আমি সিল

মোহর করিলাম, তাহারই দ্বারা রক্ষা করিব।

অষ্ট শত খৃষ্টাব্দে তিনি পুনর্বার রোমরাজ্যে গিয়াছিলেন। পোপলিও তাঁহার যথাবিহিত সম্ব-দর্শনা করত যজ্ঞবেদীর উপর তাঁহার মস্তকে মুকুট প্রদান করত তাঁহাকে পশ্চিম রোমখণ্ডের সম্রাট বলিয়া অভিষেক করিয়াছিলেন। আর সমস্ত প্রজাবর্গ উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়াছিল, “রোমীয়দিগের মহান্ সুশাস্ত্র সর্বাধিপতি যে ব্যক্তির মস্তকে অদ্য রাজ মুকুট প্রদান করিলেন, সেই চার্লস অগষ্টস ভূপতি মহাশয় চিরজীবী হউন, সেই অবধি তাঁহার নাম সারলম্বা হয়।

এই ঘটনার চতুর্দশ বৎসর পরে তিনি আর এক বার লন্ডার্ড-দেশে গিয়া প্রিয় পুত্র লুইসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এক্সলাচপেল নামে তথায় একটি আরাধনার স্থান তিনি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, দিন কয়েক পিতা পুত্র সুখে বাস করিয়া সেই স্থানে এক দিন প্রধান এবং কুলীন ব্যক্তিকে আহ্বান করিলেন। সকলে একত্রিত হইলে তিনি যুবরাজ লুইসকে সম্বোধন করিয়া প্রজার প্রতি রাজাদিগের কর্তব্য কৰ্ম্ম কি, কি কৰ্ম্ম করিলে দেশের মহদুপকার হয় এই কপ নানাবিধ উপদেশ দিলেন। পরে বলিলেন, যিনি অনাদি ঈশ্বর, যিনি মনুষ্য মাত্রেয়ই শাস্তা এবং বিচার-কর্তা, যাহার কাছে তোমাকে পরে সমুদায় কৰ্ম্মের হিসাব দিতে হইবে, সেই পরম পিতা পরমেশ্বর তোমাকে এই রাজমুকুট প্রেরণ করিয়াছেন, লইয়া শিরে ধারণ কর। অতঃপর পিতা পুত্র আর সাক্ষাৎ হয় নাই, তিনি তথাহইতে প্রত্যা-গমন করিয়া ফ্রান্সে আসিবা মাত্র তাঁহার পার্শ্ব-শূল রোগ হয়, এবং সেই রোগ দিন কয়েক ভোগ করিয়া তিনি পঞ্চম প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার ত্রিসপ্ততি বর্ষ বয়স হইয়াছিল, মরণকালে তাঁহার শেষ বাক্য এতাবত্না ছিল, হে প্রভো! আমি

তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করিলাম। তাঁহার মৃত দেহ উত্তমরূপে রক্ষা করিয়া মহাসমারোহে একসলাচাপেলে প্রোথিত করা হইয়া ছিল, আর স্মৃতিস্তম্ভের উপরিভাগে এই কথা লেখা হইল “যে সম্রাট সারলম্বা বাহুবলে ফ্রান্স রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন, যাহার রাজত্বে প্রজাবর্গ পরম সুখী ছিল, তাঁহার মৃত দেহ এই স্তম্ভের অধোভাগে রহিল। ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে জানুয়ারি দিবসে তাঁহার পরলোক হয়।

সঞ্চয়-ভাণ্ডার ।



তৎপূর্বের প্রথম খণ্ডে “সঞ্চয়-ভাণ্ডারের” কথা উপলক্ষে আমরা অর্থসঞ্চয়ের এক সুলভ উপায় নির্দিষ্ট করিয়াছি, তদনুসারে সঞ্চয়ানুশীলন করিলে সংসারী ব্যক্তির অনেক প্রকার উপকার সম্ভবে, পরন্তু তাহার অভিপ্রেত সিদ্ধ হওনের দীর্ঘকাল প্রয়োজন, এবং তাহার অনুসরণে মনুষ্য সর্বদা স্বচ্ছন্দমন হইতে পারেন না। অতএব যে উপায়ে পরিবারের নিমিত্ত এক দণ্ডের মধ্যে সম্বৃতিসম্মার্জিত হইতে পারে তাহার অবতারণা করা বিধেয়। আশু বোধ হইতে পারে যে, কুহক ভিন্ন এ অভিপ্রেত সাধ্য নহে, পরন্তু পরীক্ষাদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে, ক্রমশঃ সঞ্চয় যে প্রকার সাধ্য ইহাও তজ্জপ, ইহাতে তদপেক্ষা গুরুতর আয়াস আবশ্যক করে না। ইহা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ইহা বলা বাহুল্য। ভদ্র গৃহস্থেরা অনেকে যথাসাধ্য উপার্জন করিয়া দিনপাত করেন, তাঁহাদিগের মনে সর্বদা এই মহাভাবনা জাগরক থাকে যে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী পুত্র উপজীবিকাভাবে সুখ-স্বচ্ছন্দহইতে একেবারে দুস্তর দুঃখসাগরে নিম-

জ্জিত হইবে। স্বেদান্ত্রিত স্বামী ও পিতার পক্ষে এতদপেক্ষা গুরুতর অন্য ভাবনা অঙ্গ আছে এবং ইহার প্রতীকার করিতে সকলেই আগ্রহী আছেন; সঞ্চয় করিবার এই এক মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু মৃত্যুকালের নির্দিষ্টতা না থাকা প্রযুক্ত ও অনেকের পক্ষে উপার্জনের লাঘবতা প্রযুক্ত তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যে ব্যক্তি অদ্য মাসিক শত মুদ্রায় পরিবার-বর্গকে পরমসুখে রাখিতেছে, কখনও তাহার লোকান্তে পরিবারবর্গ একেবারে নিঃস্ব ও নিরবলম্ব হইয়া পড়ে। সাধী স্ত্রীগণ অপোগণ্ড সন্তান লইয়া অনাথিনী হইলে দুঃখসাগরে ভাসমান হইতে থাকে। তৎকালে কিঞ্চিৎ উপজীবিকার সংস্থান থাকিলে ঐ অর্থ উহাদিগের কর্ণধার হইয়া অভিপ্রেত কূলে আনয়ন করে। পরিবার নিতান্ত অধিক থাকিলে কর্তার মৃত্যুর পর পরিবারমধ্যে প্রায় নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে। অনেক স্থলে সংসার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

অঙ্গ-উপার্জনকারী ব্যক্তিবর্গ যহা অর্জন করেন তাহা উহাদিগের দৈনিক সেবায় ব্যয়িত হইয়া যায়। ইহারা যাহা বাঁচাইয়া রাখেন তদ্বারা কিছু ফল হয় না। হয় ত মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্ন ক্রিয়াতেই পর্য্যবসিত হইয়া আইসে। আজীবন পরের আজ্ঞাবহ পুত্রকলত্রাদিকে সুখী করিয়া না যাইতে পারিলে মনে কত ক্লেশ উদ্ভিত হইতে থাকে। উপার্জক উৎকট-রোগগ্রস্ত হইলে সংসারের দুঃখশ্রোত প্রবাহিত হয়। তৎকালে জ্ঞানবান পুত্রের চক্ষু আরক্ত, কন্যার নয়ন বিন্দুতে পরিপূর্ণ, পিতা অবলম্বিতযষ্টি ভ্রষ্ট ও বিবজ্র, মাতা ত্রিয়মাণা, অন্যান্য আত্মীয়গণ খেদান্ত্রিত, ও স্ত্রী এককালে অচেতনা হইয়া পড়ে। এই গুলি অরণ হইলে কাহার মানস সরোবর দুঃখশ্রোতে উদ্বেল হইতে না থাকে। তখন মুমূর্ষু

ব্যক্তির মনে হয় যদি কিছু বাঁচাইয়া পরিবার পোষণার্থ এমন কোন সুবিধা করিতে পারিতাম, যদ্বারা সংসার অনায়াসে চলিতে পারিত, তাহা হইলে অদ্য মৃত্যু-শয্যায় শয়ান হইয়া কালের করাল বদনের চর্চণযন্ত্রণা নিতান্ত অসহ্য হইত না। পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দতা জন্য সকল লোকই ব্যস্ত, দুর্জয় ও ভয়ানক কার্য্যে ব্যাপ্ত। সন্তানাদির কল্যাণার্থ মনুষ্য, কি হিংস্র-জন্তু-পরিপূরিত গহন কানন, কি ভীষণ যাদোগণ-পরিবেষ্টিত অতলম্পর্শ সমুদ্র, কি চিরতিমিরারত ভূগর্ভস্থ খনি, কোন স্থানে গমন করিতে পরাজুখ নহে। যাহাদিগের শুভসাধন-নিমিত্ত এত দূর দুঃসাহসিতা করিতে হয় তাহাদিগের নিমিত্ত ভবিষ্যতের উপজীবিকা সম্পাদন করিতে না পারিলে যে লোকে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি। এই দুর্নিমিত্ত পরিহারার্থে ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশে “লাইফ এনসিউরেন্স” নামক সমাজ সংস্থাপিত আছে। তাহার ফল এই যে জীবনকাল মধ্যে কিস্তি পরিমাণে স্ব স্ব নিয়মানুসারে ঐ সমাজে উপার্জিত ধন সমর্পণ করিলে ঐ সভা ঐ ব্যক্তির পরলোকান্তে তাহার পরিবারবর্গকে নিয়মিত পরিমাণে এক কালে রুত্তি দিয়া থাকেন। ঐ রুত্তি সংস্থান থাকিলে অনাথ-অবলাগণ পরের গলগ্রহ-যন্ত্রণা-হইতে পরিত্রাণ পান। ও অনাথ শিশুগণ নিয়মিত-রূপে বিদ্যা চর্চা করিতে পারে। এতৎ কার্য্যের আশ্চর্য্য মহিমা এই যে উক্ত সভায় এক বার মাত্র কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহার পরক্ষণে মৃত্যু হইলে ঐ অর্থের ৩০ বা ৪০ গুণ অধিক টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কেহ একপ শঙ্কা করিতে পারেন যে এই রূপে এক গুণ লইয়া ৩০ গুণ দিলে কোন সভাই চিরস্থায়ী হইতে পারে না, তাহাতে কুবেরের ভাণ্ডারও

অপেক্ষাকালে নিঃশেষিত হয়। পরন্তু বস্তুগত্যা ইহাতে কোন সভার ক্ষতি না হইয়া বরং সকলেরই লাভ হইয়া থাকে। কারণ প্রথম টাকা দিবার পরক্ষণে যে সেই বর্ষের শতকরা এক জনের অধিকের মৃত্যু হয় না, অবশিষ্টকে তদপেক্ষা অধিক কাল বাঁচিতে হয় ও অনেককে ৩০-৪০ বা ৫০ বৎসর টাকা দিয়া জীবন শেষ করিতে হয়, সুতরাং একের মৃত্যুর ক্ষতি অন্যের দত্ত টাকায় পূরণ হইয়া থাকে। এই রূপ ক্ষতিপূরণ আমাদিগের দেশে মহাজনেরা সচরাচর দেখিয়া আসিতেছেন। তাহারা উহাকে বিমা নামে নির্দেশ করেন। বিমাকারী মহাজনেরা ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া প্রত্যুত অত্যন্ত লাভ করিয়া থাকেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিমার এই নিয়ম যে এক এক নোকায় যত টাকা মূল্যের দ্রব্য বোঝাই থাকে তাহার শতকরা ৫ টাকা শুল্ক লওয়া হয়। এই প্রকারে যদিও কোন ব্যক্তি ৫০০ খানা নোকা বিমা করে ও এক এক নোকায় ৫০০ টাকার দ্রব্য থাকে তাহা হইলে সে ১২৫০০০ টাকা প্রাপ্ত হইবে। তন্মধ্যে শতকরা ৪ খানা নোকা পথিমধ্যে দৈব অগ্নিসংযোগে বা বাত্যার প্রভাবে ধ্বংস হইলে ৫০০ টাকা করিয়া ২০ খানা নোকায় বিমাকারীকে ১০,০০০ টাকা দণ্ড দিতে হইবে, সুতরাং অবশিষ্ট ১১৫০০০ টাকা তাহার লাভ হইবে। অপর যাহাদিগের নোকা বা নোকাহু দ্রব্য বিমা করা হয় তাহারা লাভের অংশহইতে শতকরা ৫ টাকা দিয়া একেবারে এক নোকায় সমস্ত দ্রব্য ধ্বংস হওয়া আপদহইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়, ইহা তাহাদিগের পক্ষে পরম লাভ। কারণ অনেকে আপনার সর্ব্ব এক এক নোকায় প্রেরণ করিয়া থাকে, সেই নোকা জলমগ্ন হইলে একেবারে সর্ব্বহাস্ত হয়, কিন্তু বিমার সাহায্যে তাহার সে আশঙ্কা কিছুমাত্র থাকে না। প্রত্যুত

যে মূল্যের দ্রব্য লোকায় প্রেরণ করা যায়, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক টাকার বিমা করিলে লোকা জলমগ্ন হইলে ক্ষতি না হইয়া বরং লোকের বিশিষ্ট লাভ হইয়া থাকে। পশ্চিম-প্রদেশহইতে দ্রব্যানয়ন-সময়ে এই প্রকার বিমা সর্বদা হইয়া থাকে। এবং অর্ণবপোতে দ্রব্য পাঠাইতে হইলে প্রতি নিয়ত বিমা হইয়া থাকে। বিলাতে মনুষ্য-জীবনের উপর এই প্রকার বিমা করিবার প্রথা দীর্ঘকালাবধি প্রচলিত আছে, তাহাতেও তত্রত্য লোকেরা বিশেষ উপকৃত হইয়া থাকে। এতদ্দেশে সম্প্রতি তদ্রূপ মনুষ্য-জীবনের উপর বিমা করিতে এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।

এ সভার কর্মাধ্যক্ষ পদে শ্রীযুক্ত রাজা সত্য-শরণ ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল শীল, শ্রীযুক্ত বাবু প্যারি-চাঁদ মিত্র প্রভৃতি মান্য ব্যক্তির নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাদিগের প্রতি প্রায় সমুদায় সাধু ব্যক্তির বিশ্বাস ও আস্থা আছে। ইহাদিগের কার্য-কারকেরা সচ্চরিত্র হইলেই লোকের মনোরঞ্জন করিয়া এই সভার সংবর্দ্ধন করিতে পারিবেন।

অদ্যাপি এই সভার নিয়ম সকল নির্দিষ্ট হয় নাই, কিন্তু ইংরাজী জীবন-বিমার নিয়মদৃষ্টে বোধ হয় যে ইহার ব্যয় অধিক হইবে না। সহস্র মুদ্রা প্রাপ্তির নিমিত্ত বিমা করিলে নব্বোর পক্ষে বর্ষে ৪০ টাকা বা মাসে ৩ টাকার অধিক লাগিবেক না। রক্তের পক্ষে বার্ষিক শুল্ক তদপেক্ষা অধিক হইবে। এই ইতর-বিশেষের কারণ অনায়াসে অনুভূত হইতে পারে। ইহা ব্যক্তই আছে যে সকলের জীবন সমকালীন-স্থায়ী নহে, ও যুবক অপেক্ষা রক্তের শীঘ্র মরিবার সম্ভাবনা; সুতরাং যুবক ও রক্ত সমান শুল্ক দিয়া সমান লাভ পাইতে পারেন না, ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবা ৫০ বৎসর কাল বাঁচিতে প্রত্যাশা করিতে পারে;

কিন্তু ৩০ বৎসরের রক্ত ২০ বৎসরের অধিক বাঁচিতে প্রত্যাশা করেন না, সুতরাং এতদুভয়ে বিমা করিলে যুবকের অপেক্ষায় রক্তকে দ্বিগুণেরও অধিক শুল্ক দিতে হয়। পরন্তু যে প্রকারই শুল্ক দিতে হউক এই বিমাকার্যে যে বিমাকারী ও বিমাকার-য়িতা উভয়ের পক্ষে বিশেষ লাভ আছে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। যাহারা দৈবের দৈবত্ব নিবারণ করিয়া জী পুণের ভাবি-সঞ্চয় সম্পাদনে ইচ্ছা রাখেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই বিমার অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

বৃহদাকার কূর্ম।



সামান্য বিষয় লইয়া সকলেই আন্দোলন করিয়া থাকেন। সামান্য বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান প্রায় কেহই করেন না। কিন্তু সামান্য বিষয়েতেই অসামান্য গুণ থাকে। যাহা সচরাচর পাত্যক্ষ করা যায় তাহাতে অতি অপূর্ব গুণ থাকিলেও কেহ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে প্ররত হয়েন না। সামান্য বিষয়হইতেই জগতের ভূয়সী শ্রীরক্তি হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। সকলেই কূর্মদর্শন করিয়াছেন। কচ্ছপের প্রকৃতিও প্রায় কাহারও অবিদিত নাই। কচ্ছপের বিষয় লিখিতে গেলে যদি কিছু অসামান্য থাকে তাহাই লেখা কর্তব্য।

আমেরিকার নিকটস্থ দ্বীপ সকলেতে ও আমেরিকার সমুদ্রের উপকণ্ঠস্থ প্রদেশে নানাবিধ কূর্ম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের প্রকৃতি এতদ্দেশজাত কচ্ছপের স্বভাবহইতে অনেক বিভিন্ন।

ইহারা যখন পূর্ণাবস্থ প্রাপ্ত হয় তৎকালে ইহাদিগের দৈর্ঘ্য ৫ পাঁচ হাত পর্য্যন্ত হয়। প্রস্থ ৩ তিন হাত। উর্দ্ধ ৪ চারি হাত দেখা গিয়া থাকে।



বৃহদাকার কুর্খ ।

শুণ্ণসহিত পরিমাণ করিলে দৈর্ঘ্য ৮ হাত হয়। ভারতবর্ষস্থ কচ্ছপগণ জী-পুষ্ক-ভেদে ভিন্ন প্রকার নহে, কিন্তু আকারাদি ও স্বভাব-গত বৈলক্ষণ্য ভেদে বিভিন্নশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাহাদিগের পৃথক পৃথক গুণ নির্দেশ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। বর্ণনীয় কচ্ছপগণের জীপুংজাতি-গত অবয়বাদির বৈসাদৃশ্য থাকাতে তাহাদিগের অবাস্তর ভেদ পর্য্যন্ত লেখা বিধেয়। ইহাদিগের পুংজাতির দীর্ঘাকৃতি। জীজাতির ক্ষুদ্রাকৃতি। পুংকুর্খের ক্ষুদ্রমণ্ড্যভোজী, অত্যন্ত হিংস্র, এমন কি আপন শিশু সন্তানগণকে পর্য্যন্ত ভক্ষণ করে।

এক দণ্ড অলস হইয়া থাকে না, সর্বদা আহারের চেষ্টায় ফিরিতে থাকে। পুংজাতির প্রায় স্থলে অধিক ক্ষণ থাকে না। শীতকালে সূর্যের তাপ লাগিলে অতিশয় সুখবোধ হয় বলিয়া প্রাতঃকালে তীরে বসিয়া উত্তাপ সেবন করিতে থাকে। মাংসাশীরা এই সময়ে সুযোগ পাইয়া এক কপ বহু হকদ্বারা উহাদিগকে উত্তান করিয়া ফেলে। এক বার কোন কপে উত্তান করিতে পারিলে উহারা আর চলিতে পারে না। তখন উহাদিগের উপর যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই কপে ইহারা ধৃত হয়। পুংজাতির অন্য পুংজাতিকে দেখিলে তাহার সঙ্গে বিবাদ করে।

দুর্বল হইলে তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলে।

শ্রী-কুম্ভেরা বর্ষমধ্যে তিন বার ভিন্ন প্রসব করে। ইহাদিগের গর্ভ দুই বা তিন সপ্তাহে পূর্ণ হয়। প্রসবকালে শ্রীজাতিরা স্থলে বাস করে। তথায় গর্তে বা কোন আরত স্থানে অণ্ডগুলি নিধান করিয়া প্রতিদিন জলে ও স্থলে পর্যায়ক্রমে গমনপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকে, এবং আপনার ও ভিষ্মের জন্যে এক সপ্তাহের খাদ্য সামগ্রী আহরণ করিয়া রাখে। ঐ সময়ে আহার-সামগ্রী সঞ্চলন না করিতে পারিলে সন্তানগুলি নির্বিঘ্নে অল্প-প্রত্যঙ্গ-প্রাপ্তি-পুরঃসর জীবিত থাকে না।

ঐ অবস্থায় উহাদিগের প্রতি নানা শত্রুর দৃষ্টি পতিত হয়। তখন পিতাও তাহার সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত সন্তানগুলিকে উদরস্থ করেন, অতএব অন্যের কথা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। শৈশব-কালে পশুপক্ষি-প্ৰভৃতি সকলেই ইহাদিগের প্রতি আক্রমণ করে। মনুষ্যেরা এই কালে সন্ধান পাইলে ইহাদিগকে সর্বংশে নির্বংশ করিয়া থাকেন। এই সকল অনিষ্টের নিবারণজন্য কুম্ভেরা সর্বদা নিভৃত স্থানে বসতিপূর্বক সন্তানগুলিকে কার্য্যক্ষম করিয়া আপনারা স্বস্থানে প্রস্থান করে। এই কার্য্যটী সম্পন্ন করিতে প্রায় এক মাস লাগে। শ্রীর অনুপস্থিতি-কালে যদি পুংকুম্ভ দম্পত্যদ্বয়ে পরিচর্যাগপূর্বক অন্য স্থানে না গমন করে তাহা হইলে পুনঃ উভয়ের সম্ভাব হয়; নতুবা শ্রী অন্য বলবান পুংকুম্ভকে আশ্রয় করে, দুর্বলের প্রতি দাবিত হয় না। কুবা-প্ৰভৃতি-দ্বীপস্থ লোকেরা ইহাদিগের মাংস লবণসংযোগে এক বর্ষ-পর্য্যন্ত রাখিয়া ভক্ষণ করে। এখানকার বৈদ্যেরাও ইহার তৈলদ্বারা অনেক ব্যাধির ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

দুঃখালোকেরা ইহাদিগের পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের আবরণদ্বারা গৃহদ্বার প্রস্তুত করিয়া থাকে, ও রণপণ্ডিতেরা ঢাল নির্মাণ করেন। বালকগণ জীবিত কচ্ছপের পৃষ্ঠে আহোরণপূর্বক লীলা খেলা করিয়া থাকে। ইহারা অনাহারে ক্ষীণ হইলে শ্রমজীবী লোকের কলত্রগণ উহাদিগের পৃষ্ঠে ভার সমর্পণ করিয়া শৃঙ্খলদ্বারা বন্ধন করত স্বাভিলযিত-দিকে আকর্ষণপুরঃসর আপন আশ্রয়ে আনয়ন করে। বাটীতে পৌছিলে দ্রব্যাদি উত্তোলন করিয়া উহাকে উত্তান করিয়া রাখে। ইহাদিগকে উত্তান করিয়া না রাখিতে পারিলে সম্মুখে যাহা পায় তাহাকেই দংশন করে, ও তাহা তাহাদিগের ভোজ্য দ্রব্য হইলে ভক্ষণ করিয়া ফেলে।

সিরোহী রাজ্য।



বুল ফজল নামক প্রসিদ্ধ যবন-ইতিহাস-বেত্তার গ্রন্থে লিখিত আছে যে সিরোহী রাজ্য পূর্বে বিশেষ স্বাক্ষিমন্ত ছিল। উহা মাড়বার রাজ্যেরই অধিকারভুক্ত। তথায় করপ্রদ অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। উহার পূর্বাংশে অনেক পর্বতমালা দৃষ্ট হয়, এবং তত্রস্থ ভূমিও অতিশয় উর্বরা। তাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু তাহার পশ্চিমভাগে তাদৃশ শস্যোৎপত্তি হয় না, যে হেতু তথায় জলের অত্যন্ত অসম্ভাব, এবং তথাকার মৃত্তিকাও শস্যোৎপাদিকা নহে। এবিধায়ে রাজস্থানের পশ্চিম-সীমাবর্তী রাজ্য সকল বহুল-জনাকীর্ণ নহে, তথাপি তত্রস্থ নৃপতিগণ যুদ্ধবিগ্রহে সর্বদাই প্ররত্ত হইয়া থাকেন। বাহু এবং বহুসা নামক তথায় দুই প্রধান নদী আছে। এতৎ রাজ্যের মধ্যে গুজরাট-প্রদেশে গমনাগমনের এক প্রকাশ্য পথ আছে। খোশাজাতীয় দস্যুরা পান্থ-

দিগের প্রতি পূর্বে আক্রমণ করত তাহাদিগের সর্ব্ব হরণ করিয়া প্রস্থান করিত। কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগের আর তত দৌরাণ্য নাই। এতদ্ভাজ্যের প্রাচীন নাম সকাই। তদপত্রংশে সিরোহী ব্যবহৃত হইয়াছে।

যৎকালে মহারাজা উদয়ভঞ্জ সিরোহী-রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করত তথাকার অধীশ্বর হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার অত্যাচারে অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত লোক অত্যন্ত কুপিত হইয়া মহারাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে কারাক্ষ রাখিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত মাড়বারাধিপতি মহারাজা মানসিংহ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার উদ্ধারার্থে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য না হওয়াতে মহারাজা উদয়ভঞ্জ যাবজ্জীবন কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে খোশাজাতীয় দস্যুরা গুজরাট ও সিরোহী রাজ্যের মধ্যস্থলে যে প্রকাশ্য পথ আছে তথায় অত্যন্ত উৎপাত করিত। তাহাদিগকে দমন করণার্থে সিরোহী-রাজ্যের অধীশ্বর ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত করিয়া ছিলেন। তাহা ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে সমাধা হইলে পুনর্বার মহারাজা শিবসিংহ আর এক সন্ধি তৎকালেই সম্পাদন করিয়া ছিলেন। শেষোক্ত সন্ধি করিবার অভিপ্রায় এই ছিল যে মাড়বার রাজ্যের অধিপতি উদয়ভঞ্জের উদ্ধারার্থে তদ্বিকক্ষে সজ্জামে সমুদ্রত হওয়াতে মহারাজা শিবসিংহ ইংরাজদিগের সহায়তা গ্রহণ করেন, এবং তৎসাহায্যেই মাড়বার-মহারাজের সৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া ছিলেন। তদবধি ইংরাজদিগের সহিত সিরোহী রাজ্যের বিষয়-কার্যের সম্ভাব হয়, এবং সিরোহীর মহারাজা ইংরাজদিগের আনুগত্যে আবদ্ধ হইয়াছেন। পরন্তু উক্ত সন্ধি সমাধা হইবার পর

এই রূপ ধার্য হইয়াছিল যে শিবসিংহের পর-লোক প্রাপ্তি হইলে মহারাজা উদয়ভঞ্জেরই উত্তরাধিকারীগণ তৎসিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। মহারাজা শিবসিংহ তদর্থে কোন আপত্তি করেন নাই। যাহা হউক উদয়ভঞ্জের ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে পর-লোক প্রাপ্তিতে মহারাজা শিবসিংহের উত্তরাধিকারীগণেরই সিরোহী রাজ্য বাস্তব অর্শিয়াছিল, যেহেতু পূর্বোক্ত মহারাজা উদয়ভঞ্জ পুত্রকলত্র-বিহীন ছিলেন। তদর্থে মহারাজা শিবসিংহের সুকুমার রাজকুমার সিংহাসনে অধিকৃত হইলে রাজ্যের মহাশিশুত্বা ঘটিয়াছিল। ইংরাজদিগের অভিমতে যিনি তত্ত্বাবধারকরূপে সিরোহী রাজ্যের অধ্যক্ষতা-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষমতা অভাবে অগত্যা তাঁহাকে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের প্রতি রাজ্যরক্ষা-ব্যাপার-সম্বন্ধে এক আবেদন করিতে হইয়াছিল। রাজপুরুষেরা তদ্বস্তান্ত সমস্ত আনুপূর্বিক পাঠ করত সমস্ত সিরোহী রাজ্যে অপর এক প্রধান কর্মচারিকে প্রেরণ করেন এবং তাঁহার ইচ্ছাক্রমে সিরোহী রাজ্যের ঋণ পরিশোধ-করণার্থ ইংরাজেরা ৫০,০০০ হাজার টাকা কর্জ দিয়াছিলেন। তৎকালে ঐ টাকা কর্জ লইবার মর্ম্ম এই যে অনেকগুলি ঠাকুরবংশীয় সর্দারগণ কএক দল অসভ্য লোকদিগকে বশীভূত করিয়া রাজবিদ্ভোহী হইয়াছিলেন; তৎকালে সিরোহী রাজ্যে অতিরিক্ত সৈন্যের আবশ্যক হওয়াতে কএক পল্টন সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষুদ্র রাজ্যে অতিরিক্ত-সৈন্য-নিয়োগে কার্যবশতঃ অধিক ঋণ হইয়া পড়িল। পূর্ব কথিত অর্থদ্বারাই সে ঋণ পরিশোধিত হইয়াছিল। আর নিম্নজী নামা এক জন প্রধান ঠাকুর পূর্বোক্ত বিদ্ভোহে লিপ্ত থাকাতে তাঁহার সহিত এক সন্ধি হয়, তাহাতে তাঁহার দেয় রাজকরের কিয়দংশ এককালে গ্রহণ করাতে মহারাজের ক্ষতির কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল।

সিরোহী রাজ্যের মহারাজা ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আবু
পর্বতের অধিত্যকায় স্বাস্থ্যকর এক রম্য প্রদেশ
স্থাপনার্থ রটিস গবর্ণমেন্টকে কিসদংশ ভূমি প্রদান
করিয়া ছিলেন, এবং তদগ্রহণে ইংরাজেরা কতি-
পয় কঠিন নিয়মে আবদ্ধ হইয়া ছিলেন। তন্মধ্যে
গোবধ-নিষেধ-বিধি একটি প্রধান; তাহার উচ্ছেদ
করিবার নিমিত্ত ইংরাজেরা অনেক বার অনুরোধ
করিয়া ছিলেন, এবং বর্তমানেও অনেকে ঐ নিষিদ্ধ
ব্যবস্থার পরম ঘৃণী হইলেও মহারাজা কোন
ক্রমেই তাহা রহিত করণে সম্মত নহেন। সি-
রোহীর মহারাজ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের
যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তদর্থে তিনি যে
অর্থ করত্বকাপে ইংরাজদিগকে প্রদান করিতেন তা-
হার অক্ষাংশ ন্যূন হওয়াতে আপাততঃ ৭৫০০
টাকামাত্র প্রদত্ত হইতেছে। মহারাজের পোষা-
পুত্র-গ্রহণের বাধা নাই; এবং তাঁহার ইংরাজরাজ্যে
আগমন হইলে ১৫ টা তোপ হইবার আদেশ
আছে। সিরোহী রাজ্যের পরিধি ৭৫০ বর্গক্রোশ।
লোক সংখ্যা ৫৫০০০। রাজস্ব ৮০০০০। উক্ত রা-
জ্যের অধীনে ৩৭ অস্থারোহী এবং ২১৮ পদাতিক
যোদ্ধা আছে।

আদিম নরদম্পতীর প্রার্ত্তিকপাসনা।

(মিল্টনের রচনা হইতে অনুবাদিত।)

ওহে সর্বসুখকর-পদার্থ-জনক,
এ সকলি তোমার রচনা প্রভাবিত;
ওহে সর্বশক্তিমান, তোমারি তাবৎ
এ বিশ্বমণ্ডল, কিবা অদ্ভুত সুন্দর!
সে অদ্ভুত হতো তুমি কতই অদ্ভুত
কথনীয় নহে। এই আকাশ মণ্ডল
উপরে আসীন তুমি অসদগোচর,
অথবা ঈষদ্দৃষ্ট ইহ অধোহিত।

তোমার নিরুপ্ত নানা রচনা নিকরে;
তথাপি তাহারা সবে দেয় পরিচয়,
অচিন্ত্য কৰুণা তব, ঐশিক মহিমা!
কহ কহ হে দীপ্তিসম্ভূত দেবদল,
তোমরা কহিতে ইহা যোগ্য সবিশেষ,
যেহেতু তোমরা তাঁরে দেখহ সাক্ষাৎ,
সঙ্গীত সহিত আর সুতন্ত্রী তানে
যামিনী-বিহীন দিবা তার সিংহাসন,
পরিক্রম কর মহা আনন্দে মাতিয়া।
হে দিবিস্থ, হে ধরাস্থ, সর্ব জীবগণ,
একত্র হইয়া কর এই স্তুতিবাদ,
তিনি আদি, অন্ত, মধ্য তিনি অন্তহীন।
হে সর্বসুন্দরি তারা, যামিনীর সখী,
সকলের শেষে তুমি দেহ দরশন,
যদিও তুমি হে নহ উষার সজ্জিনী,
কিন্তু দিবা আগমের তুমিই প্রতিভূ,
তুমি নিজ সমুজ্জ্বল ছটা প্রকাশিয়া
হাস্যবতী উষাশিরে দেহ রত্নসিঁতি,
গুণগান কর তাঁর আপন মণ্ডলে,
যত কণ দিবা আসি সমুদিত হয়।
কিবা সে তাকণ্যাময়ী হোরা সুমধুরা!
ওহে ভানু, ত্রক্ষাণ্ডের চক্ষু আর প্রাণ!
তুমি তাঁরে আপনার শ্রেষ্ঠ বলি মান;
তাঁর গুণ গাও নিজ অনন্তভ্রমণে—
যখন উত্থান তুমি কর পূর্ব ভাগে,
আর যবে প্রাপ্ত হও প্রোক্ত মধ্যপথ,
অনন্তর যে সময়ে হও অন্তগত।
হে শশাঙ্ক, হেরি তুমি প্রাচ্য প্রভাকর
পলাইছ গতিহীন তারাগণ সহ,
ভ্রাম্যমাণ নিজ নিজ চক্রে তারা স্থির,
ওহে আর পঞ্চবিধ চরিত্র অমল!
বুদ্ধির অগম্য নৃত্য কর গীতসহ;

তাঁর গুণ গাও যার আদেশানুক্রমে
 মিহির উদয় হৈল তিমির হইতে ।
 হে নভোমণ্ডল ! ওহে আর ভূতগণ !
 প্রকৃতির গর্তজাত সকলের আগে,
 পঞ্চীকৃত চিরকাল ভ্রম নানাকারে ;
 বিমিশ্রণে কর সর্ব বস্তুর পোষণ,
 সেই রূপ অনন্ত প্রকার ভিন্ন রূপে
 আমাদের পরম পিতার গুণগান
 নব নব ভাব ধরি করহ কীর্তন ।
 ওহে কুহেলিকা ! ওহে অন্য বাষ্পগণ !
 সিতাসিত বর্ণে উঠিতেছ এসময়ে
 গিরি আর ধূমল সরসীগর্তহতে,
 যদবধি তোমাদের রাক্ষব অঞ্চলে
 হেমতন্তু জলে ভানু না করে মগ্নিত,
 জগতের মহাকর্তা সন্ত্রম উদ্দেশে,
 উত্থান করহ, যবে নির্মল আকাশে
 সাজাইবে মেঘমালা কিবা আর্দ্রকর
 পিপাসিতা পৃথিবীতে ধারা বরষিয়া,
 এই রূপ উন্নত প্রণত হও যবে,
 তাঁহার স্তবনে রত রহ সবিশেষে ।
 চতুর্দিশ্ হতো প্রবাহিত বায়ুগণ !
 তাঁর গুণ গাও উচ্চ আর মৃদু স্বরে ।

ওহে দেবদাকগণ সহ সব তরু,
 তাঁহার অর্চনে রহ শির নামাইয়া ।
 হে নির্যরচয়, আর প্রবাহ বহনে
 যাহারা ছাড়হ তান মৃদু মধু স্বরে,
 তাঁর গুণ অনুবাদে বাক্যহ মুচ্ছনা ।
 ওহে প্রাণীচয় ! সবে স্বরযোগ কর
 স্বর্গদ্বার পর্যন্ত উজ্জগ গীত সহ ।
 হে বিহঙ্গগণ, নিজ পক্ষ আর স্বরে
 তাঁর গুণগানগণ বহন করহ ।
 হে বারি বিহারীগণ ! হে ভূচরগণ !
 মদগর্ব পঙ্কচারী অথবা উরগ,
 লক্ষ্য রাখ, যদি আমি প্রভাত প্রদোবে
 মোন ভাবে থাকি কিংবা শেখরে
 কন্দরে নির্যর্যে অথবা নবতরুর বিতানে
 গীতময় করি আর শিখাই সে সবে
 তাঁহার গরিমাগণ করিতে কীর্তন ।
 জয় জগদীশ তুমি আমাদের প্রতি
 শুদ্ধ শুভ দান সদা কর দয়াময় ;
 অপিচ যামিনী যদি কোন রূপ মোহ
 সংযমিত অথবা সংগুপ্ত করে থাকে
 দূরে অবস্থত কর, যথা সূর্য্যজ্যোতি
 অধুনা তিমির রাশি করিতেছে দূর ।

বহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র ।

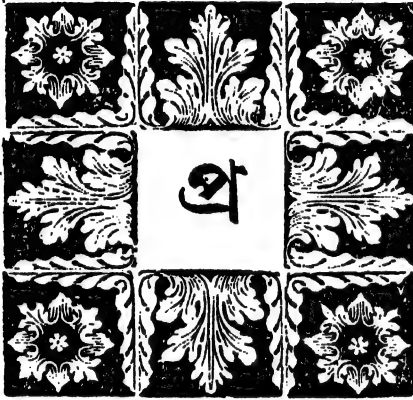
৩ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা ।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[২৮ খণ্ড ।

চতুর্থ হেনরীর রাজ্যপ্ৰাপ্তি ।



জারজন করাই রাজা শব্দের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য। যে রাজা প্রকৃতি-পুঞ্জের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম না হয়েন তিনি কখনই সুখস্বচ্ছন্দে জীবন-

কাল অতিক্রম করিতে পারেন না। বিশেষতঃ রাজ্যত্ৰি পরাক্রান্ত ও গুণবান্ নরপতির অনুরক্ত থাকে; অক্ষম ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্মী সর্বদা চঞ্চলতা প্রকাশ করেন। লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য দেখিলে শত্রুরা প্রবল হইয়া উঠে। যাহারা বস্তুতঃ বন্ধু নহে অথচ অর্থ-লোভহেতুক কিম্বা ভয় বা মৈত্র্যহেতু মুখে মিত্রতা দেখায় তাহারা হিঙ্গ পাইয়া অনিষ্টোচরণ করিতে আরম্ভ করে। যাহারা নিতান্ত স্বার্থপর নহে তাহারা কথঞ্চিৎ রাজার অনুরক্ত থাকে; শত্রুরা হিঙ্গ পাইলে আত্ম-বিজোহ জন্মাইয়া দেয়। প্রকৃতি-বর্ণের সহিত রাজার মনান্তর হইলে রাজ্যের অনেক বিষয় ঘটে। প্রজাবর্গ ন্যায়পথে থাকিলে অমাত্য প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিদিগকে উৎসাহ-

গের পক্ষ গ্রহণ করিতে হয়। ন্যায়ান্যায় বিচার-পরিশূন্য নরপতির পক্ষতৎপর হইলে মন্ত্রি-বর্গকে বিশেষরূপে ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এই নিমিত্ত সূক্ষ্মদর্শী অমাত্যগণ সচরাচর প্রজার পক্ষ হইয়া থাকেন। এই রূপে অবাধ্য ভূপতির দুর্ভাগ্য ঘটে। ভূপাল হইতে হইলে সর্ব-গুণে ভূষিত হইতে হয়। মূর্থ নরপতি রাজ্যের কণ্টকস্বরূপ। নরপতিকে সময়-বিশেষে দয়া দাক্ষিণ্য, ক্রোধ, তেজ, সাহস, বিক্রম, বিনয় প্রভৃতি গুণ সকল দেখাইতে হইবে; যিনি অসময়ে গুণবত্তা দেখাইবার চেষ্টায় থাকিবেন তাঁহাকে চিরকাল অরণ্যে রোদন করিতে হইবে। এই প্রস্তাবনাদ্বারা ইংলণ্ডের ভূপতি দ্বিতীয় রিচার্ডের নির্বাসনানন্তর ল্যাক্সাষ্টের ডিউকের রাজ্য প্রাপ্তির বর্ণন করা উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় রিচার্ডের সময়ে ইংলণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার মস্তকের নিমিত্ত “পোল্ট্যাক্স” নামক কর দিতে হইত। এই করগ্রহণ-উপলক্ষে দীনহীন জনগণের সাতিশয় ক্লেশ হইয়াছিল। কোন করসমুদ্রাহক এক দিন ওয়াট-নামক এক ব্যক্তির নিকট কর লইতে আসিলে ওয়াট নিজ মস্তকের নিমিত্ত দেয় শুল্ক প্রদান করিয়া বলিলেন, “মহাশয় পুরুষের প্রতি ট্যাক্স নির্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং আমাকে আর দিতে হইবে না; কারণ



আমার বাটীতে আমার কন্যা ব্যতীত আর কেহই নাই।” কর-সজ্জা করিলেন, “তাহাকে আমার সমক্ষে আনিতে হইবে।” ওয়াট আপন তনয়াকে তাহার সম্মুখে আনিয়ন করিলে দুরাশ্রয় কর-সজ্জা-হক সে প্রকৃত জী কি না তাহা নিৰূপণ করিতে উদ্যত হইলেন ওয়াট ভীমমূর্তি-পরিগ্রহ-পূর্বক

তৎক্ষণাৎ গদাঘাতদ্বারা উহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপারে সমুদয় প্রজা পরিতুষ্ট হইয়া সাহসিক ওয়াটের পক্ষ গ্রহণ করিল। বীর পুরুষেরা অজ্ঞশব্দে সুসজ্জিত হইয়া ওয়াটকে সেনা-নীপদে বরণপূর্বক রাজার ও ভূম্যধিকারীবর্গের প্রতিকূলে অভ্যর্থন করিল। ইহাতে রিচার্ডকে

পূজাবর্গের অনুরোধ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সুযোগে সাধারণ জনগণ রিচার্ডদ্বারা আপনাদিগের কল্যাণ-কর কয়েকটি ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া লয়। যখন পূজার প্রতি এমন অনুরাগ তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র; ইহাতে পূজার মনে করিয়াছিল তাহারাই হাঁর রাজ্যে পরমসুখে কালযাপন করিবে। কিন্তু ভাগ্য তাহাদের প্রতি প্রতিকূল হইল। রিচার্ড বয়োবৃদ্ধি সহ্যকারে অশেষ দোষের আকর হইতে লাগিলেন। প্রকৃতরূপে শিক্ষিত না হওয়াতে ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দুষ্কিয়া দেখিয়া সকল ব্যক্তিই বিরক্ত হইতে লাগিলেন, ও প্রধান পক্ষেরা ইহাঁর রাজ্যচ্যুতির ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সাধারণ জনগণ সর্বদা দোষোদ্ঘোষে তৎপর থাকিল। একটু ক্রেশ পাইলেই তৃতীয় এডওয়ার্ডের রাজত্বকালের সুখ ও বর্তমান রাজার অধিকারকালের দুঃখ বর্ণন করিত। এমত কি পাঁচ জন একত্র হইলেই রিচার্ডের নিন্দা ও এডওয়ার্ডের স্তুতিবাদ লইয়া বাগ্মিতত্ত্ব হইত। বাস্তবিক এডওয়ার্ডের রাজ্যকাল সুখের ছিল। তৎকালে কোন ব্যক্তি উচিত কার্য না করিয়া নিস্তার পাইত না। তৎকালে কোন ব্যক্তি অন্যের তৃণ পর্য্যন্ত তাহার অসাক্ষাতে লইতে পারিত না। রিচার্ডের রাজত্বের শেষকাল নিতান্ত অরাজক হইয়াছিল।

এই সমুদয় কারণে রিচার্ডকে রাজ্যভ্রষ্ট করাই স্থিরযুক্তি হইল। এক্ষণে সকলেই ছিদ্র অনুসন্ধানে থাকিলেন। রিচার্ড, ল্যাঙ্কাষ্টের প্রদেশের ডিউকের পুত্র হেনরীকে অকারণে নিৰ্বাসন করেন। উক্ত কুমার সুযোগ পাইয়া সুসজ্জীভূত হইয়া ইংলণ্ডাভিমুখে গমনোন্মুখ রহিলেন। রিচার্ড রহস্তর ভূপতিকে নিৰ্বাসিত করিয়াছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি

সাতিশয় বক্র ছিল। এক দিন তিনি আয়ারল-ণ্ডের বিদ্রোহ দমন করিতে যাইতেছেন এমত সময়ে উক্ত ডিউকের পুত্র রিচার্ডের নিজ রাজ-বলকে আশ্রয় করিয়া প্রধান পক্ষের সহিত মিলিত হইয়া ইংলণ্ড অধিকৃত করিলেন। রিচার্ড কুলধে রাজ্যহইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই যাত্রাতেই পার্লামেন্ট মহাসভা তাঁহাকে রাজ্যহইতে চিরকালের জন্য বিদায় করেন। ইনি সিংহাসন-চ্যুত হইলে কারাকদ্ধ হইলেন। কারাগৃহের অসহ্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইয়া ইহাঁকে জীবন বিসর্জন করিতে হইয়াছিল। হেনরী এক জন প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চনা করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির নাম “মার্টিনর।” অসদুপায়ে রাজ্য গ্রহণ করিতে হইলে অনেক ছল, কলকৌশল অবলম্বন করিতে হয়। ইনি ইহার কিছুতেই অপারগ ছিলেন না। তৎকালে ইংলণ্ডে যাজক মণ্ডলীর নিরতিশয় প্রাধান্য ছিল। ইহাঁরা সকল বিষয়েই হস্তার্পণ করিতেন। ইহাঁদিগের মত অথগুণীয় জানিয়া তিনি অগ্রে ইহাঁদিগের পূজা করেন। পরে সম্ভ্রান্তদিগের সম্মান বর্জন করিতে ত্রুটি করেন নাই। সাধারণ জনগণ চিরকালই বিজ্ঞমণ্ডির অনুগত। তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে ইহাঁকে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হয় নাই। নর্দাম্বার-প্রদেশের ডিউক কতিপয় প্রধান ব্যক্তি সমভিব্যাহারে লইয়া ঘোরতর বিপ্লব ছিলেন। তাহাদের ইচ্ছা যে রবার্টের পুত্র রাজা হয়। কিন্তু ইনি এমনি যে রাজনীতিজ্ঞতা শিক্ষা করিয়াছিলেন ইহাঁকে তৎকালের অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিও পরাভব করিতে পারেন নাই।

ইনি প্রকৃতি-সমূহকে পার্লামেন্ট মহাসভার সম্মুখে সমাঙ্গানপূর্বক কহিলেন; “আপনারা কাহাকে রাজ্যসিংহাসন দিতে অভিলাষ করিয়াছেন? আপনারা অক্ষোভে ও মুক্তকণ্ঠে তাহা বলুন।”

সকলেই একমতাবলম্বনপূর্বক কহিলেন “লা-
ফ্লেটের ডিউক মহাশয়কে।” এই কথা কহিবা-
মাত্র তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসিলেন “স্বার্থতঃ আপনা-
দিগের কি এই আন্তরিক ইচ্ছা?” তাঁহারা অকপট-
ভক্তিভাবে কহিলেন, “মহাশয়, আমরা সত্য
কহিতেছি ইহাই আমাদের বাস্তবিক ইচ্ছা। যদি
আমাদিগের বাস্তবিক অভিলাষ না হইত তবে
আপনাকে সম্মানের সহিত এখানে আশ্রয় করি-
তাম না।” এই কথা শ্রবণমাত্র ল্যাফ্লেটের ডি-
উক “চতুর্থ হেনরী” নাম ধারণ পূর্বক রাজ্য-
গ্রহণের স্বীকারপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই অক্টোবর দিবসে হেনরী
রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। অভিষেক দিনে সম্ভ্রা-
ন্ত-ব্যক্তিদিগকে পদমর্যাদা অনুসারে সম্মান
করিলেন। ও বিশেষ উপাধি দিলেন। রাজ্য
গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগের মঙ্গলার্থ সাধারণ
সমাজের ক্ষমতা রক্ষা করেন। সেই অবধি
সাধারণ সভার ক্ষমতা ও প্রভা সমুন্নত হই-
তে লাগিল। হেনরী রাজা হইয়া এক দিন-
ও সুখে কালক্ষেপণ করিতে পারেন নাই।
সর্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। অন্যায্যোপার্জিত
ধনে কখনই কেহ সুখী হইতে পারে না। তিনিই
বা কি রূপে এই দুর্লভ্য নিয়মের হস্তহইতে পরি-
ত্ৰাণ পাইবেন? স্কটল্যান্ডের নৃপতনয়কে কারা-
কন্ড করিতে পারিলে নিকটক হইবেন মনে
করিয়া উক্ত যুবরাজ জেমসকে ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে
বন্দীভূত করেন। পূর্বাধিই ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত
স্কটল্যান্ডবাসীদিগের স্বাভাবিক জাতিবৈর ছিল।
তদ্ব্যতীত তৎকালাবধি উভয় জাতির প্রতি পর-
স্পর বিরাগ ছিল। কিন্তু তৎকালে স্কটদিগের
সহিত ফরাসীদিগের মিত্রতা ছিল। যে ব্যক্তির
সহিত শত্রু শত্রুতা কিম্বা মিত্রতা থাকে সে শত্রু
বা মিত্র হয়।

তদনুসারে স্কটদিগের মিত্র ফরাসীরা ইংলণ্ডীয়-
দিগের শত্রু হেনরীর হস্তে পতিত হইলে মুক্তি-
লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে মনে করিয়া
ফ্রান্সের অধীশ্বরের শরণ লইতে যাইতে ছিলেন,
পথিমধ্যে ধৃত হইলেন। তদবধি জেমস ১৩ বৎসর
কারাবাস সহ্য করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

যে সকল পরাক্রান্ত ভূপতিগণ হেনরীকে
রাজ্যপদ প্রদান করেন তাঁহারা ই বক্র হইয়াছি-
লেন। ইহা দেখিয়া ইহঁদের অন্তঃকরণে বিষম বি-
তৃষ্ণা জন্মে। তদবধি মনঃকোভ তাঁহার অন্তঃ-
করণে দগ্ধ করিতে লাগিল। ইহঁদের রাজ্যাভিষেক
কার্য যে রূপ আড়ম্বরের সহিত হইয়াছিল এমন
আর তৎকালীক কোন নরপতির ভাগ্যে ঘটয়া
উঠে নাই। সমস্ত সৈন্যসামন্ত পশ্চাদ্বর্তী হইয়া
আজ্ঞাবহন করিয়াছিল। ইনি অতিশয় কার্য-
কুশল সাহসিক নরপতিগণের মধ্যে পরিগণিত
হইয়া থাকেন। ইহঁদের ন্যায়পরতা সর্বত্র বি-
খ্যাত। ইহঁদের রাজত্বকালে প্রাডুবিবাক সর-
উইলিয়ম গ্যাসকইন বিচারাসনের পবিত্রতা ও
ন্যায়পরতা দেখাইয়া অদ্যাবধি সকল বিচার-
কের শিরোভূষণ হইয়া আছেন। ইনি বিচার-
সনে আসীন হইলে রাজাকেও লক্ষ্য করিতেন না।

গ্যাসকইন যে দিন নৃপকুমার পঞ্চম হেন-
রীকে কারাবাসের আদেশ দেন সেই দিন চতুর্থ
হেনরী আপনাকে ধন্য বলিয়া আত্মাদ প্রকাশ
করেন। রাজা এমনি উদারচিত্ত ছিলেন যে
পুত্রের কারাবাস শ্রবণমাত্র কহিলেন যে রাজার
রাজ্যে এমন সুবিচারক বিচারপতি আছে তা-
হার তুল্য ভাগ্যবান পুরুষ আমি আর দেখিতে
পাই না। সেই ব্যক্তির তুল্য পরম ভাগ্যবান
আর কেহই নাই যে রাজার পুত্র বিচারকের
আজ্ঞা নির্বিবাদে শিরোধার্য করিয়া লয়।

হেনরী এমনি তেজস্বী ছিলেন যে কোন অন্তঃ-

শত্রু বা বহিঃশত্রু কেহই পরাক্রম দেখাইতে অবসর পান নাই। প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চনা করাতেই ইহাঁর মনে যে ক্ষোভ জন্মে তাহাতেই অকালে জরাগ্রস্ত ইয়া পড়েন। ইহাঁর ক্ষোভের আর একটি কারণ ছিল। ইনি অকারণে কয়েক জন প্রধান পোপকে নিহত করেন। তদ্বারা পোপের ক্ষমতার হাস হইয়া আইসে। তন্নিবন্ধন সাধারণ জনগণ ইহাঁকে কিছু ঘৃণাও করিত। ইনি ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় উপযুক্ত তনয়ের হস্তে রাজ্যের গুরুতর ভার সমর্পণ করিয়া আপনি পৃথিবীমণ্ডলহইতে অবস্থত হইলেন। বস্তুতঃ ইহাঁর মৃত্যুর পর সকলকেই ইহাঁর জন্য খেদ করিতে হইয়াছিল। যুবরাজ অসমসাহসিকতার সহিত রাজকার্য্য নির্বাহ করাতে সকলেই চতুর্থ হেনরীর দুঃখ বিস্মৃত হইয়া গেল বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে কার্য্য-বিশেষে খেদ করিতে বিরত হয় নাই।

গ্রীকজাতির নিকট ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী।



মণ-রত্নান্তে সর্বদা এতাদৃশ অসম্ভব অদ্ভুত বিষয়ের বর্ণন থাকে যে লোকে তাহা সহসা অলীক বলিয়া জ্ঞান করে। এই নিমিত্ত বিলাতে “ট্রাবে-লর্স ষ্টোরী” অর্থাৎ “ভ্রমণকারীর গল্প,” মিথ্যার প্রতিশব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পরন্তু সকল ভ্রমণকারীই মিথ্যা লিখেন না, ও অনেকের বাক্য বর্ণনার ভিত্তিতে সত্য হইলেও মিথ্যা বলিয়া ভান হয়। ফলতঃ শেষোক্ত কারণে অনেক সত্যবাদীর বাক্য অলীক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, অথচ তাহাতে প্রত্যুত সত্যের কিঞ্চিদ্ভ্রান্ত

অন্যথা নাই। আমাদিগের এই কথার অভিপ্রায় সুব্যক্ত করিবার নিমিত্ত আমরা কয়েকটি উদাহরণ প্রয়োগ করিতে কল্পনা করিয়াছি। কথিত আছে যে কাবুল দেশীয় এক জন পাঠান বজ্রদেশে ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনানন্তর কহিয়াছিলেন যে, “বজ্রদেশে এক আশ্চর্য্য রক্ষ আছে তাহাতে মোহনভোগ কলিয়া থাকে” (দরখৎমে হলুয়া ফলে) তাহাতে তিনি সর্বত্র উপহাসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বাক্যে কিঞ্চিদ্ভ্রান্ত মিথ্যা ছিল না, যেহেতু তিনি সুপক মর্ত্তমান রত্না ভক্ষণ করিয়া তাহার মাধুর্য্যের সহিত মোহনভোগের তুলনা করিয়াছিলেন। অপর এক জন শীতপ্রধান-দেশীয় ভ্রমণকর্ত্তা “ভারতবর্ষে রক্ষে মেঘলোম জন্মে” এই কথা বলায় অত্যন্ত উপহাসিত হন; কিন্তু যে ব্যক্তির দেশে মেঘলোমই বস্ত্রের এক মাত্র নিমিত্তকারণ, তিনি রক্ষে কাপাঁশ দেখিয়া মেঘলোমের সহিত তুলনা করিবেন ইহা কোনমতে আশ্চর্য্য নহে। ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে গ্রীস দেশে এই রূপ উপহাসনীয় অথচ সত্য বর্ণনা অনেক বিখ্যাত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী সেকন্দর সত্রাটের সেনাপতি নিয়ার্কস ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক তাহার বর্ণনা যাহা গ্রীস দেশে প্রকাশ করেন তাহাতে অনেক এতদ্ভ্রপ বাক্য আছে। একদা সভাস্থলে আহূত হইলে ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় বিবরণ প্রকাশ করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি একপ্রকার জন্তুর চাক চিত্রিত চর্ম্ম দর্শন করিয়াছি। তাহার কোমলতা ও মনোহারিতা আর কোন চর্ম্মে দৃষ্ট হয় না। তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষই লোকেরা আমাকে কহিল, আপনি যে জন্তুর চর্ম্ম দর্শন করিতেছেন, সে জীব অতিশয় উগ্রস্বভাবসম্পন্ন; সে যাহাকে এক বার দেখে তাহাকে বিনিপাত করে। সে জন্তু হস্তীকেও রণস্থলে পরাক্রমশালী বলি-

রা লক্ষ্য করে না। সে কুপিত হইলে দস্তুর দস্ত উৎপাটিত করিয়া ফেলে। করীসমূহ যুথবদ্ধ হইলেও এ জন্তুকে পরাস্ত করিতে পারে না।” এই বর্ণনা আশ্চর্য্যজনক বোধ হইলেও ব্যাখ্যার সম্বন্ধে ইহা মিথ্যা নহে। ফলে তিনি ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

তিনি অপর লিখিয়াছেন, “আমি সর্পের যে রূপ প্রকৃতি গুনিয়াছি তাহাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে যদি কেহ এ জীবকে বশীভূত করিতে পারে তবে সে তদ্বারা অনেক রাজ্য উচ্ছিন্ন করিতে পারে, ও অনেক জনসমাজকে অনায়াসে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের উপর যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারে। এই জীবের দীর্ঘতা ৫০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ও পরিধি ১০ হাত পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। ইহাদিগের নিশ্বাসবায়ু প্রকাণ্ড ঝড়ের তুল্য। মুখ ব্যাদান করিলে জীবিত গো, মহিষ, বাঘ, ভল্লুক পর্য্যন্ত যদি নিকটস্থ হয় তাহাদিগকে গলাধঃ করিতে সমর্থ হয়। অন্য পশুদিগের সৌভাগ্য এই যে এ সর্প নিশ্চল হইয়া এক স্থানে থাকে। কখন কখন লুণ্ঠন পূর্বক নিতান্ত কষ্টপ্রাপ্ত ৫০। ৩০ হাত দূর যাইতে পারে। এ কথাও অসম্ভব হইলেও ইহা বোড়া সর্পের নিতান্ত অনুপযুক্ত বর্ণন নহে।

পারস্য-রাজ্যের অধিপতি আর্তজরক্সস্ খ্রীষ্টীয় ৪০১ শকে গ্রীক-জাতির নিকট ভারতবর্ষস্থ পক্ষী বিশেষের গণপ করিয়া আপনাকে অতিশয় অনুসন্ধিৎসু বলিয়া বিশেষ আদৃত হইয়াছিলেন। তিনি এই বলিয়াছিলেন, “তোমরা মনে করিতে ভারতবর্ষে একপ্রকার পক্ষী আছে তাহারা মনুষ্যের মত কথা কহে। বিচার করিতে পারে। শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম অন্যকে উপদেশ দেয়। যে গৃহস্থের বাটীতে থাকে তাহার পুত্র

কলত্রাদির নাশ হইলে সুমিষ্ট গীত ধ্বনিদ্বারা তাহাদিগের শোকসন্তাপাদি দূর করিয়া থাকে। বাস্তবিক এ সকল গুণ তাহাদিগের স্বভাববিশিষ্ট নহে। তবে মনুষ্যেরা বারংবার উহাদিগের এই বিষয় শিক্ষা দেয়। তাহাতে এ গুলি উহারা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে। এ পক্ষী যাহা কণ্ঠগত করিতে পারে নাই তাহা কখনই বলিতে পারে না। আমি জানি উহাদিগের বিচারশক্তি নাই। তবে উহাদিগের জিহ্বাতে জড়তা লক্ষ্য হয় না। মনে কিঞ্চিৎ ধারণাশক্তি আছে। দর্শনেন্দ্রিয় কিঞ্চিৎ প্রবল। স্বরানুভাবকতাও নিতান্ত হীন নহে। এই সমুদয় কারণে উহারা অপরিচিত ব্যক্তিকে চিনিতে পারে। ভারতবর্ষীয়েরা কহে যে এই পক্ষীদ্বারা আমরা চোর ধরিতে পারি। তাহারা আরও কহে, জন্মান্তরে ইহারা মনুষ্য ছিল, অধির শাপে পক্ষীঘোনি প্রাপ্ত হইয়াছে; শুভাদৃষ্টবশতঃ বাক্শক্তির কিঞ্চিৎ প্রকাশ আছে।” বিদেশীয়েরা এ কথায় বিশ্বাসান্বিত হইলেও ইহা ময়নার বর্ণন অসম্ভব নহে।

নৌয়ার্কস ভারতবর্ষহইতে মুক্তা লইয়া গিয়াছিলেন। এক দিন সভাস্থলে তাঁহার কণ্ঠ মুক্তাকলাপদ্বারা পরিশোভিত দেখিয়া সভ্যেরা কহিলেন, “আপনার গ্রীবাপ্রদেশ কি অমূল্য মণিদ্বারা ভূষিত হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্বক তাহার যথার্থ্য বলিলে আমরা দিগের কৌতূহল চরিতার্থ হয়।” তিনি কহিলেন, “ইহা একরূপ খনিজ পদার্থ।” কিন্তু কি প্রকারে ইহার শোভা সম্পাদিত হয় তাহা জানিতে পারি নাই। তবে পরিহাস-বাক্যে তদেব-বাসীরা বলে, যে ইহার জন্ম জলে “সৌন্দর্য্য গুণে উঠে বীর পুরুষের গলে।”

এই কথা শুনিয়া এক জন বিজ্ঞানবিৎ কহিলেন, “ইহা পরিহাস-মূলক নহে; প্রকৃত কথা। আমি ইহার স্বভাব যাহা গুনিয়াছি তাহাও নি-

তাস্ত অসঙ্গত নহে। ভারত সমুদ্রে একরূপ শঙ্ক আছে; তাহার ধাতুমিশ্রিত পদার্থ ভক্ষণ করে; তাহাই উহাদিগের উদরস্থ পদার্থ বিশেষের সংযোগে ঐ রূপ পদার্থ উৎপন্ন করে। এই জীবদিগের মধ্যে রাজা প্রজা ভেদ আছে। রাজাকে হস্তগত করিতে পারিলে সমুদায় নুত্না কলাপ সম্বন্ধ করা যায়। নচেৎ সংকলন করা দুষ্কর।”

মহাত্মা আলেকজান্ডরের সৈন্যেরা স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া কহিয়াছিল যে, “আমরা একরূপ রক্ষের ছায়ায় সহস্র ব্যক্তি শয়নাদি করিয়া শিবির আচ্ছাদনকেও আশ্রয়স্থান বলিয়া গণ্য করিতাম না। ঐ রক্ষ লোকের নিতান্ত প্রয়োজনোপযোগী। ইহার ছায়া শীতকালে উষ্ণ; গ্রীষ্মকালে শীতল। তাহাতে নিতান্ত ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত ব্যক্তিও ক্ষণকালমধ্যে সুস্থিত ও সবল হয়। এই সকল কারণে হিন্দুরা এই রক্ষের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি সম্পন্ন; এমন কি পাপস্পর্শ হইবে বলিয়া ইহার একটি পত্রও ছিন্ন করে না। প্রত্যুত অতিশয় গীষ্মকালে বাটার সর্বপরিবারে নিত্য-ধর্ম-কর্ম বলিয়া জলসেক করিয়া থাকে। আমরা কয়েক দিন উহার তল আশ্রয় করিয়া কম্পরক্ষের গুণ জানিয়াছি।” ইহা বলা বাহুল্য যে এই বর্ণনার উদ্দেশ্য বটরক্ষ।

মাগাস্তিনিই কহেন, “ভারতবর্ষে একরূপ রক্ষ আছে তাহার ফলস্থ জল পান করিলে তৃষ্ণার নিবারণ হয়; শরীর নিতান্ত ক্লান্ত হইলে সবল করে; মুর্খ্য ব্যক্তিকে পান করাইলে প্রাণ রক্ষা পায়। ঐ বারি যখন রক্ষে থাকিয়া গাঢ় হয়, তখন উহা দ্বারা তৈলব্যবহার নির্বাহিত হয়।” এই বর্ণনে নারিকেলের উল্লেখ হইয়াছিল ইহা স্পষ্টই উপলব্ধ হয়।

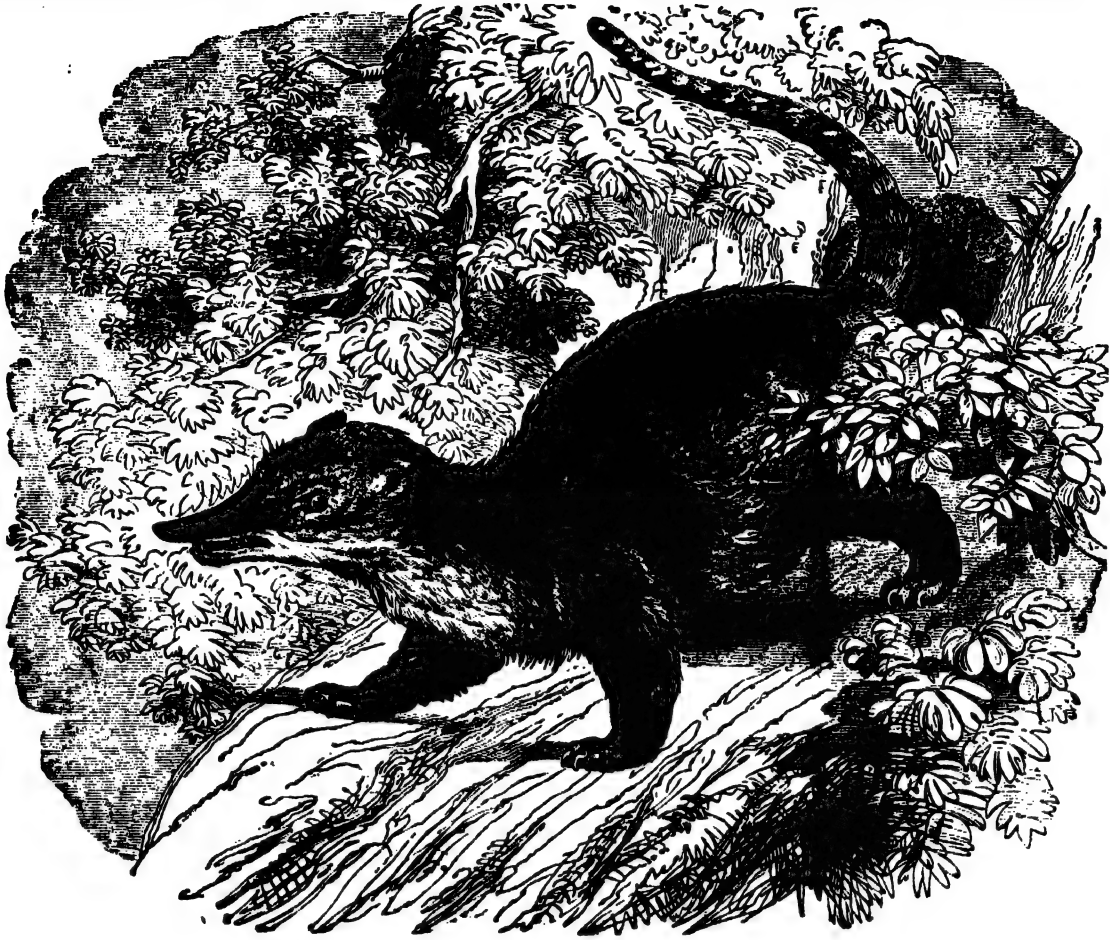
ভারতবর্ষের এক জন কবি ঐ ফলের সম্বন্ধে কয়ে-

কটি সরস কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

“আর এক ফল ফলে শূন্যের উপর।
কারণ শলিলে পূর্ণ তাহার উদর॥
এমন শীতল মিষ্ট কোথা আছে নীর।
পান মাত্র তৃষিতের জুড়ায় শরীর॥
কিবা শস্য সুমধুর আশ্বাদে উল্লাস।
পথিকের শ্রান্তি ক্লান্তি ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ॥”

কোয়াটিমুণ্ডা ।

দেশে যে বস্তু নাই সে দেশে শত জনগণ সেই দ্রব্যের নাম শ্রবণ করিলেই তাহার গুণাগুণ জানিবার জন্য একান্ত কোতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত উক্ত দ্রব্যের প্রকৃতি অবগত হইতে না পারেন সে পর্য্যন্ত ঐ বস্তুর প্রতি তাঁহাদিগের নিতান্ত উৎকণ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বস্তুর আকারগত সৌন্দর্য্য থাকিলে যদি উহার অভ্যন্তরে বিষাক্ত পদার্থ থাকে তত্রাপি তাহার বিবরণ উহার জ্ঞাত হইতে আগ্রহিতা প্রকাশ করেন। ঐ বস্তুর উপকার-নামর্থ্য আছে বা না তদর্থে কেহ বিশেষ অনুসন্ধানী হয়েন না। অপকার ক্ষমতা না থাকিলেই আমরা তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি; নির্গুণ কদাকার বস্তুর প্রতি কেহই আদর করে না। বস্তু প্রাপ্তি মাত্র আমরা তাহার অন্য বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া থাকি; ও উহার তারতম্য বিবেচনা করিয়া তাহাকে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট শ্রেণীমধ্যে নির্দিষ্ট করি। উহার স্বভাব পরিজ্ঞান হইলে উহা এদেশে কেন নাই তাহার অনুসন্ধান তৎপর হওয়া যায়। প্রকৃত কারণ জানিতে না পারিলে উহা কেন এদেশে পাওয়া যায় না একপ প্রশ্ন করিতেও ত্রুটি করি না। যখন



কোয়াটিমুণ্ডী।

প্রকৃত-পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ-কর্তৃক যথার্থরূপে উপদিষ্ট হই তখনই আমাদের মনোরথ চরিতার্থ হয়। তৎকালে আর আমরা উহার অপ্ৰাপ্তি জন্য খেদ করি না। যেমন শীতপ্রধান দেশের লোকেরা যখন অবগত হইল যে সিংহ উষ্ণপ্রধান-দেশ ব্যতীত অন্য দেশে জন্মে না, তখন শীত-প্রধান দেশে সিংহের জননের প্রতি হতাশ হইল, নতুবা তাহাদিগের কৌতূহল নিরস্ত হয় নাই; সেই রূপ আমরাও অন্যদেশীয় পশুর প্রতি আদর বা অনাদর করিয়া থাকি। তদনুসারে অন্য দেশীয় পশুর সহিত স্বদেশীয় পশুর সাদৃশ্যও করা যায়, সুতরাং একটি বিষয় দেখিতে গেলেই অন্য আর পাঁচটি বিষয় আমাদের নয়নপথবর্তী হয়। এই ভূমিকাধারা আমরা একটি অন্য দেশীয়

পশুকে পাঠকরম্বের গোচর করিতে স্পৃহা রাখি।

এ পশুর বিষয়ে সুবিখ্যাত লিনিয়স, কুবিয়র, ও অজর প্রভৃতি জীবতত্ত্বজ্ঞেরা যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহাই লিখিত হইতেছে।

উল্লিখিত পশুর নাম “কোয়াটিমুণ্ডী।” উহা আপদশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু ইহার স্বভাবাদি প্রকৃতরূপে আপদের ন্যায় নহে। বস্তুতঃ ইহা এক প্রকার নকুল; ইহার অবয়বের লক্ষণ বাক্যে নির্দিষ্ট করিতে হইলে নানা পশুর নাম নির্দেশ করিতে হয়, কিন্তু চিত্রপট থাকাতো সে আয়াসের প্রয়োজন নাই; কারণ তদৃষ্টে প্রস্তাবিত পশুর যে অংশের মাহার সহিত সমতা আছে তাহা অনায়াসে উপলব্ধ হইবে।

এই পশুর তিন পৃথক্ ২ জাতি আছে; এক রক্ত-

বর্ণ, দ্বিতীয় কটাবর্ণ, তৃতীয় ধূতবর্ণ। তন্মধ্যে কটাবর্ণ কোয়াটিমুণ্ডীই সর্বপ্রসিদ্ধ। তাহার বিস্তার ও স্থূলতা প্রায় গৃহপালিত বিড়ালের অপেক্ষা অধিক হয় না। ধূতবর্ণ কোয়াটি তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ রহৎ হইয়া থাকে, কিন্তু কেহই গন্ধনকুলের তুল্য হয় না। পরন্তু সকলেরই লাজুল শরীরসদৃশ রহৎ হয়। কথিত হইয়াছে যে কোয়াটির শরীর বিড়ালের সদৃশ, পরন্তু তাহা স্থূলতায় বিড়ালদেহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ রহৎ, কিন্তু তাহাদের পদ তদপেক্ষা খর্ব ও স্থূলতর। ইহার নয়ন ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল, এবং সর্বদা ইতস্ততঃ নিরীক্ষণে ব্যাপৃত থাকে।

কোয়াটির কর্ণ গোলাকার, কিন্তু মুখাবয়বের সহিত অসমান নহে। নখগুলি সুদীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ ও যুক্তিকা-খননে বিশেষরূপে উপযুক্ত। গলদেশ শৃঙ্গালের ন্যায়। পৃষ্ঠ দেশ উচ্চ। উদরভাগ কিঞ্চিৎ উত্তান। লাজুল ব্যাঘ্রের তুল্য ক্রমশঃ প্রতনু, ও স্তরে স্তরে শুক্ল ও কৃষ্ণ কেশে মণ্ডিত। কোয়াটির গাত্র দীর্ঘ স্থূল ও ঘন লোমে আবৃত। ইহাদিগের জাতিভেদের উল্লেখ ইহাদিগের বর্ণের বিবরণ উক্ত হইয়াছে। ইহাদিগের দন্ত কুকুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ; বিশেষতঃ শ্বদন্তগুলি অত্যন্ত রহৎ তীক্ষ্ণ ও সূচ্যগ্র, পরন্তু অপর সকল লক্ষণহইতে ইহাদের শুণ্ডই বিশেষ আশ্চর্য। তাহা শূকরশুণ্ডহইতে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও সর্বতোভাবে নমনীয়। কোয়াটিমুণ্ডী পশু সকল এই শুণ্ড সর্বদা সঞ্চালিত রাখে, ও যে কোন পদার্থ সম্মুখে দেখে তাহা তৎক্ষণাৎ উহা দ্বারা ধৃত করিতে চেষ্টা করে; ফলে তদ্বারা অতি ক্ষুদ্র বস্তুও ভূমি বা রক্ষাদিহইতে উত্তোলন করিয়া লইতে পারে। শয়নকালে ইহার এই শুণ্ড উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া নিদ্রা যায়, তাহাতে তাহাদের শ্বাস-কার্যের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহাদিগের আত্মরক্ষাশক্তি অত্যন্ত প্রবল। তাহার সাহায্যে এই পশু কোন বস্তুই অনাত্মরক্ষাপে

উদরস্থ করে না; এমন কি জল পর্যন্তও শুকিয়া খায়।

ইহার নরুৎসর্গ। দিবসে নিদ্রা যায়। নিদ্রাকাল চারি বা পাঁচ ঘণ্টার অধিক নহে। নিদ্রিতকালে রক্ষাশাখা এমন দৃঢ়রূপ ধৃত করে যে কদাপি ভূমিতে পতিত হয় না। ইহার ভূগর্ভাদিতেও বাস করিয়া থাকে। নিদ্রিত স্থানে ইহাদিগের বিশেষ আস্থা দেখা যায় না। ইহাদিগের স্বভাব বন্য পশুর ন্যায়, অতএব প্রতিপালন করিলে অন্যান্য পালিত পশুদিগের তুল্য অনায়াসে পোষ্য মানে না। ইহাদিগের প্রধান খাদ্য মাংস। প্রতিপালন কালে গ্রাম্য পশুর ন্যায় অন্নাদি সুপক্ক দ্রব্যেও অপ্রীতি নাই। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ইহার পক্ষীদিগকে এমন সম্বরে আক্রমণ করে যে বিশেষ চঞ্চল পক্ষীরাও জানিতে অবসর পায় না। পক্ষীর অভাব হইলে কীট পতঙ্গ আহার করে। ক্ষুদ্র পক্ষী, পক্ষিশাবক ও অণু ইহার সর্বদা অন্বেষণ করে; নানা প্রকার কীট পাইলেও তাহা অখাদ্য জ্ঞান করে না, ও কোন কোন ফল ও কন্দমূলও গ্রহণ করিয়া থাকে। ক্ষুধাশান্তি হইলে সম্মুখস্থ পশুকেও আক্রমণ করে না। অলস হইয়াও বসিয়া থাকে না; কুর্দন, ধাবন লক্ষ ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি ক্রোড়া করিয়া কাল অতিপাত ও শাখা-যূগের ন্যায় অতি শীঘ্র রক্ষে আরোহণ করে। দিবাভাগে নিদ্রাভঙ্গের পর সুমিষ্ট রন্ধের মূলোৎপাটন পূর্বক তাহার রস সুলেহন করিতে থাকে, কোমল মূল হইলে ভক্ষণ করে। ইহাদিগের পরিপাক-শক্তি সাতিশয় প্রবল। ক্ষুৎক্ষাম-কণ্ঠ হইলে কোয়াটি ব্যতিব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পরিধাবন করিয়া বেড়ায়। এবং তৎকালে যে কোন ক্ষুদ্র জন্তু তাহার সম্মুখে নিপতিত হয় তাহাকেই বধ করে; পরন্তু যে জন্তুকে নিহত করে তাহার সমুদয় মাংসাদি ভক্ষণ করে না; কাহার বা শোণিত, কাহার বা

কক্ষের মাংস, কাহার বা চক্ষু, কাহার বা জিহ্বা ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ ফেলিয়া দেয়। এ বিষয়ে গন্ধনকুলের সহিত ইহাদের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েই পক্ষাদিগের আঁবা ভক্ষণ ও রক্তশোষণ করিয়া পান কার্য সমাধান করে। এক কালে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া ভোজন করে না। প্রথম ভোজন মাংসাদি দ্বারা, দ্বিতীয় ভোজন কল মূলাদি দ্বারা ও শেষ আহার শোণিত পান দ্বারা সম্পন্ন হয়। শোণিতাভাবে পক্ষীর অণ্ড ভগ্ন করিয়া পান কার্য সমাধা করে। ইক্ষুর রস পাইলে শোণিতের প্রতি আদর করে না। ইহারা একাকী থাকিতে অনুরক্ত নহে। দলবদ্ধ হইয়া থাকে; অভাবতঃ দুই তিন দম্পতী একত্র বাস করে। একত্র-বাস-কালে পরস্পরের প্রতি পরস্পর স্বাভাবিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। ব্রাজিল, গোয়ানা প্রভৃতি দক্ষিণ আমেরিকার কএক স্থান ইহাদিগের জন্মভূমি। বুদ্ধির দ্বিতে ইহারা অন্য নকুল হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। পরন্তু অনু-করণশক্তিতে নিতান্ত হীনকম্পও নহে। যাহা শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই অবিকল অভ্যাস করিতে পারে। বিশেষ ধাতু বা কাচ প্রভৃতি উজ্জ্বল বস্তু দেখিলে ভাঙিতে চেষ্টা করে। এই কার্য করিতে দিলে আহার পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া যায়।

ইহাদিগের স্বর নিতান্ত অতিকটু নহে, সময়-বিশেষে কর্ণসুখকর হয়। ক্রন্দন-শব্দ অতিশয় তীব্র। ঐ শব্দ শুনিলে পার্শ্বস্থ নিদ্রিত জীব সকলই চমকিয়া উঠে। কিন্তু দিবাভাগে ইহারা নিঃশব্দ থাকে; কেবল ক্রোধাদির উদ্বেক কালে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তদনুসারে প্রতিপালকেরা ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি অনুভব করিয়া লয়।

সেন রাজাদিগের বংশাবলী ।

দ পুরাণ অতি প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রে **বে** ইতিহাসের ভূরি ভূরি মাহাত্ম্য বর্ণিত থাকিলেও ইদানীন্তনের ব্যক্তির তদ্বি-ষয়ে সম্যক্ অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। মুসল-মানদিগের আগমনকালের পর প্রায় কোন হিন্দু স্বদেশের ইতিহাস লেখেন নাই, এবং তদব্যব-হিত পূর্বকালেরও বিবরণ কেহ পুস্তকস্থ করিতে আয়াস গ্রহণ করেন নাই। সত্য, যে চাঁদ কবির “পৃথোরায় রাসো” ও “খোমানরাসো,” এবং কলহন পণ্ডিতের “রাজতরঙ্গিণী” প্রভৃতি কএক খানি পুস্তক বর্তমান আছে; কিন্তু তদগ্রন্থের প্রতিও জনগণের এতাদৃশ অনাস্থা যে অধুনা তাহা প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। আমরা স্বয়ং কাশী-হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া একখানি খণ্ডিত “পৃথোরায় রাসো” সন্ধান করিতে পারি নাই। অপর আমরাই যে ঐ বিষয়ে নিরাশ হই-য়াছি এমত নহে; সুবিখ্যাত রাজপুত্র ইতিহাস-বেত্তা টড সাহেব এবং প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধানক কনিংহাম সাহেব ব্যতীত কেহই এ বিষয়ে কৃতার্থ হইয়াছেন এমত বার্তা। কাহার অতিগোচর হয় নাই। অপর দূরদেশের কথা দূরে অপোহন করিয়া আমাদের জন্মভূমি বঙ্গভূমির ইতি-হাস অনুসন্ধান করিলে তদ্বিষয়ে আমাদের অনাস্থা সম্যক্ সপ্রমাণীকৃত হইয়া থাকে। মনে ককন মুসলমানেরা বঙ্গদেশে ১৩২ বৎসর হইল আগমন করিয়াছে, এবং আমরা এই কণে সে সময়েরও সটিক বিবরণ কহিতে কোন মতে পারগ নহি। কথিত আছে যে এতদেশে বখতিয়ার খিলজীর আগমন সময়ে সেন বংশীয় রাজা এত-দেশে রাজ্য করিতেন, কিন্তু সে বিবরণ আমরা মুসলমান ইতিহাসবেত্তাদিগের গ্রন্থে প্রাপ্ত হই;

তাহার প্রমাণ অদ্যাপি কোন নিঃসন্ধি প্রাচীন বঙ্গীয় বা সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কলে সে সময়ে এতদেশে এই ক্ষণকার বঙ্গভাষা প্রচলিত ছিল কি না তাহারও প্রমাণ নাই। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-দিগের কুলের গরিমা সর্বদা হইয়া থাকে; ঐ কুলের সৃষ্টি বল্লালসেন নামা কোন রাজা নির্দিষ্ট করেন, এতদ্ব্যতীত “বল্লালী কুল” শব্দ সর্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ বল্লালের অনুরোধে অনেক কুপুথ্য দেশে প্রবল রহিয়াছে। অনেকে তাহা ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া নানা অর্থ স্বীকার করিয়া থাকেন। অনেকে কন্যার প্রতি পিতৃকর্তৃত্বতা একেবারে বিস্মৃত হইতেছেন। কেহ কেহ চিরদুঃখের আকর সতিনের উপর প্রাণাধিকা কমনীয়া কন্যাকে বিসর্জন দিয়া কুলাভিমান পরিবর্জন করিতেছেন। অপরে সেই অভিমানে দুহিতাকে আজন্ম অনুতা রাখিয়া নানা পাপের আদিকারণ হইতেছেন। অথচ তাঁহাদের মধ্যে কেহই সেই বল্লালের ইতিহাস প্রকৃত রূপে জ্ঞাত নহেন। অতি অল্প ব্যক্তি কহিতে পারেন যে সেই রাজা কোন সময়ে রাজ্য করিয়াছিলেন। তিনি কয় বৎসর কোথায় রাজ্য করিয়াছিলেন, ও তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর সময় কি তাহা কেহই নিশ্চয় জ্ঞাত নহেন। তাঁহার পিতার নাম বিষয়ে অনেকের ভ্রম ছিল, এবং সম্প্রতি সপ্রমাণিত হইতেছে যে তেঁহ বৈদ্যজাতীয় ছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে তাহা সম্যক্ অমূলক। কলে খাঁহাকে লোকে “কুলবিধাতা” বলিয়া আপনাদিগের কুলগরিমা পরিপুষ্ট করিতে মানস করে, তাঁহার কুলের ও বংশের কিছুমাত্র ঈর্ষ্য নাই; ইহাহইতে উপহাসের বিষয় আর কি হইতে পারে? কথিত আছে ঐ বল্লালের পূর্বে আদিশূর নামা এক ভূপতি রাজ্য করিয়াছিলেন; তিনি কান্যকুব্জহইতে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের সমভিব্যাহারী পঞ্চ

কায়স্থকে লইয়া কোলিন্য প্রথার প্রথম সূত্রপাত করেন। সেই প্রযুক্ত আদিশূরের নাম বঙ্গদেশে প্রত্যেক ভদ্রগৃহে আত্মীয়ের ন্যায় পরিচিত আছে; অথচ সে ব্যক্তি কোন বংশীয় ও তেঁহ কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন তাহার কিছুই নির্দিষ্ট নাই। কুলাচার্য ভট্টেরা একটা বাঙ্গালী পদ আওড়াইয়া থাকেন; তদনুসারে ১০৩৩ শকাব্দায় কনোজ ব্রাহ্মণদিগের গোড়ে আগমন প্রকল্পিত হয়; পরন্তু তাহা যে সর্বতোভাবে অমূলক তাহা অনায়াসেই সপ্রমাণিত হয়। সেই সকল ভ্রম কেবল মাত্র ইতিহাসের প্রতি অনাদর প্রযুক্ত ঘটিয়াছে, এবং ঐ ভ্রমের অপলাপ নিমিত্ত এই ক্ষণে কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই। পরন্তু প্রাচীন তাত্ত্বশাসন, পূর্বকালের অটালিকাতির উপর খোদিত প্রস্তর-ফলক, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি পদার্থ ইতিহাসের দ্যোতক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; তাহার অবলম্বনে গ্রন্থের অভাব অনেক অংশে অপনোদিত হইতে পারে। বিশেষতঃ ঐ সকল পদার্থ গ্রন্থহইতে অনেক অংশে বিশ্বাসযোগ্য; কারণ গ্রন্থের পাঠ অনায়াসে লুপ্ত বা পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু তাত্ত্বশাসন বা মুদ্রায় সে আশঙ্কা কদাপি হয় না। পূর্বে ভূমিদান-করণ-সময়ে ঐ দানের নির্দেশপত্র তাত্ত্বফলকে খোদিত করিবার রীতি ছিল; ভূপালের তদ্রূপ ফলকে আপন বংশ যশঃ ও কীর্তিকলাপ বর্ণন করিতে সর্বদা অনুরক্ত ছিলেন। অপর দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিলে তদ্বিবরণ ও আপন প্রশংসাপুঞ্জ প্রস্তরফলকে খোদিত করিয়া তাহা ঐ মন্দিরে সংলগ্ন রাখিতেন; তাহাতে আপন কীর্তিকলাপ চিরকাল বিরাজিত থাকিবেক এই তাঁহাদিগের একমাত্র অভিসন্ধি ছিল। কিন্তু কালের করাল গ্রাসে সেই মন্দির সকল বহুকালাবধি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ও যে সকল ব্রাহ্মণ ঐ ভূমিদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,

তঁাহাদিগের বংশও বহুকাল ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তরফলক ও তাম্রফলক তরুণ আশু বিলোপনীয় পদার্থ নহে; অতএব তাহা অনেক স্থলে অদ্যাপি বর্তমান আছে, এবং তাহার পাঠে যে রূপ বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় তরুণ অন্যত্র সম্ভাব্য নহে। শাসনের বর্ণন সংক্ষিপ্ত বটে ও খণ্ডিতও বটে; গ্রন্থে তদপেক্ষায় অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ ও বিস্তার বর্ণন প্রাপ্তব্য; কিন্তু বিশ্বস্ততা-বিষয়ে গ্রন্থ কদাপি শাসনের তুল্য নহে। এই প্রযুক্ত নব্য ইংরাজী পুরাত্ত্বানুসন্ধানীরা প্রাচীন তাম্রাদি ফলকের বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন; এবং তাহাতে তঁাহারা অনেক লুপ্ত কথার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। এই রূপ অনুসন্ধানপ্রিয় প্রিন্সেপ নামা এক জন সাহেব একখানি তাম্রশাসন বাকরগঞ্জ জিলায় সুবিখ্যাত মৃত ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল ঠাকুরের জমিদারীতে প্রাপ্ত হন, তাহাতে বল্লাল সেনের বংশের কিঞ্চিৎ বিবরণ বর্ণিত আছে। তৎপরে রাজশাহী জেলার বিগত জাইন্ট মেজি-স্ট্রেট শ্রীযুক্ত মেটকাফ সাহেব মালদহের নিকট গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত দেবপাড়া গ্রামের প্রান্তভাগে এক অরণ্য মধ্যে এক খানি প্রাচীন লিপিবিশিষ্ট প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হন, তাহাতেও সেন বংশীয় রাজাদিগের বর্ণন দৃষ্ট হইয়াছে। এই দুই প্রাচীন প্রমাণের সমন্বয়দ্বারা এতৎ প্রস্তাবলেখক সেনবংশীয়দিগের অনেক বিষয়ের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এস্থলে সঙ্কলিত করিলে, বোধ হয়, পাঠকদিগের অনুমোদনীয় হইতে পারে।

বাকরগঞ্জের তাম্রশাসন খানিতে কেশব সেন নামা গৌড়দেশীয় রাজা বাগুনে, বেত্তোগাত, উদ্যবুল, নামা তিনখানি গ্রাম বাৎসর্য গৌড়ের ইন্দ্র দেবশর্ম্মাকে দান করেন। উক্ত গ্রামত্রয়

বঙ্গদেশে বিক্রমপুরের নিকট ছিল; অধুনা তাহা বর্তমান আছে কি না ইহা নিকপিত হয় নাই। শাসন-কর্ত্তা কেশব সেনের পিতার নাম লক্ষ্মণ সেন; তঁাহার পিতার নাম বল্লাল সেন, এবং তঁাহার পিতার নাম বিজয় সেন। ইহঁারা সকলেই বীর্যবান, সুবিখ্যাত, সোমবংশজাত ও গৌড়ের রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শাসন-পত্রের যে যে স্থানে কেশব সেনের নাম দৃষ্ট হয় তথায় বোধ হয় যেন পূর্বে অপর এক নাম ছিল তাহা কাটিয়া নূতন নাম যোজিত করা হইয়াছে; সেই পূর্ব নাম মাধব সেন। তদৃষ্টে বোধ হয় যে দানপত্র মাধব সেনের অনুজায় প্রস্তুত হয়, কিন্তু সঙ্কল্প করিয়া দান সিদ্ধ করিবার পূর্বেই মাধবের কাল হয়; অতএব মাধবের নাম কাটিয়া কেশবের নাম সন্নিবেশিত করা হয়। মাধব ও কেশব দুই ভ্রাতা ছিলেন, অতএব অপর বর্ণনা সকলই পূর্ববৎ রক্ষা পাইয়াছে। এই সকল রাজারা “কুলবিধাতা” বল্লালের বংশ কিনা তাহা দৃষ্টি মাত্রই নির্ণীত হয়, কারণ আইন আকবরী-নামক পারস্য গ্রন্থে এই বল্লালের যে বংশাবলী লিখিত আছে তাহার সহিত ইহার সম্যক্ একতা দৃষ্ট হয়; কেবল বল্লালের পিতার নাম তাম্রশাসনে বিজয় সেন খোদিত আছে, কিন্তু আইন আকবরীতে তাহা সুখ সেন বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। পরন্তু এ ব্যত্যয় হয় পারস্য গ্রন্থকারের ভ্রম কিম্বা বিজয়-সেনের অপরাধিধান সুখ সেন হওয়া প্রযুক্ত ঘটয়া থাকিবেক; তাহাতে সুখ সেনের পুত্র বল্লাল সেন বিজয় সেনের পুত্রহইতে পৃথক্ ইহা কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে অপর একটি প্রমাণ আছে; “কুলবিধাতা” বল্লাল স্বয়ং একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার নাম “দানসাগর”। এ গ্রন্থের প্রারম্ভে তঁহে আপন পরিচয়ে লেখেন যে তাঁ-

হার পিতার নাম বিজয় সেন, এবং পিতামহের নাম হেমন্ত সেন; ইহাতে তাত্রশাসনের বল্লভ “কুলবিধাতা” বল্লভহইতে পৃথক নহেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

দেবপাড়ার প্রস্তরফলক বিজয় সেনের আজ্ঞায় খোদিত হয়। তিনি হেমন্ত সেনের পুত্র; হেমন্তের পিতার নাম সামন্ত, এবং তিনি বীর সেনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। বীর সেন দাক্ষিণাত্য সোমবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইহারা সকলেই রাজা, মহা যোদ্ধা, ও কামরূপ প্রভৃতির সম্রাটের জয়কারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বিজয় সেন দেবপাড়া গ্রামে প্রদ্যুম্নেশ্বর দেবের একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে বর্ণনীয় প্রস্তরফলক সংযুক্ত করেন। এই বিজয় সেন যে বল্লভ সেনের পিতা ইহাতে, বোধ হয়, কাহারও সংশয় হইবে না, সুতরাং এই উভয় প্রাচীন লিপিকলকের সমন্বয়ে সেনবংশের বীর সেনাদি কএকটি নূতন নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, ও তাঁহারা সকলে যে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহাও স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। তাহাদের নামাদিগকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া প্রবাদ করা যাইতে পারে বোধ হয়, তাঁহাদের সেন উপাধিহইতেই প্রাপ্ত হইবেক।

অপর, পুরাকালে কোন ক্ষত্রিয়-শাখা অশ্বষ্ট নামে বিখ্যাত ছিলেন; সেই অশ্বষ্টেরা অদ্যাপি পশ্চিম প্রদেশে কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ। সেন রাজারা সেই অশ্বষ্ট-শাখার ক্ষত্রিয় ছিলেন; এই প্রযুক্ত আইন আকবরী ও টিকন্থালরের গ্রন্থে কায়স্থবংশীয় বলিয়া বর্ণিত আছেন। বঙ্গ দেশে সেই অশ্বষ্ট শব্দের প্রকৃত অর্থ গৃহীত না হইয়া ভ্রমবশাৎ মনুর উল্লিখিত খচর বৈদ্যের সহিত বিভ্রম হইয়াছে। এই মীমাংসা ভিন্ন প্রচলিত ভ্রমের অন্য গতির উপায় দৃষ্ট হয় না।

কেহ কেহ কহেন, যে শাসনপত্রে “সোমবংশীয়” “ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ” ইত্যাদি শব্দ প্রশংসাবাদে প্রযুক্ত

হইয়া থাকিবে; বস্তুতঃ সেনেরা ক্ষত্রিয় ছিলেন না। ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য যে এতদ্দেশে প্রশংসাবাদে অনেক অলোক কথা প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এবং বর্তমান কালে অনেক ভূমিশূন্য ব্যক্তি “মহারাজাধিরাজ” “ভূস্বামী” প্রভৃতি উপাধি ধারণ করে। কিন্তু ইহা কুত্ৰাপি শ্রুত হয় নাই যে কোন রাজা বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আপন সমকালিক ব্যক্তিদিগের সম্মুখে আপন জাতি লুকাইয়া অন্য জাতিভিমান সিদ্ধ করিয়াছেন। এপ্রকার চেষ্টা অজ্ঞাত ব্যক্তির প্রতি সম্ভবিত্তে পারে। কোন সাঁওতাল বা খাজড় কিয়ৎকাল কুলীর সন্দারী করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ হইলে “জমাদার” কি “পাঁড়ে” হইয়া দুই তিনটা সরস্বতী ও কার্তিক পূজার সাহায্যে হিন্দু হইতে পারে; কিন্তু রাজার পক্ষে তাহা কদাপি ঘটয়া উঠে না, কারণ তাহাতে জাতি যাইবারই সম্ভাবনা, জাতিগরিমা-রক্ষির উপায় নাই। যদি বলেন যে রাজাজ্ঞায় বৈদ্যের পক্ষে ক্ষত্রিয় হওয়া অসম্ভব কি? কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে সে বংশ ক্ষত্রিয়ই হইয়া যায়, দশ-পুরুষ-কাল ক্ষত্রিয় প্রসিদ্ধ থাকিয়া পরে, দুই তিন শত বৎসর বিগত হইলে দৈব তাহাদের আদিম বৈদ্যত্বের সংবাদ কোন প্রকারে প্রকাশিত হয় না। আর যাহারা কোন বংশের লোপ হইবার তিন শত বৎসর পরে তাহার আদি জাতি কি তাহা মীমাংসা করিতে প্ররত্ত হন তাঁহারা কি পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত ও তাঁহাদের প্রমাণ সকলই বা কি তাহা নিরূপণ করা আবশ্যিক।

কথিত হইতে পারে যে অধুনা কোন কোন বৈদ্যবংশধর আছেন, যাহারা বল্লভসেনের বংশ বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন; আর আবহমান কাল পর্য্যন্ত যাহার বংশ বর্তমান আছে, তাহার জাতিভ্রম কি প্রকারে সম্ভবে? পরন্তু সেই বংশধরেরা কি প্রমাণে আপনাদিগকে রাজবংশাবতঃ বলিয়া অভিমান করেন তাহা

অদ্যাপি পরীক্ষিত হয় নাই, সুতরাং ঐ বংশের প্রমাণ-সাহায্যে অন্য বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না। কেহ কেহ সেন উপাধিই তাঁহাদের বংশ-লের পরিচায়ক মনে করেন, কিন্তু তাহা প্রমাণ হইলে সুবর্ণবর্ণিক সেনদিগকে সগোত্র করিবার বাধা থাকে না।

অপর সেন রাজাদিগের জাতি-বিষয়ে যে প্রকার ভ্রম দৃষ্ট হইল, তাঁহাদিগের রাজ্য-কাল-সম্বন্ধেও সেই রূপ ভ্রম আছে। আদিশূরের রাজ্যকালে যখন কান্যকুব্জহইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের আগমন হয়, তৎসময় ঘটক-কারিকার মতে ২২৪ শকাব্দ, ইংরাজী ১০৭২। ঐ কারিকা, যথা—

“শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ প্রস্থান যথা,
অক্কে অক্কে বামাগতি বেদযুক্ত তথা।

কন্যাগত তুলাক্ক অক্ক শুক পূর্ণ দিশে,

সহর কোলঞ্চ ত্যজিয়ে গোড় প্রবেশে
এসে।”

ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত নাম গ্রন্থে ইহার অন্য-থায় ১০০০ শকাব্দ উক্ত ঘটনার কাল নিক্রপিত হইয়াছে। পরন্তু এ উভয়ই যে অনত্য ইহা অনা-য়াসেই নির্দিষ্ট হয়। মিন্‌হাজ-উদ্দীন-নামা এক জন প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা ইং ১২৩০ অব্দে “তব-কাৎ-নাসরী” নামা এক খানি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে পাঠানদিগের এতদেশে রাজ্য-বিস্তার-বিষয়ের অনেক বর্ণন আছে। বখতিয়ার খিলজীর এতদেশ-জয়-করণের অত্যুৎপকাল পরেই ঐ গ্রন্থকার বাঙ্গলায় আসিয়া ইহার পূর্ব বিবরণ সমুদ্র করেন, এবং কএক বৎসর পরেই তাহা লিপিবদ্ধ করেন; অতএব তাঁহার লেখন বঙ্গদেশের জয়-বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কি সংস্কৃত কি বঙ্গভাষায় ঐ বিষয়ে এমত কিছুই নাই যাহা তাহার তুল্য প্রা-মাণ্য হইতে পারে; সুতরাং তন্নিম্ন অন্য কোন

প্রমাণ তদ্রূপ প্রাচীন না থাকায় তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ মানিতে হয়। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে যে বখতি-য়ার খিলজী ইং ১২০৩ অব্দে বঙ্গদেশ জয় করেন, এবং যে সময়ে তেঁহ বঙ্গ দেশ জয় করেন তৎ-কালে অশীতিপর বদ্ধ এক রাজা নদীয়ায় রাজত্ব করিতেন; তাঁহার জন্মাইবার পূর্বে তাঁহার পি-তার মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার জন্মসময়ে জ্যোতি-যোরা কহেন এতলগ্নে তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার সম্যক্ অনিষ্ট ঘটিবে; কিন্তু দুই দণ্ড কাল বিলম্বে জন্মিলে তিনি দীর্ঘায়ু হইবেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহার মাতা আপন পদদ্বয়ে রজ্জু বাঁধিয়া দুই দণ্ড কাল ছাদহইতে ঝুলিয়া থাকেন, পরে শুভ লগ্ন উপস্থিত হইলে পদ বিনুক্ত করিয়া সন্তান প্রসব করেন। এই প্রক্রিয়ায় যদিচ পুণের দীর্ঘায়ুস্ত সিদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। শিশুটি জন্মিবা মাত্র রাজ-সিংহাসনে সংস্থাপিত হইয়াছিল, এবং তদবধি অশীতি বৎসর যাবৎ রাজ্য করে। এই রাজার নাম “লক্ষ্মণিয়া”। এই ব্যক্তি কে? তাহার কোন প্রমাণ এতদেশীয় কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। পরন্তু ইনি যে বঙ্গদেশের শেষ হিন্দুরাজা মিনহাজ উদ্দীনের প্রমাণে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার নাম বঙ্গীয় বটে, কিন্তু তাহা কোন্ শব্দের অপভ্রংশে হইয়াছে তাহার প্রমাণ নাই। লক্ষ্মণ শব্দের অপভ্রংশে পারসীতে “লছমন” হয়, তাহা লক্ষ্মণিয়ার মূল হইতে পারে না। এই প্রস্তাব-লেখক অনুমান করিয়াছেন যে ইহা “লাক্ষ্যণেয়” শব্দের অপভ্রংশ হইবে। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের উল্লেখ পূর্বেই হইয়াছে; তাঁহার অপ-ত্যার্থে “ক্ষেয়” প্রত্যয় যোগে লাক্ষ্যণেয় পদ সিদ্ধ হয়, এবং তাহারই ঐষদ্ অপভ্রংশে “লক্ষ্মণিয়া” হইয়াছে। এই ব্যক্তির প্রকৃত নাম, বোধ হয়, অশোক সেন ছিল। তাঁহার জন্ম-পূর্বেই তাঁহার

পিতামাতার বিয়োগ হওয়া প্রযুক্ত তাঁহাকে সেই নামে অভিষিক্ত করা হয়। ফলে অশোক সেনের মাতার উপলক্ষে লক্ষ্মণের মাতার প্রসব ও মৃত্যুর বিবরণ অদ্যাপি জনশ্রুতি আছে, এবং সেই প্রমাণে উভয়কে এক স্বীকার করায় হানি নাই। এই ব্যক্তি ৮০ বৎসর রাজ্য করে, এবং ইং ১২০০ অব্দে রাজ্যচ্যুত হয়, সুতরাং ইহার রাজ্যকাল ১১২০ হইতে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার কিঞ্চিৎকাল পূর্বে বল্লালসেন রাজা ছিলেন। প্রাচীন ও প্রামাণ্য “সময় প্রকাশ” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, যে উক্ত রাজা শকাব্দের ১০১৯, ইং ১১৭৭, বৎসরে “দানসাগর” নামক গ্রন্থের রচনা করেন*। এই দানসাগর গ্রন্থ বিস্তার; তাহার রচনা উক্ত বৎসরের বহুকাল-পূর্বে আরম্ভ না হইলে তৎসময়ে পূর্ণ হইতে পারে না। অপর বল্লালের কুলীন নির্ণয়াদি কার্য্যও দীর্ঘকাল রাজত্ব না হইলে সম্ভব হয় না। এবিধায় বোধ হয় যে আইন আকবরী গ্রন্থে ইহার যে রাজ্যকাল লিখিত আছে তাহা সত্য হইবে। সেই কাল ইং ১০৩৩ অব্দ। ইহা গ্রাহ্য না করিলেও সময়প্রকাশের উক্তি অগ্রাহ্য করিবার কারণ নাই; সুতরাং বল্লাল ১১ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বর্তমান ছিলেন ইহা মানিতে হইবে। ইহার পর ইহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন দীর্ঘকাল রাজ্য করেন, তাহার প্রমাণ “ব্রাহ্মণ সর্বস্ব” গ্রন্থে উপলব্ধ হয়। উক্ত গ্রন্থ তাঁহার মন্ত্রী হলায়ুধ রচনা করেন; এবং তেঁহ লিখিয়াছেন যে উক্ত রাজা তাঁহাকে তরুণবয়সে সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত করেন; পরে মধ্য বয়সে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন; এবং বার্ষিক্যে “ধর্ম্মাধিকার” পদে বরণ করেন। এই সকল ব্যাপার দীর্ঘকাল ভিন্ন সম্ভবে না। পরন্তু পূর্বে দৃষ্ট হইয়াছে যে বল্লাল ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দানসাগর

সম্পূর্ণ করেন। তৎপরে তিনি তিন বৎসর জীবিত থাকিলেও লক্ষ্মণের রাজ্যারম্ভ ১১০১ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবে এবং লক্ষ্মণেয়ের রাজ্যকাল যে রূপ পূর্বে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে তাঁহার রাজ্য-শেষ ১১২০ খ্রীষ্টাব্দের কএক বৎসর পূর্বে ঘটয়া থাকিবেক; কারণ তাঁহার পর তাঁহার দুই পুত্র মাধব ও কেশব সেন রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অন্ততঃ দেড় বৎসর করিয়া দিলেও লক্ষ্মণেয় কেশবের পুত্র এবং লক্ষ্মণের পৌত্র উপলব্ধ হয়।

প্রবাদ আছে, যে বল্লালের পিতার নাম আদিশূর, কিন্তু তাহা যে মিথ্যা ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; কারণ বল্লাল স্বয়ং আপন পিতার নাম বিজয় সেন বলিয়া দানসাগর গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। বাকরগঞ্জের তাত্রশাসনেও সেই রূপ বর্ণন আছে। পরন্তু এ প্রমাণ না থাকিলেও আদিশূর ও বল্লালে পিতা পুত্র সম্বন্ধ সম্ভব হয় না, কারণ প্রবাদ আছে যে আদিশূর কান্যকুজ হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করেন। তাহাদের বংশপরম্পরা-বাহুল্য হইলে বল্লাল তাহাদের কুল নির্দিষ্ট করিয়া দেন। এক পুরুষ মধ্যে এই বাহুল্য কদাপি সম্ভবযোগ্য নহে। কথিত আছে যে বল্লালের সময় ৫৩ বর কায়স্থ হইয়াছিল। ইহা পাঁচ পুরুষের নূন ঘটয়া উঠে না। পরন্তু বল্লাল হইতে সেই পাঁচ পুরুষ বীর সেন, সুতরাং বীরসেন ও আদিশূরে এক স্বীকার করিবার বাধা নাই। বীরসেন সেনবংশের আদি-পুরুষ, এবং “শূর” শব্দ “বীর” শব্দের পর্য্যায় মাত্র, অতএব বীরকে “আদিশূর” বলা অযোগ্য বোধ হয় না। পরন্তু একথা অনুমান মাত্র; ইহাতে আদিশূরের কোন দৃঢ় বিশ্বাস নাই। আদিশূর বীর সেনের পূর্ব রাজা স্বীকার করিলে কোন মতে অসংলগ্ন হইবে না। আদিশূর ও বীরসেন এক ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিলে তাঁহার রাজ্য কাল কি, ইহা প্রশ্ন হইতে পারে। তদুত্তরে কোন অকাট্য প্রমাণ

* নিখিল-নৃপচক্রবর্তী-শ্রী বল্লাল-সেন-দেবের।

পূর্বে শশিনবদনশমিতে শকাব্দে দানসাগরের রচিতঃ।

অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। অনেক অনুসন্ধান-
দ্বারা নিকৃপিত হইয়াছে যে ভারতবর্ষে রাজারা
গড়ে অষ্টাদশ বৎসর রাজ্য করিয়া থাকেন। এই
নিয়মে নির্ণয় করিলে আদিশূর বা বীরসেনের
রাজ্যারম্ভ ৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবে। এই অনুমান
কি পর্য্যন্ত গ্রহণীয় তাহার নির্ণয়ার্থে আমাদিগের
এক প্রবল উপায় আছে। ইহা বোধ হয় কেহই
অস্বীকার করিবেন না যে আদিশূর কান্যকুব্জ-
হইতে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আনয়ন করি-
য়াছিলেন। সেই কায়স্থদিগের বংশপরম্পরা সময়ে
সময়ে আপনাদিগের বংশের একজাই করিয়া নির্ণয়
করিয়া আসিতেছে, এবং সেই নির্ণয়গ্রন্থ অর্থাৎ
কুলজীতে ২৪ পুরুষের গণনা হইয়াছে। পরন্তু কু-
লীন-কায়স্থদিগের মধ্যে এইক্রমে ২৫—২৬—২৭—
ও ২৮ পর্য্যায় পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে। গণনার্থে গড়ে
২৬ পুরুষ ধরিলে বোধ হয় ন্যূনাতিরেকের
আশঙ্কা থাকিবে না। অপর ইহা নানা পরীক্ষা-
দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে গড়ে শত বৎসরে তিন
পুরুষ সম্ভব হইয়া থাকে, তদনুসারে কায়স্থদিগের
২৬ পুরুষে ৮৩৭ বৎসর গণনা হয়। অদ্যহইতে এ
৮৩৭ বৎসর গণনা করিলে ৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ উপস্থিত
হয়। এ অঙ্কের সহিত আমাদিগের পূর্ব নিকৃপিত
৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এত অল্প ভেদ আছে যে দীর্ঘকাল
সম্বন্ধে তাহা ভেদ বলিয়া কেহই স্বীকার করিবেন
না, সুতরাং তাহাই সর্বতোভাবে সম্ভবপর বলায়
কোন মতে আপত্তি হইবে না। এই সকল গণনার

সমষ্টি করিলে সেন-বংশের রাজ্যকাল নিম্নে লি-
খিত তালিকার অনুসারে নিকৃপিত হইবে। উক্ত
তালিকা, যথা—

নাম	রাজ্যারম্ভ
বীরসেন, অপরাভিধান আদিশূর	৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ
সামন্ত সেন	১০১২ এ
হেমন্ত সেন	১০৩০ এ
বিজয় সেন	১০৪৮ এ
বল্লাল সেন	১০৬৬ এ
লক্ষ্মণ সেন	১১০১ এ
মাধব সেন	১১২১ এ
কেশব সেন	১১২২ এ

লক্ষ্মণ সেন, অপরাভিধান অশোক সেন

বা সুসেন বা সূর সেন বা লাউ

সেন ১১২৩ এ

বখতিয়ার খিলজীকর্তৃক শোষো-

ক্তের রাজ্যচ্যুতি ১২০০ এ

এতৎ প্রস্তাবে উপসংহারে আমাদিগের এই
মাত্র কালই যে আমরা ইহাতে নিজ অনুসন্ধানের
উপর নির্ভর করিয়াছি, অতএব ইহাতে ভ্রম
থাকিলে ক্ষমতা সস্তাবনা। পাঠক মহাশয়দিগের
মধ্যে কাহার তাহা গোচর হইলে কিংবা এ বিষয়ে
তাহাদের নিকট কোন প্রমাণ থাকিলে তাহারা
আমাদিগের নিকট তাহা বিজ্ঞপ্ত করিলে আমরা
বিশেষ উপকৃত হইব।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র ।

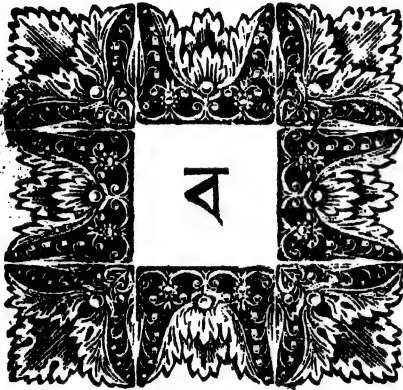
৩ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা ।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[২০ খণ্ড]

চীনের রেশম ।



হৃদে-পর্যটনে স্বদেশের মজল সাধিত হইয়া থাকে ইহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে । দুই জন উদাসীন ৫৫২ খ্রী-ষ্টাব্দে রোমান-ক্যাথলিক-ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশে পূর্বরাজ্য-সকল পরিভ্রমণ করিয়া চীন-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করত রেশমের কীটের চাস প্রত্যাশ করেন; এবং কীট-প্রতিপালন ও গুটীকহইতে রেশম বাহির করিবার প্রক্রিয়া সকল অবগত হইয়া ইউরোপে প্রত্যাগমন-পূর্বক প্রথম জর্জিনিয়ন্ সত্রাটকে তাহা বিদিত করেন । তদনন্তর পুরস্কার-প্রাপ্তির লালসায় তাহার পুনর্ব্বার চীনদেশে আগমন করেন । তথায় কিয়ৎকাল বাস করত দৈব অবকাশক্রমে কিঞ্চিৎ রেশমকীটের অণু সম্বল করত তাহা যষ্টির উদরে লুকায়িত করিয়া বুদ্ধি-কৌশলদ্বারা সন্দেহাকুল চীনবাসিদিগের মতকর্তাহইতে উদ্ধার হওত কমপোর্টমোপল নগরে তাহা আনয়ন করেন । কতকাল উদ্ভাপসাহায্যে তাহা প্রস্তুতি করত

অতি সাবধানে কীট-সকলকে তৃতপাতা আহা-দ্বারা পুষ্ট করে । তাহাতে ঐ কীট-সকল বর্জিত-শরীর হইয়া গুটিকা-নির্ম্মাণে প্ররক্ত হয় । এই প্রকারে কীট-বংশ বিস্তার হইলে তাহার গুটিকায় উত্তম রেশম প্রস্তুত হইতে লাগিল । উল্লিখিত ব্যাপার ইউরোপের একটি প্রধান ঘটনাকালে সম্পন্ন হওয়াতে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়াছে; যেহেতু ইহার কিঞ্চিৎ পরেই প্রাচীন লাতীন ভাষা অচল হইতে আরম্ভ হয় । পরন্তু প্রচুর অর্থ উৎপাদক রেশম দেশে আনয়ন করা সামান্য ব্যাপার নহে; ইহা স্বয়ংই চিরস্মরণীয়ের বিষয় ।

চীন অথবা পারস্য বা উভয়দেশেই সর্ব্বদো কোষে বস্ত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে । অদ্যাপি উক্ত দেশদ্বয়ে যে সকল কোষে বস্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট । ইউরোপখণ্ডে সাটিন বস্ত্র সর্ব্বদো নীত হইলে তাহার উৎপত্তি-বিষয়ে তত্রস্থ লোকদিগের ইদৃশ ভ্রম জন্মিয়াছিল যে, অনেকে তৎসম্বন্ধে কোতুকাবহ কম্পিত উপন্যাসের প্রতি বিশ্বাস করিতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন । কোন পক্ষ রেশমকে রক্তের শোয়া বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন । কেহ রক্তের স্বর্ণ, কেহ বা পুষ্পহইতে ইহার উৎপাদন অনুমান করিয়াছিলেন । কলতঃ তাহার দুঃপ্রাপ্তি-হেতু তাহা উচ্চ মূল্যেই বিক্রয়

পুলোকে হুত পত্র ভক্ষণ করাইবার প্রক্রিয়া।

THE HISTORY AND CULTURE OF SILK.



FEEDING THE SILK WORMS



CLEARING THE COCOONS

৪মী প্রস্তুত করণ প্রক্রিয়া।

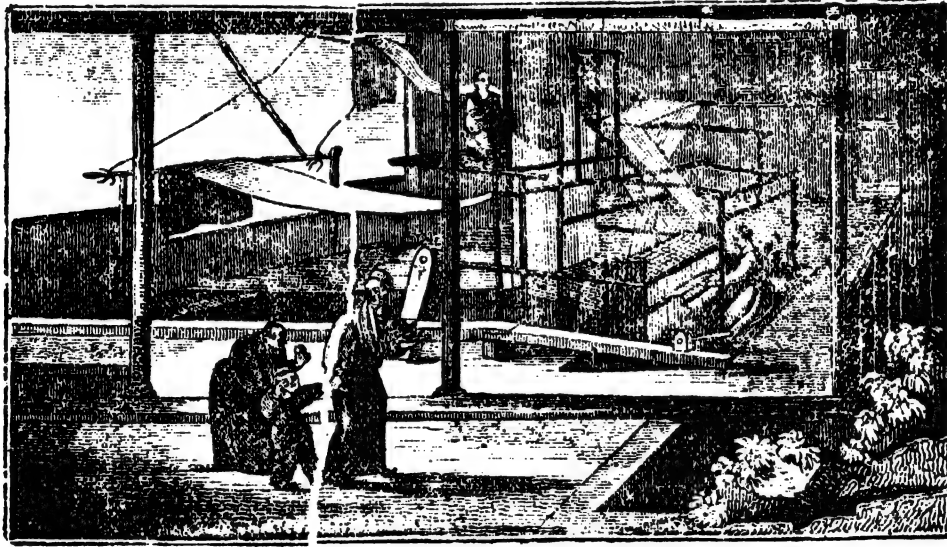
হইত। অর্জ সের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ লঘুভার কো-
ষের বস্ত্রের মূল্য সাতাইশ ভরি স্বর্ণ মুদ্রা নির্দিষ্ট
ছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে অরিলীয়ন্ সজাট প্রিন্স-
তমার সহিত একটা কোষের পরিচ্ছদ কিনিয়া
অন্যতঃ হইয়াছিলেন; কারণ তাহার মূল্য
পক্ষে অনায়াসে দেয় বোধ হয় নাই।

রেশমের কীট ইউরোপে নীত হওনাবধি ১৪৪৩
খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীক-জাতীয়েরাই তাহা স্বদেশ-
মধ্যে নিবদ্ধ রাখিয়াছিল। তৎপরে ১১৭ খ্রীষ্টাব্দে
সিনিলী-ঘীপের অধীশ্বর প্রথম রজর গ্রীস-দেশ
জয় করত কতকগুলি তত্ত্বাব্যকে স্বদেশে ধৃত করিয়া
আনয়ন করিলেন। তাহাদিগকে রেশমের চাষ ও

ওটাইতে রেশম প্রস্তুত করণ।



WINDING THE SILE FROM THE COCOONS.



CHINESE MODE OF WEAVING THE SILK.

কৌষেয়-বস্ত্র-বপন।

বাবসায়ে নিযুক্ত করিলে সিসিলীদ্বীপে কৌষেয় বস্ত্র প্রস্তুত হইবার সূত্রপাত হয়, এবং অল্পকাল তাহা সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তৎপরে স্পেন ও ইটালী দেশস্থ তত্ত্বাবায়গণ সিসিলী-দ্বীপ-বাসী-দিগের নিকট এতদ্ব্যবসায়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করে।

তদনন্তর প্রথম কুম্ভীসের আধিপত্য-সময়ে তা-হা ক্রমে কুম্ভীসদেশে ব্যাপ্ত হয়। মহারাণী মেরীর

রাজত্ব-কালে ইংলণ্ডে সাধারণ লোকের পক্ষে রেশমী বস্ত্র ব্যবহারের নিষেধ থাকাতো তাহা সম্ভ্রান্ত পদা-ভিষিক্ত বিশেষ মান্য ব্যক্তিরাই ব্যবহার করিতেন, অন্যে তাহা ধারণ করিলে দণ্ডার্ত হইত। প্রবাদ আছে যে অষ্টম হেনরী অত্যন্ত সুখাসক্ত ও বহুবায়ী ছিলেন। পরিচ্ছদ বিষয়ে তাঁহার অশেষ অর্থব্যয় হইত। তথাপি তিনি কৌষেয় বস্ত্রের দুষ্পাণ্যতা-

হেতু তৎপ্রতি মিতাচার অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাহার এক যোড়া কোষের মোজা ছিল তাহা প্রায় তোলা থাকিত; কোন মহাসমারোহ বা অসাধারণ উৎসব ব্যতীত তাহা ধারণ করিতেন না।

কোন দৈব উপায়দ্বারা ইংলণ্ডে রেশমবর্ণনের প্রথা নীত হয়। তদ্বিবরণ এই যে ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়মের শাসনকর্তা আণ্টোয়ার্প নগর জয় করাতে তিন দিবস উক্ত নগর লুট হয়। প্রজারা সেই আপদহইতে ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য স্থানে পলায়ন করে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি রেশমব্যবসায়ী লোক ছিল। তাহারা ইংলণ্ডে রেশমীবস্ত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। অধুনা তাহা ইউরোপখণ্ডের সর্বত্র ব্যবহৃত হওয়াতে যে কত লোকের উপজীব্যের হেতু হইয়াছে ও বাণিজ্যের কীদৃশ উপকার দর্শিয়াছে তাহা বর্ণন করা দুষ্কর।

অপিচ এই বঙ্গদেশমধ্যেই অন্যান্য দুই লক্ষ লোক এতৎ কার্যে নিযুক্ত আছে। তৃত্তপ্রধান-দেশে তৃত্তেরই চাস অধিক; এবং তৃত্তহইতে রুশকদিগের প্রচুর টাকা উপার্জিত হইয়া থাকে। এতদেশীয় রেশমকীটের বিবরণ “বিবিধার্থ সমুদ্র” নামক মাসিক পত্রে এক বার প্রকটিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া চীনদেশে ঐ কীটের কিরূপ সংস্কার করা হয় তাহারই বিবরণ প্রকটিত করা উদ্দেশ্য।

বোধ হয় পাঠকবৃন্দ সকলেই জ্ঞাত আছেন যে রেশমের কীট আজন্ম-মৃত্যু-পর্যন্ত চারি বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার প্রথম অবস্থা অণ্ড; তাহা সূক্ষ্ম গুরু রেণু সদৃশ। দ্বিতীয় অবস্থা কীট; তাহা শূর্য্যাপোকার সদৃশ। তৃতীয় অবস্থা গুটি; তৎকালে প্রাপ্তকৃত কীট স্বযুখ-নির্গত রেশমের কোষে আবদ্ধ থাকে। তিন সপ্তাহকাল পরে অর্থাৎ বহু থাকিবার পর উক্ত কীট রেশমকোষ হইতে বহির্গত হইয়া পতঙ্গরূপে নির্গত হয়। এ

পতঙ্গেরা দুই সপ্তাহ কাল জীবিত থাকিয়া কতকগুলি অণ্ড প্রসব করত মৃত হয়। এই অবস্থাচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম তিন অবস্থা রেশম-চাষীদিগের পক্ষে বিশেষ সমাদরযোগ্য, এবং তন্মধ্যে কীটাবস্থাই প্রধান; এই প্রযুক্ত প্রস্তাবিত পতঙ্গের সাধারণ নাম “পুলো” অর্থাৎ কীট হইয়াছে।

চীনদেশীয়দের মধ্যে একরূপ সংস্কার আছে যে পুষ্টিসাধন ও ঋতুর প্রভাবক্রমে রেশমকীটেরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য তাহারা কীটদিগকে উত্তম স্থানে রাখিয়া দেয়; এবং নিয়মিত সময়ে আহার প্রদানে ত্রুটি করে না। তাহারা বলিয়া থাকে যে পুলো যে পরিমাণে আহার প্রাপ্ত হয় সেই পরিমাণে রেশম প্রস্তুত করে। বস্তুতঃ ইহা পরীক্ষাদ্বারাও সাব্যস্ত হইয়াছে যে যে সঙ্খ্যক কীটেরা ২৫ দিবসে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাড়ে বার ছটাক রেশম উৎপন্ন করে, ঐ সঙ্খ্যককীট ২৮ দিবসে পরিণত হইলে দশ ছটাক, এবং চল্লিশ দিবসে পরিণত হইলে পাঁচ ছটাক রেশম উৎপন্ন করে। এতন্নিমিত্ত অণ্ড প্রস্ফুটিত হইলে অহোরাত্র আদ ঘণ্টা অন্তর এক ছটাক করিয়া আহার প্রত্যেককে প্রদত্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় দিবসে তাহার ন্যূন করিয়া দেওয়া হয়। এই রূপ কীটের বয়োবৃদ্ধিসহকারে খাদ্যেরও স্বপ্নতা ও তার-তম্য হইয়া থাকে। চীনদেশীয়েরা যে স্থানে কীটের বাসস্থান নির্মাণ করে, তাহা অত্যন্ত নিভৃত; এবং সে স্থানে কোন অপকারক গন্ধ প্রবেশ করিতে দেয় না। কোন পশ্বাদির গতায়ত বা শব্দও হইতে দেয় না। কথিত আছে যে অতি সামান্য শব্দেতেও কীটের অনিষ্টোৎপাদন করিতে পারে; বিশেষতঃ নবপ্রস্ফুটিত কীট সকল কাক ও কুকুরের ডাকে একরূপ ভীত হয় যে উত্তম রূপে রেশম উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। কীটের তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত এক পরিচালিকা যোবা সর্বদা

নিকটে উপস্থিত থাকে। এই রমনাকে চীনেরা “আশীমা” বলিয়া থাকে। এক জন চীনগ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে কীটরক্ষক কামিনীগণ আহা-রাস্তেই কিংবা অশুচি গাঙ্গে অথবা গৃহকার্য্য করিতে করিতে কীটগৃহে প্রবেশ কদাচ করে না। এতদেশীয় চামা লোকেরা তদ্রূপ অশুচির আশ-ঙ্কায় সর্বদা সাবধান থাকে। দৈবায়ত্ত যদি উচ্ছিষ্ট মুখে “পুলোর ডালা” কেহ স্পর্শ করিলে তৎক্ষ-ণাৎ কৃষকেরা কপালে করাঘাত করে। এক অহো-রাস্তেই পুলোর বৎসর সম্পন্ন হয়, এবং এই অত্য-স্পকাল মধ্যেই তাহাদিগের ঋতুচতুষ্টয়ের ভোগ হইয়া থাকে। চীনজাতীয়েরা কহে যে প্রাতঃ-কাল তাহাদের বসন্ত, মধ্যাহ্ন গ্রীষ্ম, সায়ং বর্ষা এবং রাত্রি শীত কাল বলিয়া গণনায়।

গুটিকাহইতে যে প্রকিয়াদ্বারা রেশম বাহির করা হইয়া থাকে, তাহা প্রায় অবিকল এতদেশের প্রথার অনুরূপ। ৩৩ পৃষ্ঠায় যে চিত্র মুদ্রিত হই-য়াছে তাহার প্রথমে পুলো তৃতপাতা খাইতেছে। ও দ্বিতীয়ে গুটিকা নির্মাণ করিতেছে। ৩৭ পৃষ্ঠার চিত্রে গুটিকাহইতে রেশম নির্গত হইতেছে, ও কোষের বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। উল্লিখিত রেশম আদৌ উজ্জ্বল-পীত-বর্ণ হয়। কিন্তু হেমন্তের শেষে যে রেশম প্রস্তুত হয় তাহা শ্বেতবর্ণ ও অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া মান্য।

রীবা রাজ্য ।



ড়িয়া প্রদেশের পশ্চিম এবং গোদাবরী নদীর উত্তর ভাগে গোণ্ডবান প্রদেশস্থিত আছে। উল্লিখিত প্রদেশের মধ্যে এক অতি সুপ্রসিদ্ধ জনপদ আছে, তাহার নাম বঘেলখণ্ড। রীবা নগরী তা-

হারই রাজপাট বলিয়া বিখ্যাত। বঘেল-খণ্ডের পশ্চিম ভাগে বৃন্দেলখণ্ড, পূর্বাংশে ছোট নাগপুর প্রদেশ। উক্ত রাজ্যের মধ্যে সুবিখ্যাত শোণ নদ অপর সকল শ্রোতস্বতী অপেক্ষা বৃহৎ। শোণের প্রাচীন নাম স্বর্ণনদ। স্বর্ণের অপভ্রংশে “শোণ” শব্দ অধুনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোণ্ডবান-প্রদেশের মধ্যে অমরকণ্টক-নামে অতি-প্রাচীন এক তীর্থস্থান আছে; উল্লিখিত নদ তথাহইতে উদ্ভূত হইয়া বঘেলখণ্ডের উত্তরদিগভিমুখে গমন করত পুনর্বার পূর্বমুখ হইয়া পাটনার নিকট গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। ইহা প্রায় ৫০০ শত জ্যোতিষী ক্রোশ ব্যাপক। ইহার উৎপত্তিস্থান শোণভদ্র বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিম্বদন্তী আছে যে পর্বতগর্ভস্থ উৎসের সহিত শোণনদের সং-স্রব আছে।

পূর্বে বঘেলখণ্ড এবং রীবা-নগরী প্রাচীন-কলি-ঞ্জর রাজ্যের চতুর্থাংশমাত্র ছিল। উক্ত জনপদ হিন্দুদিগের বহুকালীন-দোদর্শু-প্রতাপের কীর্তি-স্তম্ভ-স্বরূপ ছিল। কলিঞ্জরের দুর্গ গালিয়রের বিখ্যাত দুর্গাপেক্ষা অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। যবন-ইতিহাসবেত্তাগণ কলিঞ্জরের প্রায় সহস্র বৎ-সরের ভূতপূর্ব রাজাদিগের রত্নাস্ত্র লিখিয়াছেন। হিন্দু-আধিপত্যের পরম শত্রু, ভারতবর্ষের অশুভ-গ্রহ, ঔরঙ্গজেব কলিঞ্জরের রাজপাট ধ্বংস হেতু পুনঃ পুনঃ তাহা আক্রমণ করেন, কিন্তু হিন্দুমহীপালরম্ভের অসাধারণ বাহুবল ও অস-ম্ভব তেজস্বিতায় তাহা সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করি-তে না পারিয়া সোহাগপুর ও বঘেলখণ্ড নামতঃ আলাহাবাদের অধীনতায় আবদ্ধ করত প্রতি-নিরত্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে কথিত জনপদের পরিধি ২২৫০ বর্গ ক্রোশ নির্দিষ্ট ছিল।

রীবা-নগরী মধ্যে এক পাষাণময় দুর্গ আছে। তাহার চতুঃপার্শ্ব প্রস্তরপ্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত।

দুর্গের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলে তৎপার্শ্ববর্তিনী বিছা নদীর সুমন্দতরঙ্গাবলী কল্লোলিত হইতেছে, কখন ফেনপুঞ্জদ্বারা রঞ্জিত হইতেছে, কদাপি মন্দ-মন্দ-বায়ু-প্রবাহে শীতল হইতেছে, অবলোকিত হয়। সেই তরঙ্গ তটে ভূতপূর্ব সৈনিকেরা বারংবার যবন-দিগকে পরাস্ত করত দূরীভূত করিয়াছিলেন।

দুর্গের মধ্যে রাজসদনই সর্ব্ববৃহৎ, এবং তাহা সাধারণ রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা অতিদীর্ঘ। তাহাও পাষাণদ্বারা নির্মিত। রীবা রাজধানী অবধি রায়-পুর পর্য্যন্ত ভূমি অত্যুর্বরা, এবং স্থানে স্থানে উত্তম দীর্ঘিকা দ্বারা জলাকীর্ণ। মহারাজা জয়সিংহ দেবের রাজপাট বলিয়া এই রাজ্য অত্যন্ত প্রাচীন মধ্যে গণ্য, এবং ইহার অধিপতিরা শ্রীরামচন্দ্রের বংশাবতঃ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, এবং সেই অভিমানও যে মিথ্যা ইহা বলা যায় না। ইহার পূর্ব ইতিহাসের এ স্থলে বর্ণন অভিপ্রেত নহে।

ইহার সহিত ইংরাজদিগের সংগ্রব ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে সঞ্জন হয়। উক্ত বর্ষে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধাব হওয়াতে এক সৌহার্দ্য-সন্ধি সমাধা হয়, এবং তদবধি ইংরাজেরা মহারাজের অধিকারমধ্যে তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকারে সম্মত আছেন। পরন্তু মহারাজ ঐ সন্ধি দ্বারা আত্মপক্ষে এবং বিধি অঙ্গীকারের বশীভূত হইয়াছিলেন, যে যদ্যপি কোন শত্রু বা বিদ্রোহী অথবা কোন অপরাধী ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের অধিকার-হইতে পলায়িত হইয়া তাঁহার অধিকারের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাহার দণ্ড হইয়া ইংরাজ গবর্ণমেন্টে অর্পিত হইবে। ভবিষ্যতে কর্তব্যে তাহা না হওয়াতে উভয় পক্ষে আন্তরিক যুদ্ধ করিবার বাসনা হয়। কিন্তু আর এক সন্ধি দ্বারা তৎকালে তাহা স্থগিত করিয়া রাখা হইয়াছিল।

শেষোক্ত সন্ধি সমাধা হইলে ভূপতি পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান করেন। তদর্থে অনেকে সন্দেহ

করিয়াছেন যে অধীশ্বর আপন অঙ্গীকার রক্ষা করিতে অন্যথা করা হেতু পুত্রের প্রতি রাজ্যভার দিয়াছিলেন। ফলতঃ তাহা বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না; যেহেতু অতঃপর নৃপতি অপবাদ-হইতে নিমুক্ত হওনাভিনায়ে পুত্রকে প্রতিভূ-প্রদানেও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

পরন্তু ইতিমধ্যে রীবার অধীনস্থ কতকগুলিন সৈন্য ব্রিটিশ-সেনাদিগকে আক্রমণ করাতে পুনশ্চ যুদ্ধের উপক্রম হয়। তৎপ্রযুক্ত ইংরাজেরা এন্তোরীর দুর্গ আক্রমণ করিলে মহারাজের সৈন্যেরা মহাপরাক্রমের সহিত ইংরাজদিগকে প্রতিরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে সম্মুখ যুদ্ধে অপরগ হইয়া ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ৪টা ডিসেম্বর লেফটেনেন্ট কর্নেল আর্ডাস সাহেবের নিকট পরাভূত হয়।

তৎপরবৎসর মার্চ মাসের একাদশ দিবসে আর এক সন্ধি হয়। তাহাতে ইংরাজেরা এন্তোরী আক্রমণ-করণ-কালীন যে যে স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন সে সমস্তই প্রত্যর্পণ করেন; এবং প্রতিজ্ঞা-রক্ষার নিমিত্ত এক প্রতিভূ প্রদানেও সম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু রীবাধিপ তাহা গ্রহণ করেন নাই। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ জয়সিংহ দেবের পরলোক প্রাপ্তি হয়। তৎপর মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহ পিতার আসনে অধিকৃত হইয়াছিলেন। তদনন্তর বর্তমান মহারাজা রঘুরাজসিংহ পৈতৃক রাজ্যের রাজমুকুট প্রাপ্ত হইয়া আধিপত্য করিতেছেন। অল্প দিবস হইল কলিকাতা নগরীতে তাঁহার আগমন হেতু দুর্গহইতে তোপ ধনি হইয়াছিল; এবং গবর্ণরজেনারল প্রণয়সম্ভাষণদ্বারা তাঁহার সহিত সন্ধাবের চিহ্নপ্রকাশে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। রীবা রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব বিংশতি লক্ষ মুদ্রা। তাহার অধীনে ৪০০০ সহস্র সৈন্য নিযুক্ত আছে। কিন্তু প্রয়োজনমতে দশ বা দ্বাদশ সহস্র সৈন্য অনায়াসে সম্বাহিত হইয়া থাকে।

অপূর্ব নথ্য।

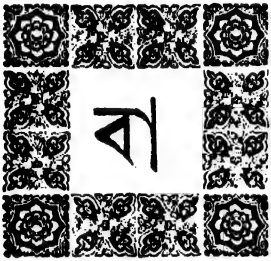


ঠাকুরদাস, “অলঙ্কার” কাহাকে বলে ইহা আপনারা কেহ স্থির করিতে পারেন? রমণীদিগের বোধে কোন্ দ্রব্যই বা অলঙ্কার ও কি বা না ইহার নিরূপণ করিতে আমরা পরাস্ত হইয়াছি। মনে করিতাম যে বেসর, বাঁকমল ও নাকচাবী ঔড়ুদিগের শিল্পের দোষে ঘটয়া থাকে, কিন্তু তাহা মানিলে কি কারণে কটকের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রোপ্য ও স্বর্ণের অলঙ্কার বঙ্গদেশীয় স্বর্ণকারদিগের গঞ্জনস্বরূপ হইয়াছে ইহা স্থির করা দুষ্কর হইয়া উঠে। আর তাহারই কোনরূপে গতি করিলে পশ্চিমাঞ্চলের স্বর্ণ-টীপের সহিত তুলনায় নাকচাবীরই বা তাদৃশ অপরাধ কি? আর পশ্চিমাঞ্চলীয়া ললনারা যে কেবল ঐ টীপেই তৃপ্ত থাকেন এমত নহে। দিল্লীর বিগত পাদশাহের পরিবারেরা এবং সূতরাং তদৃষ্টে অপর ধনাঢ্য মহিলারা “নজরবন্ধ” নামক এক স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা প্রায় একটা টাকা-পরিমাণ রহৎ হয়; এবং তাহা নয়নের উভয় পার্শ্বে মোম দিয়া আঁটিয়া দেন। ইহারা ভারতবর্ষের অপর সকল মহিলা-হইতে অধিক সভ্য বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু ইহাদের এই “নজরবন্ধ” ও কটকের নাকচাবীতে সভ্যতা-বিষয়ে প্রভেদ কি তাহা নিরূপিত হয় না। কলিকাতায় প্রাচীন “টেঁড়ী ঝুমকার” পরিবর্তে কর্ণফুল ও তৎপরিবর্তে বোঁদা কাণ-বালা উন্নতিকল্প বলিয়া স্বীকার করিতে হইত, কিন্তু সম্প্রতিকার “কাণ” নামক গহনার গুরুতা টেঁড়ীর গুরুতাহইতে স্বতন্ত্র কি না তাহা স্থির করা ভার। সে যাহা হউক কলিকাতায় এমত নবীনা

বরাঙ্গনা কে আছেন যিনি নথের সমাদর না করেন? হইতে পারে যে কেহ কেহ ক্ষুদ্র পরিসর “বাজালী নথ,” কেহবা রহদব্যাস “খোঁটাই নথ” যাহার মধ্য দিয়া একটা স্থূল মূর্তি গলিয়া যাইতে পারে, ইহার অন্যতর মনোজ্ঞ মনে করেন; কিন্তু নথের দ্বেষী কেহই নহেন। বলদের নাসিকার ন্যায় মনুষ্য-নাসিকা ফুড়িয়া দেওয়া নিন্দনীয় বলিলে অনেক নবীন বাবু কোপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া কহিয়া থাকেন যে সভ্যশ্রেষ্ঠ ইংরাজী বীবীদিগের কর্ণ-বেধে ও বাঙ্গালী বরাননাদিগের নাসিকাবেধে ভেদ কি? এ কথায় গৌরান্থানুরাগীদিগের প্রতিবাদীরা সূতরাং নিরস্ত হইয়া থাকেন। এবিষয়ে আমাদিগের বোধ ছিল যে নথ ভারতবর্ষেরই স্বতন্ত্র অলঙ্কার; ইহা ভূমণ্ডলের অপর কুত্রাপি নাই। কিন্তু সম্প্রতি ইহার এক প্রতিযোগী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আফরিকা দেশের এক জাতীয় ললনাদিগের নথপরিধানের লালসা অতিশয় প্রবল; তাঁহারা শিশুর মোটা বালা সদৃশ স্থূল ও তদাকার নথ বানাইয়া থাকেন; কিন্তু তাহা নাসায় না পরিয়া ওষ্ঠে ধারণ করেন। ভারতবর্ষের নথ সুবর্ণনির্মিত হইয়া থাকে, এবং অধিকারিণীর অবস্থাভেদে তাহাতে প্রকৃত বা কাম্পানিক মুক্তা অথবা রূপার “ঠোস” দিয়া অভিপ্রায় সিদ্ধ করা হয়। কথিত ললনাদিগের দেশে স্বর্ণকার সুপ্রাপ্য নহে ও সুবর্ণও প্রচুর নহে, সূতরাং তাঁহাদের নথ সুবর্ণে না হইয়া ব্যক্তিদিগের অবস্থা-ভেদে বংশ বা হস্তিদন্তে নির্মিত হয়, এবং যেহেতু সূক্ষ্ম বংশ বা হস্তিদন্ত অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ এই প্রযুক্ত উহা অত্যন্ত স্থূলরূপে প্রস্তুত করা হয়। ঐ নথধারণের নিমিত্ত প্রস্তাবিত রূপাঙ্গনারা বাল্যকালে ওষ্ঠের মধ্যভাগে এক ছিদ্র করেন; ঐ “ঠোট-বিধানী” আমাদিগের কাণবিধানীর প্রতিকৃপ। উক্ত ওষ্ঠবেধ-কার্য্য শেষ হইলে ঐ ছিদ্রে ললনারা

একটি শলাকা দিয়া রাখেন, এবং ক্রমশঃ শলাকার সুলতা বৃদ্ধি করিলে ওঠের ছিদ্রটি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং অবশেষে তাহা এতাদৃশ বৃহৎ হয় যে তন্মধ্যে কনিষ্ঠাঙ্গুলী প্রবিষ্ট হইতে পারে ; এবং তদবস্থায় তন্মধ্যে পূর্বোক্ত নথ দিয়া কথিত লল-নারা আপনাদিগের রূপলাবণ্যের শোভা পরি-বর্জন করেন। এই অপূর্ব নথের নাম “পিলিলী”। আমাদিগের ভূবনমোহিনীরা কি কেহ নূতন বলি-য়া এই পিলিলী ধারণ করিবেন?

বামন ।



মনের দৈহিক-খর্বতা-বিষয়ে অনেক উদ্ভট উপন্যাস প্রচ-লিত আছে। পরন্তু তাহা দশ অসম্ভব ও অতিবাদ বর্ণনায় প্রকম্পিত তাহাতে যেসত্যের

আভাস মাত্র আছে এমত উপপন্ন হয় না। গ্রীক লোকেরা এতদেশীয় বালখিল্লের সদৃশ অল্পপ্ৰমাণ এক জাতীয় মনুষ্যের আকৃতি বি-খ্যাস করিত। অধিকন্তু তাহার সারস পক্ষীর উপ-জীব্য বলিয়াও প্রবাদ ছিল। আবশিনীয়া-দেশ পর্য্যটকেরাও তাদৃশ খর্বাকৃতি আর এক জা-তীয় মনুষ্যের বিবরণ পরিজ্ঞাত ছিল। কলতঃ মানব-দেহ-তত্ত্বজ্ঞেরা বিবিধ বিভাবনাধারা স্থির করিয়াছেন যে, “অসম্ভব আকৃতি বা অত্যন্ত খর্ব দেহের উপপত্তি আভাবিক নিয়মে সম্ভবে না।” তন্নিবন্ধন বামনের দৈহিক খর্বতা-বিষয়ে যে সকল প্রামাণ্য ইতিহাস অধুনা প্রাপ্ত হওয়া গি-য়াছে তাহা ব্যক্তিবিশেষের বর্ণন, কোন জাতি বি-শেষের বর্ণন নহে তাহাতে সন্দেহ মাত্র থাকে না।

কেত্রিশিয়স্ এক ব্যক্তির অবয়বের কথা উল্লেখ

করিয়া কহিয়াছেন যে তাহার শরীর ৪০ বুকল মাত্র দীর্ঘ ছিল। প্রায় ৮০ বৎসর অতীত হইয়াছে তমাস কোটস্ নামা এক ব্যক্তি দুই হস্তের কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ছিল। গ্যাসপার্ড বৃতির্ন সাহেব কহিয়াছেন যে তিনি এক বামন দেখিয়াছিলেন সে দুই হাত মাত্র দীর্ঘ ছিল। ৫০ বৎসর অতীত হইল, লীডস্ নগরে এক বামনের মৃত্যু হয় তাহার নাম জন মার্শাল। সে দুই হাতের অতিরিক্ত উচ্চ ছিল না। তাহার পত্নী আটটি সন্তান প্রসব করিয়াছিল। কিন্তু তা-হার আকারগত লক্ষণে পিতার সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় নাই। চতুর্থ জর্জের সময়ে ইংলণ্ডে এক বামন আনীত হইয়াছিল। সে জাঁদরেলের পরিচ্ছদ পরি-য়া এবং বুট জুতা পায় দিয়া নগরমধ্যে একপ ভ্রমো-ক্রমে পরিভ্রজন করিত যে সহসা তাহাকে দেখিলে বোধ হইত কোম সম্ভ্রান্ত সৈনিক স্বদর্পে যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া এই মাত্র প্রত্যাগমন করিতেছে।

চারিঙ্ক্রস্ নামক স্থানে এক বামন নীত হয় তা-হার দৈহিক পরিমাণ দুই হস্ত দীর্ঘ ছিল। কিন্তু তৎকালে তাহার বয়ঃক্রম ৩৩ বৎসরের অধিক ছিল না। অথচ তাহার শরীর কুজ বা কুঞ্জী দেখা-ইত না। তাহাকে সকলে “ব্ল্যাক্ প্রিন্স” “বা-রুম্ রাজকুমার” বলিয়া ডাকিত। তাহার জী ৩০ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও দুই হস্তের নূন ছিল। তাহার কলেবর ঋজু ও রমণীয় রূপ ও লা-বণ্য বিশিষ্ট ছিল। তজ্জন্য কোতুকপ্রিয় লোকেরা তাহাকে “পরীর রানী” বলিয়া ডাকিত।

৪০ বৎসর অতীত হইল বার্থোলোমিউ নামক হট্টে সাধারণের দৃষ্ট্যর্থ্যে এক বামন মীত হয়, সে দুই হস্ত অপেক্ষাও খর্ব ছিল, তাহার নাম লাই-ডিয়া ওয়াল পোল, এবং তাহার দৈর্ঘ্য এক হস্ত ১৭ বুকল মাত্র ছিল। এড্রা নগরে এক বুকব-নিষ্ঠাতা বামন এতাদৃশ খর্ব ছিল যে লোকে উপহাস করিয়া তাহাকে মির্জার চুড়া বলিয়া

থাকিত। তাহার জী তাহা-অপেক্ষাও খর্ব ছিল; সে ১ হাত ১৩ বুকল মাত্র দীর্ঘ ছিল। সে একটি সম্ভান প্রসব করিয়া পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হয়। অপর চেরেসা নামী কসিকা-দেশীয়া এক কামিনী অত্যন্ত সুন্দরী বলিয়া “পরী” নামে বিখ্যাতা ছিল। বরাজনা কামিনীরা যাদৃশী কোমলাঙ্গী এবং ললিতলাবণ্যবতী হইয়া থাকে, উক্ত রমণী খর্ব-রমণীমণ্ডলমধ্যে তাদৃশী সুন্দরী বলিয়া সর্বা-গ্রগণ্য ছিল। স্কটলণ্ড-দেশে ৩০ বৎসর-বয়স্ক এক বামন ইংলণ্ডে নীত হয়; সে দুই হাত পরিমিত দীর্ঘ ছিল। সে এতাদৃশ বিদ্বান্ ছিল যে অধ্যাপক উপাধি লইয়া বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগকে পুরাতত্ত্ববিষয়ে উপদেশ প্রদান করিত।

কয়রো-রাজধানীতে কোন সাহেব এক হাত উচ্চ একটি বামন দেখিয়াছিলেন; তাহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছিল। ২৫ বুকল দীর্ঘ এক রমণীর গর্ভে একটি সম্ভান উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বার্থ সাহেবের সঙ্কলিত পুস্তকে একটি ৩৭ বর্ষীয়া রমণীর রক্তান্ত দৃষ্ট হয়। উক্ত রমণী এক হস্তের তিন পাদ মাত্র দীর্ঘ ছিল। বাথোলিমিউ নামক হটে একটি রমণী আনীত হয়, তাহার শরীর এক হাত মাত্র দীর্ঘ ছিল, কিন্তু একখানিও অস্থি সম্পূর্ণ ছিল না। সে উত্তমরূপে পালন করিত এবং সকলের সহিত আলাপ ও কথোপকথন করিত।

জেকরী হড্‌সন্‌ নামক স্কটলণ্ড-প্রদেশীয় এক বামন বকিংহাম-প্রদেশের ডিউকের নিকট থাকিত। তাহার দেহ এক হাতের অধিক দীর্ঘ ছিল না। একদা প্রথম চার্লস্‌ রাজা সজীক হইয়া উক্ত ডিউকের ভবনে গমন করিয়াছিলেন; সেই স্থলে ঐ ডিউক তাহার তৃপ্তিনাথনের নিমিত্ত হড্‌সন্‌কে জাঁদরেলের পরিচ্ছদ ও অস্ত্র পরাইয়া এক পিষ্টক-

মধ্যে আরত করত রাজসমীপে প্রদান করেন। রাজা ভক্ষণ করণার্থে ঐ পিষ্টক কাটিয়া মাত্র বামন ঐ পিষ্টকহইতে লক্ষ দিয়া নির্গত হইল। রাজ্ঞী তদৃষ্টে যৎপরোনাস্তি কোতৃহলাক্রান্ত হওত তাহাকে ডিউকের নিকটহইতে চাহিয়া লন। হড্‌সন্‌ সময়ে সময়ে উৎকট কন্‌র্মে প্রেরিত হইলেও তাহা উত্তমরূপে নির্বাহ করিতে পারিয়াছিল। একদা রাজসভায় অভিনয় কালে এক রহৎকায় দ্বায়পাল রজস্থলে হড্‌সন্‌কে আপন পরিচ্ছদের বগলীহইতে বাহির করাতে দর্শকগণ কোতুকাবিষ্ট হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। হড্‌সন্‌ তাদৃশ সময়ে পরিহাসে কদাচ বিরক্ত হইত না। কিন্তু অন্য সময়ে উপহাস বা ব্যঙ্গ করিলে তাহার একপ ক্রোধান্বিত জ্বলিয়া উঠিত যে এক এক সময় তাহার দিক্‌-বিদিক্‌ বোধ থাকিত না। এক বার হড্‌সন্‌ কোন কার্যোপলক্ষে বিদেশ গমন করিয়াছিল। তথায় কোন ব্যক্তি ব্যঙ্গ করাতে হড্‌সন্‌ তৎপ্রতিকূল প্রদানার্থ তদ-গুণেই পিস্তল গ্রহণপূর্বক যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। তাহার প্রতিপক্ষ পুনর্বীর ব্যঙ্গ-প্রকাশচ্ছলে একটা পিচ্কারী লইয়া সজ্জামে উদ্যত হওয়াতে হড্‌সন্‌ গর্ব প্রকাশ করিয়া কহিল, “পুনঃ পুনঃ ব্যঙ্গ করিয়া একপে যুদ্ধে বিমুখ হওয়ায় পোকষ নাই। নীচ পিস্তল লইয়া আইস, তাহা হইলেই কে ভদ্র তাহা স্থির হইবে।” তৎপর উভয়ে সজ্জামে প্রবৃত্ত হইলে হড্‌সন্‌ই জয়লাভ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্বে এই বামনের মৃত্যু হয়। প্রসিদ্ধ আছে যে হড্‌সন্‌ মৃত্যুর কিয়ৎকাল-পূর্বে কোন রাজবিদ্রোহিতা-দোষের নিমিত্ত কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং তথায়ই তাহার মৃত্যু হয়। অক্সফোর্ডের এক আশ্চর্য্য-দ্রব্য-সমুহ-গৃহে কয়েক বৎসর হইল তাহার গাত্রাভরণ পরিচ্ছদাদি রক্ষিত হইয়াছিল।

এতাদৃশ আর একটি বামনের দৈহিক-খর্বতা-বি-

যে প্রবাদ আছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহার জন্ম হয়। তাহার দুই বাছ অসম্ভব দীর্ঘ ছিল। কিন্তু দেহের অতিশয় খর্বতা প্রযুক্ত সে বাছদ্বারাই ভ্রমণ করিত। ভ্রমণ কালে দেহটি প্রায় দেড় হাত উর্দ্ধে ঝুলিয়া থাকিত।

যৎকালে ইউরোপ-খণ্ডে করাসিদিগের বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন স্থানে স্থানে ডাক বন্দ হওয়াতে আবশ্যকীয় পত্রাদি পাঠাইবার উপায় ছিল না। তন্নিমিত্ত একটা বামনকে ক্ষুদ্র শিশুর পরিচ্ছদ পরাইয়া এক আয়্যার হস্তে তাহাকে অভি-লম্বিত স্থানে পাঠান হইয়াছিল। উহার টুপীর মধ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় পত্র গোপনীয় ছিল, কিন্তু তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। সে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

ষষ্ঠীয় চার্লসের সময়ে রিচার্ড ও আন্ জিবসন্ নামক এক বামন দম্পতীর রক্তান্ত ঋত হওয়া যায়; তাহারা উভয়ে একত্রে মিলিলেও দীর্ঘ তিন হাত হইত না। প্রবাদ আছে, পূর্বোক্ত ভূপতি তাহাদিগের উভয়ের পরিণয় সমাধা করাতে প্রসিদ্ধ ওয়ালার কবি তদ্বিষয়ে কতিপয় রহস্য-ব্যঞ্জক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

কলীয় এব° পোলণ্ড দেশে বামনের প্রাদুর্ভাব অধিক, এব° কলীয় সম্রাট পিতর বামনদিগের সহিত সর্বদাই আমোদ প্রমোদ করিতেন। তিনি একদা প্রায় বারোটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র বামনকে এক-থান গাড়ীতে তুলিয়া নগর মধ্যে বেড়াইতে আ-দেশ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের উপযুক্ত বিবাহও দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ঐ বামনসকলের বংশ রক্ষা পায় নাই।

করৌলী রাজ্য ।

আগরা নগরহইতে প্রায়সমুত্তি জ্যো-
তিষী ক্রোশ অন্তরে পঞ্চপৌরী-
নামী নদীর তটে করৌলী নামে
একটি নগর আছে, তাহা সুপ্র-
সিদ্ধ যদুবংশীয় ভূপালরম্ভের এক ক্ষুদ্র রাজ-
পাট বলিয়া বিখ্যাত। উহার প্রাচীন নাম
কেকলী। যদুবংশীয় রাজাদিগের প্রাচীন রাজ-
ধানী বিয়ানা নগরী (ব্যান) এক সময়ে
সমস্ত আগরা প্রদেশের রাজপাট হওয়াতে
মথুরা রম্ভাবন ও কান্যকুব্জ তাহার অধিকারের
অন্তর্ভূত হইয়াছিল। বিয়ানা নগরী নব্য আগরা
নগরহইতে ২২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। উক্ত
নগরী ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বাদৌ যবনদিগদ্বারা
অধিকৃত হইয়াছিল। আবুল ফজল লিখিয়াছেন
যে সুলতান সেকন্দর লোদী যৎকালে এতদ্দেশে
আধিপত্য বিস্তারপূর্বক বিয়ানা নগরীতে তাঁ-
হার রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন, তৎকালে
নব্য আগরা-নগর তাঁহার অধিকারভুক্ত একটা
সামান্য গ্রামমাত্র ছিল। পঞ্চাৎ অকবর বাদশা-
হের সাম্রাজ্যকালে ঐ স্থানে রাজপাট স্থা-
পিত হয়; এব° ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উহার
আয়তনের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে
যে পিতৃভক্তি-পরায়ণ পরশুরাম এব° অকব-
রের সভাসদ সুপ্রসিদ্ধ আবুল ফজল ঐ বিয়ানা
নগরীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

অকবরের প্রযত্নে আগরা নগর ক্রমে খাঙ্কি-
মস্ত হইয়া উঠিলে বিয়ানা নগরী ক্রমশঃ গ্রীহীন
হইতে লাগিল। অতঃপর জৈনমতাবলম্বী লো-
কেরা তন্মগর অধিকার করিবার কিঞ্চিৎ পূর্বে
তত্রস্থ ভূপালগণ করৌলীতে নব্য রাজপাট
স্থাপন করাতে তাহা একেবারে ভগ্নদশাশ্রিত

হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক নব্য রাজপাট করোলা বহুকাল তাঁহাদিগের অধীনে স্থিত হয় নাই; যে-হেতু যবনদিগের প্রভাব লোপ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা মধ্যভারতবর্ষে এবং রাজবারা-প্রদেশে আপনাদিগের বীর্য্য-বিস্তার-পূর্বক প্রায় সমস্ত ভূপালগণকে স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। করোলার অধীশ্বর মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট পরাভূত হইয়া ২৫ হাজার টাকা কর প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। অনন্তর ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হওয়াতে পূর্বোক্ত কর রহিত হয়। কিন্তু ইংরাজদিগের আবশ্যক মতে করোলার মহারাজ সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ সন্ধি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সমাধা হয়। তৎপরে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আর কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু ঐ অব্দে মহারাজা হরিভক্তপালের লোকান্তর হয়। তিনি অতি বিবেচক ও সদৃশ্যবিশিষ্ট রাজা ছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি হওয়াতে অনেকে তৎপ্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। রাজার উত্তরাধিকারী কেহই না থাকাতে রাজ্যের কুলীনবর্গ ও ভদ্র লোকগণ একত্রিত হইয়া প্রতাপপাল নামক এক রাজ-জ্ঞাতিকে তাঁহার শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতে লাগিলেন, “অদ্যাবধি ইনিই স্বর্গীয় মহারাজের প্রতিনিধি হইলেন। যদি অন্তঃপুরে মহিষীগণের মধ্যে কেহ অন্তঃসত্তা না থাকেন তবে অদ্যাবধি ইনিই আমাদের ভূত-পূর্ব মহারাজের রাজত্বের অধিকারী হইলেন।” এই উক্তির পর অভিষেকসূচক নানাবিধ প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

কিয়দিবস অতীত হইলে জনশ্রুতি-পরম্পরা-দ্বারা রাষ্ট্র হইল যে মৃত মহারাজের এক মহিষী পূর্ণগর্ভা আছেন। কিন্তু মহারাজা প্রতাপপাল ইহা শ্রবণ মাত্র তৎখণ্ডে সমুচিত চেষ্টাশ্রিত হইয়া

নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। যাহা হউক জনরব পরিশেষে মিথ্যা হইয়াছিল। জনশ্রুতি আছে যে রাজমহিষীগণ কোন কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া মহারাজা প্রতাপপালের প্রতিকূল হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছিলেন।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুরের অধিপতি দুর্জন-শাল ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে করোলার মহারাজা তৎপক্ষে উত্তরসাধক হইয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত ইংরাজদিগের তদ্যা-পারে বিলম্বণ আন্তরিক কোপ জন্মিয়াছিল। কিন্তু বিবাদ-নিষ্পত্তি হইলে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই।

অতঃপর রাজ্যের সীমা-নিকূপণ-বিষয়ে জয়-পুরের সহিত করোলার বহুতর বচসা হইয়াছিল; তন্নিমিত্ত রাজ্য-সম্পর্কীয় আর কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয় নাই।

মহারাণা প্রতাপপাল ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কলেবর পরিত্যাগ করিলে করোলারাজ্য মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়; যে-হেতু মহারাণা প্রতাপপালের আত্মীয় জ্ঞাতিবর্গ কেহই না থাকাতে পূর্ব-পক্ষীয় রাজাদিগের জ্ঞাতিরাই সিংহাসন-প্রাপ্তি-বিষয়ে পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ইংরাজেরাও করোলা রাজ্যের নিকট প্রাপ্য টাকার আদায়-নিমিত্ত ক্রমশঃ তিক্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। কিন্তু কতিপয় ভদ্র লোকের আগ্রহ ও প্রযত্নে ইংরাজেরা নিরস্ত হইয়া টাকাগ্রহণের স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বনে স্বীকৃত হইলেন; এবং অধিকাংশ সভ্যদিগের অনুমতি-ক্রমে মহারাণা নৃসিংহপাল রাজসিংহাসনাকাট হইলেন। পূর্বোক্ত মহারাণা অল্পকাল মাত্র রাজত্ব করিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হন। ভরতপাল নামা তাঁহার এক পালক পুত্র তৎপরে রাজা

হইয়া ছিলেন। ক্রিয়ৎ-দিবস-পরে রাজার মদন-পাল নামা এক জ্ঞাতিকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া জয়পুর অলবর ভরতপুর ও ধোলপুরের ভূপালগণ একতাদ্বারা তৎপক্ষে সপক্ষতা করেন। তদর্থে রাজমহিষী ও ঠাকুর-উপাধিক প্রধানগণ প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুমোদন করাতে কতক ভদ্র লোক বিচার করিয়া বলিলেন, “মদন পালই করৌলী রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী; নৃ-সিংহপালের মৃত্যুতে উক্ত রাজ্য তাঁহাকেই অর্শিয়াছে।” এই মতই অবশেষে গ্রাহ্য হয়; ও মহারাণা মদনপাল পৈতৃক রাজ্যে অধিনিবিষ্ট হন। অতঃপর ইংরাজেরা এই রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে তাঁহাদের প্রাপ্য টাকা যথাক্রমে পরিশোধ না করিলে তাঁহার কয়েকটা জনপদ ব্রিটিসগবর্ণমেণ্টের অধিকার-মধ্যে নীত হইবে; এবং যাবৎ সেই ঋণ পরিশোধিত না হয় তাবৎ গবর্ণমেণ্টেরই অধীনে থাকিবে। এই রূপ ধার্য হইলে মহারাজা অতিমু-বিবেচনাপূর্বক রাজকার্যের সমস্ত বিষয় সুনিয়মে নির্বাহ করিতে মনোযোগী হন, তাহাতে তাঁহার রাজ্য অধুনা উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এতদেশে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হইলে মহারাণা মদনপাল ব্রিটিস-পক্ষের সম্যক-প্রকারে সাহায্যপ্রদান করাতে তাঁহার সৌহার্দ্যের বিলক্ষণ চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছিল। তদর্থে তাঁহার প্রতি ব্রিটিসগবর্ণমেণ্টের রুতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশার্থ করৌলী রাজ্যের এক লক্ষ সতের হাজার টাকার যে ঋণ ছিল তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে; এবং মহারাজার ইংরাজরাজ্যে আগমন হইলে ১৫ টার পরিবর্তে ১৭ টা তোপধামি হইবে ইহা নির্ধারিত হয়। তাঁহার পোষাপুত্র-গ্রহণের বাধা মাই। তাঁহার রাজ্যের পরিধি প্রায় ৪৯৩ ক্রোশ; প্রজাসংখ্যা ১৮৮,০০০। রাজস্ব ৩,০০,০০০। সেনাসংখ্যা ২০০০ সহস্র।

আগরা ।

আগরা নগরের নাম পাঠকগণ মধ্যে প্রায় কাহারই অবিদিত নাই। এই নগরমধ্যে যে এক অত্যাশ্চর্য্য সুরম্য রম্য আছে তদ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত আছে।

পরন্তু ইহা অতি প্রাচীন নগর নহে। তিন শত বৎসর হইল মোঙ্গল সম্রাট অকবর বাদশাহের রাজত্বকালে ইহা ভারতবর্ষের রাজধানী বলিয়া প্রথম পরিগণিত হয়; ফলে উক্ত রাজাই ইহার প্রাচীন গ্রাম্য দশাহইতে ইহাকে রাজপাটপদে সংস্থাপিত করেন। তদবধি ইহা ভারতবর্ষের ইতিহাসগ্রন্থে সুবিখ্যাত আছে। ইংরাজাধিকার-কালে ভারতবর্ষ যে কয় প্রধান অংশে বিভক্ত হয়, আগরা তাহার মধ্যে একটি ছিল, কিন্তু কএক বৎসরাবধি সে অভিমান বিগত হইয়াছে, এবং এই ক্ষণে তাহার প্রাচীন গরিমাই তাহার এক মাত্র গরিমার কারণ অবশিষ্ট আছে। এই নগর কলিকাতাহইতে প্রায় ৯৫০ মাইল অন্তরে অবস্থিত। এই নগরের উত্তরপূর্ব দিক্ দিয়া যমুনা নদী প্রয়াগাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে।

এই নগরের চতুর্ভূর্তি স্থান আগরা জেলা নামে খ্যাত। এ জেলার উত্তর সীমা যমুনা নদী; পূর্ব সীমা যমুনা ও চম্বল নদ; দক্ষিণ সীমা চম্বল নদ ও ভরত পুরাধিকারের ক্রিয়দংশ; উত্তর সীমা মথুরা জেলা।

এখানকার জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর নহে, বরং অনেকাংশে স্বাস্থ্যদায়ক। ঋতু-পরিবর্তনক্রমে এ দেশের বিচিত্র ভাব দেখা যায়। এখানে গ্রীষ্মকাল অতিশয় উত্তপ্ত। এই ঋতু চৈত্র মাসহইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত অবস্থান করে। এই কালে

এদেশের অনেক মহাজীব অকালে নিধন প্রাপ্ত হয়। অন্যত্রের ন্যায় এখানকার বর্ষাকাল শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিনের ক্রিয়দংশ পর্য্যন্ত ব্যাপন করে, কিন্তু এখানে রষ্টির পরিমাণ অধিক হয় না; কলিকাতায় যে রষ্টি হয় এখানে তাহার তিন অংশের এক অংশ মাত্র পতিত হইয়া থাকে। এ সময়ও নিতান্ত সুস্থকর নহে। এই সময়ে নদীর গর্ভ সম্পূর্ণরূপে জলে পূর্ণ হয়, সুতরাং আগরা নগর যমুনার জলহইতে উখিত হইয়াছে বোধ হয়। নিদাঘকালে যমুনার জল শুষ্ক হইলে নগরের নীচে অর্দ্ধক্রোশ বালুকা পর্য্যটন না করিলে নদীর জল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এদেশের শীতকাল, লোকের নিকট সুখদ ও রম্য বলিয়া বিখ্যাত। শীতরাজ কার্তিক মাস অবধি ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত একাধিপত্য করিয়া থাকেন। এ কালে এদেশের ক্ষেত্র ও উদ্যান প্রভৃতির পরিপাটি ও শোভার রন্ধি হয়। তৎকালে কাহারই আর পীড়ার কথা কর্ণগোচর হয় না; সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে।

আগরা জিলার ধান্য ব্যতীত প্রায় সমুদয় হরিত শস্য জন্মিয়া থাকে। যব, গোধূম ও ছুটী প্রভৃতি শস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তবুজ কাঁকুড় প্রভৃতি কয়েকটি কলও বিশেষ প্রসিদ্ধ। কমলানেবুও অনেক জন্মিয়া থাকে, কিন্তু তাহা সুমিষ্ট হয় না। এদেশের সাধারণ লোকে নারিকেল ও কাঁঠাল রক্ষ কাহাকে বলে তাহা জ্ঞাত নহে; পরন্তু তিস্তীড়ি রক্ষকে বিশেষরূপে সমাদর করে; কারণ উহার পত্র অতিশয় নিবিড় হওয়াতে বটরক্ষের ন্যায় উহার ছায়া এীয়ে আশ্রয় স্থান বলিয়া গণ্য হয়। শীত রক্ষও এখানকার এক প্রধান পদার্থ, এবং তাহার কাঠে এ প্রদেশের প্রায় সমুদায় গৃহোপকরণ নির্মিত হয়। পতিত ক্ষেত্রে বাবলা তরু অপৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উহাঘারা শকটের চক্রাদি নি-

র্মিত হয়। অপর উহার ত্বকহইতে একপ্রকার আসব প্রস্তুত হয়, উহা তথাকার সামান্য লোকে পান করিয়া থাকে।

এপ্রদেশের প্রজামধ্যে মুসলমানই প্রধান; তাহার প্রায় মূর্থ গর্বিত ও কলহপ্রিয়। হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত, বিনীত, কিন্তু নিতান্ত বিবাদ নিম্পৃহ নহে। এই উভয় জাতিই ক্ষেত্রাদিতে বিশেষরূপে পরিশ্রম করিয়া থাকে; এক দণ্ডও আলস্যে কালক্ষেপ করিতে ভাল বাসে না। পূর্বে বিশ্রাম-কালেও অস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিত; ক্ষুদ্র বালকেরাও যুবকগণের দৃষ্টান্তানুসারে অন্ততঃ এক বার মল্লযুদ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত হইত না; কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহ-কালাবধি ইহারা ইংরাজকর্তৃক নিরস্ত্র হইবায় সে উৎসাহ এই কণে বিগত হইয়াছে।

এদেশে প্রায় সরোবর নয়নগোচর হয় না। কূপজলেই সমুদায় গৃহকার্য্য নির্বাহিত হয়, পানকার্য্যও এ জলে সমাধা হইয়া থাকে। পরন্তু আগরা জিলার যুটিকা ক্ষারমিশ্রিত; সেই ক্ষার কূপ জলে বর্তমান থাকে, সুতরাং বিদে-শীয়দিগের পক্ষে উহা অপ্ৰিয় বোধ হয়; এবং নিতান্ত পীড়াজনকও নহে এমত বোধ হয় না। গ্রীষ্মকালে কূপের অধিকাংশ জল শুষ্ক হইলে অবশিষ্ট জলে এ ক্ষারের ভাগ রন্ধি হইয়া তাহাকে অত্যন্ত দূষিত করে। এই প্রযুক্ত অনেক হিন্দুরা নদীর জল সেবন করে; পরন্তু প্রবাদ আছে যে নদীজল সুমিষ্ট হইলেও কূপজলাপেক্ষা অনিষ্টকর।

আগরা নগরের প্রজারা তাদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন বোধ হয় না; অনেককেই দুঃখী বলিলে বলা যায়। নগরীয় বণিক্রাও যৎসামান্য ও প্রায় অর্থহীন; পরন্তু অন্য দেশীয় দুই এক জন বণিক্ বিশেষ অর্থ সম্পন্ন। ইহার কারণ এই এতৎ প্রদেশে বাণিজ্যের

বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। যে সকল হাট বাজার আছে তাহাদিগের সম্ভ্রা বড় অধিক নহে, ও অবস্থাও উত্তম নহে। বণিকদিগের বিপণি প্রায় ক্ষুদ্রায়তন। অধিকাংশ দ্রব্য মস্তকাদিতে সংস্থান-পূর্বক গ্রাম্য লোকেরা নগরে ভ্রমণ করিয়া নাগরিকদিগের নিকট বিক্রয় করে।

এখানকার প্রায় সমস্ত প্রধান অট্টালিকাই প্রস্তরনির্মিত। এই পাষাণ গুলি লোহিতবর্ণ ও বালু-কাময়। বাতায়ন ও দ্বারদেশ নিতান্ত ক্ষুদ্র। দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকা অত্যধিক নাই। কিন্তু যে কয়েকটি ত্রিতল প্রাসাদ আছে তাহা সুদৃশ্য বলিয়া বিখ্যাত। ইংরাজদিগের আবাস গুলি সুদৃশ্য ও পরিষ্কৃত। এখানকার বাজালা নামক আবাস গুলিকে উদ্যানস্থ অট্টালিকা বলিলেই হয়। এই গুলিতে সচরাচর ইংরাজেরা বাস করেন।

আগরা নগরের দুর্গ অতিরহদায়তন-সম্পন্ন। এই দুর্গের প্রাচীর অতিশয় উচ্চ ও দৃঢ়। ইহাতে যত অধিক সেনা স্বচ্ছন্দরূপে বাস করিতে পারে এমত আর ভারতবর্ষের প্রায় কোন দুর্গেই পারে না; তজ্জন্য ইহার বিশেষ খ্যাতি আছে। এই দুর্গ মধ্যে “মোতি মসজিদ” নামে এক সুরম্য হর্ম্য আছে। তাহার সমস্ত শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরে নির্মিত, এবং দেখিতে অপূর্ব রমণীয় বোধ হয়। কথিত আছে যে তাদৃশ সুচারু সুন্দর ভজনাস্থান অপর কুত্রাপি নাই। এই রূপ প্রস্তরের “দিবানখাস” নামক রাজপ্রাসাদ, “সমন বুর্জ” “মচ্ছীবুর্জ,” “সীস মহল” “হমাম” প্রভৃতি হর্ম্মাও সুবিখ্যাত ও চমৎকারজনক পদার্থ বলিয়া গণ্য।

এই সমুদয় ব্যতীত তাজমহল নামে যে এক অপূর্ব সুরম্য হর্ম্ম্য আছে তাহার পারিপাট্যের বর্ণন বাক্যে নিঃশেষ করা যায় না। উহার বিস্তৃত সঙ্কেপে লিখিতে গেলে লোকের নিকট নিম্নোক্ত অপ্রতিভ হইতে হয়; মিথিলেও পাঠক-

গণের পাঠ করিতে কচি জন্মিবে না। অল্প কথায় কি বলিব উহা ভুলোকে সর্বোৎকৃষ্ট অট্টালিকা বলিয়া বিখ্যাত। ইহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার জন্য দিগ্দিগন্তহইতে দর্শকেরা আসিয়া আপনাদিগের নয়নের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই অট্টালিকার নামে আগরা নগর সর্বদেশীয় কারুগণের নিকট পরিচিত।

যে মুসলমান নরপতির রাজত্বকালে ভারতবর্ষে শিম্পনৈপুণ্যের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল সেই শাহ জহাঁ নামক মোজলরাজ স্বীয় প্রণয়িনী নুরমহল বিবীর প্রতি প্রেমের একশেষ ও শিম্পনৈপুণ্যের পরা কাণ্ডা দেখাইবার জন্য এই মন্দির নির্মাণ করেন। এই কাল পর্য্যন্ত উহার সদৃশ দ্বিতীয় অট্টালিকা অদ্যাপি উৎপন্ন হয় নাই। মহারাণী নুরমহল ও তাঁহার স্বামীর দেহ ইহাতে সমাহিত হয়। ইহার প্রকৃত বর্ণনা এক স্বতন্ত্র প্রস্তাবে না লিখিলে মনঃপ্রাণতিকর হয় না, এবং চিত্র বিরহে তাহাও সুসিদ্ধ হইতে পারে না, অতএব অধুনা চিত্রের অপেক্ষায়ও তদ্বিষয়ে নিরস্ত হইতে হইল।

আগরা প্রদেশে হিন্দী ও উর্দু ভাষা প্রচলিত। হিন্দুজাতীয়েরা সকলে হিন্দীভাষায় চলিত কথাবার্তা করে, এবং মুসলমান লোকে উর্দু ভাষা ব্যবহার করে। পরন্তু এখানকার হিন্দী কান্ধী অঞ্চলের হিন্দীর ন্যায় সুমধুর নহে। কিঞ্চিৎ কক্কশ বোধ হয়। তাহারও একটি বিশেষ কারণ লক্ষিত হইয়াছে। কান্ধী অঞ্চলের হিন্দীতে সংস্কৃতের ভাগ অধিক। কিন্তু এই প্রদেশের হিন্দীতে পারসী ভাষা অধিক মিশ্রিত আছে; তজ্জন্যই শুনিতে কক্কশ বোধ হয়। এখানকার সাধারণ পাঠশালায় উর্দু, হিন্দী, পারসী, আরবী ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন হইয়া থাকে। অধুনা ইংরাজদিগের প্রাসাদাং কালেজ প্রভৃতি ইংরাজী বিদ্যালয়ও সংস্থাপিত

হইয়াছে। তাহাতে পাঠ করিয়া অনেক লোক ইংরাজীতে শিক্ষিত হইয়াছেন। আগরা প্রদেশের ইংরাজী-বিদ্যালয় কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শাখা বলিয়া গণ্য।

এদেশবাসি বামাগণ পর্বাহ উপলক্ষে রাজমার্গে পরিভ্রমণপূর্বক সজীত করিয়া থাকে, উহাকে নিন্দনীয় কার্য জ্ঞান করে না। গৃহেও সর্বদা সজীতের চর্চা দেখা যায়। বিশেষতঃ দোল,ঝুলন, বিবাহাদি পর্বোপলক্ষে ভদ্র গৃহস্থের মহিলারা দিবা রাত্র নৃত্য গীতে মগ্ন থাকে। কিন্তু কোন স্থানে সমারোহপূর্বক ভোজোপলক্ষে নিমন্ত্রণে গমন লজ্জাজনক বোধ করে।

আগরার হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার অন্য হিন্দুদিগের তুল্য, অতএব তদ্বিষয়ে লেখা বাহুল্য; পরন্তু তাহাদের আচারগত এক বিশেষ লক্ষণ আছে তাহা বহুদেশীয় পাঠকদিগের মনে রম্য বোধ হইতে পারে। সকলেই জ্ঞাত আছেন যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুরা পাকবিষয়ে অত্যন্ত সাবধান। অনেকে স্বয়ং পাক করিয়া আহার করেন, ও ভোজন সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত পাকের চোকার মধ্যে কাহাকে প্রবেশ করিতে দেন না। পরন্তু এই সাবধানতা কেবল অন্ন দাল ও কটীর পক্ষে বিধেয়; তাহা পুত্রোৎসর্গ করিলে অনেকের মনে অপবিত্র বোধ হয়। পরন্তু তাঁহাদের বিবেচনায় লুচি মাংস ব্যঞ্জনাদি সে রূপে অপবিত্র হয় না। তাহাকে তাঁহারা “পক্কী রসোই” বলিয়া থাকেন, ও কাহার প্রভৃতি নীচ জাতীয় মনুষ্যে তাহা প্রস্তুত করিলে অখাদ্য জ্ঞান করেন না। ফলে অনেক ভদ্র লোকের গৃহে মাংস পাক কাহারে নিষ্পন্ন করে; এবং ঐ ভদ্রেরা তাহা শয্যায় বসিয়া ভক্ষণ করিতে স্কন্ধ হন না। এই রীতি দিল্লীতেও প্রচলিত আছে।

নূতন গৃহস্থের সমালোচন।



জয়াবতীর উপাখ্যান। ভারত-বর্ষের ঐতিহাসিক উপন্যাস-হইতে শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়কর্তৃক অনুবাদিত। মুরশিদাবাদ, আজিমগঞ্জ, ধনসিদ্ধু যন্ত্র। ১২৭০ শ্রাবণ।” এই ক্ষুদ্র পুস্তকে রাজস্থানের একটী গম্প উপন্যাস হইয়াছে। তাহার শুল বিবরণ এই— দিল্লীর পাঠান পাদশাহ আলাউদ্দীন মিবারের অধিপতি রত্নসেনকে পরাস্ত ও কারাগ্রস্ত করত তাঁহার কন্যা জয়াবতীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। রত্নসেন প্রথমতঃ সূর্য্যবংশীয় জাত্যভিমানের মহিমায় তাহা অগ্রাহ্য করেন; কিন্তু অবশেষে অসহ্য কারায়ত্ত্বগাহইতে মুক্তিলালসায় প্রণোদিত হইয়া তাহাতে স্বীকৃত হওত আপন কন্যাকে দিল্লীতে আগমন করিতে অনুমতি দেন। জয়াবতী কোন মতে সূর্য্য-বংশের অনুপযুক্ত কন্যা ছিলেন না; যবন-হস্তে আপন জাতি-ধর্ম্ম সমর্পণ করা তাঁহাকর্তৃক হইতে পারে না; অতএব তিনি কৌশল করিয়া কতকগুলি শিবিকামধ্যে জীবেশধারী যোদ্ধা সমভিব্যাহারে লইয়া দিল্লীতে প্রস্থান করেন, এবং তথায় কারাগারে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া সমভিব্যাহারী যোদ্ধাদিগের সাহায্যে পিতাকে তথাহইতে উদ্ধার করেন। এই ব্যাপারে তাঁহার প্রধান সহায় মুলতানের রাজকুমার জয়পাল ছিলেন; তিনিই অবশেষে জয়াবতীর হস্তলাভ করেন। এই গম্পের ভূষণ স্বরূপে জয়াবতীর পলায়ন, পথিমধ্যে এক ঘোর বাতায় বিব্রত হওন, ও এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ; তথায় এক যবন-সেনানী-কর্তৃক ধৃত হওন, তাঁহার মনোমোহন জয়পালকর্তৃক তা-

হার হস্তহইতে উদ্ধার প্রাপ্তি প্রভৃতি কয়েক আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। গম্পটীর স্থূল অংশ প্রকৃত ইতিহাস বটে, এবং তাহা “বিবিধার্থ সমুহ” নামক মাসিক পত্রে রাজপুত্র ইতিহাস উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে তাহার সমুদায় রক্ষা পায় নাই; বাহ্যিক বর্ণনার অনুরোধে তাহাতে অনেকগুলি কম্পিত কথা সম্মিশ্রিত করা হইয়াছে; স্থানে স্থানে প্রকৃতের বিকৃত করা হইয়াছে; তৎ সমুদায় যে সহৃদয় বা রাজপুত্র-ধর্ম-নিয়মানুযায়ী হইয়াছে এমত বোধ হয় না। কথিত হইয়াছে যে জয়াবতীর খুল্যতা ও তাঁহার জ্ঞা জাত্যভিমান-রক্ষার নিমিত্ত জয়া ও তাহার স্বামীকে বিষ প্রয়োগদ্বারা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা পান; জয়া তাহা জানিতে পারিয়া গোপনে স্বামীর ভোজন পাত্র খুল্যতাতে সম্মুখে দিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। ইহা সত্যও নহে ও কোন মতে সুন্দরও নহে। পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালার পক্ষে ইহা অত্যন্ত নিন্দনীয়, তৎপাঠানন্তর তাহার প্রতি আর কিছুমাত্র অনুরাগ বা স্নেহ থাকে না। লিখিত আছে যে জয়পাল আপনার প্রিয়তমার বৈরী আলাউদ্দীনকে বিনষ্ট করিবার মানসে এক নিহৃত স্থানহইতে তাঁহার প্রতি দুই শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাও প্রকৃত সৌখ্যের যোগ্য হয় নাই। অপর বর্ণিত হইয়াছে রত্নসেন কারামুক্তির লালসায় আলাউদ্দীনকে আপন কন্যা সমর্পণে মনের সহিত সম্মত হইয়াছিলেন। ইহাও সত্য ও রাজপুত্র ধর্মের বিরুদ্ধ। একপ কম্পনা না করিয়া গ্রন্থকার কেবল মাত্র প্রকৃতের অনুসরণ করিলে তাঁহার সহৃদয়তার পরিচয় বিলক্ষণ দিতেন।

গ্রন্থকারের বর্ণনাও সর্বত্র স্বভাবসিদ্ধ নহে। একটা গুহার বর্ণনে লিখিয়াছেন “একপ প্রবাদ আছে যে তথায় রহৎ রহৎ অজগর ও অন্যান্য

শিষদন্ত সর্পীক্ষণগণ সর্বদা বিচরণ করে; সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ জন্তুগণ আরক্ত নয়নে ও বিকট দশনে ইতস্ততঃ আহাৰাশ্বেষণ করিয়া বেড়ায়, এবং অর্থলুক্ চোর ও যাতক পুরুষগণ করে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিয়া দুর্ভাগ্য পথিকগণের অপেক্ষা করিয়া থাকে” ইত্যাদি। এই রূপে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে যে গুহার মধ্যে বহু অজগর সর্বদা বাস করে তাহার মধ্যে ব্যাঘ্র অবিবাদে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, এবং ঐ ব্যাঘ্র সিংহাদির নয়ন যাহা স্বভাবতঃ পীত ও রক্ত বর্ণ তাহা কি প্রকারে আরক্ত অর্থাৎ রক্ত বর্ণ হয়, এবং তাহাও কোন কাপে সাধ্য হইলে তাহাদিগের নিকট সেই গুহার মধ্যে মনুষ্য চোর কি প্রকারে অবস্থান করে? অজগর ব্যাঘ্র ও মনুষ্যের এক গুহায় বাস প্রকৃত হইলে পরম আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। কলে কোন কোন স্বতন্ত্র সময়ে ঐ সকলে তথায় আসিত গ্রন্থকার এই বলিবার মানস করেন; কিন্তু “সর্প-প্রভৃতি” কএকটা ব্যর্থ বিশেষণ দিয়া তাহার ব্যাঘ্র-যাত করিয়াছেন। অন্যত্রও এই রূপ ব্যর্থ অসংলগ্ন বর্ণনা দেখা যায়। পরন্তু তাঁহার রচনা তাদৃশ নিন্দনীয় নহে। তাহাতে অত্যুক্তির আয়াস অধিক নাই, এবং প্রাঞ্জল না হইলেও প্রায় পরিপূর্ণ বটে। এই আখ্যান অবলম্বন করিয়া দুই বৎসর হইল ত্রিবনোয়ারিলাল রায় এক খানি পদ্য গ্রন্থ গ্রন্থন করেন। তাহার নামও “জয়াবতী”; তাহার পদ্য অপেক্ষায়, ত্রিযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের পদ্য আমাদিগের অধিক আদরণীয় বোধ হয়।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র ।

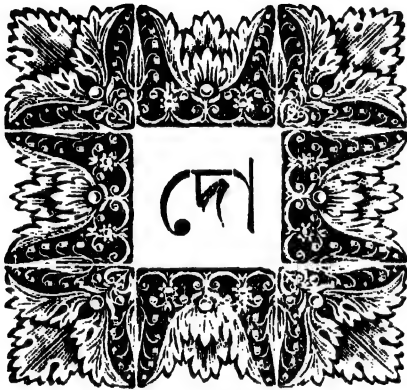
৩ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা ।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[৩০ খণ্ড]

অজয়গড় ।



দণ্ড-প্রতাপশালী
ভূপতির যে রূপ
যুগ কলেবরে তেজ
ও পরাক্রমের কোন
লক্ষণই অনুভূত
হয় না, বোধ হয়,
সমস্তই নির্নিমেষ,

অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত, তদ্রূপ বিগত নৃপতি-
রন্ধের ভূতপূর্ব রাজপাটসকল অধুনা অবলোকন
করিলে তাহার পূর্বসম্পদ ও সৌভাগ্যের কোন
চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। কলঞ্জর, বিজয়পুর ও বিজয়-
নগর প্রভৃতি বিখ্যাত রাজধানী সমভূম হইয়া
পাড়াইয়াছে। শ্রীরঙ্গরায়ল-নৃপবংশের নামেরও
বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। অধিক কি ভুবনবিখ্যাত সূর্য-
বংশীয় মহামহিম ভূপালমণ্ডলীরও অক্ষয়কীর্তি
নির্লোপ হইতেছে। ভবিষ্যতে ইহারও তাদৃশ
অবস্থা ঘটবে। প্রস্তাবিত নগরেরও সেই দশা,
তাহার নাম কীর্তিগোচর হইবা মাত্র মনে
ঈদৃশ অভিজ্ঞান উদয় হয় যে কোন কীর্তি-
মন্ত নৃপতির অধিকার-কালে উহা প্রকৃত “অজয়-
গড়ই” ছিল। আর কোলকাতা, গাণ্ডি, রেনেল,

স্কট প্রভৃতি লেখকদিগের রচনা যদি অতিবাদ-
বর্ণনায় প্রপূরিত না হয় তাহা হইলে অবশ্যই
স্বীকার করিতে হইবে যে কলঞ্জর ও অজয়গড়ের
তুল্য সুদৃঢ় স্থান ভারতবর্ষে অল্প ছিল। তত্রত্য
পর্বতসকলের উচ্চতা এবং ভূগুণ্যপ্রযুক্ত তাহা
শত্রুদ্বারা অবরুদ্ধ হওয়া নিতান্ত অসম্ভবনীয়
ছিল। বোধ হয় তন্নিমিত্তই প্রাচীনেরা তাহার
অজয়গড় আখ্যা সংস্থাপন করিয়া থাকিবেন।
উহা পূর্বে বৃন্দেলখণ্ডের রাজপাট কলঞ্জরের
অধীনেই ছিল। তৎকালে অজয়গড়ের সুখসম-
ৃদ্ধির পরিসীমা ছিল না। পরন্তু তাহার বর্তমান
অবস্থা দৃষ্টে তাহা নিতান্ত অলীক বোধ হইবে।
তত্রত্য তিনটি অতি রহৎ পতিত দেবালয় এবং
ভগ্নাট্টালিকা ও কূপাদি দৃষ্টে ইহার পূর্ব ঐশ্বর্যের
আভাসমাত্র অনুভব হইতে পারে না। প্রবাদ
আছে যে অজয়গড়ে বৃন্দেলাখ্য নৃপবংশ পূর্বে
বান্দা-রাজ্যের অধিপতি বলিয়া খ্যাত ছিল।

পূর্বে বৃন্দেলখণ্ডের নৃপতিবর্গ দিল্লীশ্বরের বি-
রুদ্ধে স্বাধীনতা-রক্ষার নিমিত্ত
বিশেষ সচেষ্টিত হইয়াও অক্ষমতা-হেতু সিজকাম
হইতে পারেন নাই। কিন্তু শাহ জহাঁ বাদশাহের
সময়ে অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত
হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে চম্পা নায় নামা বৃন্দেলা

রাজবংশীয় এক পরাক্রান্ত ভূপতি বৃন্দেলখণ্ডের পূর্বভাগ সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করিয়াছিলেন। অপর তাহার পশ্চিমসীমাবর্তি নরপতিগণ অসহ্য পরাধীনতা পাশে আবদ্ধ থাকিয়াও স্বাধীনতা-প্ররতির অনুকরণে সমুৎসুক ছিলেন না। মহারাজা চম্পত্ৰায় পরলোক গত হইলে তাঁহার পুত্র মহারাজা ছত্রশাল এক নূতন রাজ্য স্বনামে সংস্থাপন করেন। উহা উজ্জয়িনীহইতে প্রায় তিন শত কুড়ী জ্যোতিষী ক্রোশ পূর্বে ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কলঙ্কুর রাজপাট তাঁহারই অধীনে ছিল। তৎকালে তাহার এক কোটি মুদ্রা রাজস্ব হইত। করকাবা-দের সর্দার মহম্মদ খাঁ বঙ্গন্ত তাঁহার রাজ্য ছত্রপুর আক্রমণ করিলে তেঁহ দক্ষিণ দেশের সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা বাজিরাওর সাহায্য গ্রহণ করত আক্রমণকারী যবনকে দূরীভূত করেন। তাহাতেই তিনি বাজিরাওকে পালকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হৃদীশা এবং জগত্ৰাজ নামা তাঁহার দুই পুত্র ছিলেন; অতএব ছত্রশালের পরলোক প্রাপ্তিতে তাঁহারা তিন জনে তদ্রাজ্য অংশ করিয়া লইয়াছিলেন। মহারাজ জগত্ৰাজের অংশে বনগড়, বান্দা, অজয়গড়, জরতীপুর, এবং চিরকারী প্রভৃতি রাজ্য লব্ধ হইয়াছিল। তখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের নবোন্নতির সময়। মধ্যভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রীয়-সমরানল চারি দিকে জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইতেছে; যবন-প্রভুত্ব ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছে; ইতিমধ্যে ছত্রশালের প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া পেশবার-বংশ ছতাপ্রির ন্যায় তেজস্বী হইয়া উঠিল। সুতরাং হৃদীশায় ও জগত্ৰাজের বংশধরগণের পরস্পর পরস্পরের গৃহবিবাদ-সূত্রে সর্বাণ্ডেই উক্ত উভয় রাজ্য ভগ্নদশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া ছিল।

অপর ব্যক্তিরাও পেশবার যবন-সম্পর্কীয়

পৌত্র আলী বাহাদুর, মহারাজা হিম্মত বাহাদুরের প্ররোচনায় মাধাজী সিন্ধিয়ার বিকল্পে সমস্ত বৃন্দেলখণ্ড অধিকার করিতে সমুৎসুক হইয়া প্রায় চৌদ্দ বৎসর ক্রমাগত সঙ্গ্রাম করিয়াছিলেন। তিনিই মহারাজা জগত্ৰাজের পৌত্র মহারাজ ভক্তবল্লীকে পরাভূত করিয়া অজয়গড় অধিকৃত করেন। অধিকন্তু তিনি অজয়গড় অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। মহারাজা ভক্তবল্লীকে একেবারে নিষ্কঃ ও দারিদ্র্য-দশাগ্রস্ত করিয়া রক্তি স্বরূপ প্রত্যহ দুইটি টাকা প্রদান করিতেন। তাহাই উক্ত সম্ভ্রান্ত-নৃপতি-বংশীয়-রাজকুমারের উপজীবনের উপায় হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ্ গবর্ণমেন্ট এতদ্দেশে যেকণ আধিপত্য-বিস্তারে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন, তদনুযায়ী অনেক স্বাধিকারচ্যুত নৃপতিবর্গকেও পুনঃ সিংহাসনে স্থাপন-বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন; এবং সময়বিশেষে সাহায্য-প্রদানেও ত্রুটি করিতেন না। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা বৃন্দেলখণ্ডের বৈষয়িক সংশ্রবে হস্তক্ষেপ করণাবধি ভক্তবল্লী তিন সহস্র গো-হরশাহী মুদ্রা মাসিকরক্তি প্রাপ্ত হইতেন। অনন্তর তিনি ব্রিটিশ্-গবর্ণমেন্টের নিকট ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে এক সনন্দ প্রাপ্ত হন, তদ্বারা তাঁহার পূর্ব অধিকারের কিয়দংশ হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু তদবধি অবধারিত রক্তি আর প্রাপ্ত হইতেন না। তৎকালে লক্ষ্মণদেব নামা এক অবাধ্য জমীদার অজয়গড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া আধিপত্য করিতেছিলেন। তিনি কয়েকটী অঙ্গীকার ভঙ্গ করাতেই ব্রিটিশ্ গবর্ণমেন্ট তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া মহারাজা ভক্তবল্লীকে পৈতৃক রাজ্যের সিংহাসনে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু এতদ্ব্যাপারসম্বন্ধে একটী শোকাবহ ঘটনার বিবরণ ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণিত আছে। প্রসিদ্ধ আছে

যে ইংরাজ-সৈন্যগণ লক্ষ্মণদেবের দুর্গ অবরোধ করণান্তর রাজভবনস্থ নৃপাঙ্গনাগণকে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ করাতে লক্ষ্মণদেবের এক রক্ত শ্বশুর তৎ কার্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আর বহির্ভাগে আগমন করিলেন না। তন্নিমিত্ত রাজকর্মাধ্যক্ষগণ সন্দেহ করিয়া প্রাসাদের ছাদ বিদারণপূর্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, আটটী রাজাঙ্গনা গলদেশে ছুরিকা দিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছেন; এবং রক্ত রাজশ্বশুরও তন্মধ্যে শোণিতাঙ্গ ও মৃত হইয়া অধস্তলে পতিত আছেন। এই ঘটনার কারণ এই যে রাজাঙ্গনারা এতদ্বিষয়ে অপমানিত হইবার ভয়ে আত্মহত্যা দ্বারা আপন-মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ২২ জুন মহারাজা ভক্তবল্লী সিংহের পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাজা মধু সিংহ পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আধিপত্যে অজয়গড়-রাজ্য আর কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। তিনি অপুত্রক ছিলেন; তন্নিমিত্ত, ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে, তাঁহার সহোদর মহীপতি সিংহ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎকালে একাদশবর্ষীয় তাঁহার এক পুত্র বর্তমান ছিল। সেই বালকই রাজ্যে অভিষিক্ত হয়। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়সে তাহারও মৃত্যু হওয়াতে অজয়গড়রাজ্যের কে উত্তরাধিকারী হইবে তদ্বিষয়ে অনেক বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল। অপর উক্ত সময়ের কিঞ্চিৎ কাল পরেই সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে অজয়গড় রাজ্যের সিংহাসন কিয়ৎকাল শূন্য ছিল। তৎপরে মহারাজা মহীপতি সিংহের মহিষী এক পালকপুত্র গ্রহণ করেন, তাঁহার বয়ঃক্রম ঊনবিংশ বৎসর। উক্ত তরুণ ভূপতি পালক-

পুত্র-গ্রহণের সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার নাম রণজোর সিংহ। তিনি বৃন্দলাবংশীয় রাজপুত্র। কিংবদন্তী আছে যে এতদ্বংশের আদি পুরুষ বীরসিংহ রায় নামা এক জন বৃন্দলাবংশীয় প্রধান রাজা ছিলেন।

অজয়গড়ের বর্তমান পরিধি ২৫ বর্গ ক্রোশ মাত্র। জনসংখ্যা ৫০,০০০। রাজস্ব ১,৭৫,০০০।

পেশবা ।



ক্ষিণ দেশের বহমনো-বংশীয় যবন রাজাদিগের রাজত্ব লোপ হইবার পর আবুল ফজল আদিলশাহ ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়পুরে আদিলশাহী-বংশের আধিপত্য স্থাপনা করেন। তৎকালাবধি ঔরঙ্গজেবকর্তৃক সিকন্দর আদিলশাহের রাজ্যাবরোধ পর্য্যন্ত উল্লিখিত আদিলশাহী রাজ্যের স্থায়িত্ব গণনা হইয়া থাকে। ইহার পর পিতৃদেখী ভ্রাতৃঘাতক ঔরঙ্গজেবের বিজয়পুর রাজ্যে আধিপত্য হইয়াছিল।

এ দুর্ভাগ্য ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারহেতু স্বদেশ-হিততৎপর বিক্রমকেশরী পরশুরাম-বংশজ শিবজী নামা কঙ্কণ দেশীয় সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষে যবনাধিকার উচ্ছেদ করণার্থ সর্বাগ্রেই যবন-সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিষফল হয় নাই। তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এই দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক কার্যে প্ররত্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যবন-রাজ্য-সকল লুণ্ঠন করত সমস্ত কঙ্কণরাজ্যে আপন আধিপত্য বিস্তারদ্বারা ভূমণ্ডলে যে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া

গিয়াছেন তাহা দীপ্ত্যকরে ভারতবর্ষমধ্যে পরিশোভনীয় হইয়া রহিয়াছে। ১৩৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে সাম্বজী পিতৃ-বিভবের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু দুরাশয় ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে বহু নিগ্রহদ্বারা বিনষ্ট করিয়া তাঁহার পুত্রকে কারাবস্থায় রাখিয়া তাঁহার সমস্ত পৈতৃক বিভব অপহরণ করেন। পরন্তু তাঁহার এই সমস্ত দুষ্কৃতিতে মহারাষ্ট্রীয়েরা এতাদৃশ উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে ঔরঙ্গজেব তাহা-দিগকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত যে কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন তৎসকলই ব্যর্থ হইয়াছিল; এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্বকালেই সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মহারাষ্ট্রীয় দুর্জয় পতাকা দ্বারা শোভমান হয়। এই ঘটনান্তেই যবনদিগের দাস্তিকতা ও দিল্লীশ্বরের সিংহপ্রতাপের খর্বতার উপষ্ট হইয়াছিল।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শাহজী কারাবস্থা-হইতে মুক্ত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে শিবজী নামা তাঁহার এক আত্মীয় রাজ্যগ্রহণের বিষম প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার পিতৃব্যপত্নী তারাবাই শিবজীর সপক্ষতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। শাহজী তাঁহার সুবিচক্ষণ মন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথের বুদ্ধিকৌশল ও কার্য্যদক্ষতার সাহায্যে পুনঃ পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজকার্য্যের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন না, অপারিসীম-সুখৈশ্বর্য্য-ভোগে আসক্ত হইয়া সাম্রাজ্যের সমুদয় ভার অমাত্যের প্রতি অর্পণ করিয়া স্বয়ং সেতারায় নামতঃ মহারাষ্ট্রের অধীশ্বর বলিয়া বাস করিতেন। তৎকালহইতেই মহারাষ্ট্রীয় জাতির মধ্যে মন্ত্রীদিগেরই হস্তে সাম্রাজ্যের ভারার্পণ হইবার নিয়ম হয়। ফলে তাহাতেই মন্ত্রী (পেশবা) নাম সত্ত্বেও বালাজী বিশ্বনাথ মহারাষ্ট্রদিগের বস্তুগত রাজা হন, এবং

তদবধি তাঁহার বংশ পেশবা নাম ধারণ করিয়াও শিবজীর বংশধরদিগের অপেক্ষা মান্য এবং ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন।

১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হয়। তৎপর তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বাজীরাও পেশবা তদীয় আসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিংশতি বৎসর যাবৎ তৎপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গুজরাট ও মালব দেশ সর্বতোভাবে পরাভূত করত দিল্লীসম্রাটের আদেশানুসারে উক্তদেশের সুবেদার হইয়াছিলেন। অতঃপর বৃন্দেলখণ্ড এবং মধ্য ভারতবর্ষ উচ্ছিন্ন করত দিল্লীধিপতির সহিত চতুর্থভাগ করগ্রহণের প্রস্তাব অবধারিত করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি যৎকালে নর্ম্মদাতীরহইতে আর্য্যাবর্ত্তে যাত্রা করিতেছিলেন সেই সময়ে, তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে ইংরাজেরা বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁহার সহিত এক সন্ধি স্থাপনা করিয়াছিল।

বাজীরাওর তিন পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে বালাজী বাজীরাও সর্বজ্যোষ্ঠ। অপর পুত্রদ্বয় রাঘব এবং শম্শের যবনীগর্ভজাত। শম্শের পিতৃসম্পর্কীয় বৃন্দেলখণ্ডের রাজ্যসকলের অধিকারী হইয়াছিলেন। তন্মিহিত্ত শম্শের, বংশীয় নৃপতিরা বান্দ্রা রাজ্যে কিয়ৎকাল আধিপত্য করেন।

যৎকালে বালাজী বাজীরাও পিতার মন্ত্রিত্ব (পেশবা) পদ অধিকার করেন তৎসময় রঘুজী ভৌসলা ও গুইকবার প্রভৃতি কতিপয় রাজা তাঁহার প্রতিকূলে নানা অভিযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তৎসমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া পিত্রাধিকার গ্রহণ করেন। পরে প্রাচীন ধারাবাহিক নিয়ম প্রতিপালনের নিমিত্ত নাম মাত্র ভূপতি মহারাজা শাহজীর অনুমতি গ্রহণার্থ সেতারায় গমন করেন, এবং তথাহইতে প্রত্যাগমন করত সদাশিব রাও ভাইকে রাজ্যের

সমস্ত ভার অর্পণ করত রাঘব রাওকে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং রাজ্যশ্রী-ভোগ করিতে লাগিলেন। এ প্রকারে প্রথম শিবজীর বংশধর সুখলোভে নামমাত্র রাজা থাকিয়া সমস্ত রাজকর্মতা পেশবাতে সমর্পণ করেন, এবং পরে সেই পেশবা তিন পুরুষমধ্যে সুখানুরাগিতায় এতাদৃশ নির্বীৰ্য্য ও অকর্মণ্য হইলেন যে তেঁহ নাম মাত্র পেশবা থাকিয়া অপরকে সমস্ত কর্মতা অর্পিত করিলেন। এই সুখ লোভই হিন্দুরাজ্যবর্গের অজেয় শত্রু, এবং তাহাকর্তৃকই সকলে হতশ্রী হইয়াছেন।

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কঙ্কণের উপকূলবর্ত্তি সুবর্ণদুর্গ-নামক ঘোপের রাজা তুলজী অঙ্গিয়া * কতকগুলি রণতরি আহরণ করাতে ইংরাজেরা পেশবার অধীনস্থ কর্মচারী রামাজী পন্তের সহিত এক সন্ধি স্থাপন করেন। তদবধি দিনেমারদিগের বাণিজ্যের সংশ্লিষ্ট মহারাষ্ট্রীয় দেশহইতে রহিত হয়।

বাজীরাও পেশবার আধিপত্য-কালে মাধাজী সিন্ধিয়া এবং যশোমন্ত হুল্‌কর সামান্য অবস্থা-হইতে ক্রমে এতাদৃশ প্রবল হইয়া উঠেন যে সমস্ত-মালব-প্রদেশ তাঁহাদিগেরই আয়ত্তগত হয়; এবং দিল্লীর সম্রাটও কোন কোন ব্যাপারে সিন্ধিয়া ও হুল্‌করের আনুগত্য-স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পেশবার মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষ রাঘব লাহোর মুলতান প্রভৃতি প্রদেশ জয় করেন, এবং সমস্ত ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রীয়দিগের পদানত করেন। এতদবস্থায় ভারতবর্ষের মুসলমান রাজন্যবর্গ একত্র মিলিয়া কাবুলের অধিপতি অহমদশাহ অবদালীর সাহায্যে এক মহাসঙ্গ্রামের আয়োজন করেন। পেশবা এই উদ্যমের অনুপযুক্ত পাত্র ছিলেন না। তাঁ-

হার সেনাপতি সদাশিব ভাউ প্রায় দেড় লক্ষ সৈন্য লইয়া দিল্লীর উত্তরে পানিপতের মহাক্ষেত্রে উপনীত হন। তথায় উভয় দল কিয়দ্দিনের আয়োজন পরে এক মহাসঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত দিবস পরস্পর সহস্র সহস্র যোদ্ধার সংহার করত অপরাহ্নে উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে দৈবাৎ এক গোলায় সদাশিবের নিপাত হয়। তদৃষ্টে তাঁহার সেনা যুদ্ধে পরাজুথ হইল, এবং তাহাতেই হিন্দুস্বাধীনতার সূর্য্য এককালেই অস্ত হয়। তদবধি কোন হিন্দু আর প্রকৃত স্বাধীন হইতে পারে নাই। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই পেশবার মৃত্যু হয়।

তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মাধোরাও বল্লাল তৎপরে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলে নিজাম উক্ত রাজ্য আক্রমণ করাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার সহিত সন্ধি দ্বারা সন্ধাব স্থাপন করেন। মাধোরাও অতি শৈশবাবস্থায় রাজ্য প্রাপ্ত হন, এবং তদবস্থায় তাঁহার খল্যাতা রাঘব রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেন। তাঁহার সাহায্যে মাধোরাও অবাধ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বশীভূত করত একাদশ বৎসর রাজত্ব-করণান্তর পরলোক প্রাপ্ত হন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভাতাই রাজত্ব প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু কোন দুষ্ট ব্যক্তি গোপনে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করে। এই সময়ে রাঘব স্বয়ং পেশবা হইবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু রাজপত্নী গঙ্গা বাঈ বৈধব্যাবস্থায় একটা কুমার প্রসব করাতে তিনিই মাধোরাও নারায়ণ নামে পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। এই তরুণ পেশবার আধিপত্য-কালে মহারাষ্ট্রীয় প্রদেশে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে দক্ষিণ-দেশের অতিপ্রধান সম্রাট টীপু ও নিজাম প্রভৃতি ভূপতিরা সংলিপ্ত ছিলেন। যাহা হউক মাধোরাও পেশবা অতি তরুণ অবস্থায়, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, দেহ

* সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক ওরং সাহেব এতদ্ব্যয়ের পরিবর্তে কোলাঙ্গী অঙ্গিয়া শব্দ লিখিয়াছেন।

ত্যাগ করাতে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার পরামর্শানুসারে প্রাপ্ত রামবের পুত্র বাজীরাওকে পেশবা-পদে অভিষিক্ত করা হয়।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার সহিত হুল্করের যো-
তর সন্ধি উপস্থিত হইয়াছিল। তদর্থে পেশবা
সিন্ধিয়ারই সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিন্ধিয়া
পশ্চাৎ পরাভূত হইলে যশোমন্তরাও হুল্কর
পেশবার রাজপাট পূনা অধিকার করত তাঁহাকে
বিষম বিপাকে নিপতিত করিলেন। পেশবা তজ্জ-
ন্য অনুপায়হেতু ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে ছাব্বিশ
লক্ষ টাকার এক জমীদারী অর্পণ করত ইংরাজ-
দিগের সৈন্য সাহায্য গ্রহণ করেন। উক্ত সৈন্য
পূনাতে উপস্থিত হইবামাত্র হুল্কর তথাহইতে
প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন, এবং পেশবা ১৮০৩
খ্রীষ্টাব্দে পুনঃ সিংহাসনে অধিকৃত হইয়াছিলেন।
তদবধি কিয়ৎকাল তাঁহার সহিত ইংরাজদিগের
সন্ধাব স্থায়ী হইয়াছিল।

ইংরাজী ১৮১৫ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত তাঁ-
হার মনোভঙ্গ হয়। তাহার কারণ এই যে গুই-
কোবারাধিপতির প্রধান অমাত্য গঙ্গাধর শাস্ত্রী
কোন বৈষয়িক বিবাদের নিষ্পত্তি-করণাভিপ্রায়ে
পূনা-দরবারে উপস্থিত হন; কিন্তু গুইকোবারের
সহিত অপ্রীতি-থাকা-বশতঃ পেশবার অমাত্য
ত্র্যম্বকজী কোন দুষ্টব্যক্তিদ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার
করেন। গঙ্গাধর শাস্ত্রী অত্যন্ত নিরীহ লোক ছি-
লেন, বিশেষতঃ ইংরাজদিগের অতিশয় প্রিয়পাত্র,
সুতরাং এতৎ সূত্রে পেশবার ইংরাজদিগের সহিত
কিঞ্চিৎ মনোভঙ্গ হয়। পেশবা স্বয়ং এবিষয়ের কিছু
অবগত ছিলেন কি না তাহা নিকপিত নাই, পরন্তু
ইংরাজদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য তিনি আপন
অমাত্য ত্র্যম্বকজীকে ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ
করেন। অতঃপর ত্র্যম্বককে কারাগারে বন্দীভূত
করিয়া রাখা হয়। কিন্তু ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কারা-

গৃহহইতে অজ্ঞাত বেশে প্রস্থান করত পেশ-
বার শরণাগত হন; এবং উক্ত ভূপাল আপন
মন্ত্রীকে লুকায়িত করিয়া রাখেন, ও ইংরাজ-
দিগের সহিত যুদ্ধে প্ররত্ত হইবার নিমিত্ত আ-
য়োজন করিতে নিযুক্ত হন। এই ব্যাপার
প্রকাশ হইয়া পড়াতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সন্ধাবের
অপচয় জন্য পেশবার তিনটি অতিদুর্ভেদ্য দুর্গ
আপনাদিগের অধিকারগত করিয়া লইয়াছিলেন;
এবং বন্ধুত্বের বাধকতা হেতু একেবারে যুদ্ধে নি-
বিষ্ট না হইয়া ত্র্যম্বকজীকে পুনর্বার ধরিয়া তাঁ-
হাদিগের হস্তে প্রত্যপণার্থ এক প্রতিজ্ঞাপত্রে
পেশবার স্বাক্ষর করিয়া লইয়াছিলেন।

বাজীরাও তৎকালে এই লাঘবতা স্বীকার
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অপ্রকাশ্যে যুদ্ধ করি-
বার সকল উদ্যোগ করিয়া ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ৫
সেপ্টেম্বর দিবসে পূনাত ইংরাজ প্রতিনিধির আ-
ফিস লুণ্ঠ করত তাহা একেবারে ভূমিসাত্ করিয়া
দিলেন, এবং ব্রিটিশ সৈন্যদিগের সহিত নানা
দিগে সন্ধ্যামানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিলেন;
কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন ইষ্ট ঘটিল না। তাঁ-
হার সৈন্যেরা পুনঃ ২ পরাস্ত হইলে অবশেষে
তাঁহাকে ইংরাজদিগের সরণাগত হইতে হইল।
ইংরাজেরা তখন আর তাঁহাকে রাজপদে অভি-
ষিক্ত রাখিতে মানস করিলেন না, অতএব পেশ-
বার রাজ্য তাঁহারা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া এক সন্ধি
স্থাপন করেন, তাহাতে উল্লিখিত ভূপাল রাজস্ব-
পরিত্যাগ-পূর্বক আট লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক-রুত্তি-
গ্রহণে সন্মত হইয়া গঙ্গার নিকট বিঠুর নামক
এক ক্ষুদ্র স্থানে বাস স্থাপন করেন। ১৮০২ সালের
প্রথম আইনের নিয়মানুসারে উক্ত স্থানীয় ফৌ-
জদারী ও দেওয়ানী আদালত বাজীরাওর অধীন
হয়।

উক্ত মহারাষ্ট্রীয় অধীশ্বর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ২৮

জানুয়ারিতে পরলোকগত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পোষ্যপুত্র ধ্রুবপন্থ নানা তদ্বিষয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজরক্তি আর প্রাপ্ত হইলেন না। পাঠকবর্গের ইহাই আতর্ষ্য। যে মহারাজ্যীয় সম্রাটের প্রতাপে দিল্লীর সিংহাসন কম্পমান হইত, সেই বাজীরাত পেশবার আত্মজগণ বুদ্ধিদোষে আপনাদিগের উন্নত রাজ্য-হইতে চ্যুত হইয়া ইংরাজদিগের রক্তভোগী হইয়াছিলেন। অতঃপর মহারাজা দ্বিতীয় বাজীরাতের পোষ্যপুত্র ধ্রুবপন্থনানা বিখ্যাত কানপুরের হত্যা কার্যের প্রধান উত্তেজক বলিয়া দেশচ্যুত হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার অনুদ্দেশ্য হেতু তাঁহার বিবরণ অজ্ঞাত আছে। কানপুরের হত্যাকাণ্ড অতিভয়ঙ্কর এবং অত্যন্ত শোকসূচক ঘটনা। ধ্রুবপন্থ নানার পূর্ব পুরুষেরা যে রূপ বীর ও বীর্যবান ছিলেন কানপুরের অবিবেকী শিশু ও স্ত্রী হত্যায় তাঁহার সেই রূপ হীনত্ব প্রকাশ হইয়াছে।

মুক্তা ।



রতবর্ষীয় কবিগণের যত গুলি পদার্থ নিজস্ব স্বরূপ আছে, মুক্তা তাহাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট। তাঁহারা মুক্তাকে সমুদায় উপাদেয় বস্তুর উপমান করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা মুক্তাকলাপের এতাদৃশ পক্ষপাতী যে যশের সহিতও উহার তুলনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। সুললিত কথার সাদৃশ্য-স্থলে সর্বদাই বলিয়া থাকেন “অমুক যেন মুক্তা বর্ণন করিতেছে।” সুরঞ্জিত অক্ষরের তুলনা-কালে কহিয়া থাকেন, “এ সকল অক্ষর নয় যেন মুক্তা-মালা সজ্জিত রহিয়াছে।” মুক্তা ভিন্ন সুদস্তুর অন্য উপমান পদার্থ নাই। নখের উপমান-স্থলেও

ইহা অপ্রসিদ্ধ নহে। পরন্তু সাধারণতঃ কথায় কবিদিগের নিজস্ব হইলেও কার্যে ইহা কেবল ধনী ব্যক্তিদিগেরই নিজস্ব-স্বরূপ। বহুমূল্য রত্নাদির মধ্যে ইহাকে গণনা করা গিয়া থাকে। ইহার ধারণে পুণ্য হয় ইহা কিংবদন্তী আছে; ইহা অনেক ঔষধেও ব্যবহৃত হয়। অথবা কেবল ভারতবর্ষ কেন সকল সভ্য জাতিই ইহার গৌরব করিয়া থাকেন। পরন্তু এ বিষয়ের প্রামাণ্য-সংস্থাপন করিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। রহস্য-সন্দর্ভের পাঠকবর্গ সকলেই মুক্তার গৌরব অবগত আছেন, তাহার পুনরাশ্রয়ে কোন উপকারের সম্ভব নাই। নূতন বিষয় না হইলে পাঠকগণের মনস্তৃষ্টি হয় না, ইহা আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি। তথাপিও যে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছি তাহারও একটি বিশেষ কারণ আছে। প্রত্যক্ষ বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানা সকলেরই উচিত। মুক্তা প্রত্যক্ষ বিষয়। অতএব তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব লেখাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

মুক্তা জীবজপদার্থ, আমাদিগের অস্তিত্ব কি দত্ত যে রূপ উৎপন্ন হয়, ইহাও তদ্রূপ। তড়াগ নদী কিংবা সমুদ্রের গর্ভস্থ শুক্লির উদরে ইহার জন্ম; এবং আশিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকার অনেক স্থল এই বস্তুর উৎপাদন-পুঙ্খ প্রসিদ্ধ আছে।

ইহার প্রকৃত পদার্থ চূর্ণ; ফলে যাহা আমাদিগের গৃহের শুক্লতা সিদ্ধ করে, যাহা আমাদিগের তাশুলের প্রধান উপকরণ, যাহার সাহায্যে আমাদিগের গৃহ নিৰ্ম্মিত হয়, যাহা হাড়গীল প্রভৃতি পক্ষীর বিষ্ঠার শুক্লত্ব সিদ্ধ করে, তাহাই মুক্তার প্রধান পদার্থ; তাহার সহিত শুক্লির অন্তর্গত শারীরিক পদার্থের সংযোগে মুক্তার উৎপত্তি হয়। এই পদার্থ জন্মকালাবধি স্বভাবতঃ ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে।

পূর্বে গম্প ছিল যে মুক্তা একপ্রকার চেতন-পদার্থ। ইহা অন্য শরীরকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়। উদ্ভবকালে অন্য শরীরী ইহাকে আবরণ করিয়া রাখে, ও যে শরীরী ইহাকে আরন্ত করিয়া রাখে তাহাকে শুক্তি কহা যায়। যে শুক্তিকে এই প্রাণী আশ্রয় করে সচরাচর তাহাকে লোকে মুক্তাজননী কহে, পরন্তু ইহা যে মিথ্যা ইহা বলা বাহুল্য। পদার্থতত্ত্বজ্ঞেরা নিক-পিত করিয়াছেন যে শুক্তির আময় বিশেষেই মুক্তা উদ্ভব হয়, উহা অন্য কোন প্রাণি বিশেষ নহে। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে শুক্তির দেহমধ্যে কোন ব্যাধি প্রযুক্ত কোন অস্থিসদৃশ দ্রব্যকণা উৎপন্ন হয়, তাহার স্পর্শে শুক্তি বেদনা প্রাপ্ত হয়; এ বেদনা উপশমনার্থে শুক্তির দেহ-হইতে এক প্রকার উজ্জ্বল পদার্থ নির্গত হইয়া তাহাকে আরত করে, এবং এ আরত পদার্থই মুক্তা। এই আবরণ ক্রমশঃ বর্জিত হইতে থাকে, সুতরাং মুক্তা যত প্রাচীন হয় ততই উজ্জ্বলতর ও রহৎ হয়। এই বাক্যের এক আশ্চর্য্য প্রমাণ আছে। চীনদেশীয় চতুর লোকেরা ইহা জ্ঞাত থাকায় গোপনে শুক্তি মধ্যে তাহারা বুদ্ধদেবের অতিসূক্ষ্ম তাম্রের মূর্তি প্রবিষ্ট করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, ও কিয়ৎকাল পরে এ শুক্তি তুলিলে তন্মধ্যে তাম্রের বুদ্ধমূর্তি মুক্তা পদার্থে আরত হইয়া মুক্তার সদৃশ হইয়াছে দেখা যায়। সুচতুর ব্যক্তিরা এ মূর্তিসাধারণ লোককে দেখাইয়া বুদ্ধ-দেব স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া প্রতারণা করে। এই রহস্যে স্পষ্ট বোধ হয় যে ইহা রোগবিশেষ বটে। ইহাতে ইহাও উপলব্ধ হইবে যে অপরিণত মুক্তা পরিণত মুক্তাপেক্ষা দীর্ঘবিহীন হইবে। যে সকল মুক্তার অধিক জ্যোতি দেখা যায় তাহা প্রায়ই দীর্ঘকালে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে মুক্তা কোমল মাংসে দীর্ঘকালে পরিণত

হয় তাহা বিশেষ আদরণীয়রূপে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়।

শ্বেত পীত আরক্ত কৃষ্ণ প্রভৃতি সর্ব বর্ণের মুক্তা দেখা যায়। ইহার গঠনও নানা প্রকার হইয়া থাকে। রহদাকার মুক্তা অতিশয় দুস্পা-প্য। আশিয়াখণ্ডের মুক্তা শুভ্র হরিদ্রা ও গৌর-বর্ণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের দেখা যায় না। তাহার আকৃতিও সর্বতোভাবে গোল কিংবা অণ্ডের ন্যায় হইয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকা-খণ্ডের পানামা উপসাগরের মুক্তার বর্ণ কৃষ্ণ অথবা ধূসর হয়, ও তাহার আকার প্রায় দীর্ঘ ও চেপটা। যে সকল শুক্তিকে সচরাচর মুক্তা জননীশব্দে নির্দেশ করা যায় তাহাদিগের দীর্ঘতা প্রায় প্রাদেশপ্রমাণ; উপরিভাগ অত্যন্ত দৃঢ় ও কৃষ্ণ ও হরিদ-বর্ণ-বিমিশ্র। মধ্যভাগ রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র ও নানাবিধ বর্ণের জ্যোতির্বিশিষ্ট।

একণে সমুদ্রজাত উৎকৃষ্ট মুক্তা যত ইউরোপে নীত হয় তত আর কুত্রাপি নীত হয় না। এই সকল মুক্তা সিংহলদ্বীপের সমুদ্রতীরে ধৃত হয়। এতদ্ব্যতীত আশিয়ার অন্য যে কয়েক স্থানে মুক্তা ধৃত করা হয় তাহাদের নাম যথা, পারস্য উপসাগর, সুন্সু দ্বীপ নিকটস্থ সাগর, লোহিত সাগর, এবং পাপুয়া দ্বীপের নিকটস্থ সাগর। আমেরিকাখণ্ডে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহা-সাগরে বিশেষতঃ কালিফোর্নিয়া ও নিউজেরসী নামক স্থানে মুক্তা ধৃত হইয়া থাকে।

অনুমিত হইয়াছে যে এই সকল স্থানহইতে বর্ষে ২ তিন লক্ষ মণ মুক্তাজননী ধৃত হইয়া থাকে; তা-হাতে প্রতিবর্ষে ষষ্টি লক্ষ শুক্তির প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে সমুদ্রস্থ শুক্তির সম্ভা। যে লাঘব হইতেছে এমত বোধ হয় না। এই ষষ্টি লক্ষ শুক্তির মধ্যে দশাংশের একাংশ শুক্তিতে মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায় অগরেতে কোন মুক্তা থাকে না।

সিংহল দ্বীপের যে যে স্থলে মুক্তা ধৃত হয় তথায় বৎসরের দশ মাস জনপ্রাণী দেখা যায় না; কিন্তু বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে সেই স্থল নানা দিগদেশীয় বণিগবর্গের অবস্থানে বিশেষরূপে জনতা ধারণ করে; তৎকালে উহা একটা প্রধান বন্দর হয়। তখন ঐ স্থানে যত প্রকার লোক দেখা যায়, তাহাদিগের বহুবিধ আচার ব্যবহার কথাবার্তা ও পরিচ্ছদের বিভিন্নতা দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে অপূর্বভাবে উদয় হয়।

এই বাণিজ্যটি গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ জনগণের তত্ত্বাবধানে আছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লাভ হইয়া থাকে। এই কার্যের সশৃঙ্খলতা-সম্পাদনজন্য অনেক কর্মচারী ও তরনী নিযুক্ত আছে। তাহা ঐ স্থানে চিরকালই অবস্থান করে। যাহারা ইহার বাণিজ্য জন্য ঐ স্থানে আগমন করে তাহাদিগকে প্রাতি বৎসর বংশাদি উপকরণদ্বারা আবাসস্থল নির্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতে হয়।

যে দিন প্রথম মুক্তা ধরিতে যায় তাহার পূর্ব দিনে নাবিকেরা মহা সমারোহপূর্বক দেবাদি অর্চনান্তর মহা মহোৎসব করিয়া থাকে। এই ব্যাপারটি নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হইলে উহাদিগের আর আনন্দের সীমা থাকে না; কিন্তু কিছু ব্যাঘাত জন্মিলে ডুবুরীদিগের অন্তঃকরণে নানা শঙ্কা উপস্থিত হয়। সে যাহা হউক এক্ষণে মুক্তা কি রূপে ধরিয়া থাকে তাহাই বলা উচিত।

যে সময়ে সূর্য্যদেব সমুদ্রের গর্ভহইতে উত্থান করিয়া কমলিনীর মুখ প্রসন্ন করিয়া লোকমণ্ডলে স্বীয় অসামান্য তেজঃপ্রসারণ করিতে থাকেন, সেই সময়েই নাবিকেরা রত্নাকরের গর্ভে নিঃশঙ্কে প্রবেশপুরঃসর মুক্তা-প্রসূতিদিগকে বেলাভূমিতে উত্তোলন করে। মুক্তা ধরিতে বহুতর ধীর তরনী

লইয়া সুসজ্জিত থাকে। গবর্ণমেণ্টের পরিদর্শক আসিয়া অতি প্রত্যাষে কামান ধনি করিলে জাল-জীবীরা আপনাপন অধীনবর্গকে মুক্তা ধরিবার ইচ্ছিত করে। ইচ্ছিত করিবা মাত্র তাহারা ডুবুরী-দিগকে সমুদ্রের তলে অবতরণ করায়। এই অবতরণ কার্যের সুবিধার্থে প্রত্যেক তরনীতে কর্ণধারের অধীনে বিংশতি জন নাবিক ও এক জন পথপ্রদর্শক থাকে। নাবিকদিগের মধ্যে দশ জন ডুবুরী ও দশ জন গুণ ধারণ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। দশ জন ডুবুরীর পাঁচ জন পর্য্যায়ক্রমে বিশ্রাম করে। যৎকালে ডুবুরী অবতরণ করে তৎকালে তাহার সহিত জালনিবদ্ধ একটা মঞ্জুয়া (ধামা) নামাইয়া দেওয়া হয়। ঐ ব্যক্তির শীঘ্র অবতরণার্থ ও অবস্থান-সুবিধার জন্য এক খানি গুরুভার-বিশিষ্ট প্রস্তরও তাহার সহিত নিমজ্জিত করা হয়। ডুবুরী ঐ প্রস্তর অবলম্বন করিয়া অবতরণ করে, এবং শুক্তি ধরিবার সময় উহার উপরিভাগে পদস্থাপন করে। যে জালনিবদ্ধ ধামা তথায় নাতি হয় তাহাতে শুক্তি স্থাপন করে। ঐ ধামায় নিবদ্ধ গুণের এক প্রান্ত ডুবুরীর হস্তে থাকে, অন্য প্রান্ত নৌকাত্ত দুই জন নাবিকে ধরিয়া রাখা নিয়মিত সময় বিগত হইলে তাহারা ঐ গুণ টানিয়া তদ্বারা মুক্তার সহিত ডুবুরীকে অবিলম্বে তীরে উত্তোলন করে। ঐ ব্যক্তি মুক্তা ধরিবার জন্য এক খানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা লইয়া যায়, ও উহা দ্বারা শুক্তি ছেদন করে। ছুরিকা লইবার আরও একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। সমুদ্রগর্ভে হাঙ্গরের প্রাদুর্ভাব অধিক; উহারা মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করে। ছুরি সঙ্গে থাকিলে সে আপদের প্রতীকার হইতে পারে; কারণ একটা হাঙ্গর বিনষ্ট হইলে আর কোনটি মনুষ্যকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না। কখন কখন শুক্তিসমূহ সমুদ্রগর্ভে এমত সংলগ্ন থাকে যে উহা হস্তদ্বারা গ্রহণ করা যায়

না। এই অবস্থায় ছুরিকা বিক্রি করিয়া উহাদিগকে ধরিতে পারা যায়। অতি সুদক্ষ ডুবুরী ৫ বা ৩ মিনিট কাল জলে থাকে; কিন্তু সাধারণতঃ ডুবুরীরা দুই মিনিটকাল জলের মধ্যে অবস্থিতি করে, পরন্তু এতদ্রূপ সঙ্ক্ষেপ কালের মধ্যে এই ব্যক্তির বহুসংখ্য মুক্তাপ্রসূতি সম্বহু করিয়া থাকে। এই কার্য্য বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত নিষ্পন্ন হয়। যে সময়ে গবর্ণমেন্ট নাবিকেরা ঘণ্টা ধনি করে তৎকালে সকলেই স্বকার্য্যহইতে বিরত হয়। নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্বে কোন দলের কোন ডুবুরীর কোন রূপ বিষয় ঘটিলেও সে দিন কার্য্য একেবারে বন্ধ থাকে। বিষয়বিনাশ-নিমিত্ত সিংহল-দেশের মন্ত্র-বিদ্যা-বিশারদ কামিনীগণ ডুবুরীদিগকে মোহনীমন্ত্রে দোষিত করিয়া দেয়। ডুবুরীরাও আত্মবিনাশহইতে নিস্তার-প্রাপ্তির জন্য উহাদিগকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে যে তাহাদের কোন উপকার হয় এমত বোধ হয় না। নোকাসমূহ তীরে উত্তীর্ণ হইলে মুক্তাশক্তিসকল সুপাকারে রাখা হয়, এবং এই শক্তির মাংস পুতীভূত হইলে মুক্তা পৃথক করা হয়। অতঃপর বণিকেরা এই পৃথক্কৃত মুক্তা ক্রয় করিয়া উত্তমরূপে ধোত করিয়া দেশ বিদেশে প্রেরণ করে।

ইউরোপীয়দিগের নিকট শুভ্র বর্ণের মুক্তা বিশেষ আদরণীয়। এতদ্দেশের লোকেরা পদ্মভ ও চম্পকবর্ণবিশিষ্ট মুক্তাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। যে মুক্তা সাত বৎসরে পরিণত হয় তাহাই উৎকৃষ্ট।

অপক মুক্তা ধৃত করিলে সমুদায় মুক্তাবীজ ধ্বংস হইয়া যায়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এক বার গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধারক সিংহলে অপক মুক্তা ধরিয়াছিল। তদবধি তথায় বিংশতি বৎসর মুক্তা জন্মে নাই। পরে ১৮৫৭ অব্দ অবধি প্রতি

বৎসর যে মুক্তা ধৃত হয় তদর্থে দুই লক্ষ টাকা করিয়া গবর্ণমেন্ট পাইয়া আসিতেছেন।

পারস্য খাড়ীতেও এই প্রকারে মুক্তা ধরা যায়। পূর্বকালে মাসিডনের রাজা সিলিউক্স মুক্তা-গ্রহণ জন্য এই স্থলের রাজাকে কর দিতেন। কিছু কাল এই স্থলের বাণিজ্য পর্তুগিসদিগের অধীন ছিল। এক্ষণে এই স্থল পারস্য রাজের অধিকারে আছে। এই থানকার মুক্তা “বোম্বাই মুক্তা” নামে বিক্রীত হয়। এই মুক্তার মূল্য সিংহলদেশীয় মুক্তার অপেক্ষা অনেক ন্যূন।

পানামা, কালিফোর্নিয়া ও মেক্সিকো দেশ-হইতে অন্য দেশে অপৰ্য্যাপ্ত-পরিমাণে মুক্তা নীত হয়। স্কটলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, সুইডেন ও রুসিয়া দেশে যে অল্প পরিমাণে মুক্তা উৎপন্ন হয় তাহা “স্কট্” মুক্তা নামে বিক্রীত হয়।

রহৎ মুক্তা অত্যন্ত দুস্প্রাপ্য; এক রতি রতিকা পরিমাণ মুক্তা ভূমণ্ডলে তিন চারিটা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। স্পেনের চতুর্থ ফিলিপের নিকট তদ্রূপ একটা উৎকৃষ্ট মুক্তা ১৩২৫ অব্দে নীত হয়; উহার মূল্য ষষ্টি সহস্র মুদ্রা। যে সকল মুক্তা শুভ্র, সর্বতোভাবে গোল, জ্যোতি-বিশিষ্ট, চিকণ, ও কলঙ্ক কিম্বা রেখাদিপরিশূন্য, তাহাই ইউরোপীয় মণিকারের নিকট বিশেষ আদরণীয়। এক রতি পরিমাণ মুক্তা অপেক্ষা দুই রতি পরিমাণ মুক্তার মূল্য চতুর্গুণ অধিক। তিন-রতি-প্রমাণ মুক্তার মূল্য ষোড়শ গুণ অধিক। এই প্রকারে পরিমাণভেদে মুক্তার মূল্য ক্রমে অধিক হয়।



[Luring the Hawk From Reidinger.]

শ্যেন মৃগয়া ।

শ্যেন-মৃগয়া ।



ন পক্ষীর অবয়ব ও লক্ষণদৃষ্টে তাহাকে তাবৎ তির্য্যগ্বর্ণের মধ্যে আখ্যেটন-বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আশু প্রতীয়মান হয়। ইহা বহু পরিশ্রমে মনুষ্যের বশীভূত হইয়া থাকে; কিন্তু এক বার বশতাপন্ন হইলে প্রায় প্রতিপালকের সহবাস পরিত্যাগ করিতে উৎসুক হয় না। তথা নভ-চ্চর পক্ষীসকলের শীকার-করণার্থ ছাড়িয়া দিলে

এ পক্ষীর প্রাণ বিনষ্ট করত পুনর্বার প্রত্যাগমনে পরাঙ্মুখ হয় না।

বাজপক্ষীর এই অসাধারণ গুণবশতই তাহা মৃগয়ানুরাগী লোকদিগের পরমপ্রেমাম্পদ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পূর্বকালে শবর কীরাত প্রভৃতি অধম জাতিরা শিকারী বাজদ্বারা পক্ষ্যাহরণ করত জীবিকা নির্বাহ করিত। সংস্কৃতগ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং অদ্যাপিও ভারতবর্ষের অনেক অংশে বেদে নামক জাতিমধ্যে জীবিকাধারণের তাদৃশ উপায় শ্যেন পক্ষী আদরণীয় আছে। পরন্তু প্রাচীন

ভদ্র হিন্দুরা শোয়ন পক্ষীর সাহায্যে যুগয়ানু-
রক্ত হইতেন এমত কোন প্রমাণ নাই। ফলে
ইহা ভদ্রের উপযুক্ত ক্রীড়া বলিয়া গণ্য ছিল
না। পারস্য আরব ও তুরুক দেশে তদি-
পারীতে শোয়ন-যুগয়া ভদ্রের উপযুক্ত ক্রীড়া
বলিয়া গণ্য আছে, এবং তদৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের
মুসলমানেরা তাহাতে বিশেষ অনুরক্ত আছেন।
তথা তাহাদের অনুকরণে পশ্চিমাঞ্চলের কোন
কোন ভদ্র হিন্দুও ইহার অনুসরণ করিয়া-
ছেন। সে যাহা হউক, ইউরোপখণ্ডে ইহা
একদা অত্যন্ত সমাদরণীয় ছিল; এবং রাজা
ও শ্রেষ্ঠকম্প লোক ব্যতীত আর কেহই বাজ
পক্ষী গৃহে রাখিতে পারিতেন না। কোন সা-
মান্য লোক গোপনে শোয়ন প্রতিপালন করিলে
প্রকাশ হইবামাত্র অত্যন্ত দণ্ডনীয় হইত। শোয়ন-
যুগয়া তত্রত্য রাজাদিগের অত্যন্ত কৌতুকজনক
ক্রীড়া বলিয়া বিখ্যাত ছিল; এবং তাহা ধনী
ব্যক্তিমাত্রেরই মুখ্যকর্ম ও কালহরণের উপায়
বলিয়া অনেকে ব্যঙ্গও করিত। বাস্তবিক প্রসি-
দ্ধি আছে যে কি উদগ্রমতি যুঁবা কি অশীতিপর
রক্ত সকলেই ইহার প্রতি তুল্যানুরাগ প্রকাশ
করিতেন। রাজমহিলারাও শোয়নপক্ষীদ্বারা শি-
কার করণে প্রফুল্লচিত্ত হইতেন। কোন মহাদয়
ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে চীনদেশে মহামহোপা-
ধ্যায় পণ্ডিতরন্দের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের লক্ষণ-
স্বরূপ করশাখাত্রে সুদীর্ঘ নখর রক্ষা করা যাদৃশ
চিরপ্রসিদ্ধ রীতি, তদ্রূপ ইউরোপীয় মান্য বক্ত্রি-
দিগের যুক্তির উপর একটা বাজপক্ষী না থাকিলে
লোকসমাজে তাঁহাদিগের কোন ক্রমেই ভদ্রতা
রক্ষা হইত না। তৎপ্রযুক্ত প্রাচীন সময়ে বাজপক্ষী
হস্তে করিয়া অনেক ভদ্র লোক গির্জাতেও গমন
করিতেন। ভজনা কালে ঐ সকল পক্ষীর কঠোর
চীৎকারে শ্রুতি আকুল ও চিত্ত ব্যাকুল হইলেও

সেই কুৎসিত প্রথার অন্যথাবলম্বনে কি অজ্ঞ কি
প্রাজ্ঞ কেহই অগ্রসর ছিলেন না।

প্রবাদ আছে যে বাজপক্ষীদ্বারা পক্ষী-শিকার
করিবার প্রথা খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে ইউ-
রোপের উত্তরভাগহইতে ইংলণ্ডে সর্বাদৌ নীত
হয়। প্রাচীন সাক্সন-জাতীয়েরা ইহার প্রতি
অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিত। কিন্তু তাহারা
বাজ পক্ষীকে উত্তম রূপে শিক্ষিত করিতে জানিত
না; তজ্জন্য তজ্জাতীয় কোন অধীশ্বর উই-
নিথেড্ নামা এক প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকটহইতে
কতকগুলি প্রতিপালিত বাজপক্ষী গ্রহণ করি-
য়াছিলেন। সাক্সন-জাতীয়েরা শরত-কালেই
এতৎ ক্রীড়ায় বিশেষ উন্মত্ত থাকিত; তৎপূর্বে
জর্মনী, ডেনমার্ক, নর্বে প্রভৃতি দেশেও ইহার
সম্যক প্রাদুর্ভাব ছিল। কিংবদন্তী আছে যে
যৎকালে দিনামারজাতীয়েরা ইংলণ্ড দেশ আ-
ক্রমণ করে তখন ইংলণ্ডীয় লোকেরা বাজদ্বারা
শিকার-বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম পরিচ্ছাদিত হই-
য়াছিল। কিন্তু একাদশ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্ক ও
নর্বের অধিপতি কেন্‌উট্ ইংলণ্ডের সিংহাসন
প্রাপ্ত হইবায় তিনি এতৎ ক্রীড়ার পরম প্রতি-
পোষক হইয়াছিলেন। তাঁহার আধিপত্যকালে
এতৎ-ক্রীড়া-সম্বন্ধে কোন বিশেষ শাসন প্রণালী
প্রচলিত ছিল না। তৎপর নর্মাণ্ডীর অধিপতি
উইলিয়ম ইংলণ্ডদেশ পরাভূত করিলে এই রূপ
নিয়ম স্থাপিত হইয়াছিল যে মান্য ব্যক্তি ব্যতীত
অন্যে শোয়ন পক্ষী প্রতিপালন করিতে পারিত
না। তৎকালের নর্মাণ-বংশের আত্মগরিমায়
ইংলণ্ডীয় লোকেরা ক্রীতদাস অপেক্ষাও অত্যন্ত
হেয় হইয়া তাহাদিগের প্রভূত বহন করিতে বাধ্য
হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে নর্মাণ-বংশের
ধনাঢ্য লোকেরা বিজিত ইংলণ্ডবাসিদিগের প্রাণ-
সংহারও কোন মতে অপকর্ম্ম জ্ঞান করিত না।

শ্যেন পক্ষী এক শত পঞ্চাশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোন শ্রেণীস্থ বাজ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয় না। তজ্জন্য তৃতীয় এডওয়ার্ড এ বিষয়ে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন যে কোন ব্যক্তি পলায়িত বাজ ধৃত করিলে দণ্ডনায়কের নিকট তাহা প্রত্যর্পণ করিবে।

ইউরোপের প্রাচীন পুরোহিতেরা হস্তে বাজ-পক্ষী-ধারণ-পূর্বক অরণ্য-প্রদেশে পক্ষিশিকার করিয়া ভ্রমণ করিতেন, তদর্থে তাঁহাদিগের মর্যাদার বিশেষ হানি হইত না। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ চমর কবি তদ্বিষয়ের ব্যঙ্গস্বরূপে “কাণ্টরবরোর উপন্যাস” নামক কাব্যে এক-যাজকের বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, “তাঁহার ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু তিনি উত্তমরূপে ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন, এবং শ্যেন-শিকার করিতেও বিলক্ষণ পটু ছিলেন।”

শ্যেনপ্রতিপালকেরা যে যে উপায়দ্বারা বাজপক্ষিকে সুশিক্ষিত করিত তাহা এতলে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। শিকারের স্থূল বিবরণ এই যে যুগযুগার্থীরা বাজের চক্ষু অবরুদ্ধ করত তাহাকে হস্তোপরি বসাইয়া ক্ষেত্রে লইয়া যাইতেন, এবং সম্মুখে বক সারস কপোত প্রভৃতি পক্ষী উড্ডীর্ণমান দেখিলেই বাজের চক্ষুর আবরণ বিমুক্ত করত তাহাকে তৎপ্রতি প্রেরণ করিতেন। বাজ মুক্ত হইবামাত্র যুগব্য পক্ষীর প্রতি ধাবন করে, এবং অবিলম্বে তাহাকে ধৃত করত স্বামির নিকট প্রত্যাগমন করে। যে বাজ দ্বারায় প্রত্যাগমন না করে তাহাকে পক্ষ্যাকৃতি কতকগুলি পালক একটা রজ্জ্বতে বদ্ধ করিয়া তাহা এক ডগের অগ্রে বদ্ধ করত দেখাইতে হয়। তদৃষ্টে সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করে, মুদ্রিত চিত্রে এই প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। শিকারকালে শিকারার্থী

ব্যক্তির সঙ্গে একটি স্থূল সুদীর্ঘ ষষ্টি থাকিত। তৎসাহায্যে উক্ত ব্যক্তিগণ নানা ও ক্ষুদ্র ষোপ উল্লেখন করত পক্ষীর পশ্চাতে ধাবিত হইত। কিংবদন্তী আছে যে অষ্টম হেনরী একটি প্রণালী-লঙ্ঘন-কালে পক্ষের হৃদে নিপতিত হইয়া মুমূষু-দশাপন্ন হইয়াছিলেন। এলিজাবেথ পরম বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী রাজ্ঞী ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে ইংলণ্ডে জ্ঞানচর্চার অশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তথাপি তিনি সহবর্ত্তিনী কামিনীগণের সঙ্গে শ্যেন-শিকারে গমন করিতে অত্যন্ত অনুরক্তা ছিলেন।

শের ছটাক ও পোয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি।



ঠকরন্দ সকলেই জ্ঞাত আছেন যে পশুর চারিপদ; তদৃষ্টান্তে শ্লোকের চতুর্থ্যাংশকে “পদ” বলা যায়। তাহাহইতে অপর কোন পদার্থের চতুর্থ্যাংশের নাম পাদ হয়। সেই পাদের উচ্চারণ অপভ্রংশ করিয়া “পোয়া” হইয়াছে। পরন্তু শের ও ছটাকের ব্যুৎপত্তি তদ্রূপে নিষ্পন্ন হয় না। এ বিষয়ে অন্য অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়। তৎসাহায্য এই রূপ দৃষ্ট হইয়াছে যে প্রাচীন কালে এতদেশে গুঞ্জা বা কুচ বা রতীই সকল মানের মূল ছিল। সেই প্রকার দুই শত গুঞ্জায় এক টক্ক হইত; তাহার অপভ্রংশে “টাক” এবং অধুনা “টাকা” শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। দুই শত গুঞ্জায় এইক্ষণকার ১৪৩ যব পরিমাণ হয়, এবং তদ্রূপ ৩ টক্কে যে পরিমাণ হয় তাহার নাম “ছটাক” অর্থাৎ ৩ টাকা পরিমাণ। এইক্ষণকার টাকার পরিমাণ ১৮০ যব, তাহার পাচ টাকার যে পরিমাণ হয় পূর্বকার ৩ টাকার প্রায় তাহাই

হইত, এই প্রযুক্ত এইরূপকার ছটাক পাঁচ টাকায় সিদ্ধ হয়। অপর পূর্ব কালিক টঙ্ক বা টাকার এক শতে যে পরিমাণ হইত তাহার নাম “শতক” সেই শতকের অপভ্রংশে শের হইয়াছে।

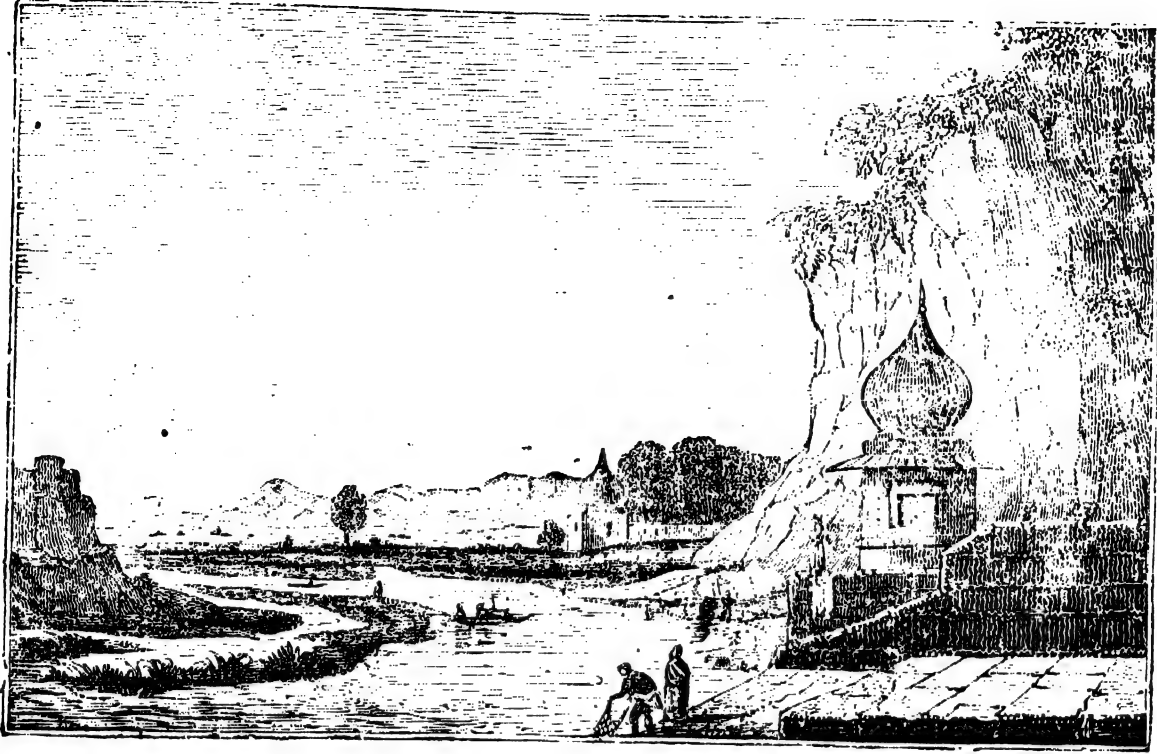
ইটালী।

গ্ৰীষ্মকালের অপরাহ্নে যমুনার সুরম্য-তটহইতে তম্বিকটস্থ ইটালী জেলার গ্রাম্যশোভা সন্দর্শন করিলে অনুমান হয় যে ভারতবর্ষের পূর্ব-সৌভাগ্যশ্রী ভোগাসক্ত রাজাদিগের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া এ অপূর্ব প্রদেশে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যেহেতু তাদৃশ রমণীয় স্থান ভারতবর্ষে অধিক দৃষ্ট হয় না; প্রায় ভূমণ্ডলের তাবৎ স্বাভাবিক সুন্দর পদার্থ এ স্থানে একাধারবর্তী হইয়া আছে। তজ্জন্য ইটালীদেশস্থ কাম্পেনিয়ার রম্য উপবন ইহার উপমাস্থল হইবে। অধিকন্তু যাহারা ইটালীর রম্য-কানন-মধ্যে বসন্তকালে বিহার করিয়াছেন, বোধ করি, তাহারা রোমানদিগের বিনোদস্থল কাম্পেনিয়ার বায়ু-সন্তোষার্থ কদাপি উৎসুকাস্থিত নহেন। যাহা হউক, মোগল সম্রাটদিগের আধিপত্য-কালে উক্ত জেলা যাদৃশ ঋদ্ধিমন্ত ছিল, অধুনা তল্লোপাপত্তিহেতু ইহার পূর্ব গরিমার অনেক হ্রাসতা হইয়াছে। অধুনা পূর্বসম্পদের কেবল কয়েকটি চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যমুনাঘাট সর্বাগ্রগণ্য। এ ঘাটের এক পার্শ্বে একটি মনোহর দেবালয় এবং অন্যান্য কতক গুলি প্রাচীন হিন্দুকীর্তি বর্তমান আছে। কথিত মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে অনেক গুলি মনোহর রক্ত-রাজি দৃষ্ট হয়; তাহার প্রচ্ছায় তল গ্রীষ্মকালে অতিশয় শীতল বোধ হয়। তজ্জন্য নিদাঘ-

দিবসের মধ্যাহ্ন কালে শান্ত পথিকেরা ক্লাস্তি-দূর-করণার্থে এ স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করে। পরন্তু কোন্ সময়ে এ অপূর্ব ঘাট নির্মিত হইয়াছিল তাহার নিরূপণ হয় নাই। যমুনাঘাটের উপরে একটি ক্ষুদ্র পর্বতমালা দৃষ্ট হয়। উহা যমুনাতটহইতে কিয়দূর বিস্তৃত হইয়া আছে। কিন্তু এ স্থানে রাজহংসগণ্ডন শুভবাল্লুকাপুঞ্জ কেবল ইতস্ততো দৃষ্ট হয়।

তত্রত্য ভূমিসকল, তজ্জন্য বর্ষাকালে নদী-জল উচ্ছ্বসিত হইয়া সন্নিহিত জনপদ আগ্রাবিত করে, তৎপ্রভাবে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির আধিক্য হয়। কোন কোন স্থান নিবিড় বনে আচ্ছন্ন; তন্মধ্যে মনুষ্যের গতায়ত নাই। হিংস্রস্বভাব জন্তুসকল এ অরণ্যমধ্যে বাস করে। প্রবাদ আছে যে তত্রত্য লোকেরা রজনী-কালে প্রায় বাটীর বহির্ভূত হয় না। যেহেতু লোকালয়হইতে উল্লিখিত বন দূরবর্ত্তি নহে; এবং গ্রীষ্মকালে আরণ্য-জন্তুসকল বনহইতে বহির্গত হইয়া লোকালয়ের অদূরবর্ত্তী উদ্যানের মধ্যে নিভৃত স্থানে লুকাইয়া থাকে, ও দ্বারের ঝাঁঝরি আবদ্ধ না থাকিলেই অনায়াসে মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করে। অপর শজাক, যোগ, প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তু উদ্যানমধ্যে নিয়ত ভ্রমণ করে, এবং তত্রত্য শস্য, নবীন তরু সকল বিনষ্ট করে। কিন্তু এ তদপেক্ষা ভয়াবহ তরুণ ও বন্য বিড়াল। যেহেতু উহার গৃহের মটকার মধ্যে বাসা করিয়া থাকে। তম্বিবন্ধন প্রায় সকল গৃহীলোকেরা গৃহের অভ্যন্তরে একটি চন্দ্রাতপদ্বারা উপরিভাগ আবৃত না করিয়া বাস করিতে পারে না।

এতৎ জেলার মধ্যে বিবিধ জাতীয় সুচিত্রিত বিহঙ্গ দৃষ্ট হয়; এ সমস্ত বিহঙ্গের লাভণ্য আমরিকার পরম সুন্দর তির্য্যক্শ্রেণীকে পরাভব করিয়াছে। এ স্থানে রঙ, পীত, হরিৎ,



ইটায়ী।

সর্ব বর্ণেরই কপোত দৃষ্ট হয়। তন্মিয় নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণের পতত্রিকুল কাননের সর্বত্র ভ্রমণ করে।

অপর ইটায়ী জেলার মধ্যে পুষ্কোরও বা-
হুল্য আছে। সুপুসিক করবীর পুষ্কোর মনোহা-
রিতায় কমলিনীও লজ্জিতা হয়। উহার সুগন্ধি
বহুদূর ব্যাপক বলিয়া উহা পুষ্করাজ নামে
খ্যাত। উহা প্রভাতকালে বিকশিত হইয়া বন
আমোদিত করে। ইহার বর্ণ রক্তশ্বেত প্রভৃতি
বিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। বাবলা রক্তেরও
এতৎপুদেশে প্রাধান্য দেখা যায়। উক্ত জেলায়
লজ্জাবতী লতাও বহুল উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালী
পাঠকদিগকে এতলতার বিশেষ-গুণ-গোচরার্থ
সম্যক্ প্রয়াস পাইবার আবশ্যকতা নাই,
তথাপি বিদেশীয় পাঠকরন্দের চিত্তমোদনার্থে
কোন সুকবিপ্রণীত এক পাদ কবিতা নিয়ে উদ্ধৃত
করা হইল।

“কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা,
মৃতপ্রায় পর পরশনে।”

ইটায়ী জেলামধ্যে এ রূপ আর এক জাতীয়
রক্ত জন্মে। কিন্তু তাহা প্রোক্ত লতাপেক্ষা দীর্ঘ
হইয়া থাকে। উহার কুসুম প্রভাতে প্রস্ফু-
টিত স্থলপদ্মের ন্যায় হইবার সময়ে সম্যক্
শ্বেতাভ উপলব্ধ হয়। ফলতঃ তাদৃশ শ্বেত বর্ণ
দুই ঘণ্টা কালবিলম্বে আলক্ত বর্ণে পরিণত হয়,
এবং ততোধিক বিলম্বে সম্পূর্ণ লোহিত বর্ণ
প্রতীয়মান হয়। তাল, নীম, অশ্বথ প্রভৃতি
উন্নত পাদপদ্বারা গ্রামভূমি সর্বক্ষণ নিবিড়
বোধ হয়। কিন্তু উদ্যান বিহারার্থ প্রধান কল্প
লোকদিগের আশ্চর্য্য রম্য উপবনও বহুতর
দৃষ্ট হয়। যমুনার সুনীল সলিলোপরি প্রাতঃ-
কালীয় অর্কের রশ্মিজাল প্রকটিত হইলে তন্মধ্যে
নীলকান্তমণি প্রভাপ্রায় অলৌকিক কান্তি প্রতি-
বিম্বিত হইয়া থাকে।

এই পুষ্পসদৃশ বিবিধ বর্ণে সুভূষিত মরকত কান্তিবৎপতঙ্গশ্রেণীও অনেক দৃষ্ট হয়। উহার নানা বর্ণে বিভক্ত। তন্মধ্যে চাক-চিত্রিত-কান্তি প্রজাপতিই সর্বোৎকৃষ্ট ও সুদৃশ্য।

হিন্দু নৃপতিরূপের আধিপত্যকালে ইটালী জেলা কান্যকুব্জ-রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। কিন্তু মোগল-সম্রাজ্য-কালে ইহা একটি স্বতন্ত্র “সুবা” বলিয়া পরগণিত হয়। মোগল-আধিপত্য লোপ হইলে অযোধ্যার নবাবদিগেরই তাহা অধীন হয়; এবং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কুইস ওয়েলেসলী অযোধ্যার নবাব সাদৎ আলীর নিকটহইতে উহা সর্বাদৌ স্বায়ত্তগত করেন। তদবধি উহা ব্রিটিশাধিকারের সীমাবদ্ধ হইয়াছে। ইহা আগরা নগরহইতে ছাব্বিশ ক্রোশ দূরে স্থিত।

যমুনাই ইটালী রাজ্যের প্রধান নদী। তাহার উৎপত্তি-স্থান হিমালয়ের যমুনেত্রী-পর্বত-শিখর, ইহা ঐ শৃঙ্গহইতে উদ্ভূত হইয়া মসুরী, সাহারণপুর, থানেশ্বর, পানিপাত, দিল্লী, আগরা, কালপী প্রভৃতি নগর পর্য্যটন করত প্রয়াগে গঙ্গা ও সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়া যুক্তবেণী সম্পন্ন করিয়াছে। ইহার ব্যাস ৭৮০ জ্যোতিষী ক্রোশ। যমুনাগর্ভে অনেক গুলি মৈকত দ্বীপ আছে; কিন্তু তাহা বর্ষার জলাধিক্যে নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। প্রসিদ্ধ আছে যে যমুনায় প্রচুর মৎস্য জন্মে, কিন্তু তাহা সুস্বাদ নহে এই প্রযুক্ত ভদ্র লোকদ্বারা ব্যবহৃত হয় না।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

নিম্নলিখিত কএক খানি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে।

১। “সন্ন্যাসী অথবা সুখলাভ-বিষয়ক কপক। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী প্রণীত। দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।” ইহা এক-খানি কাব্য গ্রন্থ, ইহার পাঠে অনেকে তৃপ্ত হইতে পারেন।

২। “নারীচরিত। শ্রীমতী সৌদামিনী সিংহকর্তৃক সম্বৃহীত।” এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে ইউরোপ খণ্ডের কএকটি সুপ্রসিদ্ধা রমণীর জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে; তৎপাঠে এতদেশের কামিনীকুলের মনোরঞ্জন ও জ্ঞানসাধন হইতে পারে, বিশেষতঃ ইহা একটি সুশিক্ষিতা এতদেশীয়া রমণী কর্তৃক রচিত, অতএব ইহা সাধারণের অবশ্য সমাদরণীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহার রচনা কোন মতে নিন্দনীয় নহে; অনেক সুশিক্ষিত পুরুষে ইহার রচয়িতা হইলে প্রশংসাভাজন হইতেন।

৩। “মিস্ ফোরেন্স নাইটিঙ্গেল,” এই নাম্নী লণ্ডননগরীয়া এক রমণী পীড়িত ব্যক্তির উপকারার্থে আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; এবং কএক বৎসর হইল ইংরাজ ফরাসী ও কশ্মীরদিগের তুমুল যুদ্ধের সময় অসমসাহসিকতা-প্রকাশপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া আহত ও পীড়িত ইংরাজী সৈন্যের সুশ্রুষা করিয়া ছিলেন। তাঁহার জীবন-চরিত অপূর্ব উপন্যাস; তাহার পাঠে বজ্রাঙ্গনারা অবশ্য সদুপদৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

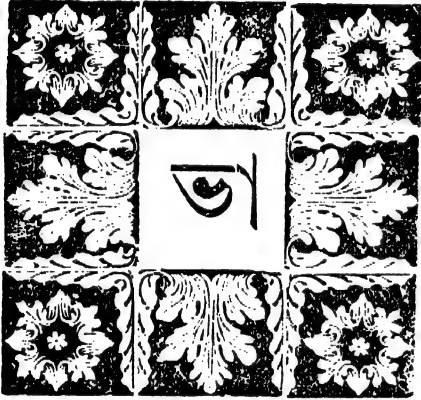
৩ পর্ব]

• প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

[৩১ খণ্ড

হাইদরাবাদের ইতিহাস।



রতবর্ষে যবনাধিপত্য স্থাপিত হইবার পূর্বে দক্ষিণ দেশে কর্ণাট, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, এবং মহারাষ্ট্র প্রভৃতি কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল।

এ প্রভাবান্বিত জনপদমধ্যে ভিন্নদেশীয় অধিপতির শাসন-প্রণালী প্রচলিত হইবে ইহা কদাপি বোধ হইত না। পরন্তু ভারত-বর্ষের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তাচলশায়ী হওয়াতে যবনেরা তদ্দেশ অধিকৃত করত প্রাচীন-হিন্দু-রাজপাটসকল উন্মূলন করে, এবং এ সমস্ত বিধ্বস্তীভূত জনপদস্থানে যবন রাজ্য স্থাপিত করে। তদ্বশতই হিন্দু সাম্রাজ্যের পুরাতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্জের্য হইয়াছে। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এ রূপ অবস্থা সর্বত্র ঘটে নাই। যেহেতু জয়কারী সম্রাটগণের মধ্যে কোন কোন সহৃদয় যবন অধীশ্বরের সদাশয়তা ও আনুকূল্যবশতঃ মুসলমান-ইতিহাসবেত্তাগণ অস্মদীয় নাতৃভূমির

পুরাতত্ত্ব কিয়দংশ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যদিও তাহার। স্বজাতি-পক্ষপাতিতা হেতু কোন কোন ঘটনার স্বরূপবর্ণনে বিরত হইয়া স্ব স্ব গ্রন্থকে দৃষিত করিয়াছেন। অন্যত্র প্রকৃত আখ্যান না পাওয়া হেতু তিমিরারত রাখিয়াছেন ও কোথাও বা সত্যের অভাবে কাম্পনিক ব্যাপার বর্ণনাদ্বারা সত্যের অপলাপ করিয়াছেন; তথাপি অধুনা তাঁহাদেরই গ্রন্থ পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়াদিগের ঐতিহাসিক-ঘটনা-সমালোচনের এক প্রধান উপায় বলিয়া অবশ্যই মানিতে হইবে; যেহেতু তন্নিম্ন এতদ্দেশে অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সুপ্রসিদ্ধ যবন-ইতিহাসবেত্তা ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে গোদাবরী ও কৃষ্ণা-নদীর মধ্যবর্তী জনপদ পূর্বকালে তৈলঙ্গ-রাজ্য-নামে খ্যাত ছিল। অপর তিনি লিখিয়াছেন যে ১১২৪ সন্বতে এক পরাক্রান্ত মহাপাল বরঙ্গল নাম নগরে তৈলঙ্গের প্রাচীন রাজপাট সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালে বরঙ্গল, নীলখণ্ড, মধুকা এবং গোলখণ্ড তৈলঙ্গের প্রধান নগর ছিল। উল্লিখিত তৈলঙ্গ রাজ্য অন্ধ্র ও কলিঙ্গ রাজ্য বলিয়া উল্লিখিত হইত। তৎকালে দক্ষিণদেশে অন্ধ্র-রাজ্যের নৃপতিগণ অন্ধ্ররাজ্যনামে বিশেষ বি-

খ্যাত ছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে একদা সমস্ত ভারতবর্ষে অন্ধনুপতিবর্গের প্রভাব সম্যক ব্যাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা না হইলেও তাঁহারা যে বিশেষ পরাক্রমশালী পৃথ্বীপাল ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই; কেবল ভারতবর্ষে পুরাতত্ত্বের অভাববশতই তাঁহাদের কীর্তিঘোষক ইতিহাস-গ্রন্থের অভাব হইয়া থাকিবে।

আইন আকবরী-নামক গ্রন্থে তৈলঙ্গ-রাজ্য বিরার শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বিরার শব্দ সমস্ত তৈলঙ্গ রাজ্য বোধক নহে। যেহেতু আকবর পাদশাহ সমস্ত তৈলঙ্গ জনপদ জয় করিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার সভাসদ আবুলফজল তন্নিমিত্তই বোধ হয় প্রকৃষ্টরূপে কলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার না করিয়া বিরার শব্দই লিখিয়া থাকিবেন।

তৈলঙ্গ শব্দ এক স্বতন্ত্রজাতির নাম। তাহা-দিগের এক স্বতন্ত্র ভাষা আছে; তাহা ভারতবর্ষীয় অপরাপর ভাষার ন্যায় সংস্কৃতের অপভ্রংশ নহে। পূর্বকালে তাহা কলিঙ্গভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এবং মহারাষ্ট্রীয় জনপদের পূর্বসীমাহইতে কর্ণাটকরাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত উক্ত ভাষা প্রচলিত হয়। যবনদিগের এতদ্দেশে আগমনাবধি কথিত রাজ্য “তেলিঙ্গানা” বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল; এবং তদপভ্রংশে “তেলেঙ্গা” নাম অধুনা সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রাচীন ইউরোপীয় লোকেরা তৈলঙ্গীয় অথবা কলিঙ্গ-লোকদিগকে ইংরাজী সৈনিকের বেশ দিয়া আপনাদিগের সৈন্যকর্ম্মে প্রথম নিযুক্ত করে, এই প্রযুক্ত দেশীয় সৈন্যদিগকে লোকে তেলেঙ্গা কহিত। ইংরাজেরা কথিত দেশের সাধারণ লোকের নাম “জেন্টু” উল্লেখ করিত। কিন্তু উল্লিখিত শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃতমূলক নহে।

প্রসিদ্ধ আছে যে ১২৩০ শকাব্দে দিল্লীস্থ সultান আলাউদ্দীন তৈলঙ্গরাজ্যের রাজপাট অধিকৃত

করণার্থ বঙ্গদেশের পার্শ্বদিয়া অসংখ্য সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেনাপতি সজ্জামে পরাভূত হইয়া অগত্যা পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তৎপর ১২৪৫ শকাব্দে আলী খাঁ নামা এক যবনভূপতি সর্বাদৌ তৈলঙ্গ রাজ্য জয় করেন। কিন্তু তিনি উক্ত দেশ দীর্ঘকাল স্ববশে রাখিতে পারেন নাই। যেহেতু ঐ যুদ্ধের ক্রিয়াকাল পরে তত্রত্য হিন্দুমহিপালগণ যবন ভূপতিকে পরাভূত করিয়া তাঁহাকে রাজ্যহইতে দূরীভূত করেন। তাঁহাদিগের বাহুবলে যবনেরা তৎকালে পরাভব স্বীকার করত প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রিয়াকাল পরে তদংশধরগণ জন্মভূমির হিতান্বেষণে এককালে পরাঙ্গুথ হওয়াতে যবনেরা পুনর্বার তৈলঙ্গ-রাজ্য আক্রমণে সচেষ্ট হইল। সেই চেষ্টায় এতদেশীয় হিন্দু-ধর্ম্মের বিরুদ্ধমতাবলম্বি-জৈন-সম্প্রদায়স্থ ভূপালবর্গ সহায়্য করাতে যবনেরা সমধিক উৎসাহান্বিত হইয়াছিল।

কিংবদন্তী আছে যে ১৪২১ খ্রীষ্টাব্দে তত্রত্য মহারাজা কোন গুপ্তশত্রুদ্বারা নিহত হইলেন। দক্ষিণদেশের শুলতান মহম্মদশাহ বহমনি* এ সুযোগে তদ্দেশ আক্রমণার্থ নিজ সেনাপতি আজিম খাঁকে প্রেরণ করিলেন। আজিম খাঁ উক্ত রাজ্যে সসৈন্যে আগমন করিলে হিন্দুরা যবনদিগকে প্রতিরোধ-করণার্থ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা নিঃসহায় ছিলেন; তজ্জন্য ক্রিয়াকাল যুদ্ধের পর যবনেরা জয়লাভ করিল। এই রূপে তৈলঙ্গ রাজ্য স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত হইয়া বিদেশীয় যবনদিগের অধীনতায় আবদ্ধ হইল বটে, কিন্তু উহা

* প্রবাদ আছে যে প্রাচীন সময়ে এক যবন ভূত্য কোন রাজ্যের অনুগৃহে লক্তপ্রতিষ্ঠ হওত ক্রমে অশেষ সম্পদের অধিকারী হন। তৎপর তাঁহাহইতে দক্ষিণ দেশের বিশাল বহমনি রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। বহমনি শব্দ উপরোক্ত ব্যাক্ত শব্দ-হইতে ব্যুৎপন্ন।

অতঃপর কোন সম্রাটেরই অধীনে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, যেহেতু দক্ষিণদেশস্থ প্রবল পরাক্রান্ত বিজয়নগরাধিপের নিকট তাহার দর্পচূর্ণ হওয়াতে উল্লিখিত বহমনী সাম্রাজ্য অচিরেই হীনবল হইয়া পড়িল। এবং উহার প্রধান অমাত্য আমীর বিরিদ শাহ বহমনীর অধীশ্বরকে কারাবদ্ধ করাতে এই রহৎ সাম্রাজ্য পাঁচটি অংশে বিভক্ত হইয়া আদিল শাহী, কুতব শাহী, অহম্মদ শাহী, নিজাম শাহী, বিরিদ শাহী নামে দক্ষিণ দেশে প্রবল পাঁচটি রাজ্য উৎপন্ন করে। তন্মধ্যে তৈলঙ্গ রাজ্যের মধ্যে কুলীকুতব শাহ গোলখণ্ড নামে যে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাই কুতব শাহী রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। পরন্তু তাহাও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, যেহেতু ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব তাহা অধিকৃত করত তত্রত্য ভূপতিকে কারাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; এবং ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহাতেই কুতব শাহী রাজ্য শেষ হইয়া যায়। কিংবদন্তী আছে যে কুলীকুতব নামা এতদংশীয় কোন নব্য ভূপাল তৈলঙ্গ-রাজ্যের নাম লোপকরণার্থ বাঘনগর-নামক স্থানে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এক নগর স্থাপন করেন। এই নগর অধুনা হাইদরাবাদ নামে খ্যাত হইয়াছে।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়, তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব হইল যে ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী মোগল সম্রাট একান্ত দুর্দশাপন্ন হইলেন; এবং তাঁহার অধীনস্থ প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষগণ সুতরাং এই অবকাশে বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়া যথাভিমতে কার্য্য করাতে কেহই তাহার বিরোধী হইল না। তন্নিমিত্ত ঔরঙ্গজেবের বিশাল সাম্রাজ্য অনেক খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য সমুৎপন্ন করিল।

কমরউদ্দীন নামা এক সামান্য সৈন্যও ঔরঙ্গ-

জেবের অধীনে কয়েককাল কর্ম্ম করিয়াছিল; তাহার সাহস ও পরাক্রমে উক্ত যবননৃপতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া উক্তরোত্তর পদ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে এই যবন কর্ম্মচারী দক্ষিণ দেশের নিজাম-উল-মুল্ক এবং সুবাদার উপাধি গ্রহণ করত হাইদরাবাদে যাত্রা করেন। তাঁহার এই পদগ্রহণের কয়েককাল পরে ঔরঙ্গজেবের রাজ্যাবসান হয়; এবং কমর পূর্বে হাইদরাবাদে যে রূপে শাসন করিতেছিলেন সেই রূপই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাহাতে দিল্লীস্থ সম্রাট তাঁহাকে উত্তেজনা করিয়া তাঁহার সুবাদারী ক্ষমতা হরণ করণার্থ বহু চেষ্টা-স্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার সে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল, ও দক্ষিণদেশে কমরের ক্ষমতা ক্রমশই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি স্পষ্টরূপে দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে আপন প্রভাব প্রচার করিলেন। এতদবধি হাইদরাবাদ একটা স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাহার রাজারা নিজাম উলমুলক নামে বিখ্যাত হন। এই উপাধির সন্ধীর্ণতায় নিজাম শব্দ প্রচলিত আছে।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজামের মৃত্যু হয়; এবং তাঁহার মধ্যম পুত্র নশীরউদ্দীন পিতার রাজ্য অধিকৃত করেন। নশীরের মুজফ্ফরনামা এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি করাসী গবর্ণমেন্টের শাসনকর্ত্তা দুপ্পের সহিত সন্ধি করত নশীরউদ্দীনকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। করাসী গবর্ণর মনে মনে বিবেচনা করিলেন, “যদি এই অবকাশে মুজফ্ফরকে সিংহাসনে বসাইতে পারি, তাহা হইলে দক্ষিণ দেশে আমার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইবে।” এই অভিসন্ধিতে দুপ্পে মুজফ্ফরের সহায়তা করিতে প্ররত্ত হন। নশীরউদ্দীন এই শঙ্কটাবস্থায় অভিভূত হইয়া ইং-রাজদিগের সাহায্য গ্রহণ পূর্বক মুজফ্ফরকে যুদ্ধে

পরাজিত করিয়া তাঁহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল দর্শিল না, যেহেতু পরবর্ষে নশীরউদ্দীন রাজদ্রোহী পাঠান লোকদ্বারা নিহত হইলে মুজফ্ফর মুক্তিলাভ করত ফরাসী গবর্ণমেন্টের আনুকূলে সুবাদার হইলেন, এবং ফরাসী সেনাপতি বুশীর অধীনস্থ কতিপয় ফরাসী-সেনাদল আপনার অধীনে নিযুক্ত করিলেন। অপর পূর্বাঙ্গীকারানুযায়ী কারিখল, পাপ্তিচরী, ও মসলিপটুন ফরাসী গবর্ণমেন্টকে ছাড়িয়া দিলেন।

যাহা হউক তিনি পিতৃব্যের রাজ্যাধিকার করিয়া দীর্ঘকাল তাহা ভোগ করিতে পারেন নাই; যেহেতু তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির কিঞ্চিৎ পরে তাঁহার অধীনস্থ সেনা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছিল।

শালাবতজঙ্গনামে তাঁহার এক অস্পবয়স্ক পুত্র ছিল; ফরাসী কৰ্মচারিরা তাঁহাকে সুবাদার-পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তৎপ্রত্যুপকার-স্বীকারহেতু ফরাসী-গবর্ণমেন্টকে কণাটক রাজ্যের কয়টি জনপদ এবং বহু অর্থ প্রদান করেন।

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশে যোঁর-তর সঙ্গ্রামানল প্রজ্জ্বলিত হইলে উহার শিখা ভারতবর্ষেও আসিতে লাগিল। তন্নিবন্ধন উত্তর সরকার প্রদেশের ফরাসী সেনাদল ইংরাজদিগদ্বারা তাড়িত সৈন্য সমাভিযাহারে স্বাধিকার-ভিক্ষুখে প্রস্থান করিল। শালাবতজঙ্গ ইংরাজদিগের আক্রমণ-সময়ে ফরাসী লোকদিগের সাহায্য করিবার নিমিত্ত আপন বাহিনী লইয়া ইংরাজদিগকে প্রতিরোধ করিতে গমন করিয়াছিলেন। এদিগে ফরাসীরা রণরঙ্গে ভঙ্গ দিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্থানপরায়ণ হইলে ইংরাজেরা বিপক্ষপক্ষীয় শালাবতজঙ্গকে লইয়া পীড়াপীড়ি

আরম্ভ করিলেন। তন্নিমিত্ত অবশেষে উক্ত যবন ভূপাল ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিদ্বারা বিবাদ ভঞ্জন করিলেন; এবং ফরাসী লোকদিগকে স্বাধিকারহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। ঐ সময়ে দিল্লীস্থ সম্রাটের অভিমতানুসারে ইংরাজেরা দক্ষিণ দেশের কয়েকটি জনপদসহ বাঙ্গালা, বেহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে শালাবতজঙ্গের অনুজ নিজাম আলী জ্যেষ্ঠ মহোদরকে রাজ্যচ্যুত করত তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিলেন, এবং স্বয়ং দক্ষিণ দেশের সুবেদার হইলেন। এই ব্যাপার-ঘটনার দুই বৎসর পরে শালাবতজঙ্গ কারাগারেই পঞ্চর প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম আলী কণাটক রাজ্য উচ্ছিন্ন করণার্থ বহু-সৈন্য-সম-ভিযাহারে তথায় গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিপক্ষীয় সেনাদলের প্রবল পরাক্রমহেতু স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনে বাধ্য হইলেন। তৎকালে দিল্লীস্থ সম্রাটের নিকট কণাটরাজ্যের সনন্দ গ্রহণ করেন। অতঃপর তদদেশ আক্রমণে নিজামের নিতান্ত ঔৎসুক্য বিলোকনে অগত্যা তাঁহার সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সন্ধি স্থাপনে প্রণোদিত হইলেন। বিশেষতঃ তৎকালে মালদ্বাজ গবর্ণমেন্ট অর্থহীন হওয়াতে সন্ধি ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না। সৈন্যসাহায্যদ্বারা কিংবা তাহার অনাবশ্যকতায় নয় লক্ষ টাকা প্রদানে সম্মত হইয়া ইংরাজেরা সরকার, এলোর, চিকাকোল, রাজমন্দির, মুস্তফর নগর, গণ্টুর প্রভৃতি জনপদ আপনাদিগের অধীনে রাখিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু নিজাম সুদূর বিপন্নাবস্থায় সৈন্য সাহায্য করিবেন এই মাত্র অঙ্গীকার করিলেন; এবং যাবৎ তাঁহার ভ্রাতা বাজালজঙ্গ জীবদ্দশায়

থাকিবেন, সে পর্য্যন্ত গণ্টুর প্রদেশ কোন ক্রমেই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টদ্বারা অধিকৃত হইতে পারিবে না, এই রূপ ধার্য্য হইয়াছিল। উল্লিখিত সন্ধির প্রতিজ্ঞানুসারে নিজাম বাজালোর-আক্রমণ-কালে ইংরাজদিগের নিকটহইতে দুই দল সেনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি হাইদর আলীর সহযোগে কণাটিক-রাজ্যাধিকারার্থ তৎপক্ষ অবলম্বন করাতে পুনর্বার ব্রিটিশ পক্ষে বিচ্ছেদ-ভাব ঘটিল। তন্নিবন্ধন তিনি যে সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্য আপনার অধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা ইংরাজেরা ফিরিয়া লইলেন। অতঃপর ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম পুনর্বার ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রণোদিত হইলেন; তৎপুঙ্খ কণাট প্রভৃতি কয়েকটি দেশের সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গণ্টুরের অধীশ্বর বজ্জল জঙ্গ কতকগুলি করাসী সৈন্য আপনার অধীনে নিযুক্ত করাতে ইংরাজেরা নিজামকে বলিয়া পাঠাইলেন যে পূর্ব সন্ধিতে আমাদের এই রূপ প্রতিজ্ঞা আছে কোন শত্রুর পক্ষ আমরা অবলম্বন করিলে সন্ধির অপর কোন প্রতিজ্ঞার অনুরোধ রক্ষা করা হইবে না; কিন্তু তোমার ভ্রাতা বজ্জল জঙ্গ উল্লিখিত প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছেন; অতএব আগু ইহার বিহিত করা আবশ্যিক। নিজাম সহোদরকে ঐ বিষয়ে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন বটে, তথাপি তাঁহার ভ্রাতা অগ্রজের বাক্য মান্য করিলেন না, সুতরাং উক্ত সন্ধি ভগ্ন হইল। অনন্তর ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হাইদর আলী নিজামের রাজ্যাপহরণের উপক্রম করাতে তিনি অগত্যা ইংরাজদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদর্থে আর এক সন্ধি স্থাপিত হয়।

১৭৮২ খ্রীঃ বজ্জল জঙ্গের মৃত্যু হওয়াতে

ইংরাজ-পক্ষীয় কর্মচারিগণ গণ্টুরজনপদ ব্রিটিশাধিকারভুক্ত করণার্থ নিজামকে বলিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে নিজাম সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু ইংরাজেরা উল্লিখিত রাজ্যের প্রাপ্য রাজস্ব বহুকাল প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহার আপত্তি করিতে লাগিলেন। তৎপুঙ্খ উভয় পক্ষে গবর্ণরজেনেরলকে মধ্যস্থ মানিলেন; এবং নিজাম তৎপ্রতিনিধিস্বরূপে মীর আবদুল কাশিমকে কলিকাতায় পাঠাইলেন। যে টাকা অবশিষ্ট দেয় ছিল, তাহা উভয় পক্ষে সামঞ্জস্য করিয়া ২,১৩,৩৩৫ টাকা অবধার্য্য করত বিবাদ নিষ্পত্তি করা হয়।

অনন্তর যে সময়ে টীপু সুলতান সর্বাদৌ যুদ্ধের অনুষ্ঠান করেন, তৎকালে লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজামের সহিত সম্পূর্ণ সদ্ভাব রক্ষা করেন, এবং টীপুকে পরাস্ত করিয়া যে সমস্ত জনপদ লভ্য হইবে তাহা বিভাগ করিয়া লইবেন, ও সজ্জামের উদ্যোগে যে সমস্ত পল্লীগ্রামের জমিদার আবদ্ধ ছিলেন তাঁহাদিগের স্বাধীনতা রহিত করা হইবে এতন্মিয়মে সন্ধি সমাধা হয়। অতঃপর যুদ্ধ শেষ হইলে ১০,১৩,০০০ টাকার আয় বিশিষ্ট এক জনপদ নিজাম নিজ অংশে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তদনন্তর লর্ড কর্ণওয়ালিস মহারাজের অধিপতি পেশবা এবং নিজামের সহিত আর এক সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করেন। তাহার মর্ম্ম এই যে টীপু পুনর্বার যদিও ইংরাজদিগের বা নিজামের রাজ্য আক্রমণ করেন, তাহা হইলে সমবেত রাজদলে তাঁহাকে নিবারণ করিবেন। এতৎপ্রস্তাবে নিজাম এবং পেশবা মোখিক সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে কেহই অগ্রবর্তী হইলেন না, এই দেখিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আর তাহার অনুসরণে প্ররতিপর হইলেন না।

ঐ সময়ে মহারাজীয়েরা নিজামরাজ্যহইতে প্রাপ্য চৌথ অর্থাৎ করের চতুর্থাংশ প্রাপ্তার্থে এক

অভিযোগ উপস্থিত করেন এবং ইংরাজেরা তাঁহার আনুকূল্য করেন এমন আন্তরিক চেষ্টা দ্বিতীয় হইয়াছিলেন। পরন্তু সর জন শোর সাহেব তৎপূর্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত এক সন্ধি স্থাপিত করেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয় মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরাজেরা মধ্যস্থতা ব্যতীত কোন বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। তজ্জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের মনোরথ সিদ্ধ না হওয়াতে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদিগের সহিত নিজামের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐ যুদ্ধ নিজামের পক্ষে উপকারজনক না হওয়ায় সুতরাং তিনি ৩৫ লক্ষ টাকার এক জমিদারী এবং নগদ তিন কোটি টাকা প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া সন্ধি সমাধা করেন, ও মহারাষ্ট্রীয়েরা ঐ অঙ্গীকার-প্রতিপালনের নিমিত্ত নিজামের প্রধান অমাত্য আজিমউল ওমরাকে প্রতিভূ গ্রহণ করিলেন। এই সন্ধি সমাধা হইবার কয়েককাল পরে মধুরাও পেশবার মৃত্যু হইবাতে মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যমধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদ-হেতু নানা বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইল, এবং নিজাম তদবকাশে যে রাজ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রদান করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই পুনঃ আত্মসাৎ করিলেন।

ইতিপূর্বে ইংরাজেরা নিজামকে সাহায্য প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করাতে উল্লিখিত যবন ভূপাল মনে কুপিত হইয়া ফরাসি-সৈন্যসকল আপনার অধীনে নিযুক্ত করিতেছিলেন, এবং পূর্বাপর তাঁহার অধীনে যে সকল ইংরাজ-সৈন্য ছিল তাহাদিগকে দেশহইতে বহিষ্কৃত করেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন লাভ দর্শিল না; প্রত্যুত ইংরাজদিগের সহিত মিত্রভেদ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল, এবং তৎকালে তাঁহার পুত্র আলিজা পিতৃবিক্রমে সম্রাটের অগ্রবর্তী হইল, সু-

তরাং তাঁহাকে শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। অধিকন্তু তৎকালে টীপু ক্রমে বিশেষ প্রতাপান্বিত হওয়াতেই নিজাম ইংরাজদিগের সহিত সন্ডাব-রক্ষণে বিশেষ আগ্রহী হইলেন, এবং তদুপলক্ষে এক সন্ধি স্থাপন করেন, তাহাতে তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ সৈন্য গ্রহণ করত ২৫,১৭,১০০ টাকার এক জমিদারী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এতৎ সন্ধিদ্বারা তাঁহার এই উপকার দর্শিয়াছিল যে মহারাষ্ট্রীয়েরা আর কদাচই তাঁহার অধিকার মধ্যে বল প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ ঐ সন্ধি পেশবার সম্মতিক্রমে ধার্য হইয়াছিল।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টীপুর সহিত ইংরাজদিগের দ্বিতীয় বার যুদ্ধারম্ভ হইলে নিজামের সৈন্যগণ ইংরাজদিগের সহিত সাপক্ষতা করিতে লাগিল। অনন্তর শ্রীরঙ্গপট্টন ধ্বংসকৃত হইলে উভয় পক্ষেই জয়ার্জিত সম্পত্তি অংশ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরাজদিগের আধিপত্য-দর্শনে অসূয়া-পরতন্ত্রতা-প্রযুক্ত আন্তরিক অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন; সুতরাং ব্রিটিশ কর্মচারিগণ নিজামের সহিত সন্ডাব স্থাপনে সর্বতোভাবে যত্ন করিতে লাগিলেন। ফলে তেজোবন্ত মহারাষ্ট্রীয় প্রধানেরা ইংরাজদিগের প্রভুত্ব ও আধিপত্য ক্রমান্বয়ে সহ্য করিতে অসমর্থ হইলেন। তৎকালে মহারাজা দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও নাগপুরের ভোঁশলা বংশীয় মহারাজা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন; এবং তাঁহাদিগের অধীনে অনেক সুশিক্ষিত ফরাসি সৈন্য ছিল; অতএব তাঁহারা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত তুয়ল সম্রাটের আরম্ভ করেন। নিজাম ঐ অবকাশে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষাবলম্বন করেন মনে মনে এই ইচ্ছা বিলক্ষণ বলবতী ছিল, কিন্তু ইংরাজদিগের সৌহার্দ্য-দর্শনে কোন পক্ষেই লিপ্ত

হইলেন না। পরন্তু আশাইর যুদ্ধে যে সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্য অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, নিজাম তাহাদিগকে দৌলতাবাদ (দেবগিরী) দুর্গে আশ্রয় প্রদান করেন নাই, তাহাতে ইংরাজেরা পুনর্বার তাঁহার সহিত আর এক সন্ধি সমাধা করেন। তাহার মর্ম্ম এই যে উভয় মৈত্রিক রাজ্য সম্বন্ধে যে সকল সৈন্য যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্ত হইবে তাহারা অবাধে ইচ্ছামত উভয় পক্ষীয় দুর্গে অবস্থিতি করিবেন। তাহাতে কোন পক্ষেই আপত্তি করিবেন না।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্য-সম্পর্কে ইংরাজেরা তাঁহার সহিত আর এক সন্ধি স্থাপন করেন। তাহাতে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় দ্রব্যের করগ্রহণের প্রণালী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়। তদ্বারা বাণিজ্যের বিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র সেকেন্দর জাঃ পিতার মৃত্যুর পর একেবারেই রাজসিংহাসনে আরোহণ না হইয়া দিল্লীর পুরাতন বাদশাহী টীকা গ্রহণার্থ দিল্লীর উপাধিমাত্র সম্রাটের নিকট যাইতেও শ্রম স্বীকার করিলেন। তদনন্তর তিনি রাজ্যে অধিকৃত হইলে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজামের মন্ত্রিপুত্র মীর আলোও পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার পদে মনোর উলমুলক নিয়োজিত হন। কিন্তু রাজকীয় ব্যাপারে তাঁহার হস্তে কোন ক্ষমতাই অর্পিত না হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের চণ্ডুলাল নাম এক বিশ্বস্ত কর্মচারীর উপর সমুদয় কার্যের ভার অর্পিত হয়। সেকেন্দর জাঃ নিজাম বৈরাগ্যভাবাপন্ন ছিলেন, প্রায় সংসারাত্মকের কোন বিষয়েই দৃষ্টিপাত করিতেন না, এবং সর্বদা নির্জন প্রদেশে বাস করিতেন। তাঁহার ঔদাস্য্যহেতু চণ্ডুলাল তাঁহার তাবৎ কার্য সমাধা করিতেন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজারী ও পিণ্ডারীদিগের

বিব্রন্ধে ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে নিজামের সৈন্যগণ সর্বাংশেই খ্যাতিলাভ করিতে নিজাম যথোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে সেকেন্দরের মৃত্যু হয়, এবং নসিরুদ্দীন তাঁহার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সেকেন্দর জাঃর আধিপত্যের শেষাবস্থায় চণ্ডুলালের দোষে রাজ্যের নানাবিধ বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছিল। রাজ্যের কর ভূম্যধিকারিদিগের প্রতি আদায়ের ভার ছিল; তদ্ব্যনয় সুনিয়মে কর আদায় হইত না; এবং চতুর্দিকে দস্যুভয় অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে দিবসেও পথে লোক চলিতে শঙ্কিত হইত। কোন প্রবল জমিদার দুর্বল প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিলে তাহার কেহই তত্ত্বানুসন্ধান করিত না। রাজ্যের ঐ সমস্ত দোষাণনোদন জন্য ইংরাজেরা স্বহস্তে হাইদরাবাদের কার্যভার গ্রহণ করিতে প্ররত্ত হইলেন। তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে ফল দর্শিয়াছিল বটে, কিন্তু পূর্বাপেক্ষা রাজ্যের অতিরিক্ত ঋণ দাঁড়াইল। যাহা হউক ঐ ঋণ উত্তর সরকার প্রদেহহইতে ১৩,৩৩,৩৩৩ টাকা বার্ষিক রাজস্ব উৎপন্ন হওয়াতে ক্রমে পরিশোধিত হইয়াছিল।

ইতি পূর্বে নসিরুদ্দীন পৈতৃক রাজ্যে অধিকৃত হইবার কালে ইংরাজদিগকে তাঁহার বৈষয়িক কার্যের সংস্রবহইতে অভিনিরস্ত হইতে কহিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য করাও হইয়াছিল; কিন্তু পুনর্বার পূর্বমত রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। তৎপ্রযুক্ত চণ্ডুলাল কার্য্যহইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর কয়েক মাসাবধি নিজাম স্বয়ং রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু একাকী তাবৎ কার্য্য নির্বাহ করা অসম্ভব দেখিয়া

ভূতপূর্বমন্ত্রির পুত্র সিরাজ উলমুল্কে মন্ত্রিস্ব-
পদে নিযুক্ত করিলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নসিৰুদ্দীনের মৃত্যু হয়। তাঁ-
হার জ্যেষ্ঠ পুত্র আফজুল উদ্দৌলা তৎপরে সিং-
হাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনিই এক্ষণে বর্তমান
নিজাম রাজ্যের অধিকারী। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে
সিপাহী-বিদ্রোহ-সময়ে নিজামরাজ দক্ষিণ দেশে
ইংরাজদিগের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন;
এবং তথাকার প্রাজ্ঞ মন্ত্রী শালার জঙ্ঘ দ্বন্দ্বানু-
রাগী প্রজাদিগের অত্যাচার নিবারণদ্বারা রা-
জ্যের শান্তি স্থাপন করিয়াছেন।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে নিজামের সহিত মন্ত্রির মনা-
স্তুর হয়; তজ্জন্য শালার জঙ্ঘকে কার্য্যহইতে
বহিষ্কৃত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু ব্রি-
টিশ গবর্ণমেন্ট তৎপক্ষে বিশেষ সপক্ষতা করত
নিজামকে বারংবার অনুরোধ করিয়া পাঠাইতে
লাগিলেন। সেই হেতু শালার জঙ্ঘ স্বীয়পদে
অদ্যাপি নিযুক্ত আছেন। তিনি সুশিক্ষিত ও
বিশেষ কর্ম্মদক্ষ রাজসচিব, এবং তাঁহার উদ্যো-
গে হাইদরাবাদ রাজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে,
সন্দেহ নাই।

হাইদরাবাদের পরিধি ২৮৩ বর্গকোশ, ও জন-
সংখ্যা ১,০৩,৩৩,৮০।

আল্ফ্রেড ।



আল্ফ্রেডের ৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়া-
লটেজ নামক স্থানে জন্ম হয়।
তাঁহার পিতা এথেল্ উল্ফ
তাঁহাকে সমভিব্যাহারে ল-
ইয়া রোমে যাত্রা করিয়া-
ছিলেন। এ স্থানে লিওনাইনো নামা প্রধান ধর্ম

যাজক তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট প্রদান করেন। কিন্তু
আল্ফ্রেড রাজ্য-প্রাপ্তি-বিষয়ে তৎকালে নিতান্ত
অনিচ্ছুক ছিলেন। কেননা তাঁহার একপ অভিপ্রায়
ছিল যে তিনি কিছু কাল বিদ্যানুশীলনে মনো-
নিবেশ করিবেন। যাহা হউক তিনি রাজ্য-গ্রহণে
সুখী হইতে পারেন নাই। যেহেতুক তাঁহার
রাজ্য-প্রাপ্তির এক মাস কাল পরে দিনামারজা-
তীয়দিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি
৭ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া অপরি-
সীম ক্লেশে অভিভূত হইয়াছিলেন। পরন্তু সেই
সকল সঙ্কট তিনি প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য-
দ্বারা অনায়াসেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। প্রবাদ
আছে, এ সময়ে তাঁহার দৃঢ়তাঃকরণ কদাচ সীর্ণ
বা বিষন্ন হয় নাই। যেহেতু তিনি বিপদের
সময়ে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্বক সদুপায় চিন্তনদ্বারা
ক্লেশের অপনয়ন করিতেন।

উল্লিখিত ধীশক্তি-সম্পন্ন ভূপতি বাল্যদশায়
অত্যন্ত কাব্যপ্রিয় ছিলেন; এবং বাল্যকালে
কবিতার আলোচনা থাকাতে তাঁহার স্কসন্ ভা-
ষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হয়। তদনন্তর তিনি
লাটিন-ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া অনেক গুলি
গ্রন্থ জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এ সকল
অনুবাদ সুরস এবং প্রাজ্ঞ ভাষায় বিন্যস্ত
হওয়াতে তিনি সুকবিমণ্ডলোমধ্যে বিশেষ খ্যাতি
লাভ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে প্রা-
চীন বিজ নামক মহাপণ্ডিত ব্যতীত তৎকালে
আল্ফ্রেডের তুল্য সুলেখক আর কেহই ছি-
লেন না। তিনি বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে
সভ্যত্বক হইয়া স্বদেশ রক্ষার্থ দিনামার জা-
তীয়দিগের সহিত সঙ্গ্রামে প্ররত্ত হইয়া এ যুদ্ধে
বিবিধ কোশল প্রকাশ করেন। তদ্বশতই স্ক-
সন্ জাতীয়েরা দিনামারদিগের উপর জয়লাভ
করিয়াছিল। কিন্তু এ যুদ্ধে তাঁহার সহোদর



আল্‌ফেড ।

অত্যাঘাতে নিহত হইবাতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ সকলেই আল্‌ফেডের মস্তকে রাজমুকুট-প্রদানে সম্মত হইলেন; কেননা তৎকালে সুযোগ্য ব্যক্তির মস্তকে রাজমুকুট অর্পিত না হইলে ইংলণ্ড কোন ক্রমেই দুর্দম্য দিনামার জাতি-দিগের হস্তহইতে রক্ষা পাইত না। অধিকন্তু রোমের প্রধান যাজকগণ অত্যন্ত সম্ভ্রমের আ-
 স্পদ; তাঁহারা যঁহার মস্তকে রাজমুকুট প্রদান করিতেন তাঁহাকেই রাজা বলিয়া সকলকে শিরোধার্য্য করিতে হইত। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে আল্‌ফেড রোমের প্রধান যাজক-দ্বারা রাজোপাধি প্রাপ্ত হন, তদ্বিধায় তাঁহার রাজ্যাধিকার-প্রাপ্তি বিষয়ে সকল আপত্তিই খণ্ডিত হইয়াছিল।

আল্ফ্রেড প্রুতিদিবসকে তিন অংশে বিভাগ করিয়া তাহার এক অংশ অর্থাৎ আট ঘণ্টা কাল নিদ্রা ও শরীর সেবা বিষয়ে ব্যয়িত করিতেন, দ্বিতীয় অংশ রাজকার্যের নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেন, এবং তৃতীয় অংশ ধর্ম ও শাস্ত্র চিন্তায় নিরাক্ষপ করিতেন। পরন্তু তাঁহার রাজত্ব-কালে ইংরাজেরা অত্যন্ত অসভ্য ছিল ও সময়-নিরূপণের কোন বিহিত উপায় করিতে পারে নাই, ঘড়ীরও সৃষ্টি তখন হয় নাই; এই প্রযুক্ত আল্ফ্রেড বাতি জ্বালাইয়া রাখিতেন, তদ্বারা যথাযথ সময় এক প্রকার পরিজ্ঞাত হইত।

একদা তিনি বৈরি-পক্ষের নিগূঢ় অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত উদাসীনের বেশধারণ-পূর্বক অতিপ্রচ্ছন্নবেশে শত্রুদিগের শিবিরে উপস্থিত হন এবং সুমধুর সজ্ঞিতদ্বারা তাহাদিগকে এতাদৃশ মোহিত করিয়াছিলেন যে তাহারা তাঁহার বুদ্ধিকৌশল কিছুই অবগত হইতে না পারিয়া পরমসমাদরে তাঁহার সমক্ষে আপনাদিগের গোপন কথাসকল প্রকাশ করে। এবং প্রকারে তিনি সিদ্ধকাম হইয়া নিজ শিবিরে প্রত্যাগমন করত শত্রুদিগকে পরাস্ত করেন। অপর তাঁহার আর এক বুদ্ধিকৌশলের উদাহরণ প্রসিদ্ধ আছে যে দিনামার জাতীয়েরা তাঁহাকে পরাভব করণার্থে লী-নায়ী নদীর উপরে অসম্ভা রণতরি ও সৈন্য আনয়ন করত সমরসজ্জায় সুসজ্জীভূত হইতেছে ইত্যবসরে আল্ফ্রেড উক্ত নদীর বাঁধ কর্তন করিয়া জল বহিস্কৃত করিয়া দেন, তাহাতে বিপক্ষপক্ষের সমস্ত তরি নির্জল ভূমিতে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিল; এই অবকাশে তাঁহার সৈন্যগণ তাহাদিগকে পরাভূত করে।

যদিও আল্ফ্রেড তৎকালের নিমিত্ত অসাধারণ পণ্ডিত এবং জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিমা কিছুই ছিল না। ইংলণ্ডের অন্যান্য

নৃপতিগণ রাজ্যের শাসন-প্রণালী ভূয়োভূয়ঃ পরিবর্তিত করিলেও তিনি কদাপি ভূতপূর্ব রাজাদিগের ব্যবস্থা-লোপ-করণে উন্মুখ হন নাই। কেবল পার্লিয়মেন্টের কার্যনির্বাহার্থ কয়েকটি বিশেষ নিয়ম সংস্কৃত ও পরিমার্জিত করিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে আল্ফ্রেড এই কথা বলিতেন যে “ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ যদ্যপি নিরপেক্ষভাবে রাজবিধিসকল রক্ষা করিয়া বিচার করেন, তাহা হইলে একজনকার সরল লোকদিগের নিমিত্ত কঠিন নিয়মের সমতা করাই ভাল; নূতন ব্যবস্থা কল্পনাদ্বারা তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিবার আবশ্যক নাই। অধিকন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রুতি শ্রদ্ধা থাকিলে লৌকিক নিয়মের প্রবর্তনের কোন প্রয়োজন রাখে না।” এতদর্থে তিনি প্রধানপক্ষীয় লোকদিগকে বাইবেল গ্রন্থের দশ আজ্ঞা দর্শাইয়া এই মাত্র বলিতেন “এই আজ্ঞা গুলি প্রুতিপালন কর, অন্য নিয়মের প্রয়োজন করিবেক না। প্রবাদ আছে যে তিনি একচত্বারিংশৎ তঞ্চক বিচারপতির প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আসীর নামা সুবিদ্ধ পণ্ডিত তাহা অমূলক বলিয়া প্রবাদ করেন।

আল্ফ্রেডের তুল্য জ্ঞানী, বিচক্ষণ, ও পরাক্রমশালী রাজা প্রাচীনকালে বিলাতে কেহ হয়েন নাই, তিনি স্কসন্-বংশের কুলপ্রদোপ ছিলেন; এবং পণ্ডিতসমাজের ভূষণস্বরূপ বলিয়া সর্বত্র আদরণীয় ছিলেন। তিনি বহু দেশহইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে আপনার সভায় আহ্বান করিতেন, এবং তাহাদিগদ্বারা দিগদেশীয় বিবিধ সংবাদ পরিজ্ঞাত হইতেন। এই সমস্ত ধীরাগ্রাগণ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে আসীর, জহানীস, যরিকীনা, ও গ্রিম্বল্ড তাঁহার রাজসভা সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে সুধীবর জহানীস কিয়ৎকাল আশিয়া-রাজ্য ভ্রমণ করেন, তদর্থে তিনি

প্রসঙ্গক্রমে আলফেড ভূপালকে বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের মলাবার এবং চোলমণ্ডল উপ-কূলবর্ত্তি স্থানে এক জাতীয় খ্রীষ্টমতাবলম্বী লোক আছে তাহারা খ্রীষ্ট যে ভাষায় কথা কহিতেন তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকে। ভূপাল আলফেড এতদ্বিষয়ে অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন, এবং তথাকার ভূগোলবিবরণ অত্যন্ত দুর্জ্জের বলিয়া বিশপ্ উপাধিবিশিষ্ট এক যাজক এতদেশে প্রেরণ করেন; তাঁহার নাম বিশপ্ সুইড্‌হেলম্। তৎপূর্বে ইংলণ্ডের লোকেরা এতদেশের কোন রক্তান্তই পরিজ্ঞাত ছিল না। ফলতঃ প্রোক্ত যাজক এতদেশবাসিদিগের রীতি চরিত্র প্রকৃষ্টরূপে অবগত হওনান্তর কতক গুলি এতদেশীয় আশ্চর্য্য মুক্তা মানিক্য এবং অন্যান্য দ্রব্য সম্ভূহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তদ্বারা নব শত খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের নিকট পরিচিত হইয়াছিল।

ইতিহাসজ্ঞ কোন প্রাচীন পণ্ডিত সন্দেহ করিয়া লিখিয়াছেন যে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে “যিনি ২২ বৎসর-বয়ঃক্রম-কালে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত ৫৩ টা যুদ্ধ করেন; এবং উৎসন্নীভূত ইংলণ্ড রাজ্যকে পুনর্বার সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করেন; তিনি এই অসম্প্রকালের মধ্যে এবং অত্যন্ত অসুস্থাবস্থায় কি প্রকারে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।” সে যাহা হউক আলফেড ইংলণ্ডের এক প্রধান রাজা ও প্রবল পরাক্রান্ত ইংলণ্ডের গৌরবের হেতু এবং তদেশবাসিদিগের বিদ্যা ও সভ্যতার অদ্বিতীয় কারণ ছিলেন, তাঁহার এ প্রশংসা ভূমণ্ডলে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে।

পদ্মরাগ মণি ।



থায় কোকনদকাণ্ডি রক্তরাশি-
প্রতীকাশ পদ্মরাগ মণি, আর
কোথায় সামান্য যুৎপিণ্ড!
বস্তুতঃ এতদুভয়কে অভিন্ন
পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করিলে
সাধারণসমীপে বক্তাকে অবশ্যই উপহাসাস্পদ
হইতে হয়, সন্দেহ নাই। হীরক অতি অমূল্য
নিধি; বিষ্ণু তাহার প্রোজ্জ্বল কাণ্ডিতে মুগ্ধ
হইয়া কোমুভমণি বলিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়া-
ছিলেন; তাহাকে অকিঞ্চৎকর কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার
বলিলে কে তৎপুতি বিশ্বাস করিতে পারে?
পরন্তু সত্যের পর মহৎ আর কিছুই নাই।
অনেক সুবিজ্ঞ আকরজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়গণ বহু
অনুসন্ধানদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে হীরা কয়ল
ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং এতৎ পত্রে পূর্বে
তাহার বর্ণন করা হইয়াছে, এক্ষণে সেই রূপ
গোমেদক, নীলকান্ত, ও পদ্মরাগ মণিকে পার্থিব
পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করাতে কেহ বিবেচনা
করিবেন না যে আমরা অলৌক বর্ণনায় প্ররক্ত
হইয়াছি। ফলে সুবিজ্ঞ মহামহোপাধ্যায়গণকর্তৃক
বাস্তবিক সম্প্রমাণিত হইয়াছে যে এলুমিনা নামক
পার্থিব পদার্থ, যাহাতে ফটকিরি উৎপন্ন হয় এবং
যাহা সামান্য চিক্কণ ঘৃণিকার সারভাগ, তাহাই
ইহার আদিম পদার্থ, এ আলুমিনা পদার্থ শ্বেতবর্ণ,
তাহাতে কিঞ্চিৎ চূর্ণ, লোহার মরিচা লাগিলেই
পদ্মরাগ মণি উৎপন্ন হয়। এ পদার্থ ত্রয়ের যে
পরিমাণে পদ্মরাগ উৎপন্ন হয় তাহার নির্দেশ যথা,

আলুমিনা	৯৮১
লৌহ মরিচা	১০
চূর্ণ	৫
	১০০০

এই মিশ্রপদার্থের সামান্য নাম কুরণ্ড বা কুকুম পাথর। ইহার বর্ণ মরিচার সদৃশ, এবং লৌহ অস্ত্র মার্জন করিবার নিমিত্ত ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কুকুম পাথরের বর্ণের ও উজ্জ্বলতার ভেদে অনেক গুলি মণি উৎপন্ন হয়; তদ্যথা রক্তাভ কুরণ্ড পদ্মরাগ; নীলরঞ্জের কুরণ্ড নীলকান্ত বা ইন্দ্রনীল অথবা ইন্দীবর; এবং পীতাভ কুরণ্ড গোমেদক। এই সকল মণির প্রকৃত পদার্থ এক, কেবল মাত্র বর্ণের ভেদ আছে। রক্তবর্ণ কুরণ্ডই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাহা জলহইতে চারিগুন গুরু এবং হীরক ভিন্ন সকল মণিহইতে কঠিন; ফলে পদ্মরাগ-মণি সর্বশ্রেষ্ঠ এই নিমিত্ত “মণি” শব্দে বিখ্যাত হইয়াছে।

কুরণ্ড-বর্ণীয় মণিমধ্যে পদ্মরাগ রহৎ, দীর্ঘাকৃতি, সুদৃশ্য, এবং নিফলক হইলে অমূল্য রত্ন বলিয়া বিশেষ আদরণীয় হয়, এবং তাহা হীরক অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। হীরা ব্যতীত ইহাহইতে আর কোন পদার্থ কঠিনতায় শ্রেষ্ঠতর নহে। ইহা বিদ্যুৎপ্রবণ অর্থাৎ ইহাকে ঘর্ষণ করিলে ইহা তড়িৎবিশিষ্ট হয়। এবং এই বিদ্যুৎবস্থা বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। ইহা নদী, ভূগর্ভ, ও পর্বত চূড়ায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে পদ্মরাগ ও নীলকান্ত মণি যে খনিহইতে আবিষ্কৃত হয়, সেই স্থানে বা তাহার সন্নিহিত স্বর্ণের আকর অবশ্য দেখা যায়।

সামান্য কুরণ্ড ধাতু ও প্রস্তর পরিষ্কারার্থ বিশেষ উপযোগী হয়, এবং তাহা নাক্স দ্বীপে ও ইউরোপের অপর কোন অংশে বাহুল্যরূপে উৎপন্ন হয়। নিউ ইয়র্ক ও যর্শি নামক স্থানে রক্ত কুরণ্ড অস্বচ্ছ-বটিকা অবয়বে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পরিষ্কৃত করিলে অতি সুন্দর রূপ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু উজ্জ্বলতা ও জ্যোতির অভাব প্রযুক্ত তাহা ভূষণের সহিত সঙ্গে কেহই ধারণ করে না। উৎকৃষ্ট পদ্মরাগ

আবা, শিয়াম, সিংহল ও পেশু নামক স্থানে প্রাপ্তব্য, তন্মধ্যে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম দেশে, বর্ণিও সুমাত্রা দ্বীপে এবং ব্রিজিল প্রদেশেও তাহা আছে। পরন্তু ব্রহ্মদেশের মণি সর্বোৎকৃষ্ট, এবং তন্মিহই তথাকার সত্রাটের এক প্রধান উপাধি “রত্নেশ্বর” হইয়াছে। তৎসদৃশ সুন্দর এবং মনোহরকান্তি মণি সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কিংবদন্তী আছে যে ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা বিশেষ সাবধানতাপূর্বক তদ্দেশীয় মণির আকর রক্ষণ করিয়া থাকে; কোন ক্রমেই তথায় ইউরোপীয়দিগকে গমন করিতে দেয় না। অপর তাহাতে পুজাদিগেরও কোন স্বত্ব নাই; ব্রহ্মদেশীয় নৃপতিই তাহার একেশ্বর অধিকারী। তদ্ব্যতীত আকরহইতে যে সকল পদ্মরাগ সম্ভবীত হয় তাহা রাজভাণ্ডারে প্রেরিত হইয়া থাকে। আকরে উত্তম মণি আবিষ্কৃত হইলে প্রধান বর্ণীয় লোকেরা সমারোহপূর্বক তদর্শনে গমন করেন। অষ্ট্রিয়াহইতে কতকগুলি পদ্মরাগ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল তাহা ব্রহ্মদেশীয় পদ্মরাগ সদৃশ সমুজ্জ্বল বোধ হয় নাই। পদ্মরাগের বর্ণ উজ্জ্বল গোলাপিহইতে গাঢ় রক্তবর্ণ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যাহার বর্ণ কপোত-শোণিত-সদৃশ তাহা সর্বাপেক্ষা উত্তম ও বহুমূল্য। ধূর্ত মণিকারগণ এক জাতীয় রক্তাভ স্ফটিককে প্রকৃত ভারতবর্ষীয় চুনি কহে। কিন্তু সুচতুর ক্রেতাগণ তাহাদিগের এই ধূর্ততা অনায়াসেই ব্যর্থ করিতে পারেন, যেহেতু প্রকৃত পদ্মরাগ অতিশয় কঠিন, হীরা ভিন্ন অন্য কোন মণিদ্বারা অঙ্কিত হয় না, অন্য মণি নীলকান্ত মণিদ্বারা অনায়াসে অঙ্কিত হয়।

পদ্মরাগ মণি ২০ হস্ত মৃত্তিকার নিম্নে প্রাপ্ত হওয়ায় কোন কোন স্থলে নদীর বালুকায়ও উহা দৃষ্ট হয়। উহা আকরহইতে তুলিবার সময় নির্মূল থাকে না। লৌহ চক্রে হীরকের চূর্ণ দিয়া মার্জন করিলে ইহার প্রকৃত কান্তি ব্যক্ত হয়। তৎপর

তীব্র বালুকা দ্বারা তাহার চক্রে ঘর্ষণ করিলে চমৎকার প্রভা নির্গত হয়।

নির্মল পদ্মরাগমণি অত্যন্ত দুষ্সাপ্য; অপর কোন মণিই তদ্রূপ দুষ্সাপ্য বোধ হয় না। পরন্তু মলা বা দাগ বিশিষ্ট চুনী অনেক দেখা যায়; তাহার মূল্য অধিক নহে। ভারতবর্ষে যে সকল অত্যাশ্রুত পদ্মরাগ মণির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে “লালজলালী” নামক মণি সর্বশ্রেষ্ঠ-মধ্যে গণ্য। তাহা বহুকাল অযোধ্যার এক ভূপালের নিকট ছিল। উহাতে দিল্লীশ্বর জলালুদ্দীনের নাম খোদিত আছে। ঐ মণি কপোত অঙ্গারুতি, ও অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ময়।

উপরে বর্ণিত মণি অপেক্ষা বর্তমান ফরাসী-রাজ-মুকুটের শোভার্থ যে পদ্মরাগ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা শ্রেষ্ঠ, তাহা ফ্রান্স দেশের কহিনুর বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে, কারণ তাহা চুনী মধ্যে অদ্বিতীয়। উহা ড্রাগন নামক কল্পিত নর্পের আকার বিশিষ্ট।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার অলঙ্কার মধ্যে দুই খণ্ড মানিক্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কৃত্রিম, প্রকৃত চুনী নহে।

তাবরগীর নামা কোন পর্য্যটক পূর্বে এতদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে বিজয়পুরের মহারাজের শিরোভূষণ কিরীটাগ্রে এক খণ্ড স্থূল পদ্মরাগ অত্যন্ত প্রতিভাশ্বিত ছিল; তাহা অন্ধকার গৃহে প্রদীপ্ত হইত।

ত্রক্ষদেশের ভূপালের নিকট কপোতভিষ্মারুতি ঐ প্রকার আর একটি পদ্মরাগ আছে। তাহাও অতি আশ্চর্য্য। পরন্তু তাহা ইংরাজদিগের দৃষ্টিপথে কদাপি পতিত হয় নাই; তন্নিমিত্ত তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন।

প্রাচীন রোম ও গ্রীসদেশীয় লোকেরা এতদেশ-হইতে মণি লইয়া যাইত। থিওফ্রাস্টস ও প্লিনি

স্বয়ং গ্রন্থে দুই চমৎকার ভারতবর্ষীয় মানিক্যের বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ মানিক্যহইতে রাত্রিতে প্রোজ্জ্বল নিভা নির্গত হইত। প্লিনি লিখিয়াছেন যে ইথিয়পীয় লোকেরা সিকীতে চতুর্দশ দিন মণি নিমজ্জিত করিয়া রাখিত, তাহাতে তাহার উত্তম বর্ণ হইত।

কোন কোন জাতি মধ্যে ইদৃশ সংস্কার ছিল যে পদ্মরাগ বা অন্য কোন মণি অঙ্গে ধারণ করিলে নানা ব্যাধির প্রতীকার হইত। গম্প আছে যে পদ্মরাগ ধারণ করিলে মনুষ্য দুঃখ, চিন্তা, মারীভয় ও ভূত প্রেতের আপৎহইতে রক্ষা পায়; অপর ইহা দ্বারা মনুষ্য সুস্থ থাকে ও সর্বদা মন প্রসন্ন হয়; অধিকন্তু ধারকের আসন্ন আপদ হইলে ইহার বর্ণ মলিন হয়, ও আপদ বিগত হইলে উহা আপন স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে এপ্রকার বিশ্বাস নিতান্ত অনুলক।

ইতিহাসাদি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে ফিনিশীয় লোকেরা আরবদেশহইতে ভারতবর্ষীয় অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ময় পদ্মরাগ স্বদেশে ও মিসর রাজ্যে লইয়া গিয়াছিল। হোমর কবি লিখিয়াছেন যে জুনোর ক্ষতিপূট মণিময় কর্ণকুলদ্বারা সুভূষিত ছিল। এতদেশীয় পৌরাণিক আখ্যানে ও বেদের মধ্যে দৃষ্ট হয় যে তাহা পূর্বাধি দেবতাদিগেরও মনঃ বিমোহিত করিয়াছিল। আনাক্রিয়ন স্বরূত কাব্যে খ্রীষ্ট জন্মাব্দ ৪০০ অব্দ পূর্বে এতদেশীয় মানিক্যের অলৌকিক মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে অয়স্কান্ত মণির উত্তাপ-দ্বারা যে অনল উৎপন্ন হয় তাহাতে গ্রীসদেশীয় দেবতাসকল পরিতুষ্ট হইতেন। তৎপ্রযুক্ত প্রাচীন গ্রীক লোকেরা অভীষ্টদেবতার প্রীতিপ্রাপ্ত্যর্থে অয়স্কান্ত মণির অনলে হোমকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিত। তাহাদিগের একপ বোধ ছিল যে কোন কোন

গ্রহের কোন অনির্বাচনীয় প্রভাবের গুণে স্বতঃ মাণিক্যের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ইদানীং রাসায়ন ও আকর বিদ্যার বিশেষ ঔৎকর্য্য হেতু উল্লিখিত গ্রহের প্রভাবের প্রুতি আর কেহ বিশ্বাস রাখেন না।

প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে থিওফ্রাস্টাসের কল্পনা গ্রাহ্য; কেননা তিনি পদ্মরাগ মণিকে যুগ্ময় পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই রূপ অনুমান ছিল যে মরকতহইতে স্বভাবতঃ এক প্রকার রস বিগলিত হয় তদ্বারা মরকত রঞ্জিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক তাহা কিছুই নহে। পূর্বকালের ইউরোপের পণ্ডিতগণ অব্যবহার হেতু মণি বিষয়ে অনেক ভ্রান্তিমূলক বিবরণ লিখিয়াছিলেন। হিরোডোটস্ মরকত মণি বলিয়া এক প্রস্তরের বর্ণনা করেন বাস্তবিক তাহা মরকত নহে, সূর্য্যকান্ত মণি বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। রোমরাজ্যে সর্ব্বদো ইহার ব্যবহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু তদেশীয় লোকেরা মিসর গ্রীস প্রভৃতি জয় করিলে ইহার প্রাতি অনুরাগ বর্ত্তিয়াছিল। লুকন নামা কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে সুপ্রসিদ্ধ ক্লিয়পেতরা সিজরের সহিত সাক্ষাৎকালে যে কুম্ভাবরণ নির্ম্মিত গৃহের মধ্যে অপেক্ষা করিতে ছিলেন, ঐ গৃহের দেয়াল মাণিক্যদ্বারা খচিত ছিল। তন্মধ্যে মরকত ও গোমেদক অধিক ছিল। অপর প্রবাদ আছে উল্লিখিত বরাজনা আস্তনীর সমক্ষে ১,৫০,০০০ টাকা মূল্যের এক চুনি দ্রব করিয়া তাহা পান করিতে প্ররস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ বর্ণনা নিতান্ত অমূলক।

মিসরীয় লোকেরা তলমীর রাজ-শাসন-কালে নীলকান্তাদিমণি বাহুল্যরূপে ব্যবহার করিত, তাহা অপ্ৰামাণ্য বলা যায় না।

নীলকান্তমণি। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে নীল-

কান্তমণি ও পদ্মরাগ একই পদার্থে উৎপন্ন হয়। কেবল বর্ণে পৃথক্। পরন্তু ইহা শনি দেবতার প্রস্তর বলিয়া প্রসিদ্ধ; এই নিমিত্ত এতদেশে বিশ্বাস আছে যে ইহা নিকটে রাখিলে অনিষ্ট ঘটনা থাকে; পরন্তু বিলাতে তদ্বিপরীতে ইহা মঙ্গলপ্রদ বলিয়া মান্য ও খ্যাত আছে। মুসলমানেরা মনে করেন যে কোন কোন নীলকান্তমণি মঙ্গলপ্রদ, অপর অনিষ্ট কর।

সুইদন দেশের রাজা তৃতীয় গন্তবস্ কাযের মহাসম্রাটকে একখানি অমূল্য রত্ন উৎকৃষ্ট নীলকান্তমণি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মনোহর কান্তি রাত্রি ও দিবসে সমানরূপে প্রতীয়মান হইত। অষ্ট্রিয়-মহারাজের অধীনে কয়েক সুলক্ষণাক্রান্ত মণি আছে তাহাও পূর্বোক্ত মণির তুল্য কান্তি সম্পন্ন।

প্রকৃত নীলকুণ্ডল রাজিকালে এবং দিবসে সমান রূপে দীপ্তি প্রকাশ করে; এবং তাহা সিংহল দ্বীপেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা পদ্মরাগহইতে স্মল হয়। প্লিনী, এরিস্টটল থিওফ্রাস্টস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক প্রকার নীলকান্তমণির বৃত্তান্ত বর্ণন করেন তাহাহইতে কাঞ্চনের আভা নির্গত হইত। তাহা প্রকৃত নীলকান্ত নহে; লাপিস লাজুলি জাতীয় মণি মধ্যে এক প্রকার আশ্বেয় প্রস্তর আছে, তাহাহইতে ঐ জ্যোতিঃ নির্গত হয়। পদ্মরাগ অপেক্ষা নীলবর্ণ কুণ্ডল স্বল্প মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীনদেশে চারি শত ধান্য পরিমিত এক-খণ্ড নীলকান্তমণি আছে, তাহার মূল্য ৪০,০০০ সহস্র মুদ্রা। কিন্তু ঐ পরিমাণের এক খণ্ড প্রকৃত পদ্মরাগের মূল্য শ্রবণ করিলে বিশ্বাস্য হইতে হয়। বস্তুতঃ উহা নিকলক ও বিশুদ্ধ হইলে ২০,০০,০০০ টাকা অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে।

মার্কপোলো নামা প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী লিখিয়া-

ছেন যে ভারতবর্ষহইতে যে সকল নীলকান্তমণি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট। প্রাচীন পারস্য জাতীয়েরা হিন্দুদিগের রীতি নীতি অনুকরণে অনুরক্ত ছিল। তদ্ব্যতীত পারস্য দেশের ভূপাল-গণ এতদেশীয় মণিমাণিক্য বাহুল্য রূপে ব্যবহার করিতেন। প্রবাদ আছে যে পারস্য-জাতীয়েরা কোন নৈসর্গিক ঘটনা প্রযুক্ত নীল কুকণ্ঠের প্রত্যভিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিল; অর্থাৎ একদা ভয়ঙ্কর ভূকম্পনদ্বারা তত্রত্য একটি পর্বত দ্বিধাকৃত হইয়াছিল। তাহাতে পর্বতের উদরস্থিত অমূল্য রত্নরাজি বহিষ্কৃত হয়। তদুপায়ে তত্রত্য লোকেরা বহু রত্ন লাভ করিয়াছিল।

পুষ্পরাজ। পদ্মরাগের তৃতীয় অবান্তর পুষ্পরাজ। পঞ্চাশত্ অক্ষ পূর্বে এ মণি অত্যন্ত ব্যবহৃত হইত। কিন্তু অধুনা আর তাহার প্রতি তাদৃশ অনুরাগ নাই। উহা সর্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু উহা সচরাচর নির্দোষ দৃষ্ট হয় না। ইহা নানাবর্ণে ঘটিয়া থাকে; কিন্তু উহার স্বাভাবিক বর্ণ পীত ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ব্রেজিল প্রভৃতি স্থানে নির্মল পুষ্পরাজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মিয় আলাবাক্সা, সিংহলদ্বীপ, আশিয়া, মাইনর, পিক ইত্যাদি স্থানে উহা যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে। এতদেশে পুষ্পরাজ শব্দের অপভ্রংশে “পোকরাজ” শব্দ চলিত হইয়াছে। উহাকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে তাহার পীত বর্ণ বিগত হইয়া শ্বেত হইয়া হীরকের সদৃশ হয়; এই নিমিত্ত অম্প মূল্য অলঙ্কারে হীরকের পরিবর্তে তাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গ্রীকজাতীয়েরা লোহিত-মাগরস্থ টোপাজিয়ন নামক দ্বীপে সর্বাদৌ এ মণি প্রাপ্ত হয়। তদ্ব্যতীত উহা “টোপাজ” নামে ইউরোপে খ্যাত আছে। প্রাচীন মিসরীয় গ্রীক ও অন্যান্য জাতিমধ্যে

ইহাতে নামাঙ্কিত করিবার পদ্ধতি বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ ছিল। পাম্পিয়াই ও অন্যান্য স্থানহইতে অদ্যাপি যে সকল পুরাতন মাদ্রা বা অন্য কোন মণি দৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে রোমীয় ও গ্রীকদিগের স্বজাতীয় চিত্রকীর্তি পরিদৃশ্যমান আছে। এড্রিয়ান সম্রাটের একটি নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক ছিল, যিনি লিখিয়াছেন যে তাহা ইজিপ্ট দেশীয় আলাবাক্সের খনিহইতে উদ্ভূত হইয়াছিল।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

স্বার্থসম্মুহ। ইহা একটি মাসিক পত্র, এবং রমণীয় উপন্যাস সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব বিজ্ঞান ও নীতি সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যান এবং শিষ্টাচার বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করাই ইহার উদ্দেশ্য; কলে রহস্য-সন্দর্ভের যে সঙ্কল্প, ইহারও সেই সঙ্কল্প। পরন্তু পরম্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছুমাত্র নাই। বঙ্গদেশের নঙ্গল কামনাই উভয়ের উত্তেজক, এবং যথাসাধ্য তাহার সাধনই উভয়ের সঙ্কল্প, অতএব আমরা নূতন পত্রটিকে সহযোগীস্বরূপে পাঠকদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিতেছি। ইহার যে দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভরসা হয় যে যথার্থ পরিশ্রম করিলে সম্পাদক সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন।

২। উর্বশীনাটক। দ্বিজতনয়াপ্রণীত। এই পুস্তক খানি আদ্যান্ত পাঠ করিয়াছি। কোন বিশেষ উৎকৃষ্টতাবিশয়ে ইহার অভিযোগ নাই; অভিনয়েরও ইহা উপযুক্ত নহে, কারণ গ্রন্থকর্ত্তা নাটকের অভিনয়, বোধ হয়, কদাপি দেখেন নাই, এবং কি প্রণালীতে নাটক রচিত হইলে তাহা রঙ্গস্থলে বিশেষ মনোরঞ্জক হয় তাহা জ্ঞাত নহেন। পরন্তু ইহাতে তাহার কোন নিন্দা নাই। বর্ত্তমান কালে

বঙ্গীয় অতি অল্প নাটককর্তা সে বিষয়ে বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার অভিনয় দর্শন করিয়াও তদ্বিষয়ে অজ্ঞ থাকায় গ্রন্থকর্তার অভিনয় বিনাদর্শনে তাহার নিয়ম জ্ঞাত না হওয়া কোন মতে দৃশ্য বোধ হইবে না। প্রচলিত মুদ্রিত নাটকের অনুকরণে বর্তমান পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে এবং তাহাতে নাটকের যে সকল লক্ষণ রক্ষা করা হইয়াছে তাহা প্রত্যুত প্রশংসার যোগ্য। পরন্তু ইহার প্রধান প্রশংসার কারণ ইহার প্রণেত্রী। তেঁহ অশিক্ষিতা হিন্দুমহিলা; শাস্ত্রবিষয়ে তাঁহার কোন অধিকার বা জ্ঞান নাই। কোন রূপে বর্ণ পরিচয় হইলে প্রায় নিরবলম্ব স্বচেষ্টাদ্বারা অবকাশমতে ভাষা পুস্তক পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপার্জন করিয়া গ্রন্থ-প্রণয়নে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন, এবং তৎসাহায্যে যে পুস্তক গ্রন্থন করিয়াছেন, ও তাহা যে প্রকার সংলগ্ন ও সম্ভাবপূর্ণ হইয়াছে তাহা অনেক সু-শিক্ষিত পুরুষের রচনাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এবং ইহাই তাহার ধন্যবাদের মূলহেতু। সর্ব-সাধারণে এই পুস্তক ক্রয় করত দ্বিজতনয়ার উৎসাহের বিহিত পুরস্কার করেন ইহা আমাদিগের অভিধেয়। সম্প্রতিকার প্রকাশিত কএক খানি স্ত্রীরচনার প্রতি সাধারণের সন্দেহ হইয়াছে বলিয়া ইহা বক্তব্য যে প্রস্তাবিত পুস্তক প্রকৃত দ্বিজ-তনয়ার রচনা বটে; তদ্বিষয়ে সংস্কৃত কালেজের কএক জন অধ্যাপক সাক্ষ্য দিয়াছেন, অতএব তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

৩। নানকের জীবন চরিত। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকর্তৃক অনুবাদিত। রহস্য-সন্দর্ভ যে সভার অনুজ্ঞায় প্রকাশিত হয়, এই পুস্তকখানি-ও সেই সভার আদেশে ও আশ্রয়ে প্রকটিত হইয়াছে, অতএব এ বিষয়ে আমাদের কোন অভিমত প্রকাশ করা অভিধেয় নহে। পরন্তু তাহার বি-

শেষ প্রয়োজনও নাই, যেহেতু পণ্ডিতপ্রবর গ্রন্থ-কার মহাশয় বঙ্গীয়পাঠকমণ্ডলী মধ্যে বিশেষ পরিচিত আছেন, তাঁহার প্রশংসা পদ্মের পুনঃ রঞ্জন হইয়া উঠে। প্রস্তাবিত গ্রন্থের আদর্শ স্বরূপে নিম্নস্থ আখ্যানটি উদ্ধৃত হইল।

“একদা গঙ্গার ঘাটে ব্রাহ্মণেরা স্নানান্তর পূর্বা-স্য ও দক্ষিণাস্য হইয়া তর্পণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে নানক জলে দাঁড়াইয়া পশ্চিমাস্যে জল ছেঁচিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে তাঁহার পশ্চি-মাস্যে তর্পণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন যে, তাঁহার কর্তারপুরের ক্ষেত্র পশ্চিম দিকে আছে, তিনি সেই ক্ষেত্রের অভিনুখে জলসেচন করিতেছেন। ইহা শুনিয়া সকলে ঘৃণাপূর্বক এই কথা কহিয়া উঠিল; যে, “কর্তারপুর বহু শত ক্রোশ দূরবর্তী। তাঁহার সেচন করা জল কি রূপে তত দূর পৌছিতে পারিবেক?” নানক উত্তর করিলেন, “তবে তো-মরা ইহলোকহইতে জলসেচন করিয়া লোকা-ন্তরগত পূর্বপুরুষগণের তৃপ্তি জন্মাইবার আশা করিতেছ কেন?”

৪। বিবিধ দর্শন কাব্য। ইটয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট-হইতে আমরা এই অভিনব কাব্যখানি প্রাপ্ত হইয়া পরম সমাদরে পাঠ করিয়াছিলাম, এবং অবকাশমতে পাঠকরন্ধের গোচরার্থে কএকটি প্রা-ঞ্জল সম্ভাবপূর্ণ পদ্যাবলী উদ্ধৃত করিবার মানসে তাহা চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু কোন ধর্মজ্ঞানশূন্য কবিতাপ্রিয় ব্যক্তি আমাদিগের অজ্ঞাতে কাব্যখানি অপসারণ করায় আমাদি-গের অভিপ্রায় সিদ্ধ করা অসাধ্য হইয়াছে। এত-ম্মিমিত্ত আমরা গ্রন্থকারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র ।

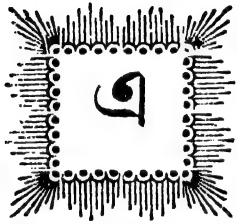
৩ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা ।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[৩২ খণ্ড]

পৃথম হেনরী এবং মড ।



এ কাদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ইংলণ্ড দেশের লোকেরা নরমান-জাতি-কর্তৃক স্বাধীনতা হারিত হইয়া পরাধীনতাবস্থায় অভিভূত হইয়াছিল । বিজিত লোকেরা জয়শীল-ব্যক্তিদিগের প্রতি স্বভাবতঃ অত্যন্ত ঘৃণা ও ঈর্ষ্যা-পরতন্ত্র হওত ক্ষণে ক্ষণে রাজদ্রোহী হইয়া পরাধীনতাপাশ-হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত নানা ঘটনা উপস্থিত করে । নরমানলোকেরা সাক্সন্দিগকে রাজবিপ্লবে প্ররম্ব দেখিয়া তাহাদিগের রমণীগণের সহিত নরমান-বংশীয় কুলীনদিগের উদ্ধাহ-সম্পাদনের নিয়ম প্রচলিত করিতে সচেষ্ট হইলেন ; ও অল্প দিনের মধ্যে অধিকাংশ কুলীনবর্গ সাক্সন্-ললনাদিগের পাণিগ্রহণ করিলেন । তাহাতে পূর্বোক্ত উভয় জাতি মধ্যে ক্রমশঃ সখ্যতা স্থাপিত হওয়াতে যুদ্ধ বিগ্রহের আশঙ্কা দূরীভূত হইল ; এবং যুদ্ধ-সময়ে নরমানদিগের বিজয়ী রাজা উইলিয়ম যে সকল সাক্সন্ রাজকুমার-গণকে কারাবস্থায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন । এই

হেতু সাক্সন্-জাতির সহিত নরমানদিগের সখ্যতা স্থাপনের বিশিষ্ট উপায় হয় ।

কিন্তু উইলিয়মের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উইলিয়ম কফন্স রাজ্যে অধিকার হইয়া পিতৃ-দৃষ্টান্তের অনুগামী না হইয়া বিজিত বংশের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । পূর্বে ভূপাল উইলিয়ম যে সকল সম্পদ্বিশিষ্ট সাক্সন্-বংশীয় লোকদিগকে কারাবিনুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, কফন্স পুনরায় তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন । প্রজার অসন্তোষে নৃপরন্দের রাজগরিমা কত কাল স্থায়ী হইতে পারে ? যে সাক্সন্-বংশের প্রতি আপাততঃ অবমাননা প্রকাশ করত কারাগারে বন্দীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিপক্ষ সাক্সন্-রাজকুমারগণ তদ্বিকক্ষে অস্ত্রধারণ করিলে পূর্বোক্ত বন্দিনৃপতিরাই তাঁহার রাজ্যের স্থায়িত্বের কারণ হইয়াছিলেন । এই সমস্ত ভূস্বামীগণ কফন্সকে এই বলিয়া তৎকালে সান্ত্বনা করিলেন যে “তোমার পরমাত্মীয় সাক্সন্দিগের প্রতি বিশ্বাস করা কদাচ উচিত হয় নাই । ইংলণ্ডীয় লোকেরাই তোমার সর্ব প্রকারে বিশ্বাসের স্থল, নিশ্চয় জানিবে ।” কফন্স এই উপদেশ আদৌ অগ্রাহ করেন, পরন্তু একদা তিনি প্রাচীন প্রণালীতে সৈন্যদিগকে ব্যূহ-রচনা শিক্ষা প্রদান করিতেছেন ইতিমধ্যে তাঁহার



প্রথম হেনরী এবং মড।

কতিপয় আত্মীয় ব্যক্তি রাজ-বিপ্লব হেতু তদ্বিকল্পে উল্লিখিত সৈন্য-সকলকে আক্রমণ করত তাঁহাকে পরাভূত করিয়া প্রধান নগর ও দুর্গসকল অধিকৃত করে। কিন্তু ইংলণ্ডীয় লোকেরা প্রথম উইলিয়মের মহত্ত্বগুণে একপ বশীভূত হইয়াছিল যে তাহারা তৎকালেও ককসের সকল দোষ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকেই পুনর্বার ইংলণ্ডের রাজা করিল।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল-বিলম্বে তাঁহার মৃত্যু

হয়, এবং তৎপরে প্রথম হেনরী ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন। ইনি “বোক্রক” নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার আধিপত্য-সময়ে সাক্সন্-জাতিকে নিতান্ত অপদস্থ হইতে হয় নাই। তিনি পিতামহের পদ্ধতি অবলম্বনক্রমে সাক্সন্-রমণীগণের সহিত স্বজাতির উদ্ধাহ বিস্তার করিতে প্ররক্ত হইলেন। তাহাতেই সাক্সন্দিগের সহিত নরমান্ বংশের পুনর্বার সৌহার্দ সংবন্ধিত হইয়া উঠিল। বোক্রক

ইংলণ্ডে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি জন্মভূমির অতিশয় গরিমা করিতেন, এবং রাজ্যাধিকার হইয়াই এক ইংলণ্ডীয় অঙ্গনার পাণিগ্রহণে প্ররক্ত হইয়াছিলেন। ঐ রমণী স্কটলণ্ডের অধিপতি তৃতীয় মাল্কমের দুহিতা। তাঁহার নাম মাটিল্ডা, তাঁহার আর এক নাম মড। তিনি কুমারিকাবস্থায় ক্রিষ্টিনিয়া নামী কোন কামিনীর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন। তথায় কিছু দিন থাকিয়া উত্তম-রূপে বিদ্যা শিক্ষা করত বয়স্কা হইয়া উঠিলে জনৈক সম্ভ্রান্ত-বংশীয় কুলীন তাঁহার পাণিগ্রহণে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মড সে পরিণয়ে অসম্মত হইয়াছিলেন। যাহা হউক হেনরী বোলকর্ক তাঁহার প্রণয়াকাজক্ষী হইয়া তাঁহাকে দার-পরিগ্রহ করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া মাটিল্ডা প্রথমতঃ অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উপদেশিকা অঙ্গনারা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে এই বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, যে নর্মানেরা পূর্বে সাক্সন্-কামিনীকুলের পাণিপীড়ন করিয়াছে তখনই ইংলণ্ডীয় রমণীদিগের জাতীয়-গরিমা খর্ব হইয়াছে। সেই হেতু হেনরী রাজকুমারের পাণিগ্রহণে তাঁহার কুলোজ্জ্বলতা ব্যতীত মর্যাদা-হানির সম্ভাবনা নাই। পরিশেষে মড বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু নর্মান-কুলীনগণ ঐ বিবাহে পরাভূত সাক্সন্-কুলের বিশেষ প্রাধান্য ও প্রভুত্ব প্রাপ্তি হইবে এই আশঙ্কায় এক অনুযোগ উপস্থিত করেন। তদ্বিশেষ এই যে মাটিল্ডা অনুচাবস্থায় বস্ত্রাবরণদ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিতেন। তৎকালে ইংলণ্ডে এই রূপ প্রথা ছিল, যে উদ্ধাহ বিমুখী কামিনীরা দেবোদ্দেশ্যে যদি বৈরাগ্য ধর্ম আশ্রয় করে তাহা হইলে তাহাদিগের স্বাধীনত্ব কিছুই থাকিত না; এবং

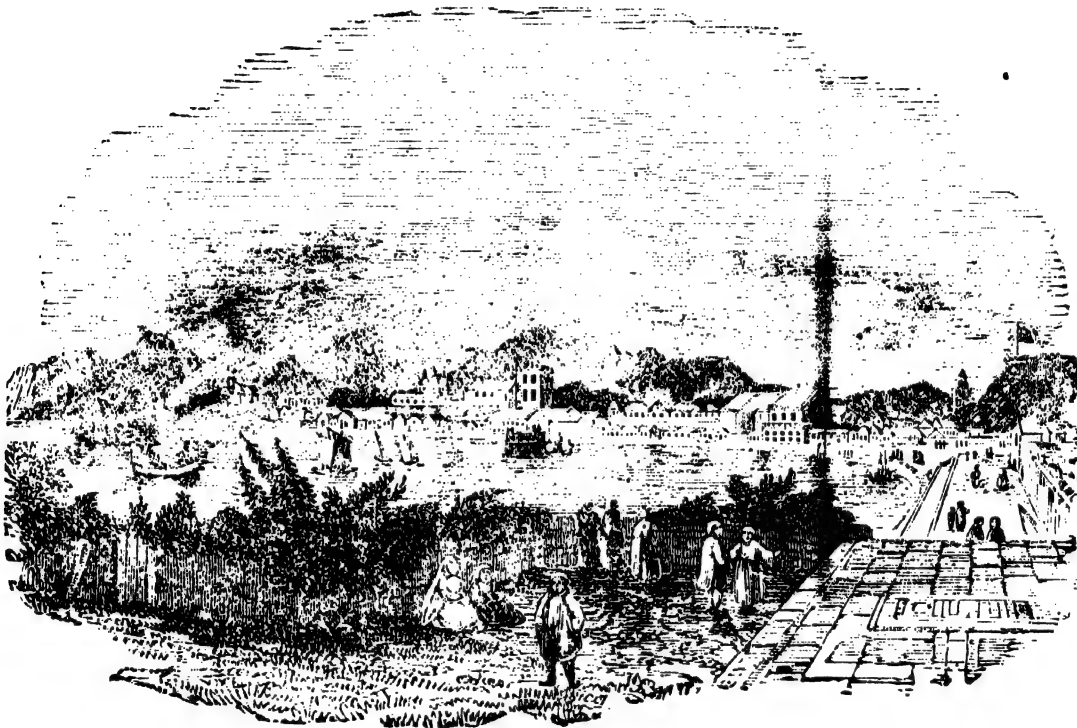
প্রকাশ্য স্থানে এক খণ্ড বস্ত্রদ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখা হইত। সেই হেতু সকলে এই কথা বলিতে লাগিলেন যে মাটিল্ডা তপস্বিনী বা উদাসিনী হইয়াছেন; হেনরী তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলে ন্যায় মত কার্য্য করা হইবে না। এই আপত্তি উপস্থিত হইবাতে মাটিল্ডা ঐ অভিযোগ খণ্ডনার্থ স্বয়ং প্রধান যাজকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে তিনি উদাসিনী নহেন, তাঁহার পরমাত্মীয় পিতৃব্যপত্নী এই জন্য তাঁহার মুখমণ্ডল বস্ত্রাবরণে আবৃত রাখিতেন যে নর্মান-বংশীয় কুলীনগণ সর্বদা ইংলণ্ডীয় কামিনীগণের পাণি-পীড়নে উদ্যত হইতেন; ঐ রূপ পাণি-পীড়নে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতেন; তন্নিমিত্ত তাঁহার বদন আবরণদ্বারা সর্বদা আবৃত করিয়া রাখিতেন। মাটিল্ডার পূর্বোক্ত গূঢ় তাৎপর্য্য শ্রবণ করিয়া প্রধান যাজক আর কোন অভিযোগ শ্রবণ না করিয়া হেনরীকে বিবাহ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন; এবং হেনরী অবিলম্বে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

হেনরীর পিতার বর্ত্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রবার্ট পালাষ্টাইনে ধর্ম-যুদ্ধার্থে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং তথ্যহইতে প্রত্যাগমন না করিতেই তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। ঐ অবকাসে বোলকর্ক জ্যেষ্ঠের আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিকার হইয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত ভ্রাতার সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটিবায় তাহা নিয়ত গৃহবিবাদে নিবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময়ে সাক্সনেরা তাঁহার প্রতি যথোচিত আনুগত্য প্রকাশ করাতে তিনি প্রজাদিগের অনুকূলে অনেক গুলি প্রজারঞ্জক ব্যবস্থাবলীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

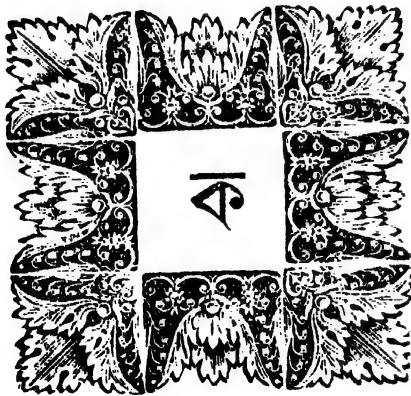
তাঁহার পৈতৃক কুলের ভূপালগণ তৎকালে ফান্স দেশে আধিপত্য করিতেছিলেন। ষষ্ঠ লুইস

হেনরীর অতুল-প্রভাব-দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া ষ্ট্রাকে পুত্রশোকে ও গৃহবিবাদে অত্যন্ত উৎপী-
 বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে উন্মত্ত করিতে আরম্ভ
 করিলেন। কিন্তু তিনি তাহার প্রকৃত সদুপায়-
 কিছুই করিতে পারেন নাই; অবশেষে ১১৩৫ খ্রী-

ষ্টাকে পুত্রশোকে ও গৃহবিবাদে অত্যন্ত উৎপী-
 ডিত হইয়া মৃত্যুকর্তৃক সকল দুঃখ ও ক্লেশহইতে
 মুক্তি লাভ করিলেন।



কর্ণাট।



র্ণাট দেশ অতি প্রা-
 চীন-কালাবধি দ-
 ক্ষিণ দেশের এক
 পরাক্রান্ত সাম্রা-
 জ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ
 ছিল। তাহার আ-
 যতন দক্ষিণ দে-
 শের প্রায় সমস্ত
 সীমাপর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অধুনা উল্লিখিত দেশ
 এতাদৃশ বিলুপ্তদশায়িত হইয়াছে যে উহার পূর্ব-
 সীমা কোন ক্রমেই অসন্দ্বিগ্ধরূপে নিরূপিত করা

যায় না, যেহেতু তাহার সীমায় অধুনা বহুতর
 রাজরন্দের রাজপাট স্থাপিত হইয়া তত্রত্য স্থান-
 সকল ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধিকার বলিয়া পরিচিত
 হইতেছে। ইতিহাসজ্ঞ পাণ্ডিতেরা লিখিয়াছেন যে
 পূর্ব ও পশ্চিম ঘাট পর্বতমধ্যবর্ত্তি জনপদ-সকল
 কর্ণাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাহা প্রাচীন কর্ণাটের
 কথঞ্চিৎ অংশমাত্র। বর্ত্তমান কর্ণাট রাজ্য দুই
 অংশে বিভক্ত, পূর্ব ও পশ্চিম; তন্মধ্যে পূর্ব কর্ণা-
 টের বিষয়ই এস্থলে কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইবে। পশ্চিম
 দেশস্থ কর্ণাট অর্থাৎ তুলব রাজ্য মলবার
 রাজ্যের অধীন, অতএব তৎপুস্তাব মলবারের
 ইতিহাসেই পরিসমাপ্ত করা হইবেক।

পূর্বকর্ণাট পূর্বে আরকটের নবাবের অধীনে ছিল; এবং তাহা গণ্টূর-জনপদহইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত দীর্ঘে ৫০০ জ্যোতিষি ক্রোশ নির্দিষ্ট আছে।

ইংরাজদিগের কর্ণাট-রাজ্য অধিকার করিবার পূর্বে উহার দক্ষিণ ভাগ অনেক গুলি পল্লীগার নৃপতিরদের অধীনে থাকাতে উক্ত রাজ্য তল্লিবেলী, মাদুরা, মারওয়া, পল্লীগার, ত্রিচিন্নপল্লী, তাঞ্জোর প্রভৃতি কয়েকটা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অপর মধ্যস্থানে ভলকণ্ডা, পালামকোট, বিঞ্জী, বান্দেলা, কঞ্জী, বেনূর, সিংলিপট, চন্দ্রগিরি, সর্দমিলী, নেলূর, ও তাহার প্রধান নগর মান্দ্রাজ, পণ্ডিচরী, আরকট, ওয়ানাদাবাদ, বেনূর, কদানুর, কদালোর, বিঞ্জী, পলিকট, চন্দ্রগিরি, এবং নেলূর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। উত্তর কর্ণাটে বিখ্যাত অক্ষুরাজাদিগের সম্রাম নামক রাজপাট ছিল। এতদ্রাজ্যে কাবেরী, পেন্নার,* বগাক, ও পনার এই চারিটা নদী বিশেষ প্রসিদ্ধ; এবং তাহা ঘাট-পর্বত-হইতে উদ্ভূত হইয়া নদী ও সাগরে মিলিত হইয়াছে। প্রোক্ত ঘাট পর্বত পূর্ব ও পশ্চিম কর্ণাট-রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী থাকাতে এই উভয় কর্ণাটের স্বতন্ত্ররূপে স্বত্ব পরিবর্তিত হয়।

অন্যান্য উষ্ণমণ্ডলস্থ দেশের ন্যায় কর্ণাট রাজ্য অত্যন্ত উষ্ণ স্থান; কিন্তু সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তিতা হেতু শীতল বায়ুদ্বারা তাহার উষ্ণতার উপশম হয়। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে তথায় অনবরত বারিবর্ষণ হয় এই সময়ে এতদেশের ন্যায় প্রবল বাত্যা প্রবহন হইতে থাকে; আর গগনমণ্ডল মেঘমালায় নিবিড়াকারারত হয়।

কর্ণাটের অধিকাংশ ভূমি বালুকাময়। তৎপ্রযুক্ত সচরাচর তদেশবাসিগণের অত্যন্ত জলকষ্ট

হইয়া থাকে, এবং কৃষাগণ যথেষ্ট রুষ্টিপাত ব্যতীত উত্তম ফল ও শস্যের অধিকারী হয় না।

নগরমধ্যে বা গ্রামপ্রান্তে রাজপথের সম্মিহিত ‘চোলত্রী’ নামে পাশুশালা সকল স্থানই দৃষ্ট হয়। পথিক বা যাত্রীদিগের সেবার নিমিত্ত রাজাদিগের নিয়োজিত ব্রাহ্মণেরা সেই স্থানে সর্বক্ষণ শাস্ত্র পথিকগণকে খাদ্য ও পানীয় আহরণ করিয়া রাখিয়া থাকে। মান্দ্রাজের বিংশ বা পঞ্চবিংশ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত উক্তপ্রকার পাশুশালা সকল গ্রাম ও পল্লীতে দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষের অপর স্থান অপেক্ষায় কর্ণাট দেশে অতি প্রকাণ্ড বহুল দেবালয় দৃষ্ট হয়; তাহা ঐশ্বর্য ও সভ্যতা বিষয়ে ভারতবর্ষের লোকদিগের প্রাচীন কীৰ্ত্তি সপ্রমাণ করিতেছে। এই সকল দেবমন্দির এক নিয়মে নির্মিত হইয়াছে; তাহার ভিত্তি প্রায় দৃষ্ট হয় না। অতি প্রকাণ্ড এক চতুরস্র ভূমির উপর চারি দিক্ উচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যে মন্দির নির্মিত হয়, এবং এই দেবালয় বহির্ভাগস্থ সাধারণের কোন মতে নয়নগোচর হয় না। এই প্রাচীরের চারি দিকে এক এক প্রকাণ্ড দ্বার আছে। এই সকল দ্বারের উপরে দুর্গের চূড়ার ন্যায় এক এক প্রকাণ্ড গৃহ আছে; তদ্বারা শত্রুদিগের আগমন-পথ অনায়াসেই প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। কর্ণাট দেশে পূর্বে অসংখ্য দুর্গ ছিল। অনেক বৎসর কর্ণাট-রাজ্য-মধ্যে যুদ্ধ বিপ্লব উপস্থিত না থাকা প্রযুক্ত এই সকল দুর্গ অযত্নে ক্রমে ভগ্নাবস্থ হইতেছে। কিন্তু এই সকল দুর্গ পর্বতোপরি স্থাপিত হইবাতে ভগ্নাবস্থাতেও নিরাশঙ্ক, এবং যুদ্ধের অযোগ্য হয় নাই। তথায় অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও হিন্দু লোকের বসতি আছে, অপর জাতীয় লোক অতি অল্প দৃষ্ট হয়। কর্ণাট দেশে উচ্চবংশোদ্ভব মান্যব্যক্তিগণ পঞ্চবন্দম নামক শূদ্রজাতিদ্বারা ক্ষেত্র

* ইহার সংস্কৃত নাম উত্তর পিনাকিনী।

দির কার্য্য করাইয়া থাকেন। এই কৃষকেরা অসাধারণ পরিশ্রমী এবং এই দাসত্বব্যবসায়ই ইহাদের অবলম্বনীয়। মহিশূরের পাদশাহ হাইদর আলী কর্ণাটহইতে এই সকল লোকদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

কর্ণাট রাজ্যে গর্দভই অতি সাধারণ পশু বলিয়া গণ্য। বঙ্গদেশের গর্দভসদৃশ উহা অতি খর্বাবয়ব হয়, কিন্তু বর্ণে নানা প্রকার বিভিন্ন হইয়া থাকে। কোন জাতীয় গর্দভ সম্পূর্ণ কৃষ্ণ বা খদির বর্ণ। চেনসুকারী জাতীয় লোকেরা গৃহে গর্দভ প্রতিপালন করে। এতদেশের সদৃশ তাহা ভদ্র গৃহে কদাপি প্রতিপালিত হয় না। এই চেনসুকারী জাতি বন্যীক কোট আদি কদর্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করে। উহারা কদাপি এক স্থানে দীর্ঘকাল বাস করে না।

কর্ণাটের দক্ষিণ ভাগে আর্ন্তল জাতীয় ব্রাহ্মণগণের অধিক বসতি। উহারা শিবোপাসক, তজ্জন্য শৈবনামে খ্যাত, এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। মান্দ্রাজ ব্যতীত কর্ণাট রাজ্যে সমস্ত মগর ও পল্লীমধ্যে ব্রাহ্মণদিগের বসতির নিমিত্ত এক এক স্বতন্ত্র ভাগ নিযুক্ত হয়। এই স্থানে শূদ্রেরা কদাপি বাস করিতে পারে না।

হুঁকায় তামাকু সেবন কর্ণাট রাজ্যে অত্যন্ত নিন্দনীয়। পরন্তু নসের ব্যবহার বাহুল্যরূপে প্রচলিত আছে। অনেকে হুঁকার বিষয় উত্তমরূপে পরিজ্ঞাতও নহে। নীচশ্রেণীস্থ লোকেরা চুরট সেবন করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে তৎসেবনে জাতিভেদ হইতে হয়। তজ্জেক্তুক্ মান্য পদবীস্থ শূদ্রেরা এই আচারের সম্পূর্ণ প্রতিবাদী হইয়া থাকেন।

কর্ণাট রাজ্যের স্থানে স্থানে খ্রীষ্টীয়ান ও মুসলমান, ইহুদী, প্রভৃতি জাতীয়-মनुষ্যের বসতি আছে। প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের সম্যক্ আদর আছে, এবং তাহারা প্রাচীন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার প্রভৃতির সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

এই কণ প্রবাদ আছে, যৎকালে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তৎকালে দক্ষিণ দেশে কর্ণাট রাজ্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল, এবং শালিবাহন নামা ভূপতি কর্ণাটের অধীশ্বর ছিলেন। পরন্তু এতদেশের প্রাচীন ইতিহাস মধ্যে যথার্থ সময় নিকৃপিত না থাকাতে উল্লিখিত শালিবাহন রাজার ইতিহাস সত্য বলা যায় না। যুধিষ্ঠিরের ৩০৪৩ অব্দ গত হইলে বিক্রমাদিত্যের আধিপত্যকাল নিকৃপিত হয়। এই বিক্রমাদিত্যের ১৩৪ বৎসর পরে শালিবাহনের শকের প্রারম্ভ হয়, সুতরাং তাহার সহিত যুধিষ্ঠিরের সমকালিতা সম্ভবে না। বিক্রমাদিত্যের পাঞ্চাশৎ সংবৎসরে দক্ষিণদেশস্থ সুবিখ্যাত অন্ধুরাজাদিগের কর্ণাট ও তৈলঙ্গে আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই অন্ধুরাজারা প্রমারবংশীয় রাজপুত্র এবং বিক্রমাদিত্যের স্বগোত্রীয় ছিলেন। তৎকালে কৃষ্ণানদীহইতে দক্ষিণে ঘাট-পর্বত পর্য্যন্ত কর্ণাটরাজ্য বিস্তৃত ছিল। কোন কোন ইউরোপীয় এবং প্রাচীন রোমের ইতিহাস মধ্যে অন্ধুরাজাদিগের পুরাতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সম্যক্ বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাহা হউক পরম্পর-গৃহ-বিচ্ছেদ-বশতঃ অন্ধুরাজবংশ শেষদশায় একেবারে নিন্তুজ হইবাতে ১১২৩ সংবৎসরে সুপুসিদ্ধ বল্লালবংশীয় তেজোবন্ত নৃপতিগণের আধিপত্যকালে কর্ণাট-সাম্রাজ্য পুনর্বার মহাপ্রতাপান্বিত হইয়াছিল। মহিশূরে তাঁহাদিগের বেলগাম নামে এক রাজপাট ছিল।

অতঃপর উল্লিখিত বল্লালবংশ লুপ্ত হইলে চোলবংশীয় ভূপালগণের প্রভাব সমস্ত কর্ণাট দেশে বর্ত্তিয়াছিল। তাঞ্জোরহইতে প্রায় বিংশতি জ্যোতিষি ক্রোশ দূরে কুন্তকোণম্ নামক স্থানে তাঁহাদিগের প্রধান রাজপাট স্থাপিত হয়। তৎকালে কর্ণাটের সীমা পূর্বঘাটহইতে পশ্চিম ঘাট পর্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং সমস্ত পূর্ব চোরমণ্ডল

উপকূলবর্ত্তি জনপদ চোরমণ্ডল নামে খ্যাত ছিল।
এ চোল-বংশীয় রাজাদিগের নামাপভ্রংশে অধুনা
করোমাণ্ডল শব্দ ইংরাজী এষ্টে সুসিদ্ধ হইয়াছে।
দক্ষিণদেশীয় এ চোলনৃপতিদিগের প্রাচীন কীর্ত্তি-
কলাপ অদ্যাপি কর্ণাটদেশের স্থানে স্থানে দৃষ্ট
হয়। কিন্তু বহুকালপ্রযুক্ত তত্তাবৎ শ্রীভট্ট ও শো-
ভাহীন হইয়াছে।

১০১০ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন যৎকালে দিল্লীর
সিংহাসনে রাজত্ব করেন, সেই সময়ে গফুর নামা
কোন যবন রুক্ষানদী পার হইয়া সুপ্রসিদ্ধ বল্লাল-
দেবকে পরাভূত করত তাঁহার রাজপাট ধ্বংস-
সমুদ্র অধিকৃত করিয়াছিল। তদবধি যবনদিগের
দক্ষিণ দেশে প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। কিন্তু এই যবনা-
ক্রমণ উপস্থিত হইবার পরেই বিখ্যাত শ্রীরঙ্গ-রা-
য়াল নৃপবংশের কীর্ত্তিমন্ত পূর্বপুরুষেরা কর্ণাট
রাজ্যে প্রতাপান্বিত বিজয়নগরের রাজপাট স্থা-
পিত করেন, এবং কর্ণাট ও অন্য দেশের ভিন্ন
ভিন্ন পৃথিবীপালগণ তাঁহাদের আজ্ঞার বশতাপন্ন
হইয়াছিলেন। এ সময়ে বহুমান যবন সাম্রাজ্য
বিজয়নগরের হিন্দুসম্রাটগণের পরম প্রতিযোগী
হইয়া উঠিয়াছিল। আশু তাহা লোপ হই-
বাতে বিজয়নগরস্থ ভূপালগণ মহা সাম্রাজ্যের
অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ভাগ্যে
একতা না থাকাতেই একতাবদ্ধ যবন ভূপালগণ
তল্লিকোটা নামক স্থানে হিন্দুদিগকে পরাভূত
করিয়া বিজয়নগর ধ্বংস ও শ্রীভট্ট করে। বিজয়-
নগরের আধিপত্য লোপ হইবাতেই দক্ষিণ দে-
শের হিন্দুদিগের প্রভাব কিয়ৎকালের নিমিত্তে
একেবারে বিলুপ্ত হয়, এবং যবনেরা তৎকাল-
হইতে কর্ণাটে কিয়ৎকাল স্বাধীনরূপে রাজত্ব
করিয়াছিল।

অনন্তর যবনদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইবাতে কোন
কোন হিন্দুভূপতি স্বাধীনতা উপলব্ধ করত রাজত্ব

করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ইকরিবংশীয়
রাজারা প্রধান ছিলেন। বণিক ইংরাজেরা আরমে-
গণ নামক স্থানে সর্বাদৌ উপনিবাস স্থাপন
করিয়াছিল। তৎপর দমল বেঞ্চটাদি নামক
হিন্দুভূপালের আদেশক্রমে কথিত বণিকেরা মা-
ন্দ্রাজে গিয়া দুর্গ ও নগর স্থাপন করে। তৎকালে
উল্লিখিত নগর চেন্নাপট্টন নামে বিখ্যাত ছিল।
তৎপরে ইউরোপীয় বণিকদিগের দ্বারা তাহা ক্রমে
মান্দ্রাজ নামে বিখ্যাত হয়। ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এ
নগর একটি ক্ষুদ্র জনপদের রাজপাটরূপে পরি-
গণিত হইত, অধুনা ইংরাজদিগের অধীনে ফোর্ট
সেন্টজর্জ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

হাইদরাবাদের নবাবেরা কর্ণাট রাজ্যকে আপন
অধিকারের অংশ বলিয়া গণ্য করিতেন। যৎকালে
নিজাম্ উলমুলক দক্ষিণ দেশের সুবেদার হয়েন
সেই সময়ে সাদৎ উল্লা কর্ণাটের নবাবের পদে
অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্ত হইলে
তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র দোস্ত আলী উক্তপদে অভিষিক্ত
হইয়াছিলেন। ইহারই দুহিতাকে নিজামের মন্ত্রী
চন্দা সাহেব বিবাহ করেন। এ সময়ে ত্রিচিন্ন-
পল্লীর রাজা কর্ণাটের নবাবের অধীন ছিলেন,
কিন্তু রাজস্ব প্রদানে অসম্মত হইবাতে চন্দা সাহেব
শ্বশুরের সাহায্যার্থ পূর্বোক্ত হিন্দুভূপালের বি-
রুদ্ধে সঙ্গ্রামে প্ররত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে
হিন্দুবীৰ্য্য ভারতবর্ষে এতাদৃশ হানদশাপন্ন হয়
নাই যে যবনেরা অনায়াসেই কোন হিন্দু নৃপতিকে
রাজ্যচ্যুত করিবেন। দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রীয় ভূপাল-
গণের দর্পে তৎকালে যবনেরা সশঙ্কিত হইত।
ত্রিচিন্নপল্লীর মহারাজা যবনাক্রমণ-দর্শনে মহা-
রাষ্ট্রীয়দিগকে তন্নিবারণ हेतু আহ্বান করিলেন,
এবং তাহাদের বিশালপ্রতাপ মহাসৌর্যবান্
হিন্দু নৃপতির শরণাগত হইলেন। তৎপ্রযুক্ত যবন

সুবেদারের মন্ত্রী মহারাষ্ট্রীয় ভূপালের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার ইষ্টে সিদ্ধ হয় নাই; প্রত্যুত তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয় শাণিত অস্ত্রাঘাতে দেহ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল; এবং চন্দা সাহেব বন্দীকূপে শত্রুরদেশে নীত হইয়াছিলেন। হাইদরাবাদে অধিপতি এই দুর্বিপত্তি উপস্থিত দর্শনে এক জন অমাত্য অনবরুদ্দীনকে কর্ণাটের শূন্য সিংহাসনের শাসনকর্ত্ত্বকূপে প্রণোদিত করেন। ইত্যবসরে চন্দা সাহেব কারামুক্ত হইয়া কর্ণাটে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, অনবরুদ্দীন তৎপদ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পূর্ব নবাবী পদ গ্রহণার্থ চন্দা করাসিদিগকে উত্তরসাধক হইবার নিমিত্ত যথোচিত উপাসনা করিলেন। অতঃপর উভয়পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইবাতে অনবরুদ্দীন সপুত্রক সঙ্গ্রামে নিহত হইলেন। কিন্তু তৎসংযোগেও চন্দা সাহেব কর্ণাটের আধিপত্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেন না। যেহেতু করাসিদিগের রাজ্য-কণ্টক ইংরাজেরা মৃত অনবরুদ্দীনের দ্বিতীয় পুত্রকে পৈতৃক আসনে অভিষিক্ত করণার্থে বিশেষ আগ্রহী হইয়া সমস্ত প্রতিবন্ধক খণ্ডন করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। তৎকালে কর্ণাটের রাজপাট আরকট নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সুবিশ্রুত ক্লাইব সাহেব ঐ সময়ে অধরকট রক্ষার্থ অসাধারণ বিক্রম প্রকাশপূর্বক তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন। চন্দা সাহেব এজন্য কিছুতেই কর্ণাটের রাজপাট অধিকৃত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে পুনঃপুনঃ সঙ্গ্রামে হতাশ ও পরাভূত হইয়া তিনি তাঞ্জোরের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরন্তু তাঁহার পূর্বের ব্যবহার সকলের অন্তঃকরণে জাজ্বল্যমান ছিল, তৎপ্রযুক্ত তাঞ্জোরের মহাপাল তাঁহার মন্তকচ্ছেদ করিলেন; তাহাতে করাসিরা সচকিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এই সন্ধি সমাধা হইলে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ আলী কর্ণাটের নবাব হইলেন।

পরন্তু করাসিদিগের মনে মনে ঘেহানল প্রুচ্ছ-ভাবে রহিয়াছিল। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে পুনর্ব্বার পূর্বকথিত উভয় প্রতিযোগীর পক্ষে সঙ্গ্রামের অনুষ্ঠান হইবাতে করাসিরা পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করত অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে লাগিল। দক্ষিণ দেশের সুবেদার করাসিদিগকে কর্ণাট রাজ্যস্থিত সরকার প্রদেশ প্রদান করাতে করাসিদিগের ভারতবর্ষে বিপুল প্রভাব বর্জিত হইয়াছিল। তাহারা অতঃপর ইংরাজদিগের সেন্ট ডেবিড নামক দুর্গ অধিকার করত মান্দ্রাজের অভিনুখে সৈন্য চালনা করিতে লাগিল। এই অবকাশে ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতহইতে কএক দল সেনা প্রেরিত হইলে করাসিদিগের সহিত কুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। পরন্তু ঐ বারের যুদ্ধও পূর্ব্ববৎ ইংরাজদিগের মঙ্গলজনক হইয়া উঠিল। করাসিরা উপনিবাসহইতে তাড়িত হইল, এবং ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে রাজ্য প্রত্যর্পণ করত সন্ধির প্রস্তাবনা করিল। পরন্তু পূর্বে যে সকল রাজ্য ইংরাজেরা জয়দ্বারা অধিকৃত করিয়াছিলেন তৎতাবৎ বিলাতের সন্ধি-দ্বারা প্রত্যর্পিত হইল; এবং করাসিরা প্রোক্ত সন্ধির একাদশ প্রকরণানুসারে মুহম্মদ আলীকে কর্ণাটের নবাব এবং সলাবত জঙ্গকে দক্ষিণ দেশের সুবেদার বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এই কূপে কর্ণাটদেশে করাসিদিগের প্রভুত্ব নষ্ট হইলে মুহম্মদ আলী তদ্রাজ্যে নিষ্প্রতিযোগীকূপে একাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, পরন্তু তিনি যুদ্ধের ব্যয়সম্বন্ধে ইংরাজদিগের নিকট অনেক টাকা ঋণ লইয়াছিলেন, তাঁহাকে তাহার দায়ী হইতে হইল। সেই প্রযুক্ত অপর ইংরাজেরা তাঁহাকে রাজ্যে পুনর্ব্বার স্থাপন করণার্থে যে আনুকূল্য করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যাপকার-প্রাপ্তি বিষয়ে ইংরাজদিগের আর এক দাওয়া হইয়াছিল। এই উভয় বিষয়ে অর্থ প্রদানে অপা-

রগ হইয়া অষ্টাদশ লক্ষ টাকার এক জমিদারী ব্রিটিশদিগকে অর্পণ করিলেন। ইংরাজেরা এ রাজ্যের 'সনন্দ লইয়া দিল্লীর প্রধান সভ্যদের অনুমতি লইয়া তদ্রাজ্যের আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সময় ইংরাজেরা হাইদর আলীর সহিত সন্ধুত্বে প্রবৃত্ত হইবায় মান্দাজ গবর্ণমেন্ট ক্রমশঃ ঋণে আবদ্ধ হইলেন; এবং তাহা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত নবাবকে এই বলিয়া অর্থের প্রার্থনা জানাইলেন যে “তোমার দেশ-রক্ষার্থ আমাদিগের সৈন্যের যে সকল ব্যয় হইয়াছিল তদ্ব্যয় আমাদিগের ঘাড়ে পড়িতেছে। কিন্তু আমরা এ অর্থের দায়ী নহি; অতএব এই ঋণ তোমাকেই পরিশোধিত করিতে হইবে।” কর্ণাটের অধীশ্বর এই বিষয় শ্রবণ করত কিছু খিদিয়মান হইয়া ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গাল গবর্ণমেন্টের সহিত এই অশ্লীকারে সন্ধি স্থাপিত করেন যে তিনি দেশ-রক্ষার্থ ইংরাজদিগকে দশ পল্টন সৈন্যের ব্যয় রাজকোষহইতে প্রদান করিবেন, এবং পুত্রপৌত্রাদিক্রমে কর্ণাট রাজ্যের অধিকারী থাকিবেন। পরন্তু এ সন্ধি শেষ হইতে না হইতে মান্দাজ গবর্ণমেন্ট পুনশ্চ তাঁহাকে আর এক সন্ধিতে আবদ্ধ করেন, তাহাতে পাঁচ বৎসর কর্ণাট রাজ্য ইংরাজদিগের অধীনে থাকিবেক, এবং ব্যয় নির্বাহার্থ নবাব কিয়ৎ পরিমাণে রাজ্যের আয় প্রাপ্ত হইবেন, ইহাই নির্ধারিত হয়।

এই সন্ধি সমাধা হইবায় নবাব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। অতঃপর ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গাল গবর্ণমেন্টের সহিত মান্দাজ গবর্ণমেন্টের কিঞ্চিৎ বিরোধ উপস্থিত হইবাতে তৎসুযোগে কর্ণাটের নবাব সুপ্রিম গবর্ণমেন্টের নিকট স্বাধিকার প্রাপ্তি-বিষয়ে এক আবেদন করেন, এবং উল্লিখিত গবর্ণমেন্ট তাহা গ্রাহ্য করিবার নবাব কর্ণাট রাজ্য আপনার অধীনে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে

অনেক বাদানুবাদের পর বোর্ড অফ কন্ট্রোলের মেম্বরগণ কোর্টে অফ ডিরেক্টরদিগের মত অগ্রাহ্য করিয়া নবাবের রাজ্য প্রত্যপণে সম্মতি প্রদান করিলেন; এবং নবাবের ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত বার্ষিক বার লক্ষ টাকা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টে প্রদান করিবার আদেশ করেন।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে যৎকালে মহিসূরের সহিত ত্রিবঙ্কুরের রাজার যুদ্ধ উপস্থিত হয় এ সময়ে কর্ণাটের অধিকার কোন মতে টিপু হস্তগত না হয় এই অভিপ্ৰায়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কিয়দ্বিবসের জন্য তাহার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে টিপু সহিত ত্রিবঙ্কুরের রাজার যুদ্ধ সমাধা হইলে নবাবের সহিত আর এক সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহাতে যত্বে ১৭ লক্ষ মুদ্রা নবাবের কোষহইতে ইংরাজদিগকে প্রদান করিতে হইল। তৎসঙ্গে নবাবকে আর কয়েকটি কঠিন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল; অর্থাৎ সন্ধিপত্রে তিনি এই প্রতিজ্ঞায় স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছিলেন যে রাজ্য কেবল ব্রিটিশ সৈন্যসকল রক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিবে; এবং সন্ধুত্বে উপস্থিত হইলে ব্রিটিশ-কর্মচারিরাই রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও নির্বাহ করিবেন। অপর ঋণপরিশোধে নবাবের ত্রুটি হইলে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট কয়েকটি জনপদ বিনা আপত্তিতে অধিকার করিয়া লইতে পারিবেন; এবং অতিরিক্ত সৈন্যের আবশ্যক হইলে নবাব অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিবেন। অধিকন্তু অন্য কোন রাজার সহিত তাঁহার বিষয় কার্য্যের কোন সংশয় থাকিবে না।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ আলী অক্টোবর মাসের ১৫ই যত্নমুখে নিপতিত হইলে তৎপুত্র উমদৎ উল্ ওমরা তৎপরদিবস পিতার আসন প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতা যে সন্ধি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা এই যুবরাজের পক্ষে

ক্রমশঃ ক্রেশকর ও কঠিনতর হইয়া উঠিল, যে হেতু ইংরাজদিগকে যে বহু অর্থ প্রদান করিতে সক্ষিপত্রে প্রতিজ্ঞা ছিল, সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন নিমিত্ত প্রতিবর্ষে ঋণের আধিক্য হইতে লাগিল। সুতরাং এই কঠিন নিয়ম পরিবর্তনের জন্য তিনি চেষ্টাশ্রিত হইলেন। সেই চেষ্টার ফলস্বরূপে আর এক সন্ধিও স্থাপিত হয়; কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। খ্রীঃপূঃ ১৮০১ খ্রীঃপূঃ হইলে যে সন্ধি সমাধা হয় তাহার কিছু দিন পরেই মুহম্মদ আলী বিদ্রোহ-বিষয়ক এক পত্র টীপুকে লেখেন এই পত্র হঠাৎ প্রকাশ হয়। এই পত্রের স্কুল মর্ম্ম এই যে কোন মতে ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের প্রাধান্য না রক্ষি পাইতে পারে। উমদৎ উল্ ওমরা পিতার অবর্তমানে টীপুর সহিত এই রূপ পত্রাদি লিখিতেন, কিন্তু বাহ্যে সৌহার্দ্য প্রতিজ্ঞার সকল লক্ষণ রক্ষা করিতেন। অধুনা এই ব্যাপার ইংরাজদিগের গোচর হইবাতে নবাব প্রকৃত দোষ কি না? তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান হইয়া তাঁহার দোষ সপ্রমাণিত হইল। সুতরাং সন্ধিপত্রে কর্ণাট-দেশ-গ্রহণের অগ্রে যে প্রসঙ্গ ছিল, নবাবের দোষ সপ্রমাণিত হইলে ইংরাজেরা তাহার প্রতি নির্ভর করিলেন। কিন্তু ইতি মধ্যে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে উমদৎ উল্ ওমরার মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র আলিহোসেন রাজ্য-প্রাপ্তি-বিষয়ে কোন অভিযোগ উপস্থিত করিলেন না; এবং ইংরাজেরা তাঁহার পিতার বন্ধুত্ব-বিগর্হিত-কার্য্য হেতু তাঁহাকে কেবল র্ত্তিপ্রদানে সন্মত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলে আলি হোসেন তাহাতে সন্মত হইলেন না। অতঃপর মৃত উমদতের ভ্রাতৃপুত্র আজিম উদৌলা র্ত্তিগ্রহণে সন্মত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত করিলেন। এই সন্ধিযারা উপরোক্ত যবন-রাজকুমার কর্ণাটের নবাব উপাধি প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু কর্ণাট-রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। অপর এই সন্ধি-

পত্রে তাঁহাকে অনুগ্রহপূর্বক উক্ত পদ প্রদত্ত হইল, এবং এই পদ তাঁহার বংশাবলী প্রাপ্ত হইবেন না, ইহা লিখিত হইয়াছিল। যাহা হউক ১৮১২ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইবাতে তাঁহার পুত্র আজিম জাঃকে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট এই কথা বলিলেন যে, এই পদ-প্রাপ্তি-বিষয়ে এক্ষণে আর কাহার অধিকার নাই, ইংরাজেরা যাহাকে মনোনীত করিয়া কর্ণাটের নবাব করিবেন তিনিই উক্ত উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। ফলে অতঃপর ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তাঁহাকেই কর্ণাটের নবাব-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বিশেষ কিছুই সন্ধি স্থাপিত হয় নাই।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে আজিম জাঃ পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পুত্র মুহম্মদ গৌস নবাবী পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অপুত্রক মৃত্যু-মুখে পতিত হন। এই সময়ে কর্ণাটের রাজ্য-প্রাপ্তি-বিষয়ে আজিম জাঃ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন করাতে গবর্নমেন্ট এই প্রত্যুত্তর প্রদান করেন যে ভূতপূর্ব নবাবেরা সৌহার্দ্য সন্ধি ভঙ্গ করিয়া কর্ণাটের অধিকারহইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এক্ষণে কর্ণাটের নবাবী পদ ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট আর কাহাকেও প্রদান করিতে সন্মত নহেন। ইহাতেই কর্ণাটের স্বাভাব্য এককালে রহিত হয়।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।



“ভূষণসার ব্যাকরণ। বাজলা ভাষার প্রকৃত রীতির অনুসারে ত্রি-ভাষাকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত।” এই পুস্তকের আয়তন কোন মতে বহু নহে; ইহাতে দ্বাদশপৃষ্ঠা-ভাঁজের ৫৮ পৃষ্ঠা পরিমাণমাত্র পদার্থ আছে, তাহাতে বোধ হয়, এই গ্রন্থের এক খণ্ডও পূর্ণ হয় না।

পরন্তু ইহার প্রণেতা সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং বঙ্গীয়-সংবাদ-পত্রের সম্পাদক মধ্যে এক জন প্রধান বলিয়া গণ্য। তাঁহার ব্যবসায়ের অনুরোধে তাঁহাকে সর্বদাই বাঙ্গালী রচনায় সময় কেন্দ্র করিতে হয়, এবং নানা প্রকার বাঙ্গালী পত্রের আলোচনাও করিতে হয়। তিনি যে বাঙ্গালী ভাষার বিহিত মর্মজ্ঞ হইবেন ইহা অবশ্য সম্ভাবনীয়। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশও করিয়াছেন; তথা প্রচলিত বাঙ্গালী ব্যাকরণ-সকলের দোষাবলী বিলক্ষণরূপে আলোচনা করিয়া তঁহে অসম্মতিদিগের উপকারার্থে প্রস্তাবিত নূতন গ্রন্থের জন্মদানে প্ররম্ভ হন। তাহার ভূমিষ্ঠ-হওন-সময়েও দৃষ্টান্ত-ধনির কোন মতে ত্রুটি হয় নাই। লিখিত হইয়াছে “গ্রন্থকার-দিগের অনেকে বাঙ্গালী ভাষার প্রকৃতি রীতির “অনুসরণ না করিয়া সংস্কৃতের অনুসরণ করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের প্রয়াস সম্যক ফলোপধায়ী হয় নাই। যাহাদিগের বাঙ্গালী “রীতির প্রতি সমধিক দৃষ্টি ছিল, তাঁহাদিগেরও গ্রন্থে কএকটি মারাত্মক দোষ ঘটিয়াছে। কেহ অনাবশ্যক ও বালকদিগের দুর্বোধ বিষয়দ্বারা গ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন; কাহার বা রচনা এমনি দুর্বল হইয়াছে যে বালকের দূরে থাকুক বৃদ্ধেরও দস্তকুট করা ভার। এতদ্ভিন্ন “ব্যাকরণজ্ঞেয় অনেক বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই, “আর কতক গুলি বিষয়ের অযথাযথ মীমাংসা করা “হইয়াছে।” অপর গ্রন্থখানি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উৎকৃষ্ট চেষ্টার ফলস্বরূপ, তন্নিবন্ধনই বোধ হয়, ইহার নাম “ভূষণসার” হইয়াছে। এই সকল বিবেচনায় আমরা এই পুস্তকের এক খানি চারি আনা মূল্যে ক্রয় করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে আমাদের অর্থব্যয় উপকারজনক হইয়াছে ইহা কোন মতে অনুভূত হইতেছে না; প্রত্যুত আমাদের

প্রবিষ্টতা ক্ষমতার অভাব বশতঃই হউক বা পণ্ডিত মহাশয়ের বর্ণনার দুর্বলতা বশতঃই হউক, অনেক বিষয়ে আমাদের কাছে ক্ষুণ্ণ হইতে হইয়াছে। প্রথম পঞ্জিতে গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য শাস্ত্রের লক্ষণই আমাদের কাছে “বিনমোল্লায় গলত” বোধ হইতেছে। পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন “যাহার দ্বারা বিশুদ্ধ রীতিক্রমে বাঙ্গালী ভাষার লিখন পঠন জ্ঞান জন্মে; তাহাকে বাঙ্গালী ব্যাকরণ কহে।” কিন্তু বাল্যকালাবধি আমরা জ্ঞাত ছিলাম যে ব্যাকরণ শাস্ত্রে শুদ্ধরূপে লিখিবার ও কহিবার জ্ঞান জন্মে, পঠনের কোন লাভ হয় এমত উপদিষ্ট ছিলাম না। অপর মুদ্রাবোধ সজ্জিত সারাদি ব্যাকরণে পঠনের বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে এমত কিছুই দৃষ্ট হয় না। বৈদিক পণ্ডিতেরা পঠনের নিমিত্ত “প্রাতিশাখ্য” শাস্ত্র নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা ব্যাকরণহইতে অনেক অংশে পৃথক। পানিনিতে স্বরের বিষয়ে কএকটি সূত্র আছে, কিন্তু তাহা যে ব্যাকরণের অঙ্গ তাহা বলিয়া নির্দিষ্ট নাই। মনে করিলাম, হইতে পারে, যে বাঙ্গালী ভাষার ব্যাকরণে পঠনের বিশুদ্ধ রীতি লেখার বিশেষ নিয়ম করা হইয়াছে, এবং সেই ভ্রমে গ্রন্থের আদ্যন্ত সকল পাঠ করিলাম, কিন্তু তথাপি সন্দেহ-ভঞ্জন হইল না। ভূষণসারে বর্ণ, শব্দ, সমাস, সন্ধি, ক্রিয়া, ও বাক্যরচনা, এই কএকটি মাত্র প্রকরণ আছে, তাহার কোন প্রকরণে পঠনের বিশুদ্ধ কি অশুদ্ধ কোন রীতিই নির্দিষ্ট করা হয় নাই; অতএব ব্যাকরণের লক্ষণে “পঠন” শব্দ ভ্রম বই আর কিছুই বোধ হয় না।

ব্যাকরণের লক্ষণ নির্দেশের পরেই পণ্ডিত মহাশয় গ্রন্থের বিভাগ-নিরূপণে লিখিয়াছেন “এই ব্যাকরণে (১) বর্ণ, (২) শব্দ, (৩) সমাস, (৪) সন্ধি, (৫) ক্রিয়া ও (৬) বাক্য রচনা এই সাতটি প্রকরণ আছে;” কিন্তু বর্ণাদি প্রকরণের গণনা করিলে.

হয়তীমাত্র প্রকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সপ্তমটীর কুত্রাপি নির্দেশ হয় না; অধিকন্তু ঐ সপ্তমটীর অভাব যুজ্জাকরের কি অঙ্কুলি-পঞ্জিকার অপরাধ তাহা নিদ্রিষ্ট করা দূর।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ব্যাকরণের প্রকরণ-ভেদে আমাদিগের আর একটি আপত্তি আছে। তিনি যে কারণে সমাসের পর সন্ধি নির্বিষ্ট করিয়াছেন তাহা কোন মতে সঙ্গত বোধ হয় না। বালক-দিগের পক্ষে সমাস ও সন্ধির মধ্যে কোন বিষয়টি অধিক কঠিন তাহা আমরা বিচার করিতে এস্থলে স্পৃহা রাখি না, পরন্তু সন্ধি না শিখাইয়া বালক-দিগকে কি প্রকারে কৃষার্জুন, হরীশান, উপেন্দ্র ইত্যাদি শব্দের সমাস বোঝান যাইতে পারে তাহা আমাদিগের অনুভব হয় না। অধিকন্তু যাহারা বহুব্রীহির ব্যাপার আয়ত্ত করিতে পারে তাহারা যে অকারে অকারে আকার হয়, ইহা দুর্জের্য বোধ করিবে, ইহাও অনায়াসে সম্ভাবনীয় নহে। পরন্তু আপনার ছাগ আপন অভিপ্রায়ানু-সারে বলিদানে অন্যের নিষেধের অধিকার নাই, এবং আমরা এ বিষয়ে সেই কটাক্ষের অনু-সরণ করিলাম।

ব্যাকরণের প্রকরণভেদের অব্যবহিত পরেই বর্ণের নির্ণয় করা হইয়াছে। তত্রাদৌ বর্ণের লক্ষণ। তদ্বিষয়ে লিখিত হইয়াছে যে “মনুষ্যের বাগি-ন্দ্রিয়দ্বারা যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহার এক একটি অবয়বকে বর্ণ বলা যায়।” এই লক্ষণ পূর্বা-চার্য্যদিগের সম্মত নহে, এবং ইহাতে অতিব্যাপ্তি দোষও দৃষ্ট হয়, যেহেতু ধন্যাত্মক শব্দের অবয়বও ইহাতে বর্ণের মধ্যে পরিগণিত হয়, এবং তাহা স্ত্রীকার করিলে গ্রন্থকারের এক পঞ্চাশটি অক্ষরে সকলের আয়ত্ত হইবে না।

অপর ঐ একপঞ্চাশদ বর্ণ-বিষয়েও আমাদিগের বিশেষ আপত্তি আছে। ভূমণ্ডলে যে সকল বর্ণমা-

লা অদ্যাপি কল্পিত হইয়াছে তন্মধ্যে সংস্কৃত বর্ণ-মালা সর্বশ্রেষ্ঠ; কি বর্ণের লক্ষণ, কি বর্ণের সমষ্টি, কি শ্রেণীবিভাগ, কি নামকরণ, কোন বিষয়েই ভূমণ্ডলের অপর কোন বর্ণমালা উহার তুল্য হইতে পারিবে না। বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত তাদৃশ উৎ-কৃষ্ট পদার্থ ও প্রাচীন হিন্দুদিগের প্রধান গৌরবের আশ্রয়কে কলঙ্কারত করিয়া সংস্করণের অভিমানে শাস্ত্র ও বুদ্ধির বিরুদ্ধ কল্পনা সামান্য আক্ষে-পের বিষয় নহে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বীয় নূতন কল্পিত বর্ণমালা বঙ্গীয় বর্ণমালা বলিয়া প্রচলিত-করণ-চেষ্টায় সেই আক্ষেপের কারণ হইয়াছেন। তিনি (°) চন্দ্রবিন্দুকে কি বিবেচনায় অক্ষর বলিলেন তাহা আমরা কোন মতে অনুভূত করিতে পারি না। লিখিত ভাষামাত্র কতক গুলি চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার যোগে কোন বর্ণ কি প্রকারে উচ্চারিত হইবে তাহার বোধ হয়। প্রাচীন সংস্কৃতে কোন বর্ণ উদাত্ত স্বরে ও কোন বর্ণই বা অনুদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হইবে তাহার বিশেষ চিহ্ন ছিল। গ্রীক, লাতিন ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় তদ্রূপ বহুল চিহ্ন আছে, তাহাকে “আকসেন্ট” শব্দে কহে। পারসী ভাষায় সেই রূপ চিহ্নের ব্যবহার প্রকৃষ্ট দেখা যায়। চন্দ্র-বিন্দুও সেই রূপ চিহ্ন, এবং তাহা যে বর্ণের উপর থাকে তাহা নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত হইবে এই তাহার অভিপ্রায়; তাহা কদাপি স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না, সুতরাং তাহার বর্ণাভি-মান কিছুমাত্র নাই। তাহাকে বর্ণ কহিলে উদাত্ত অনুদাত্তের চিহ্নকে বর্ণ না বলা পক্ষপাতিতার কণ্ঠ হয়। ইংরাজীতে কোন বর্ণের লোপ হইলে তাহার স্থানে এই রূপ (°) একটি চিহ্ন দেওয়া হয়। বাঙ্গালী ও সংস্কৃতে তদ্রূপ ম এবং ন বর্ণের আংশিক লোপ হইলে তাহার স্থানে একটি অনু-স্বার দেওয়া যায়, সুতরাং বাঙ্গালী অনুস্বারটিকে বর্ণ

বলিলে ইংরাজী চিহ্নটির বর্ণন কেনই বা না ঘটবে? অপর ম এবং ন বর্ণের রূপান্তর বলিয়া যদ্যপি অনুস্বারের পৃথক বর্ণন ঘটে তাহা হইলে রেকের () রহইতে স্বতন্ত্র বর্ণ হইবার বাধা কি? বিসর্গের বিষয়েও আমাদিগের এইরূপ আপত্তি আছে। বোধ হয় পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃত-ব্যাকরণ-রচনার সময়ে বিসর্গের সহিত বজ্র ও গজ-কুস্ত চিহ্নকেও বর্ণ করিবেন।

অপর এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের সাহচর্য্যতায় তাহার কিঞ্চিৎ উচ্চারণ বৈলক্ষণ্য হয় ইহা সকল ভাষায় প্রসিদ্ধ আছে; পণ্ডিত মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন যে “দ্বার” শব্দে দকারের নোচে বকারের যে উচ্চারণ-বৈলক্ষণ্য হয় তাহা সংযোগবশতঃ ঘটে। তথাপি যকার পদাদ্যে থাকিলে যকারের ন্যায় ও পদমধ্যে থাকিলে ইংরাজী Y অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হয় ইহা অনুভব না করিতে পারিয়া “ম” ও “য়” দুইটি পৃথক বর্ণ স্বীকার করিয়াছেন; ইহাতে বর্ণমালায় অবিকল এক জ শব্দের নিমিত্ত দুইটি বর্ণ স্বীকার করা হইয়াছে। একপ কার্য্য যে, ব্যাকরণে অত্যন্ত দৃশ্যীয় তাহা তিনি অজ্ঞাত নহেন। তিনি অবশ্য স্মৃত আছেন যে ব্যাকরণ-গ্রন্থকর্তারা একটি মাত্র লাস্যব করিতে পারিলে পুত্রোৎসবের তুল্য আনন্দজনক ব্যাপার জ্ঞান করেন, (বৈয়াকরণাঃ মাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যন্তে।) সেই হেতুই তিনি স্বয়ং অন্তঃ বকারের উচ্ছেদ করিয়াছেন; তত্রাপি এক জ শব্দের নিমিত্ত তিনি দুইটি বর্ণ কেন কল্পিত করিলেন ইহা আশ্চর্য্য মানিতে হয়। ড এবং ঢ বর্ণ অবস্থা-বিশেষে ড ও ঢ রূপে উচ্চারিত হয়, অতএব তৎসমুদায়কে পৃথক বর্ণ করাও অসম্ভব বোধ হয়।

অপর বর্ণীয় ও অন্তঃ বকারের স্বাতন্ত্র্য নির্দিষ্ট করিয়া একটি বর্ণের পরিত্যাগ করা হইয়াছে,

তাহা যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। ইংরাজী B এবং V অক্ষরে যে প্রভেদ, উক্ত দুই বর্ণেও তদ্রূপ। শিক্ষকদিগের অপরাধে তাহার অন্যথা ঘটিতেছে; ঐ দোষের নিবারণের নিমিত্ত শিক্ষকদিগের প্রতি তিরস্কার করা কর্তব্য; শিক্ষকের অপরাধে অক্ষরের উচ্ছেদ, বজ্রাঘাতের অপরাধে কুস্তকারের ফাঁসির তুল্য হয়। ফলে অধুনা ইংরাজী অনেক শব্দ বঙ্গাক্ষরে লিখিতে অন্তঃ বকারের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়; অতএব ঐ অক্ষরের উচ্ছেদ না করিয়া প্রচলন করাই বিশেষ আবশ্যিক। অধুনা ঐ অক্ষরের অভাবে দেশের মহারাণীর নাম বঙ্গাক্ষরে লেখা ভার হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে যাহারা V অক্ষরের স্থানে বাঙ্গালী ভ অক্ষর ব্যবহার করেন তাঁহাদের প্রকৃত বর্ণজ্ঞান উপলব্ধ হয় নাই। অপর সামান্য লোকে দুই বকারকে এক রূপে উচ্চারণ করে বলিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটি বকারের উচ্ছেদ করিলে শ য স তিনটি, ৭ ন দুইটি, ই ই দুইটি, উ উ দুইটি, ও ঞ গ্ন দুইটির রক্ষা কি প্রকারে করিলেন? সামান্য উচ্চারণে যে তাহাদের কোন ভেদ দেখা যায় না, তাহা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই স্বীকার করিবেন। ফলে যাহারা বঙ্গীয় বর্ণমালার একপ সংশোধনে চেষ্টা করেন তাহারা বঙ্গভাষার কিছু মাত্র উপকার না করিয়া প্রচলিত বর্ণমালায় দোষারোপ করিতেছেন। ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে পণ্ডিত মহাশয় ২ পৃষ্ঠায় একটি বকার স্বীকার করিয়া ৩ পৃষ্ঠায় ওষ্ঠা ও দন্তোষ্ঠা এই দুই অক্ষরের উচ্চারণস্থান নিকরণ করিয়াছেন। অধিকন্তু ২ পৃষ্ঠায় বর্ণীয় বকারেরই দন্তোষ্ঠা-স্বীকারেও অন্যমত নহেন; অথচ এ বিষয়ে মতামত হওয়াই আশ্চর্য্যজনক, যে হেতুক পরীক্ষা করিলে অনায়াসেই ব্যক্ত হয় যে বর্ণীয় ব ওষ্ঠাধর সম্পৃষ্ট করিয়া মুখদ্বার বন্ধ না করিলে উচ্চারিত হয় না, এবং তাহাতে দন্তের

কোন সাহায্য লাগে না; কিন্তু দন্তোষ্ঠ্য বকারের উচ্চারণে দন্ত ও ওষ্ঠ উভয়ের সাহায্য আবশ্যিক হয়, কেবল ওষ্ঠাধরে মুখদ্বার বন্ধ করিলে তাহা কদাপি উচ্চারিত হয় না। পণ্ডিত মহাশয় বোধ হয় এ বিষয়ের কোন অনুধাবন করেন নাই।

অ আ ই এবং ক খ গ ঘ ঙ বর্ণের উচ্চারণ স্থান বিষয়েও এই কপ ভ্রম হইয়াছে। পাণিনিতে “২ ক ২ প ইতি কপাভ্যাং” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ২ ক ২ প অক্ষরের জিহ্বা-মূলীয়ত্ব ও উপস্থানীয়ত্ব স্বীকার করিয়া অ আ হ এবং ক-বর্ণীয় বর্ণের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ নির্ণীত করিয়াছেন; অকারেণ তদন্যথায় অ আ হ-কে কণ্ঠ্য, ও ক-বর্ণকে জিহ্বা-মূলীয় বলা সম্ভব বোধ হয় না।

পরন্তু এই সকল বিষয়্যাপেক্ষা কারক-বিষয়ে পণ্ডিত মহাশয় যে অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের বিবেচনায় কোন মতেই শাস্ত্র ও ন্যায়-সিদ্ধি নহে। তিনি লেখেন “অপাদান-কারক হইতে শব্দদ্বারা নির্দেশিত হইয়া থাকে; কিন্তু হইতে প্রভৃতি শব্দকে কখন বিভক্তি বলিয়া গণনা করিতে কচি হয় না” (১০ পৃষ্ঠা)। অন্যত্র লেখেন “অনুধাবন করিয়া দেখিলে ‘হইতে’ ইহাকে বিভক্তি বলিয়া গণনা করিতে কচি জন্মে না। সম্বন্ধকারক দ্বারা ইহার চরিতার্থতা হইতে পারে” (বিজ্ঞাপন ১০ পৃষ্ঠা)। যদিচ মনুষ্যমাত্র আপন আপন কচির পরবশ, এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয় তদ্বারা প্রণোদিত হইয়া আপন গ্রন্থে আপন ইচ্ছানুসারে রচনা করিতে পারেন, পরন্তু ব্যাকরণ শাস্ত্র কোন এক ব্যক্তির “কচির” পরবশ নহে, এবং “কচি” কোন ব্যাকরণ-নিয়মের প্রমাণ হইতে পারে না। বঙ্গভাষায় “হইতে” শব্দ অপাদান বিভক্তির কার্য্য করে কি না, ইহাই প্রম্নেয়, এবং তাহা প্রমাণ হইলে সম্ভব কচিতেও তাহার অন্যথা করিতে পারিবেক না। এ বিষয়ের

নির্ণয়ার্থে আদৌ “অপাদান” কি তাহাই জিজ্ঞাস্য হয় এবং তদন্তর পাণিনি-গ্রন্থে অনুসন্ধান, যেহেতু অপাদান শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণহইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের শিরোভূষণ পাণিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাই তাহার প্রমাণ। পাণিনি “ক্রবমপায়েহপাদানম্” ৭।৮।২৪। অর্থাৎ “যে স্থানহইতে কোন বস্তু বিল্লিষ্ট বা নির্গত হয় তাহার নাম অপাদান,” এবং ইহার দৃষ্টান্তে লিখিত আছে “গ্রামাং আয়াতি;” অর্থাৎ ‘গ্রামহইতে আসিতেছে,’ “ধাবতোশ্বাং পততি” অর্থাৎ ‘দৌড়ন্ত ঘোড়াহইতে পড়িতেছে।’ মুখবোধের টীকাকার দুর্গাদাস বোপদেবরুত অপাদান-বিষয়ক সূত্রের অর্থে লিখিয়াছেন “য-আং বস্তুনো বস্তুন্তরম্য চ চলনং ভবতি তদপাদান-মিত্যর্থঃ” অর্থাৎ ‘যে বস্তুহইতে অন্য বস্তুর চলন হয় তাহা অপাদান। এই প্রমাণে অপাদান কি ইহা নির্দিষ্ট হইল। বাঙ্গালীতে এ কারক প্রকাশ করিতে হইলে “হইতে” “হতে” বা “থেকে” শব্দের প্রয়োজন হয়, তন্নিম্ন এ ভাব ব্যক্ত করা যায় না। এ শব্দ গুলি স্বয়ং কোন অর্থ পূর্ণ-রূপে প্রকাশ করিতে পারে না, অন্য শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহার কারকান্তত্ব সিদ্ধ করে, সুতরাং তাহাদিগকে কারক চিহ্ন বই আর কিছুই বলা যায় না, এবং তাহাদিগকে কারক চিহ্ন মানিলে বাঙ্গালীতে অপাদান কারক আছে ইহা সুতরাং মানিতে হয়। ফলে ভাষা মাত্রই অপাদান আছে, কেবল কোন ভাষায় এ অপাদান অব্যয় শব্দের সাহায্যে নিম্পন্ন হয়, ও কোন ভাষায় বিভক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হয়। পরন্তু আদৌ এ বিভক্তি গুলির কোন কোনটি প্রকৃত অব্যয় শব্দ, কোনটি বা সব্যয়-শব্দ বা অসমাপিকা ক্রিয়া ছিল, ব্যবহার-ক্রমে কিঞ্চিৎখণ্ডিত বা বিকলা হইয়াছে; এই মাত্র প্রভেদ। অনেক ভাষায়

দেখা যায় যে কোন কোন সবায়শক বা অসমাপিকা ক্রিয়া খণ্ডিত না হইয়াই কারক চিহ্নের কার্য করে, এবং কারক-চিহ্নের ন্যায় প্রাতিপদিকের সহিত মিলিয়া এক শব্দ হয়; সে স্থলে তাহাকে কারক চিহ্ন বই আর কিছুই বলা যায় না। “হতে” “থেকে” “দিয়া” “দ্বারা” প্রভৃতি শব্দ এই রূপ কারক চিহ্ন, এবং তাহার। যে প্রাতিপদিকের সহিত সংযুক্ত হয় তাহা বিশেষতঃ কারক প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা অবশ্য মানিতে হইবে; যে কোন ব্যক্তির কচির ব্যাঘাত হইলে তাহার অন্য গতি নাই। পণ্ডিত মহাশয় লেখেন “রন্ধের ফল পড়িতেছে ও রন্ধহইতে ফল পড়িতেছে ফলাংশে উভয়ের তুল্যতা দৃষ্ট হইতেছে। রন্ধহইতে ফল পড়িতেছে, এস্থলে রন্ধে ও ফলে যে সম্বন্ধ আছে হইতে তাহার জ্ঞাপকমাত্র” (বিজ্ঞাপন ১০ পৃষ্ঠা)। পরন্তু একথা কেবল বিতণ্ডামাত্র বোধ হয়; ইহা প্রামাণ্য হইলে “দেবদত্ত অন্ন পাক করিতেছেন” ও “দেবদত্ত-কর্তৃক অন্ন পাক হইতেছে” এতদুভয় বাক্যের কর্তৃ ও কর্ম-বাচ্যের একত্ব সিদ্ধ হইতে পারে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় লেখেন “যাহার দ্বারা কার্যসাধন করা যায় তাহাকে করণ কারক কহে;” এবং তাহার উদাহরণে লেখেন “ঘোড়ায়-যাইতেছে, ছুরিতে হাত কাটিতেছে, তলবারে মাথা উড়াইয়া দিল” (১১ পৃষ্ঠা)। পরন্তু ইহার পর-ক্ষণেই কহেন “দ্বারা হইতে প্রভৃতি কয়েক শব্দের যোগেও সম্বন্ধ কারক হয়। লাজল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতেছে, রন্ধহইতে ফল পড়িতেছে।” “দিয়া করিয়া প্রভৃতি শব্দদ্বারাও কোন কোন স্থলে সম্বন্ধ বোধ হয়। হাত দিয়া ভাজিতেছে, পায় করিয়া টানিতেছে” (১২ পৃ)। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, “ছুরিতে হাত কাটিতেছে” ও “পায় করিয়া টানিতেছে” ইহাতে কর্তন বিষয়ে ছুরির

যে করণত্ব দেখা যায় টানন বিষয়ে পদেরও সেই রূপ করণত্ব উপলব্ধি হয়, কোন মতে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য হয় না, তবে তাহাদের মধ্যে ভেদ কি? এবং তাহার একটাই বা করণ কারক ও অপরাটাই বা সম্বন্ধ কারক কি প্রকারে হয়? আর সংস্কৃত দ্বারা-শব্দের তৃতীয়া দ্বারা-শব্দ যদি তাহার মতে সম্বন্ধ-কারকের চিহ্ন হইতে পারিল তাহা হইলে অসমাপিকা ক্রিয়া “হইতে” ই বা কেন অপদান সিদ্ধ করিতে পারে না? পণ্ডিত মহাশয় লেখেন “অগ্নি-দ্বারা দধি-এস্থলে দাহ দাহক ভাব সম্বন্ধ। ক্ষুরে কাটিতেছে অর্থাৎ ক্ষুরের দ্বারা, এস্থলে ছেদ্য ছেদকভাব সম্বন্ধ।” পরন্তু তাহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে পণ্ডিত মহাশয়ের “ছুরিতে হাত কাটিতেছে, এস্থলে ছুরিদ্বারা হাত কাটায় ছেদ্য ছেদকভাব সম্বন্ধ না হইয়া করণ কারক হয় কেন? ফলে “আশ্রয়াশ্রয়িভাব সম্বন্ধ, ছেদ্য ছেদকভাব সম্বন্ধ” ইত্যাদি লক্ষণ সম্বন্ধ-কারকের লক্ষণ হইলে কোন কারকেরই আর প্রয়োজন থাকে না; সকলই সম্বন্ধ; কারক বলিলে হয়। দেবদত্ত ভাত খাইতেছেন, এস্থলে ভাতকে কর্ম কারক না বলিয়া দেবদত্তের সহিত খাদ্য-খাদকতা সম্বন্ধ; করণ কারককে কর্তৃ-করণত্ব সম্বন্ধ, সম্প্রদানকে দাতৃ-গৃহিতত্ব সম্বন্ধ ও অধিকরণকে আধার আধেয় ভাব সম্বন্ধ বলিলে বাধা থাকে না; সকলই সম্বন্ধ কারক হইয়া উঠে। ফলতঃ ক্রিয়ার সহিত শব্দের সম্বন্ধের নামই কারক, (ক্রিয়াস্বয়িত্ব কারকত্ব) এবং তাহার ভেদজ্ঞাপনার্থে কারকের কর্তৃ কর্মাদি নাম হইয়াছে; পণ্ডিত মহাশয়ের ন্যায়ে সেই কারক শব্দ ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ শব্দ গ্রহণ করত কর্তৃ করণাদির পরিবর্তে ছেদ্য-ছেদকতাদি শব্দের ব্যবহার প্রযুক্ত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ তেঁহ বিষয়টি সম্যগ্ৰূপে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া বিষয় গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন।

ক্রিয়া, কাল প্রভৃতি অন্যান্য প্রকরণেও গ্রন্থকার এই রূপ গোলযোগ অনেক করিয়াছেন, তজ্জন অন্য কোন বজ্জীয় নিরুপ্ত ব্যাকরণেও দেখা যায় না। স্থানাভাব-প্রযুক্ত আমরা তাহার বিচার এস্থলে করিতে পারিলাম না। এ গোলযোগ গুলি-বালকের পক্ষে দূরে থাকুক রক্তের পক্ষেও দুঃস্থ বোধ হয়। সুতরাং প্রস্তাবিত গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ে প্রচলিত হওয়া কোন মতে উচিত নহে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, তাঁহার নিকটহইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থই প্রার্থনা করা যায়; কিন্তু তিনি সে প্রার্থনা রক্ষা করেন নাই। তিনি যে গ্রন্থখানি সাধারণ-সমীপে উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার যশোমণ্ডলের তেজঃ প্রকাশক না হইয়া কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছে। তাঁহার ভূষণসারের প্রতি আমাদিগের বর্তমান উক্তি আমাদিগেরই মর্ম্ম বেদনাদায়ক হইতেছে; পরন্তু সত্যের অনুরোধে তথা দেশীয় বালকবৃন্দের অমঙ্গল নিবারণার্থে ইহা স্বীকার করিতে হইল।

২। “হরিবাসর তত্ত্বসার। অর্থাৎ হরিভক্তি-বিলাস-সম্মতা সটীক-একাদশী-ব্যবস্থা। শ্রীগোবিন্দ মোহন রায় কর্তৃক বাঙ্গলা সাধুভাষায় প্রণীত। দ্বিতীয় খণ্ড। রঙ্গপুর কাকিনীয় শঙ্কুচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত।” হরিবাসর একাদশীর ব্রতসম্বন্ধে যে সকল নিয়ম ও রুত্যাঙ্কৃত্য আছে তাহার বিধিগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থকার তাহার চলিত

সরল ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। এই সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বৈষ্ণব সম্প্রদায়স্থ ভক্তগণের পক্ষে অবশ্য উপকারজনক হইবে।

৩। “গয়া মাহাত্ম্যম্।” গয়ালী পুরোহিত ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত রামহরি চৌধুরী মহাশয়ের প্রার্থনাবশব্দে শ্রীযুক্ত বাবু ইশান চন্দ্র বসু মহোদয়ের অনুমত্যানুসারে সংস্কৃত পাঠশালার ব্যাকরণ-শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বায়ুপুরাণান্তর্গত “গয়ামাহাত্ম্য” বঙ্গানুবাদ সহিত এই পুস্তকে মুদ্রিত করিয়াছেন; এবং ইহার পরিশিষ্ট-স্বরূপে পণ্ডিত মহাশয় “ত্রিশূলীসেতু” ও “শ্রাদ্ধকল্প” প্রভৃতি কএকটি পদ্ধতিহইতে “গয়াশ্রাদ্ধাদি পদ্ধতি” নামে এক খানি পদ্ধতি-গ্রন্থ সংস্কৃতে প্রস্তুত করিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকটিত করিয়াছেন। ইহাও পূর্ববৎ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ, অতএব তৎসম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই। পরন্তু শ্রীযুক্ত ইশান চন্দ্র বাবু এ বিষয়ে যে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ করা কর্তব্য, যেহেতু অধুনা সংস্কৃতে যে প্রকার হতাশ্রয়তা জন্মিতোছে তাহাতে সমস্ত গ্রন্থের লোপাপত্তি হইবারই সম্ভাবনা; এমনত সময়ে যে কেহ মুদ্রায়ন্ত্রের সাহায্যে প্রাচীন গ্রন্থের রক্ষণ করেন তেঁহ দেশের পরমোপকার সিদ্ধ করেন, সন্দেহ নাই।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র ।

৩ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা ।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[৩৩ খণ্ড

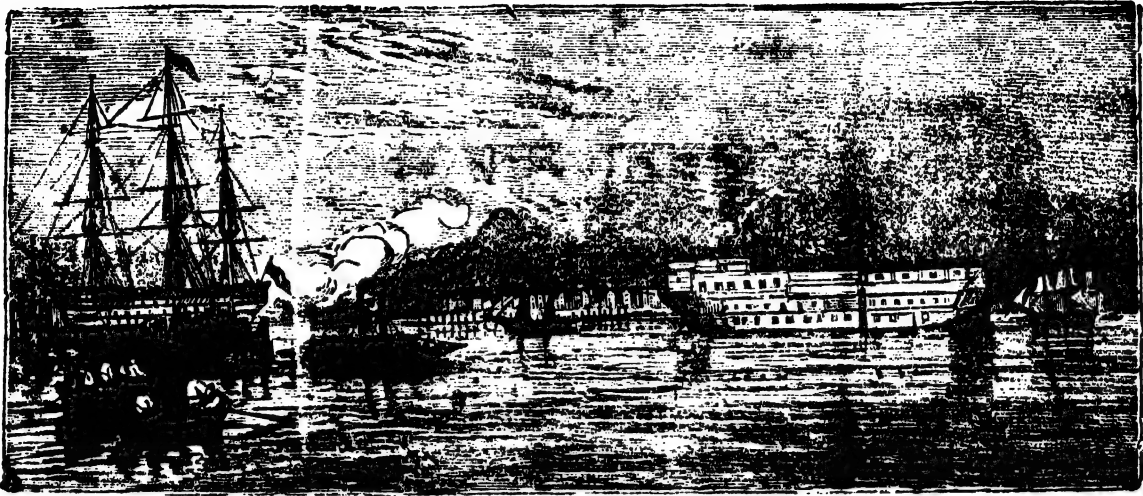
শিঙ্গাপুর ।



রাজদিগের এত-
দেশে অধিকার
ও প্রভুত্ব বিস্তার
হওয়াতে পূর্বরা-
জ্যে বাণিজ্যের
প্রকৃষ্টরূপ উন্নতি
হইতেছে, এবং ত-
দ্বিত্যক পূর্বমহা-

খণ্ড সমস্ত জনপদ ও সাম্রাজ্য দিন দিন শশি-
কলার ন্যায় প্রভাবশালী হইয়া উঠিতেছে ; এবং
বহুল অরণ্যাবৃত অসভ্য স্থান অধুনা স্বাক্ষ্মিৎ
সুসভ্য দেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ! দুই
শত বৎসর পূর্বে ভারত-মহাসাগরস্থ দ্বীপ-
সমূহ প্রায় ভ্রমসমাজে পরিজ্ঞাত ছিল না ।
বাণিজ্য-প্রভাবে ঐ সকল দ্বীপ এক্ষণে সভ্য
জনপদ হইয়া উঠিয়াছে । তন্মধ্যে শিঙ্গাপুর
একটি প্রধান দ্বীপ । উক্ত দ্বীপ যাবা, মালাকা,
ও সুমাত্রা-দ্বীপের মধ্যভাগে স্থিত । উহার আয়-
তন অতি সামান্য, কিন্তু উহা জলপথে চীন-
দেশে যাইবার পথমধ্যে থাকিবায় বিশেষ সমৃদ্ধি
প্রাপ্ত হইয়াছে

উল্লিখিত দ্বীপবর্তী লোকেরা পূর্বে ধীবর ও
দস্যু-ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত । কখন
সমুদ্র-পথে ভ্রমণ করিয়া নাবিকদিগের জাহাজ ও
নৌকা আক্রমণ করত তৎসমুদায় লুট করিত । তা-
হাদিগের বাসস্থানের কোন শৃঙ্খলা ছিল না, অপিচ
সামান্য পণ্যকুটির নির্মাণ করিয়া তাহারা তন্মধ্যে
বাস করিত । ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা উক্ত
দ্বীপ অধিকৃত করত তাহাদিগকে বশীভূত করেন ।
বিজিত দস্যুগণ ব্রিটিশ-শাসনে বশীভূত হইয়া
দস্যুত্তি এককালে পরিত্যাগপূর্বক বাণিজ্য ব্যব-
সায় অবলম্বন করিয়াছে । আদৌ ইংরাজ ব্য-
তীত আর কোন জাতীয় মনুষ্য তথায় গতয়াত
করিত না, এবং উক্ত দ্বীপের আদিম-নিবাসিরা
এক শত পঞ্চাশ সঙ্খ্যকমাত্র ছিল, তৎপুত্র
কিছু কাল তথায় বাণিজ্যের বিশেষ আদর ছিল
না । কিন্তু ইংরাজদিগের অধিকারের কিয়ৎকাল
পরে ভারত-সমুদ্র-তীরবর্তী তৈলজ-জাতীয় এবং
অন্যান্য বিদেশীয় বণিকেরা শিঙ্গাপুরের উপকূলে
জাহাজ নঙ্গর করিয়া থাকিত । তদর্থে বণিকদি-
গকে শুল্ক প্রদান করিতে হইত না । অধিকন্তু সর
ষ্টামথোর্ড রাফল্‌স্ সাহেব ঐ সকল বণিকদিগকে
সভাবদ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন । তৎপুত্র
শিঙ্গাপুর দ্বীপ প্রকৃষ্ট বাণিজ্যের স্থল হইয়া উঠি-



শিঙ্গাপুর।

রাছে। ইদানীং তথায় সকল দেশীয় বণিকেরা বাণিজ্যার্থে নানাদেশহইতে বিনিময়ের দ্রব্যাদি লইয়া যায়; এবং পূর্বদেশের নানাবিধ পদার্থ এতদেশে ও অন্যান্য দেশে প্রেরণ করে। তন্মিত্ত কোন ব্যক্তি শিঙ্গাপুরকে এতদেশের লগুন নগর বলিয়া উল্লেখ করেন। ইংরাজ, য়িহুদী, চীন, মালাই, মার্কিন, পোর্তুগিস, আরব, দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান, চোলী, তৈলঙ্গী, হিন্দুস্থানী, যাবাদীপবাসী, বাঙ্গালী, কাফরী, কঁরাসী, পার্শী এই সকল জাতীয় মনুষ্য শিঙ্গাপুরে বহুতর দৃষ্ট হয়। এক সময়ে এতদেশহইতে যাহারা নির্বাসনের দণ্ডার্থ হইত, তাহারা উক্ত দ্বীপে প্রেরিত হইত। এই সকল দণ্ডিত নির্বাসিত লোকের সম্ভ্রা প্রায় দুই সহস্র; তাহারা ভিন্ন২ রক্তবলম্বনদ্বারা কাল যাপন করিতেছে। তথাকার চীন এবং ইউরোপীয় কর্মচারিবর্গ প্রায় ধনাঢ্য; এবং তাহাদিগের অধিকাংশই বণিক। তত্রত্য মালাই ও তৈলঙ্গীয় লোকেরা সমুদ্র-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী; নোকা ও জাহাজাদি গঠনেও তাহারা কোনমতে অনভিজ্ঞ নহে। তন্মিত্ত ভারতবর্ষের অন্যান্যজাতীয় যে সকল লোক তথায় আছে তাহারা প্রায়ই বাণিজ্য-ব্যবসায়ী। কাকিরী

লোকেরা আরব-জাতীয়দ্বারা আবসিনিয়া-দেশ-হইতে ধৃত হইয়া উক্ত দ্বীপে প্রেরিত হইত।

চীন-দেশে দরিদ্র দুঃখী লোকদিগকে পূর্বে অনেক রাজপীড়ন সহ্য করিতে হইত। তদনন্তঃ এই সকল নিরাশ্রয় লোক চীন-দেশীয় কাপ্তেনের আনুকূলে পোতারোহণে শিঙ্গাপুরে আগমন-পূর্বক এক আনুকূল্য-সভাহইতে পাথের ব্যয়ের অর্থ স্বাণম্বন্ধে প্রাপ্ত হইয়া কাপ্তেনকে প্রদান করিত। তৎপরে শ্রমদ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া উক্ত স্বাণ পরিশোধ করিত। উল্লিখিত চীন-লোকদিগের জন্মস্থান মেকেও ও ফোকিন-নগর। ফোকিন ও মেকেও নগরস্থ আকরবিদ্ যাহারা বাণিজ্যার্থে শিঙ্গাপুরে সমাগত হয়, তাহারা এই সকল দুঃখী প্রাণিকে নিজ নিজ কার্যে নিযোজিত করিয়া তাহাদিগের দুঃখাপনোদন করে। প্রত্যেক চীন শিল্পীদিগের মাসিক বেতন ২০—২৫ টাকা। এই অর্থদ্বারা তাহারা পরিবারের গ্রামাচ্ছাদন সম্পন্ন করিয়া অবশিষ্ট যাহা বাঁচাইতে পারে তদ্বারা স্বয়ং আপন আপন ব্যবসায় বহুস্তে নির্বাহ করিতে চেষ্টাষিত হয়; এবং এই সকল উৎসাহশীল বুদ্ধিজীবী চীনেরা

তদুপায়ে অপরিমীম ধনেশ্বর হইয়া দীনতাকে দূরীকৃত করে। চীনদিগের এই অপার-ঐর্ষ্যতার উদাহরণ-দৃষ্টে সকল লোকেরই উৎসাহ রক্ষি হইতে পারে।

শিঙ্গাপুরের পরিধি দুই শত পঞ্চসপ্ততি চতুরশ্র জ্যোতিষি ক্রোশ। ইহার প্রাকৃতিক আকৃতি উন্মিষৎ। শিঙ্গাপুর-দ্বীপে বকিৎতীমা নামক পর্বত সর্বোচ্চ; এবং তাহা নগরের অনতিদূরে স্থিত আছে। পূর্বে ইহা অরণ্যে পরিবৃত ছিল, কিন্তু অধুনা সর্বতোভাবে না হউক অধিকাংশ-স্থান অরণ্যবিহীন হইয়া বহুল বাসস্থানের আধার হইয়াছে।

শিঙ্গাপুরে কএকটি ক্ষুদ্র নদী আছে; কিন্তু ঐ নদীর জল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, বিষাদ, এবং দুর্গন্ধপূর্ণ; কেবল কূপহইতে যে জল উদগত হয় তাহাই সুমিষ্ট। রবির তেজঃ তথায় কিঞ্চিৎ তীব্র অনুভূত হয়, এবং অন্তরীক্ষ প্রায়ঃ সর্বদা সুনির্মল থাকে। বারি-ধির জলরাশি বায়ুসহকারে প্রবল তরঙ্গযুক্ত হইয়া কদাপি দ্বীপে উৎপ্লাবিত হয় না। ঐ স্থানের নিকটবর্তী দ্বীপে ও ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলস্থিত স্থানাদিতে যে এক প্রকার জ্বরের সর্বদা আবির্ভাব হইয়া থাকে, শিঙ্গাপুরে ঐ জ্বর অপরিজ্ঞাত আছে। অপর তথায় কোন পোড়ারও প্রভাব নাই। প্রত্যুত ঐ স্থান স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া গণ্য; এই হেতু অনেক ইংরাজ পোড়িত ব্যক্তি তথায় রোগোপশমনের নিমিত্ত গিয়া থাকে। কিন্তু লেপ্টেনেন্ট নিউ-বোল্ট, মালাকা-দ্বীপের জল ও বায়ু তদপেক্ষা মনোহর বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

তদ্রত্য নদীসকল অত্যন্ত বেগবতী। এবং বায়ু উষ্ণতাব হইলেও সমুদ্রহইতে শীতলতা ধর্ম প্রাপ্ত হয়। তথায় প্রারটের কোন মিয়ম নাই; সকল সময়েই বারিবর্ষণ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে অধিক

রষ্টি হয়। বারিবর্ষণের এতদ্রুপ সার্বকালিকতা প্রযুক্ত ধরণী শীতল হইবাতে উল্লিখিত দ্বীপ সকল সময়ে নবীন তরু-পল্লবদ্বারা রাজিত হইয়া থাকে।

শিঙ্গাপুর-দ্বীপে বাহুল্যক্রমে শস্য উৎপন্ন হয় না, এবং আদৌ তথায় কৃষিদ্বারা কৃষকদিগের বিশেষ লভ্য হইত না। পরন্তু আপাততঃ শ্রম-সহিষ্ণু চীনজাতীয় কৃষকদিগের প্রযত্নে নগরের নিকটবর্তী স্থানাদিতে তণ্ডুল, কাওয়া, ইক্ষু, তুলা, মরিচ, সুপারি প্রভৃতি দ্রব্য উত্তমরূপে জন্মিতেছে, এবং পর্বতশিখরবর্তী স্থান-ব্যতীত অপর সর্বত্র বিবিধ প্রকার ফল শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধিকন্তু সুমাত্রা, মালাকা, ও যাবা-দ্বীপহইতে উক্ত দ্বীপে বিবিধ দ্রব্য বণিকেরা আনয়ন করিয়া বিক্রয় করে। তন্মিহিত শিঙ্গাপুরদ্বীপস্থ লোকদিগের কোন বিষয়েরই অপ্রাপ্তি ঘটে না।

ইউরোপহইতে অনেক গো ঐ দ্বীপে নীত হইয়া ছিল। তাহা এতদ্দেশের গো-সদৃশ নিতান্ত কৃশকায় ও দুর্বল নহে। পরন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত শিঙ্গাপুরে গবাদির চারণ-স্থান প্রায় দৃষ্ট হয় না। তন্মিহিত তদ্বীপবাসিন্দা প্রায় পশু প্রতিপালনে অযত্ন প্রকাশ করে। চীন-জাতীয়েরা শূকরাদি পশু গৃহে প্রতিপালন করে। হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র এতৎ স্থানে প্রায় অপরিজ্ঞাত; কেবল শজাক, বাদুড়, কাঠবিড়াল এবং বিবিধ প্রকার বঁাদরের অভাব নাই। শিঙ্গাপুরদ্বীপে একজাতীয় যুগ অতি সাধারণ দৃষ্ট হয়। উহা এতাদৃশ খর্বাবয়ব, যে একটি খরগোসের সহিত উহার তুলনা হইতে পারে, এবং উহারা প্রায় অরণ্য মধ্যেই বাস করে। উহার মাংস অনুপাদেয় নহে। ইহার নাম কাঞ্চিল; তাহার শঠতা-বিষয়ে এতৎ পত্রের প্রথম পর্বে এক উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

শিঙ্গাপুর-নগর সমুদ্রের কূলহইতে দূরবর্তী নহে। পূর্বে উহা একটি সামান্য বন্দর মাত্র ছিল। কিন্তু অধুনা বাণিজ্যের বাহুল্যহেতু প্রায় দুই কোশ পর্যন্ত পারিসর প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত স্থানের শাসনকর্তা ইংরাজী গবর্ণরের আবাস একটি পর্বতের উপর স্থাপিত। উহার পূর্বদিগে মালাই জাতীয় এক গুলতানের আবাস আছে। এই সকল প্রধান অটালিকাদি এতদেশের সাধারণ অটালিকার সদৃশ। পরন্তু প্রায় অপর সকল নিবাস কাণ্ডে নির্মিত হইয়া থাকে। শিঙ্গাপুরদ্বীপে তিনটি বিদ্যালয় আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে ইংরাজি, মালাই ও তামুল ভাষার চর্চা হইয়া থাকে।

ফদুসী।



পারস্য ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব প্রাচীন বীররসাম্প্রিত কাব্যের নাম “শাহ নামা” অর্থাৎ রাজাবলী উহা ফদুসী নামক সুবিখ্যাত কবিদ্বারা প্রণীত। উহার অলৌকিক-রসমাধুর্য্য-বিষয়ে সর্উইলিয়ম জোন্স লিখিয়াছেন যে ইলিয়ডের রচনা যাদৃশ সুকোমল ও সুমিষ্ট, ফদুসীর কাব্যও কোমলতা ও মাধুর্য্য বিষয়ে তদ্রূপ প্রশংসনীয়। ফদুসী হোমরের তুল্য কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন কি না তদ্বিচার এ স্থানে আন্দোলন করিবার প্রয়োজনাভাব, পরন্তু ইহাকে মনুষ্যের কবিত্ব শক্তির এক শ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পারস্য দেশীয় ভুবনবিখ্যাত সম্রাটদিগের কীর্তিকলাপ-বর্ণনাই এই গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য। ইহার আদি রক্তাস্ত এই যে খলোফা হকণ অল্ রশীদের পুত্র সুবিখ্যাত মানুন একদা কতিপয় পণ্ডিতগণের সমক্ষে গুণগ্রাহী নৃপতিদিগের কীর্তিকথা-প্রশঙ্গে ক্রত

হইয়াছিলেন যে পারস্য-দেশীয় প্রাচীন প্রাজ্ঞ অধিপতি নোসেরওয়াঁ সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ ভারতবর্ষহইতে বহুকষ্টে সমুদ্র করাইয়া তদে-শের প্রাচীন পহলবী ভাষায় অনুবাদিত করিয়া ভূমণ্ডলে চিরস্মরণীয় অক্ষয় কীর্তি স্থাপিত করিয়াছেন। তদর্থো মানুন এই যশোলিপিসার পরতন্ত্র হইয়া পঞ্চতন্ত্রের পহলবীতে অনুবাদিত গ্রন্থ আনয়নপূর্বক তাহা আরব্য ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এই প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণক্রমে খোরাসানের অধিপতি আমির সইদ আহম্মদ কয়েককাল পরে আরব্য অনুবাদ আদর্শ করিয়া প্রচলিত পারস্য ভাষায় তাহার অনুবাদ করান। পঞ্চতন্ত্রের এবম্বিধাকারে বারংবার অনুবাদ কালে ভারতবর্ষের পশ্চিম দেশস্থ যবনগণ বিদ্যার প্রতি অত্যন্ত সমুৎসাহী হইয়াছিল। এই সময়ে অন্যান্য ভূপালগণ পারস্য দেশের পুরাতত্ত্ব-সঞ্চলনে উৎসাহী হইয়া কোন কোন রাজ্যের ইতিহাস সমুদ্র করেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ না হইবাতে, গজননের অধিপতি গুলতান মহম্মদ তৎপ্রচারে প্ররত্ত হইয়াছিলেন।

গুলতান মহম্মদ তৎকালে ভারতবর্ষের অতুল সম্পদ গজননে লইয়া গিয়া এই রাজপাট ক্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন; এবং অনেক বিদেশীয় পণ্ডিত-গণদ্বারা তাঁহার রাজসভা উজ্জ্বল হইয়াছিল। মহম্মদ এই সমস্ত পণ্ডিতগণ সমক্ষে এক দিবস আক্ষেপ প্রকাশ-পূর্বক কহিলেন যে পারস্য-জাতিয়েরা কবিতায় অতিশয় দক্ষ। কিন্তু “সয়র-উল্‌মুল্ক” ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এ পর্যন্ত পদ্যে প্রচারিত হয় নাই। অতএব তাহা পদ্যে প্রচার করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। তৎকালে প্রসিদ্ধ অনসরী কবি তাঁহার সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদ্বারা অবগত হইলেন যে এক বার এই

গ্রন্থের কিয়দংশ কোন ব্যক্তি কবিতায় রচনা করেন, কিন্তু তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিহেতু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। মহম্মদ এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিলে লোক-সমাজে বিশেষ যশস্বী হইতে পারিবেন ভাবিয়া তদ্বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়াসান্বিত হইলেন; এবং অনসরীর প্রতি সেই ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু প্রাচীন আদর্শ-গ্রন্থাভাব ও প্রামাণ্য গ্রন্থের অসম্ভাব প্রযুক্ত তাহার উপক্রম করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে কুরকর্জ নামা এক সাম্রিক পারশী রাজবংশীয়-গৃহ-বিবাদ-সূত্রে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া গজননে উপস্থিত হইল। কিন্তু শুলতানকে নিজ অবস্থা জ্ঞাপন করা দূরে থাকুক তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক এক দিন তাহাকে অত্যন্ত বিষণ্ণবদন এবং বাষ্পপূর্ণনেত্র দেখিয়া এক ইবাম (পুরোহিত) অত্যন্ত কৰুণার্জ হইয়া তাহাকে রাজসমীপে লইয়া গেলেন। এই ব্যক্তি স্বদেশের একথান প্রাচীন ইতিহাস যত্নপূর্বক রক্ষা করিয়াছিল। মহম্মদের তাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইবাত্রে এই গ্রন্থ সে আনয়ন করিয়া দেয়, এবং তাহাই শাহনামার আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল। শুলতান তাহাহইতে সাতটি কাব্য ৭ জন কবিকে লিখিতে দেন; তন্মধ্যে অনসরীর কবিতা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া গ্রন্থপ্রণয়নের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হয়। কিন্তু দৈববশতঃ আর এক পরীক্ষার্থী তৎকালে গজননে উপস্থিত হন। ইক্কারই নাম আবুল কাশিম মনসুর কদ্দুসী। তাঁহার পিতার নাম ইশাক ইব্রাহীম অথবা ককিরুদ্দীন মহম্মদ। তিনি তুস-নগরীয় এক ধনাঢ্যের উদ্যান-পাল ছিলেন।

হিজরী ৩২৮=ইসরাজী ৯৩৭ অব্দে কদ্দুসীর জন্ম-

গ্রহণ-সময়ে তাঁহার পিতা নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন যে তাঁহার সুকুমার তনয় কোন অটালিকার ছাদে আরোহণপূর্বক মন্দির অভিমুখে প্লুতস্বরে কয়েকটা কথা উচ্চারণ করিলে চতুর্দিক্‌বর্তি জনপদ তাহার উত্তর প্রদান করিল। এই আশ্চর্য ব্যাপার বিলোকনে তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং রাত্রি প্রভাত হইলে কোন স্বপ্নবেত্তাকে তন্মর্থ্য জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে এই স্বপ্ন শুভবাঙ্গক। তাঁহার পুত্র অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবেন এবং তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাক্যে ইশাক অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইয়া পুত্রকে যত্নে শিক্ষা প্রদান ও লালন পালন করিয়াছিলেন। “মজালিস্ উল মোম্নীন” নামক গ্রন্থের কর্তা লিখিয়াছেন যে কদ্দুসী যৎকালে তুস-নগরে স্বীয় ভবনে অবস্থিতি করিতেন, তখন তিনি উদ্যানপ্রাস্ত-বর্তী একটা নদীর কূলে উপবেশন করত কাব্যরচনা করিতেন; কিন্তু এই সময়ে মধ্যে মধ্যে শ্রোতঃ আগমনপূর্বক নদীতট উৎপ্লাবিত করাতে তিনি হতোদ্যম হইয়া মন্থাস্তিক দুঃখিত হইতেন। তন্নিমিত্ত মনোমধ্যে এই রূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে “যদি কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জন করিতে পারি তবে এই নদীতটে পাড় বান্ধাইয়া নদীর শ্রোতঃ বন্ধ করিয়া দিব।” সে প্রতিজ্ঞা তিনি কদাপি বিস্মৃত হন নাই।

কদ্দুসী মহম্মদের নিকটহইতে এক পত্র প্রাপ্ত হন; তাহাতে তাঁহাকে জগননে যাইবার অনুরোধ ছিল। কদ্দুসী জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত অসম্মত হইলেও পূর্বকথিত নদী বাঁধা অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থে বিদেশে যাত্রা করিলেন।

ইতি পূর্বে অনসরী মহম্মদের সভামধ্যে অত্যন্ত সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কদ্দুসীর আশ্বাস সন্বাদ শ্রবণ করিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া চাতুরী-

করিয়া এক দূতকে তুস-নগরে প্রেরণ করেন। প্রতারক দূত নানা কারণ দর্শাইয়া কদ্দুসীকে জগনন-নগরে যাইতে নিরন্তর করত গৃহে প্রত্য-গমন করিলে অনসরী মহোন্মাদে দুই জন প্রিয়-মিত্রগণের সহিত এক উদ্যান-মধ্যে ঐ রাত্রিতে এক ভোজের আয়োজন করেন। কদ্দুসী সেই রাত্রিতে গজনে উপনীত হন, ও উদ্যান-মধ্যে তিন জন ভদ্রলোককে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, উহারা গুলতানের আত্মীয় অথবা প্রধান পারিষদ হইবে; ইহা ভাবিয়া তাহাদের নিকট আগমন করিলেন। অনসরী তাঁহাকে সামান্য লোক বিবেচনা করিয়া দূরীকরণাভিলাষে কহিলেন “ভ্রাতঃ, আমরা তিন জনেই সুকবি। বহুজনতাপূর্ণ নগরে অতিশয় বিরক্তি জন্মে এতৎ কারণে এই নিজ্জন উদ্যানে রজনী-সন্তো-গার্থ আগমন করিয়াছি। আমাদের পণ যে কবি ভিন্ন এখানে কাহাকেও আসিতে দিব না।” কদ্দুসী কহিলেন “দাসও আপনাদিগের চরণ-প্রসাদাৎ এক জন কবি বটে।” অনসরী তাঁহার এই বাক্য-শ্রবণে ঈষৎ কুপিত হইয়া কহিলেন, “ভাল, আমরা তিন জনে যে শ্লোকেই তিন পাদ রচনা করিব তুমি তাহার চতুর্থ পাদ পূরণ করিতে পার তবে আমাদের সহিত আহার আমোদ করিতে পাইবে, নচেৎ স্থানান্তরে যাইতে হইবে।” কদ্দুসী ঐ পণে স্বীকৃত হইলে কবিত্বয় এমত মিত্রা-করে তিন চরণ কবিতা রচনা করিলেন, যাহার অনুপ্রাস পারশ্য ভাষায় তিনটি মাত্র ছিল। ইহাতে তাঁহাদের বোধ ছিল যে কদ্দুসী অনুপ্রা-সাভাবে চতুর্থ পদ রচনা করিতে পারিবেন না। কিন্তু প্রাচীন পারশ্য এক যোদ্ধার নামে ঐ অনু-প্রাস সিদ্ধহইতে পারে, কদ্দুসী তাহা অরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সিদ্ধকাম হইলেন। পরে দীর্ঘকাল শা-জালাপ করিয়া অনসরী দেখিলেন যে কদ্দুসী এক

প্রধান কবি, অতএব হিংসার পরবশ হইয়া তাদৃশ অসাধারণ কাব্যকার মহম্মদের সম্পূর্ণ অপরি-জ্ঞাত থাকেন তদুপায় চিন্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কদ্দুসী দুই চারি দিবস পরে গুলতানের এক অমাত্যের ঈদৃশ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, যে তিনি প্রত্যহ সায়ঙ্কালে একাকী তাঁহার বাসস্থানে গমন করত নিত্য নূতন চমৎকার কবিতাসকল পাঠ ও শ্রবণ করিতেন। তেঁহ ঐ সকল কবিতা এক দিবস রাজসভায় পাঠ করিয়া গুলতানকে শ্রবণ করাইলেন। তৎক্ষণে সভাস্থ সকলেই চমৎকৃত হইয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। “এই ব্যক্তি কে? কোথাহইতে আসিল?” এই প্রশ্নে সকলের হৃদয় অতীব কৌতু-হলাক্রান্ত হইল। অতঃপর গুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই সমস্ত কবিতা কাহার রচিত?” তাহাতে সচিব উত্তর করিলেন, “আপনার এক জন দরিদ্র প্রজা, তুসের শাসন-কর্ত্তা দ্বারা অ-ন্যায়-পূর্বক অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া বিচার-প্রার্থনায় এখানে আসিয়াছেন; এই সকল কবিতা তাঁহা দ্বারা রচিত।” গুলতান তদন্তেই তাঁহাকে সভামধ্যে আনয়নের আদেশ করিলেন। কদ্দুসী সভায় প্রবেশ করত অপর কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন। তাহাতে মহম্মদ পরম পরিতুষ্ট হইয়া সমাদরে তাঁহার সহিত প্রণয়-সন্তাষণ করিতে লাগিলেন।

অনসরী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি প্রতিযোগীর কবিতাপাঠ শ্রবণে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া সহসা সমস্ত্রমে গাত্ৰোত্থানপূর্বক কহিলেন “ক-দ্দুসী দীর্ঘকাল জীবিত থাকুন! ইনি কবিরত্নের চূড়ামণি; আমরা ইহার শিষ্য।” অনসরীর কথাবশানে গুলতান তাঁহাকে প্রস্তাবিত গ্রন্থ-প্রণয়নে নিয়োগ করিলেন, ও প্রতিপদে এক এক স্বর্ণ মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হন।

বিদ্যাবৈদগ্ধ্য কি করে, অনেক প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে না পারিলে ভূপতির কেহই প্রিয় হইতে পারে না। কদ্দুসী মহম্মদের সভায় তাদৃশ প্রশংসা লাভ করিয়া রাজসভায় ত্রিশৎ বৎসর যাবৎ বাস করেন; অবশেষে গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে মহম্মদ কদ্দুসীকে পুরস্কারের স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিতে অমাত্যকে আদেশ করিলেন; কিন্তু অমাত্য যষ্টিসহস্র স্বর্ণ-মুদ্রার পরিবর্তে রজত-মুদ্রা প্রেরণ করাতে কদ্দুসী কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ এই সমস্ত অর্থ এই অর্থ-বাহক ও অপর দুই ব্যক্তিকে দান করিলেন। অমাত্য কুপিত হইয়া এই কথা গুলতানের সমক্ষে প্রকাশ করত তাঁহার নামে দোষারোপ করাতে গুলতান তাঁহাকে সংহার করিতে আদেশ করেন। পরিশেষে তিনি গুলতানের পদাবনত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে গজ-ননহইতে প্রস্থান করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন।

দুঃখিত ও শোকাবুল হৃদয়ে অশ্রুপাত করিতে করিতে কদ্দুসী গুলতানের সভাহইতে পলায়নপর হইয়া এক প্রিয় রাজ-ভৃত্যের আলয়ে গমন করিলেন। এই ভৃত্য কদ্দুসীর অত্যন্ত বশতাপন্ন ছিল। তজ্জন্য তাহার নিকট তিনি আশ্র-বেদনাসকল বিদিত করিলেন। অতঃপর কতকগুলি ধিক্কারপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া এই বলিয়া এই ভৃত্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন যে “আমি নগরহইতে প্রস্থান করিলে এই লেখাগুলি গুলতানের হস্তে প্রদান পূর্বক তাঁহাকে বলিবে যে হতভাগ্য কদ্দুসী গমন-কালীন এই নীতিপ্রদর্শক কবিতা-হার আপনাকে উপহার প্রদান করিয়া গিয়াছেন; এবং বলিয়া গিয়াছেন, যখন রাজানুগ্রহগর্ভিত লঘুপ্রকৃতি লোকেরা আপনাদিগের মত আপনাকে ক্ষুদ্রাশয় করিতে সচেষ্টাপন্ন হইবে এই কবিতাগুলি তৎকালে পাঠ করিলে আর সেই রূপ হইবে না।”

কদ্দুসী গজ-ননহইতে পলায়ন করিলে আ-

পামর সাধারণ সকলেই দুঃখিত হইলেন, এবং নিরপেক্ষ লোকেরা গুলতানকে অহঙ্কারী, গর্বিত, মাৎস্যশালী বলিয়া অতিশয় নিন্দা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক কদ্দুসী গজ-নন পরিত্যাগ করিয়া কোহিস্তানে গমন করেন, এবং তত্রস্থ ভূপতির আনুকূল্যে কিয়দ্দিবস শান্তি দূর করত মাজন্দরাণ নগরে যাত্রা করিলেন। কিন্তু মহম্মদের প্রতাপে চতুর্দিগবর্তী-জন-পদস্থ রাজা-সকল এতাদৃশ সশঙ্কিত ছিলেন যে কেহই তাঁহাকে স্পষ্টরূপে সমাদর করিতে পারিলেন না। সুতরাং তৎপরে তথাহইতে বোগদাদনগরে তিনি যাত্রা করেন। প্রথমতঃ কদ্দুসী উক্ত নগরে প্রচুন্ন-বেশে অবস্থিতি করেন; পরে কোন বণিকের সহিত তথায় তাঁহার সাক্ষাৎ হয়: পূর্বে কদ্দুসীর সহিত তাহার অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল। সে বৃগদাদে উপস্থিত হইয়া অভেদ্যজ্ঞদয় মৈত্রের তাবৎ পরিতাপের বিষয় অবগত হইয়া অপারিসীম দুঃখিত হইল। পরে তাহার সহিত বোগদাদের অমাত্যের সন্ডাব থাকাতে তাহার সহিত কদ্দুসীর সাক্ষাৎ করিয়া দিবার নিমিত্ত এক দিবস উভয়কেই স্বালয়ে নিমন্ত্রণ করিল। তাঁহারা বণিকের ভবনে উপস্থিত হইলে বণিক অমাত্যকে নির্জনে ডাকিয়া গুলতানের অসৎ কীর্তির সবিশেষ পরিচয় প্রদান করেন। অমাত্য এই সময়ে এক বার কদ্দুসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষদ্ হাস্যে কহিলেন, “গুলতান লোষ্ট্রাঘাতে এই মহা-কীর্ত্তিপর্বতের চূড়া অবনত করিবেন, মানস করিয়াছেন? সূক্ষ্মদৃষ্টি সৌর্যশালী রাজাদিগের ইহা-ভিন্ন পৌরুষ ও বীরত্ব কিসে প্রকাশিত হইবে!” বণিক তাঁহার এই পরিহাসে পরম হর্ষিত হইয়া কবিকেশরী কদ্দুসীকে খলোকার সভায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহার সমক্ষে প্রস্তাব করিলেন। সচিব তাহাতে স্বীকৃত হইয়া আশু তাঁ-

হাকে খলীফার সহিত আলাপ করিয়া দিলেন। খলীফা কদ্দুসীকে মহাযত্নে ভবনে রাখিয়া নিত্য তাঁহার কবিতা-কুসুমের মধুর পীযুষপানে পরম পরিতোষ লাভ করিতে লাগিলেন। লোক-পরম্পরায় এই ব্যাপার মহম্মদের গোচর হইবা-মাত্র তিনি কোপে প্রজ্জ্বলিত হইলেন, এবং খলীফাকে এই বলিয়া পত্র লিখিলেন যে “তুমি অবিলম্বেই কদ্দুসীকে আমার সমীপে প্রেরণ করিবে। আর যদি আমার আদেশের অন্যথা-চরণ কর তাহা হইলে সহস্র সহস্র হস্তী সমবেত হইয়া তোমার রাজধানীতে গমনপূর্বক সমস্ত বুগদাদ নগর অধোশায়ী করিব।” বিচক্ষণ খলীফা এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি পত্রের সম্যক্ প্রকারে প্রত্যা-স্তর না লিখিয়া তাহার এক পার্শ্বে এ, ল, ম, এই তিনটি বর্ণ লিখিয়া পত্রখানি দূতদ্বারা গজ-ননে করিয়া দিলেন।

দূত গজননে প্রত্যাগমন করিলে মহম্মদ তৎ-সমভিব্যাহারে কদ্দুসীকে আসিতে না দেখিয়া কোপে কম্পিত-কলেবর হইয়া পত্রে কালিকের কোন ক্রমা প্রার্থনা আছে কি না জানিবার জন্য সমব্যস্তে পত্র খুলিয়া দেখিলেন যে তাহার পার্শ্ব-দেশে তিনটি মাত্র বর্ণ লিখিত আছে। এতদ্দেশীয় রাজপ্রথায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাই নিরুপ্ত লোকদিগকে প্রত্যাস্তর পত্রের পার্শ্বে লিখিয়া থাকেন। তদব-লোকনেই মহম্মদের প্রজ্জ্বলিত কোপালন চতুর্গুণ প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু পত্রের ভাবার্থ অব-ধারণে সভাস্থ সকলেই অসমর্থ হইলেন। চাটু-কার অনেকে ব্যস্তভাবে অনেক কথা বলিল, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না; অব-শেষে এক জন সূচতুর যুবা বিশেষ-বিভা-বর্ণনা করণান্তর করিলেন, যে কোরাণের এক অধ্যায়ের শিরোভাগে ঐ অক্ষরগুলি দ্বারা মুহম্মদ

নীতি-জ্ঞানাত্মক একটি ঘটনা বর্ণন করিয়াছেন। তদ্বিশেষ এই যে মুহম্মদের জন্মাব্দে যেমনের অধিপতি সুবিখ্যাত সারা মক্কার পৌত্তলি-কতা-উচ্ছেদ-করণাভিপ্রায়ে সেনা নগরে এক গির্জা স্থাপন করেন। কোরিশ নামা অন্য এক ভূপাল ঐ মন্দির বিনষ্ট করণার্থে বহুসংখ্যক সৈন্য মক্কায় প্রেরণ করেন। তাহার সহিত বহুশত হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বর ঐ সকল সৈন্য বিনষ্ট করিবার নি-মিত্ত শত শত শ্রেণীবদ্ধ চটকের দল প্রেরণ করেন ঐ ক্ষুদ্র সৈন্যদলের চক্ষুতে ক্ষুদ্রাকার লোষ্ট্র ছিল, সেই লোষ্ট্রসকল পক্ষিরা সমরস্থলে নিক্ষেপ করিবা মাত্র সঙ্ক্রাম্যমান হুতস্রয়ুথ ও অশ্ব-নিবহ অবিলম্বে রণস্থলমধ্যে নিহত হইল। খলীফা ঐ এতদ্রূপ ভূপালের ঈশ্বরদত্ত দুর্গতির পরিচয়-প্ৰদানার্থ আপনাকে এ, ল, ম, চিহ্ন-দ্বারা সাবধান হইবার সঙ্কেত করিয়াছেন। মহ-ম্মদ ইহাতে ঈষৎ লজ্জিত হইলেন, ও যুদ্ধে নিরস্ত হইলেন।

কদ্দুসী গজননহইতে প্রস্থান করিলে বিশ্বাসী ভৃত্য কদ্দুসী-প্ৰদত্ত শ্লেষময় কবিতাগুলি মহ-ম্মদকে প্ৰদান করিলেন। কিন্তু গুলতান তদ্বিশেষে আর কোন আন্দোলন না করিয়া নিরস্ত হইলেন। কিয়ৎ কাল পরে এক দিন উপাসনাহেতু মসজিদে গমন করিয়া তেঁহ দেখিলেন মন্দিরের প্রাচীরে এই কয়েকটি কথা লিখিত রহিয়াছে, “সুল-তান মহম্মদ, জবুলিস্তানের রাজার যে বিস্তীর্ণ রাজ্য জয় করিয়াছেন তাহা সমুদ্রতুল্য দু-স্তর, কোন ক্রমেই তাহার দিক্ নিকপণ হয় না। আমি ঐ অগাধ সাগরের মধ্যে মথ হইয়া কিছুই মণি আহরণ করিতে পারিলাম না। সুতরাং সমুদ্রের দোষ কি দিব! আমার কপালেরই দোষ।”

উল্লিখিত কবিতা পাঠ করত শুলতান দয়াজ হৃদয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছেন, এমত সময়ে তাঁহার এক বন্ধু বুগদাদহইতে পত্র লেখেন যে “হতভাগ্য কদ্দুসীকে বুগদাদে সাক্ষাৎ করিয়া অপারিসীম অসন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জানাইতেছি যে এ রক্ত অথচ কবিকুল-চুড়ামণি এক্ষণে অতিদূরবস্থাপন্ন হইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, ও আপনার অন্যা-য়াচরণ-বশতঃ অত্যন্ত পরিতাপিত হইয়া কবিতা দ্বারা অনেক শ্লেষোক্তি করিয়াছেন। মহাশয়, এ সদাশয় কবিগুণাকরের গুণ যুগান্তরে বিস্মৃত হইবার নহে। আপনি ক্ষণকাল মধ্যে তাহা বিস্মৃত হইয়া তাহার প্রাণ-সংহারের আদেশ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়।” এ পত্র-পাঠে মহম্মদ অত্যন্ত পরিতাপিত ও কুপিত হইয়া মস্ত্রিকে একপ অর্থদণ্ড করিলেন যে তাহাতে তিনি নিশ্চ হইলেন; এবং কদ্দুসীকে পুনঃ গজনে আনয়ন-প্রত্যাশায় বশ্টি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ও প্রচুর অন্যান্য উপহারের সহিত লোক পাঠাইলেন। এদিকে রক্ত কবি বুগদাদহইতে প্রত্যাগমন করত আপন জন্ম-নগর তুসে আসিয়া জীবনের শেষ কাল তথায় যাপন করিবেন এই মানসে তথায় অবস্থান করেন। পরে এক দিন প্রাতঃসমীরণ-সেবনান্তর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন এমত সময়ে এক জন পথিক তাঁহার শাহনামার এক কবিতা গান করিয়া কহিল—

“রাজা যদি হইতেন রাজার কুমার,
মণিময় তাজ শিরে দিতেন আমার।” *

এই বাক্যে তাঁহার পূর্ব কথাসকল স্মরণ হইয়া তিনি মূর্ছাপন্ন হইয়া পতিত হইলেন, এবং সেই অবস্থায় তাঁহার আত্মা দিব্য লোকে গমন করিল।

* মহম্মদের পিতা রাজা ছিলেন না, তাহাতেই এই ভিরক্তার তাঁহার প্রতি বিশেষ উপস্কৃত হইয়াছিল।

ইহারই এক দিবস পরে মহম্মদের দূত উপহার লইয়া তুসে উপস্থিত হইয়া দেখিল তাহার উপহার লইবার পাত্র লোকান্তরে বিগত হইয়াছে। অতএব মহম্মদ কদ্দুসীকে যে সমস্ত বিভব পুরস্কার প্রদানার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, বাহকেরা তাহা তাঁহার দুহিতার সম্মুখে উপস্থিত করিল। এ রমণী পিতার ন্যায় তেজঃশালিনী ও অত্যন্ত সাহসিকা ছিলেন। তিনি যে পুরস্কারের অর্থ নিমিত্ত তাঁহার পিতার কাল হয় তাহা গ্রহণে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। অতি ঘৃণাপূর্বক তৎসমস্ত স্থানান্তরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। পরন্তু মহম্মদ এ অর্থ পুনর্গৃহণ করিতে না পারায় তদ্বারা কদ্দুসীর চিরঅভিপ্রেত তুস নগরের পুরোবর্তী নদীর উপর সেতু ও বাঁধ বানাইয়াছিলেন।

এই কবিকুল চুড়ামণি ৪১১ হিজরীতে অর্থাৎ ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে তুস নগরে পরলোক গত হন। তাঁহার কদ্দুসী উপাধি বিষয়ে অনেক প্রকার প্রবাদ আছে। প্রসিদ্ধ আছে যে তুস নগরের শাসনকর্তার “কদ্দুস” (স্বর্ণ) নামে এক উদ্যান ছিল, কদ্দুসী তন্মধ্যে কাব্য রচনা করিতেন এই হেতু তিনি কদ্দুসী নামে বিখ্যাত হন। অন্যে অনুমান করেন যে শুলতান মহম্মদ তাঁহার প্রতি “পরিতুষ্ট হইয়া কহিয়াছিলেন যে “তুমি আমার সভায় অবস্থিতি করিয়া উহাকে কদ্দুসী (স্বর্ণ) তুল্য গরিষ্ঠ করিয়াছ, তাহাতেই তাঁহার নাম কদ্দুসী হয়। ফলতঃ কদ্দুসীর নামের বিষয়ে এই রূপ বহু বিবাদ নানা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বহারিস্তান নামক গ্রন্থকর্তা মহম্মদের কীর্ত্তি বিষয়ে লিখিয়াছেন যে “তাঁহার অতুল বিভবশালি রাজপাট অধঃশায়ী হইয়াছে। তাঁহার যশঃ খ্যাতি সকলই নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তিনি কদ্দুসীর প্রতি যে অন্যায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই চিরজীবিত রহিয়াছে।”

কলিকাতার জনসংখ্যা ।

শ তাধিক বৎসর পূর্বে কলিকাতা অতি
যৎ সামান্য স্থান ছিল ; এবং ইহার
সম্মিলিতবর্ত্তি স্থানসকল ভয়ঙ্কর অর-
ণ্যময় ছিল । তৎপ্রযুক্ত যৎকালে
জব চার্ণক সাহেব এতদ্দেশে আগমন করিয়া
ছিলেন তৎ সময়ে এই কলিকাতা মধ্যে অরণ্য
তরুতে গাত্র আলম্বন করত বিশ্রাম-সুখানু-
ভোগে প্রণোদিত হইয়া ছিলেন । সেই অরণ্য
প্রদেশ এই ক্ষণে অমরাবতীতুল্য মনোহর রম্য
নিকেতন হইয়াছে ।

পূর্বে চাঁদপাল ঘাটের দক্ষিণাংশে একটি অরণ্য
ছিল । তন্মধ্যে ব্রাহ্ম, ভল্লুক, মহিষ প্রভৃতি হিংস্র
জন্তুসকল বাস করিত, এবং দস্যুরা এ অরণ্যস্থানে
সতত পান্থগণের সর্বস্বাপহরণ করত তাহাদিগের
প্রাণ সংহার করিত । এ অরণ্য এবং খিদিরপুরের
ক্রোড় পর্য্যন্ত স্থান মধ্যে দুইটি সামান্য গ্রাম
ছিল, তন্মধ্যে যে স্থানে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ
সংস্থাপিত হইয়াছে সেই স্থানে গোবিন্দপুর নামে
একটি গ্রাম খ্যাত ছিল ।

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দেও কলিকাতা প্রকৃত বন্যস্থান
ছিল । তৎকালে পথিকেরা দিবসেও চোরদ্বীর নিকট
দিয়া গমন করিতে শঙ্কিত হইত । পূর্বে মহারাষ্ট্রী-
য়েরা এদেশে আসিয়া মহা উৎপাত করিত, তন্নি-
মিত্ত ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার চতুর্পার্শ্বে একটি
পরিখা কাটা হয় । এ পরিখা টালীর নালার নি-
কটে আরম্ভ হইয়া কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব ও উত্তর
ভাগ ব্যাপন করিয়া বাগবাজারের নিকট গিয়া
গঙ্গায় সম্মিলিত হয় । উহার ধ্বংসাবশেষ বাহির-
রাস্তার নিকট অদ্যাপি দৃষ্ট হয় । প্রাচীনেরা বলেন
যে এ পরিখা ভিন্ন কলিকাতার রক্ষার নিমিত্ত
অপর এক উপায় ছিল ; তাহা একটি দেবখাত ।

তাহা চাঁদ পালের ঘাট অবধি বেলিয়াঘাটা প-
র্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল । মার্কুইস ওয়েলেসলী-কর্তৃক
“গবর্ণমেন্ট হাউস” নির্মিত হইবার পূর্বে এ
পরিখা বোজান হয় । উহার অবশিষ্টে কিয়দংশ
অদ্যাপি হাড়িটোলার নিকট দৃষ্টি গোচর হইয়া
থাকে ।

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে ইংরাজেরা কলিকাতা
অধিকৃত করিয়া ছিলেন, তৎকালে চোরদ্বীর
চতুর্পার্শ্ব অনুগু ভূমি ও ধান্য ক্ষেত্রে পরি ব্যাপ্ত
ছিল । কেবল ৭০ টি মাত্র ইংরাজদিগের আবাস
বাটি ছিল । পলাশীর যুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইব
ফোর্ট উলিয়ম দুর্গ-নির্মাণ আরম্ভ করেন, তৎকালে
উহা নগরহইতে এক পাদ ক্রোশ দূরে স্থিত
ছিল, এবং তাহা সমুদ্রহইতে পঞ্চাশৎ ক্রোশ
দূরবর্ত্তী উল্লিখিত আছে । নূতন চীনাবাজারের
দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে পুরাতন দুর্গ স্থিত ছিল ।

ইংরাজদিগের বাণিজ্য ও ব্যবসায়দ্বারা কলি-
কাতা ক্রমশঃ ঋদ্ধিশালিনী নগরী হইয়া উঠিলে
১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে পুলিশের মাজিষ্ট্রেট কলিকাতার
জন-সংখ্যা-নিরূপণে প্ররত্ত হইয়াছিলেন । তদ-
গণনায় ৩ লক্ষ লোকের সমষ্টি হইয়া ছিল ; কিন্তু
সে সমষ্টি-করণ-কার্য্য সর্বমত প্রকারে অবিশ্বাস-
যোগ্য হইবাতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বি-
চারপতি মান্যবর হেনরী রসল্ সাহেব পুন-
র্বার কলিকাতার লোকনিকূপণার্থে প্ররত্ত হইয়া
ছিলেন । ফলতঃ তিনিও এতদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য
হইতে পারেন নাই । তৎপর ১৮৪২ অব্দে পুলি-
সের প্রধান মাজিষ্ট্রেট স্টীল সাহেব এই কার্য্যে
প্ররত্ত হন । তেঁহ তিন লক্ষ লোকের সংখ্যা করেন ;
কিন্তু তাঁহার কার্য্যও নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন
হয় নাই । তৎপরে এই মহানগরী-মধ্যে যে
সকল লোকের বসতি আছে তাহার সংখ্যা নিরূ-
পণের নিমিত্ত এই বৎসরের প্রথমে এক আয়োজন

করা হইয়াছিল, এবং গত জানুয়ারী মাসের অষ্টম দিবসের রাত্রিকালে কোন্ বাটিতে কত ব্যক্তি বাস করিয়াছিল তাহার সংখ্যা করা হয়; এই সংখ্যার স্মুল নির্ঘণ্ট তালিকা পাঠকবৃন্দের গোচরার্থ নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল।

কলিকাতা নগরের আয়তন ১৫,১১৫ বিঘা, ৮ কাঠা, ১০ ছটাক, ১৮ হস্ত ভূমি। তাহা জ্যোতিষী ক্রোশ-পরিমাণে সপ্ত চতুরস্র ক্রোশ তিন পাদ হইবেক। এই ১৫,১১৫ বিঘা ভূমির মধ্যে ৭৮৯ বিঘা, ১৭ কাঠা, ১২ ছটাক, ২২ হস্ত ভূমি পুষ্করিণী ও সাধারণের উদ্যানের নিমিত্ত নিয়োজিত আছে। এতদ্ভিন্ন কেলা, গড়ের মাঠ, কুলিবাজার এবং টালীর খালের পূর্ব স্থিত যে ভূমি আছে পূর্বের সমষ্টির সহিত তাহার ব্যবকলন করিলে ৪১৩২ বিঘা ভূমি হইবেক। এতদবশিষ্টই কলিকাতার স্মুল পরিসর; তাহা ১০২৫৩ বিঘা, ৯ কাঠা, ৮ ছটাক, ২৮ হস্ত নিকপিত হয়। তন্মধ্যে ১৪৩৩ বিঘা রাজপথ ও ক্ষুদ্র বস্তুর নিমিত্ত নির্দিষ্ট আছে।

এ ভূমির মধ্যে যাহা আবাস-যোগ্য নহে তাহার স্মুল বিবরণ নিম্নলিখিত তালিকায় স্বতন্ত্র-রূপে লিখিত হইল।

	বিঘা	কাঠা	ছটাক	হস্ত,
পুষ্করিণী.....	৫৪৯	১	৮	২০
বর্ষা	১৪৩৩	১৩	৮	২৩
উপাসনাস্থান ..	৯৩	৫	১	১০
সমাধিভূমি	৩২	১২	৫	১৩
সমষ্টি	২১০৮	১২	৫	১৯

এই ২১০৮ বিঘা ভূমি ব্যতীত অবশিষ্ট ৮৮১৪ বিঘা, ১৭ কাঠা, ০ ছটাক ১৩ হস্ত ভূমি গৃহাদি দ্বারা ব্যাপ্ত আছে। এই সকল গৃহের সংখ্যা ৫৮,৯২০; তদ্বিশেষ যথা—

১ টি বাটি ৫ তলা।

২৩ এই ৪ এই

৯৯৯ এই ৩ এই

৭৩৭৭ এই ২ এই

৭২৭২ এই ১ এই

৪২,৯১৭ এই খোলার ঘর ৥

৫৮৮৯২

উক্ত গৃহসকলের মধ্যে ১৩,০৩৪ গৃহ কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগে ও অবশিষ্টগুলি উত্তর বিভাগে স্থিত; তদ্বিশেষ যথা—

৫ তলা দক্ষিণ বিভাগে	০	উত্তর বিভাগে	১
৪ এই এই	৪	.. এই	২২
৩ এই এই	২৩৫	.. এই	৭৩৪
২ এই এই	১৯০০	.. এই	৫৭৭৭
১ এই এই	২১২৮	.. এই	৫১৪৪
খোলার এই	১১৭৯৭	.. এই	৩১১২

১৩০৩৪

৪২৮২৮

লোকের সংখ্যা নিকপণ জন্য কলিকাতা বাসিগণকে যে রাত্রিতে জনসংখ্যা নির্দেশ করণার্থ বিজ্ঞাপিত করা হইয়া ছিল উক্ত রাত্রিতে কলিকাতায় ৩,৫৪,৮৭৪ লোক ছিল। তদ্বিশেষ যথা—

২,৩১,২০৩	হিন্দু।
১০২৮৪৪	মুসলমান।
৩,৩৯০	ইউরোপীয়।
১০,৮৫৫	শকর খ্রীষ্টিয়ান।
৩০	গ্রীক।
৭০০	আর্ম্যানী।
১৩৩০	আসিয়া খণ্ডের অ- পর নানা বর্ণ।
৩৮১	ইহুদী।
৯৮	পার্সী।

৩৮

কাকরী ।

৩৩৯

চীন ।

৩,১৪,৮৭৪

এই জনসংখ্যার মধ্যে কত ব্যক্তি পুরুষ কত
ব্যক্তি স্ত্রী কত জন বালক ও কত জনই বা বালি-
কা তাহার অনুসন্ধানে নিম্ন লিখিত তালিকা
নির্দিষ্ট হয় । উক্ত তালিকা যথা,—

	পুরুষ	স্ত্রী	বালক	বালিকা
হিন্দু ..	১১২৫৩০	৭৮৩০৫	২০৭৩৩	১২৫৭৮
মুসলমান,	৫৩৪৯৯, ২৮১৫৩	২৪৭৮,	৮৭১১	
ইউরোপীয় ..	২২০০	২২৪৮	৭০০	৮১২
শঙ্করখ্রীষ্টিয়ান ৩২৭৫	৪১৭৫	১০১১	১৫৯৪	
গ্রীক	১৭	৭	২	৪
আর্ম্যানী ..	২২১	২৩৮	৮৮	৮৩
আসিয়া খণ্ডের)	৭১২	৪০৫	১২০	১২০
অপর বিবিধবর্ণ)				
ইহুদী	২৪০	২২৮	১১১	১০২
পার্শী	৭০	১৫	৩	৪
কাকরী	২৪	৯	২	৩
চীন	৩২৮	০	৩১	০

১৭৭,৩২৯ ১১,৩৭৮৩, ৩২,৩৪২, ৩০,৮১৭

উক্ত প্রজা মণ্ডলী মধ্যে কোন্ জাতীয় মধ্যে
কীদৃশ রক্ত দৃষ্ট হইয়াছিল তদ্বিবরণ যথা—

সর্বাধিক ইউরোপীয় রক্ত ..	৮৭ বৎসর বয়ঃক্রম
এ শঙ্করইউরোপীয়	১০৪ এ
এ আর্ম্যানী	৮৪ এ
এ ইহুদী	৮৮ এ
এ মুসলমান	১০৮ এ
এ হিন্দু	১১৩ এ

প্রাপ্ত প্রজাভিন্ন কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মধ্যে
স্বতন্ত্র প্রজা আছে । উক্ত দুর্গের পারিধি ৫২১ বিঘা, ৭
কণ্ঠা, ০ হটাক, ২০ হাত । প্রজা—সকলন করণের

রাত্রিতে দুর্গের মধ্যে নিম্ন লিখিত সংখ্যক লোক
ছিল ।

	পুরুষ	স্ত্রী	বালক	বালিকা
ইউরোপীয় ..	১৩৮৭	১৩৭	২৭	৮১
শঙ্করইউরোপীয়	৮	৯	১	০
মুসলমান	৩২১	৪৩	৫	৫
হিন্দু	১২১১	১৩০	৫৩	৪১
আশিয়ার অপর)		১২	৪০	০
বিবিধ জাতি)				

৩২৩৯ ৩৫৩ ১১৯ ১২৭

পূর্বোক্ত জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ অধিক ও স্ত্রী অল্প প্রতীত হইতেছে ; পরন্তু স্ত্রী পুরুষে কি পরি- মাণে অল্প কি অধিক তাহার নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র তালিকা হয়, তাহাতে দৃষ্টি হইতেছে যে কলিকাতায় ইউরোপীয় প্রতি ১০০ স্ত্রীতে ১১৮ পুরুষ আছে				
শঙ্কর খ্রীষ্টিয়ান ..	এ	..	২৪	এ
গ্রীক	এ	..	১৭২	এ
আর্ম্যানী	এ	..	১১৩	এ
আশিয়া খণ্ডের অপর)	এ	..	১৫৭	এ
বিবিধ বর্ণের)				
ইহুদী,	এ	..	১০৩	এ
মুসলমান,	এ	..	১৭৮	এ
পার্শী	এ	..	৪১৫	এ
হিন্দু	এ	..	১৩৩	এ
কাকরী	এ	..	২১৩	এ

অপর, সমস্ত প্রজামধ্যে দশ বর্ষের অনধিক
বালক বালিকা কত তাহার অনুসন্ধানে দৃষ্ট হয় যে
ইউরোপীয়, ১০০ ব্যক্তির মধ্যে ২৯ জন বালক
বালিকা ।

শঙ্কর খ্রীষ্টিয়ান,	৩৩, এ
গ্রীক,	২৫ এ
আর্ম্যানী,	৩২ এ
আশিয়ার অপর বর্ণ	২১ এ

ইহুদী,	৪৫	এ
মুসলমান,	২১	এ
পার্শ্বী,	১১	এ
হিন্দু,	২১	এ
আফরিক,	১৫	এ

১০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সমস্ত শিশুদিগের বয়ঃক্রম উদ্ধৃষ্ট তালিকা মধ্যে ধৃত হইয়াছে। তদতিরিক্ত যুবাদিগের বয়োরাজি অনুসারে ভিন্ন শ্রেণী মধ্যে নিবিষ্ট করা হইয়াছে। যথা—

বালক	১০ বৎসর	পর্য্যন্ত	৩২৩৪২
যুবা	১০ অবধি	১৫ পর্য্যন্ত	১০৭৪২
এ	১৩	২০	২০২৩৪
এ	২১	২৫	২২৩৭২
এ	২৩	৩০	৩২৩১৩
এ	৩১	৩৫	২১৩১০
এ	৩৩	৪০	২৫৭১৭
এ	৪১	৪৫	১১৭৩১
এ	৪৩	৫০	১১১২১
এ	৫১	৫৫	৪৩৫২
এ	৫৩	৬০	৪২৩৮
এ	৬১	৬৫	১৭০৫
এ	৬৩	৭০	২৫৮৪

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে নগরের মধ্যে ৪০৮ টি পথ আছে। তন্মধ্যে ১৮৫ টি দক্ষিণ বিভাগের অন্তর্গত; এবং ২২৩ টি উত্তর বিভাগের অন্তর্গত। পূর্বোক্ত পথের সাকল্য দীর্ঘতা, ২২৮,৩২৫ ফুট, এবং শেষোক্ত বস্তুর দীর্ঘতার সমষ্টি ৩,৫০০,৮০ ফিট নিকষিত হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চাশ কোশ দীর্ঘ পথ হইতে পারে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।



য়েপাগ্লা বুড়ো। প্রহসন।
 “বি”
 ত্রিদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত।” এই
 পুস্তক খানির নিমিত্ত আমরা
 মিত্র বাবুর নিকট দুই প্রকারে
 অপরাধী হইয়াছি। কএক
 মাস হইল তিনি আমাদিগকে ইহার একখানি
 উপহার স্বরূপে প্রেরণ করেন, এতাবৎ কাল
 তাহার সমালোচনা না করা এ অপরাধের এক
 মুখ্য কারণ; দ্বিতীয়, আত্মীয়মণ্ডলীর অনেককেই
 ইহা পাঠার্থে স্বয়ং দিয়াছি, তাহাতে এ পুস্তকের
 ক্রিয়দংশ বিক্রয়ের ব্যাঘাত হইয়াছে। পরন্তু
 ভরসা করি মিত্র বাবু তাহার মিত্রতাপ্রণে এ উভয়
 অপরাধেরই ক্ষমা করিবেন। বিশেষতঃ তাহার
 উপাদেয় প্রহসন খানি আমাদিগের সমালোচনা-
 রূপ দ্যোতকতার অপেক্ষা রাখে না, যেহেতু
 তাহা নিজ গুণেই সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছে; অত-
 এব আমাদিগের ত্রুটি অনায়াসেই অপনোত হইতে
 পারে। ইতঃপূর্বে মিত্র বাবু “নবীনতপস্বিনী” ও
 অপর এক খানি নাটক রচনা করিয়া বাঙ্গালী
 পাঠক মণ্ডলীর নিকট বিশিষ্ট সমাদর লাভ করি-
 য়াছিলেন; অধুনা এই নূতন প্রহসনে সে সমা-
 দরের সম্যক উন্নতি হইবারই সোপান হইয়াছে।

আশু মনে হইতে পারে যে কেবল রহস্য-ব্য-
 ঞ্জক রচনা তাদৃশ উৎকট আয়াসের সাপেক্ষ নহে,
 কএকটা হাস্যজনক কথা একত্র করিলেই অভীষ্ট
 সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ সে জ্ঞান প্রকৃত
 নিক নহে। এশী শক্তি না থাকিলে যে প্রকার প্রকৃত
 কবি হওয়া অসাধ্য, বিশেষ ও অসাধারণ কল্পনা
 শক্তি, ও রসবোধ, ও প্রত্যুৎপন্নমতিতা না থাকিলে
 সেই রূপ উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনা করাও দুষ্কর।
 ফলে যে প্রকারে দেবদূত চিত্র করিতে যে ক্ষমতার

আবশ্যক, গদ্যভি চিত্র করিতেও সেই ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, গদ্যভি সামান্য বস্তু বলিয়া চিত্র-করের ক্ষমতার স্বপ্নতায় অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ যে ক্ষমতায় উৎকৃষ্ট মহাকাব্য প্রস্তুত হয় তাহাই খণ্ডকাব্যে প্রয়োজনীয় হয়। মহাকাব্যকার কালীদাসই সর্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য “মেঘদূত” প্রস্তুত করেন; অন্য কেহই তাহার তুল্য খণ্ডকাব্য রচনা করিতে পারেন নাই; ও খণ্ডকাব্য লঘু বলিয়া অল্প ক্ষমতায় কাহার অভিপ্রেত সিদ্ধ হয় নাই। পরন্তু মনুষ্যেন্দ্রিয়ে এক বিশেষ ধর্ম আছে, তদনুরোধে সামান্য বস্তুতে রহৎ দোষাপেক্ষা মহদ্ বস্তুতে কিঞ্চিৎ দোষই গুরু বোধ হয়। পূর্ণিমার শশীতে কলঙ্ক যে প্রকার অপ্ৰীতিকর হয়, অমাবস্যায় বা দীপালোকে ভাঙ্গনা খোলার অধোদেশেও তাদৃশ মনোবেদনাদায়ক বোধ হয় না; এবং সেই হেতুকই ঈষৎ আঁকা পায়স অপেক্ষা হাকুচ নিমবোল অনায়াসে ভক্ষণ করা যায়। সম্মীত বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ সামান্য ব্যক্তির মুখে মালিনীর গীত, মধ্যম গুণসম্পন্ন কালোয়াতের রূপদ অপেক্ষা, সেই ধর্মহেতুকই অনেকের মনঃপ্রীতিকর হয়। কেহ কেহ কহিতে পারেন যে রূপদ বোধ না থাকাতেই এ ঘটনা ঘটে; পরন্তু তাহা প্রকৃত কারণ নহে; যে হেতু তাহা হইলে যাহার টপ্পায় কিছুমাত্র বোধ নাই তাহার মন টপ্পায় আকৃষ্ট হইবার উপায় থাকিত না। প্রস্তাবিত ধর্ম অপরূপ ইন্দ্রিয়ে যে প্রকার প্রবল, মনেও সেইরূপ বলবান, এবং তাহারই অনুরোধে অনেক সামান্য পদার্থ প্রচলিত হইয়া থাকে। প্রহসন পক্ষে মনের এই ধর্মটি স্পষ্ট প্রতীত হয়। যাহারা মধ্যম মহাকাব্য এক বার মাত্র স্পর্শ করিতে সম্মত নহেন, তাহারা অতিষৎসামান্য প্রহসনও অনায়াসে পাঠ করেন। পরন্তু প্রহসনের প্রচলন হইবার এইরূপ সুবোধি থাকিলেও বলভাষার অতি অল্প প্র-

হসন সভ্যমণ্ডলী মধ্যে গ্রাহ্য হইয়াছে, ওঅনেকে তাহার রচনায় বিনিযুক্ত হইলেও সুগ্রাহ্য প্রহসন প্রায় দৃষ্ট হয় না। যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই অসৎ ও অকথ্য বলিয়া ভ্রমের স্পর্শ করিতে কচি জন্মে না। বিশেষতঃ অনেকের একটা ভ্রম আছে যে অশ্লীলতা হাস্যের প্রণোদক, এবং সেই ভ্রমে মুগ্ধ হইয়া প্রায় প্রহসন মাত্রেই অশ্লীলতা প্রচুর রূপে নিবিষ্ট করেন। তন্নিমিত্তই প্রহসন নাম শ্রবণমাত্রে অনেকে বিরক্ত হইয়া থাকেন। ইহা পরম আত্মাদের বিষয় যে মিত্র বাবু এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান। তেঁহ অশ্লীল কাব্যে হাস্য জন্মাইবার চেষ্টা এক বার মাত্রও করেন নাই; অথচ তাহার রচনা বিশিষ্ট হাস্যদ্যোতক হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

প্রস্তাবিত প্রহসনের মূল মর্ম এই;—রাজীব মুখোপাধ্যায় নামা এক জন ব্রাহ্মণ দলাদলী ব্যাপারে, তথা পরনিন্দা পরত্নানিতে সর্বত্র হেয় হইয়াছিল, বিশেষতঃ রুদ্ধ একটি নূতন বিবাহ করিতে বিশেষ আনুরক্ত্য প্রকাশ করিয়াছিল, এই প্রযুক্ত লোকে তাহাকে সর্বদা বিরক্ত করিত, ও পাড়ার বালকেরা “বিয়েপাগলা বোকা বর, পোঁচোর মাকে বিয়ে কর” ইত্যাদি বাক্যে তাহাকে খেপাইতেও ত্রুটি করিত না। এই ব্যাপারে রতা নামে এক নাপিতপুত্র প্রধান ছিল; সে জাতীয় চতুরতার সহিত সর্বদা নানা অনিষ্ট কল্পনায় নিযুক্ত থাকিত, এবং রুদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাকে তন্নিমিত্ত বিষয়য়নে দৃষ্টি করিত। একদা এ ধূর্ত বালক নসীরাম ভুবনমোহন প্রভৃতি সহচর সমভিব্যাহরে দুষ্ট কল্পনায় প্রণোদিত হইয়া অপরূপে রুদ্ধ ব্রাহ্মণ আপন গৃহে বৈকালিক নিদ্রায় ঈষৎ সুপ্ত আছে এমন সময়ে জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার পায়ে একটা কাঁটা কুটাইয়া দেয়, এবং ব্রাহ্মণ যেই চীৎকার করিয়া

উঠিয়াছে সেই তাহার গায়ে একটা সোনার সর্প
ফেলিয়া শীঘ্র টানিয়া লয়। ব্রাহ্মণ বোধ করিল
যে সে প্রকৃত সর্পাহত হইয়াছে, এবং তৎপ্রযুক্ত
অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল। প্রতিবাসিনা
এই অবকাশে অনেকে নিকটে আসিয়া ক্ষত স্থা-
নের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে একটা রজ্জু বান্ধিয়া পরামর্শ
দিলেক যে রতা নাপিতের পিতা সর্পমন্ত্র জানিত;
মৃত্যুর প্রাক্কালে সে তাহার একমাত্র পুত্র রতা-
কে সেই মন্ত্র শিখাইয়াছিল, অতএব তাহাকে ডা-
কান কর্তব্য। রতা এ বিষয়ে অগ্রেই প্রস্তুত ছিল;
সংবাদ পাইবামাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল।
তদৃষ্টে রাজীব মৃত দেহে জীবন প্রাপ্তির ন্যায়
হুঁট হইয়া কহিলেন—

“বাবা রতন, তুমি শাপভ্রষ্টে নাপিতের ঘরে
জন্ম লয়েচ, তোমার গুণ শুনে সকলেই সুখ্যা-
তি করে, তোমার কল্যাণে আমার রক্ত শরীর
অপমৃত্যুহইতে রক্ষা কর।

রতা। (দংশন অবলোকন করিয়া) জাত সা-
পের দাঁত—

রেতে কাটে জাত সাপ

রাখতে নারে ওজার বাপ।

তবে বন্ধনটা সময় মত হয়েচে ইতে কিছু ভরসা
হচ্ছে—এক গাছ মুড়ো খাঁড়রা আনুন।

রামমণির প্রস্থান।

আপনার গা কি ঝিম্ ঝিম্ করে আসচে?

রাজী। খুব ঝিম্ ঝিম্ হচ্ছে, আমি যেন মদ
খেইচি।

রতা। যম বুঝি ছাড়েন না।

মুড়ো খাঁটা হস্তে রামমণির পুনঃ প্রবেশ।

ও এখন রাখ, দেখি চপেটাঘাতে কি কত্তে
পারি। (আপনার হস্তে ফুঁ দিয়া রাজীবের পৃষ্ঠে
তিন চপেটাঘাত) কেমন মহাশয় লাগে?

রাজী। রতন লাগে বুঝি—বড় লাগে না!

রতা। তবে সজ্জা রন্ধি কত্তে হলো (সাত
চপেটাঘাত)।

রাজী। লাগে যেন।

রতা। ঠিক করে বলো—যেন বিষ থাকতে লাগে
বলে সর্বনাশ কর না।

রাজী। আমার ঠিক মনে হয় না, আবার মারো।

রতা। আমার হাত যে জ্বলে গেল—(প্রতি-
বাসীর প্রতি) মহাশয় মাত্তে পারেন? আমি আ-
পনার হস্ত মন্ত্রপূত করে দিচ্ছি।

প্রথম। না বাপু আমি পারবো না—এই ভুব-
নকে বলো।

রতা। ভুবন, তোমার হাত দাও তো। (ভুব-
নের হস্তে ফুঁ দেওন) মার।

ভুবন। (স্বগত) আমাদের ভাত পচিয়েচ, আমা-
দের এক ঘরে করেচ—(প্রকাশে) ক চড় মাত্তে হবে?

রতা। তিন চড়।

ভুবন। (গণনা করে চপেটাঘাত) এক—দুই—
তিন—চার—পাঁচ—

প্রথম। আর কেন।

রতা। হোক, তবে সাত হোক।

ভুবন। এই পাঁচ—এই ছয়—এই সাত।

রতা। কেমন মহাশয় লাগে?

রাজী। চপেটাঘাতে পিট ফুলে উঠেচে ও তার
উপরে মাচ্ছে, আমি কিছুই বোধ কত্তে পাচ্চিনে।

রতা। মূল মন্ত্র ভিন্ন বিষ যায় না—(পেঁচোর
মার নামের মন্ত্র পাঠ)

(তিন ঘা বাঁটা প্রহার) গা কি ঢুলে?

রাজী। বাবা রতন, তুমি ও বেটির নামটা বল না।

রাম। মন্ত্রে আছে তা কি করবে—তুমি আবার
মন্ত্র পাড়ো।

রাজী। এবার ও নামটা মনে মনে বলো।

রাম। রোগিণিতে মন্ত্র না শুন্লে কি মন্ত্র ফলে?

রতা। চুপ কর গো—(রাজীবের মুখের কাছে,

ঝাঁটা নাড়িয়া পুনর্বার মস্ত পাঠানস্তর তিন যা
ঝাঁটা প্রহার করিয়া) কি রূপ বোধ হয়?

রাজী। আমার বাপু গা ঘূরুচে, কি ঝাঁটায়
ঘূরুচে তা আমি বলতে পারিনে—শেষের ঝাঁটা
গুনো বড় লেগেচে।

রতা। আর ভয় নাই।—(একটি ঝাঁটার কাটি
ভাজিয়া আঙ্গুলের ঘা মুখে কুটাইয়া দেওন)

রাজী। বাবারে মরিচি, জ্বালাটা একটু থেমেছি-
ল, আবার জ্বালিয়ে দিলে, বড় জ্বালা কঢ়ে, মলেম?

রতা। “বাচলেম—এখন দশ কলসী কুয়ার জল
দিয়ে নাইয়ে আন।”

এই কাপে অপর এক দিবস প্রতিবাসী কনক
বাবু এক জন অন্য গ্রামস্থ ব্যক্তির সাহায্যে রক্ত
ব্রাক্ষণের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া এক রা-
ত্রিতে রতাকে কন্যার বেশে তাহার সহিত বিবাহ
দেন, কিন্তু পর দিন স্বামীগৃহে কন্যাকে পাঠা-
ইবার সময় পালকিতে পেঁচোর মা নানী এক রক্ত
ডুমুনীকে পাঠাইয়া দেন। ব্রাক্ষণ তাহাকে লইয়া
গৃহে আগমন করত আপন বিধবা কন্যাদ্বয়কে
কন্যা গৃহে লইতে কহিতেছে, এমন সময়ে পা-
ড়ার বালকেরা “বুড়ো বামনা বোকা বর পেঁচোর
মাকে বিয়ে কর” ইত্যাদি বাক্য কহিতে ২ আ-
সিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাক্ষণ তাহাদের বাক্যে
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন—

“দূর ব্যাটারা পাপিষ্ঠ, গর্ত্তশ্রাব, কেমন পেঁ-
চোর মা এই দ্যাখ্” (কনের অবগুণ্ঠন মোচন।)

গৌর। ও মা এ যে সত্যি সত্যি পেঁচোর মা,
ও মা কি স্নগা, কোথায় যাব—মাগির গায় গহনা
দেখ, সোণার বেনেদের বউ—

রাজী। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হ্যাঁ, আমার স্বর্ণলতা
বাড়ী এসে পেঁচোর মা হলো—আমি স্বপন দেখ-
লেম, আমারে হলনা কল্যে—আহা! আহা! কেন
এমন স্বপ্ন মিথ্যা হলো—ও লক্ষ্মীহাড়া বিঠি পেঁ-

চোর মা, তুই কেন কনে হলি—সে যে আমার
ডোইরে কলাগাছে জলভরা মেয়ে—মরে যাই, মরে
যাই, মরে যাই, (ভূমিতে পতন) কনক রায় নি-
র্বংশ হক, কনক রায়ের সর্বনশ হক—

• পেঁচোর মা। কান্দি নেগ্লে ক্যান, তো-
মার ছ্যাঁলে কোলে কর, (কাপড়ের ভিতর
হইতে অলঙ্কারে ভূষিত শূকরের ছানা রাজীবের
গাত্রে ফেলন)

রাজী। আঁটকুড়ীর মেয়ে. পেতনি, শূয়োর
খাগি, শূয়োরের বাচ্ছা আমার গায় দিলি ক্যান?
শূয়োরের বাচ্ছা এ রামী রাঁড়ীর গায় দে।

শূকরের ছানা রামমণীর গাত্রে ফেলিয়া
রাজীবের পুহান।

রাম। কি পোড়া কপাল, কি স্নগা, শূয়োরের
ছানা গায় দিলে—অমন বাপের মুখে আগুণ,
চুলিতে গিয়ে শোও—খুব হয়েছে, আমি তো তাই
বলি, কনক বাবু বুদ্ধিমান, তিনি কি বুড়ো বরের
বিয়ে দেন।

পেঁচোর মা (শূয়োরের বাচ্ছা কোলে লয়ে)
“বাবার কোলে গিইলে বাবা; বাবার কোলে গি-
ইলে বাবা—কোলে নেলে না, আগ্ করে ফেলে
দিয়েচে, দিদির গায় উটেলে।”

এতদৃষ্টান্তে পাঠকরন্দের অবশ্যই প্রতীত হই-
বে যে মিত্র বাবু প্রহসন রচনে সম্পূর্ণ সিদ্ধ-
কাম হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি যে ইহা.যে
রূপ পাঠকদিগের হাস্যকর হইয়াছে? কোন্
রঙ্গস্থলে অভিনাত হইয়া দর্শক মণ্ডলীর সেই
রূপ প্রীতিজনক হউক। ইহা যে রঙ্গস্থলের সম্যক
উপযুক্ত তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।
কেবল বাসরগৃহের ব্যাপার তা কিঞ্চিৎ সজ্জিত
করা আমাদিগের অভিমত।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র ।

০ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা ।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[৩৪ খণ্ড

কানারা ।



নারা শব্দ সংস্কৃত
কর্ণাট শব্দের অপ-
ভ্রংশ । ১৫৩৪ খ্রী-
ষ্টাব্দে দক্ষিণ-দে-
শস্থ অতুল পরা-
ক্রান্ত একতাবদ্ধ
যবন নৃপতিরা সু-
বিখ্যাত খ্রীঃস্মরা-

ইল সম্রাটগণের সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলে মহা-
রাজাধিরাজ রামরাজা তেল্লিকোট্টা নামক স্থানে
অতুল সাহসের সহিত তাহাদিগকে প্রতিরোধ ক-
রেন । কিন্তু তাহাতে দক্ষিণ দেশের চারিটি প্রধান
ভূপাল একত্ব হইয়া তাহার বিপক্ষে অবিশ্রান্ত
অস্ত্র বর্ষণ করাতে ক্ষত্রিয়কুল-তিলক রামরাজা
সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন । তদবধি কর্ণাটের
বিশাল সাম্রাজ্য যুদ্ধ-বিজয়া যবন-ভূপালগণের
মধ্যে অংশীকৃত হইয়া চারিটি যবন রাজ্যের অন্ত-
র্ভূত হয় । তৎপরে যখন মোগলেরা দক্ষিণদেশ
আক্রমণ করে তখন তাহার অবশিষ্ট সকল খ্রীঃস্ম
হইয়া যায় । ইহার পর ইকরীবংশীয় হিন্দু-নৃপতি-

রন্দ মোগলদিগের আধিপত্য লোপ করত কর্ণাট
রাজ্যে কিয়ৎকাল রাজত্ব করেন । ক্রমে ক্রমে
ইকরীবংশের রাজারা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলে
মহারাত্রীয়েরা কর্ণাটের কিয়দংশে আধিপত্য
বিস্তৃত করিয়াছিলেন । অনন্তর গতশতাব্দীর
মধ্যসময়ে হৈদর আলী ও টিপু শুলতান কর্ণা-
টের বিখ্যাত রাজ্য ও নগর সকল পুনঃ পুনঃ
ধ্বংস ও লুট করত উহা খ্রীঃস্ম ও হতৈশ্বর্য্য
করেন । বারংবার এবশ্রকার যুদ্ধ-বিপ্লবে এ
বিশাল সাম্রাজ্য বিলুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কেবল
পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্র কূলবর্ত্তি প্রদেশ-সকল
কর্ণাট নামে প্রসিদ্ধ থাকে । সর্বাদৌ পাশ্চাত্য
যবনবনিগ্গণ আরবদেশহইতে এতদ্দেশে বাণি-
জ্যার্থে মলবর ও কঙ্কান প্রদেশের উপকূলে
আগমন করিত । কিন্তু পরিশেষে মহারাত্রীয়েরা
উল্লিখিত বনিগদিগের প্রুতি অত্যাচার করিতে
উদ্যত হইলে উহারা পশ্চিম কর্ণাটের উপকূলে
যাইয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে ; এবং কর্ণা-
টের অপভ্রংশে কানারা শব্দ ব্যবহৃত করাতে
তদবধি উক্ত স্থান কানারা নামেই প্রসিদ্ধ হই-
য়াছে । প্রাচীন হিন্দুরা এ উপকূলের প্রায় অধি-
কাংশকে তুলুব রাজ্য বলিতেন । উহা কঙ্কান-



জনপদ অবধি মলবার-প্রদেশ-পর্যন্ত দুই শত জ্যোতিষি ক্রোশ দীর্ঘ; এবং প্রস্তু মহিসূর-রাজ্য-হইতে পশ্চিম-সমুদ্রকূল-পর্যন্ত ১৭ ক্রোশমাত্র তাহার পরিসর। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা এতদেশ অধিকৃত করেন। তদবধি তাহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত হইয়াছে।

যৎকালে হৈদর আলী উক্ত দেশ অধিকৃত করেন, তৎকালে কানারা রাজ্য এক হিন্দু ভূপালের অধীনে ছিল। উক্ত ভূপাল তদ্দেশের পুনশ্চ বিশিষ্টকণ শ্রীরক্ষি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তদর্থে কানারা রাজ্যের পূর্বসম্পদের পুনর্মুখাবলোকনের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু হৈদর আলী তাহা অধিকৃত করত তাহার প্রোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যপ্রদীপ একেবারেই নির্বিক্রিয় করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপ্রযুক্ত কানারা রাজ্যের অনেক গুলি জনপদ অরণ্যায়ত হইয়াছে।

কানারা রাজ্য অধিকাংশ পর্বতময়। তন্নিমিত্ত তথায় গো মহিষাদি পশু অত্যন্ত দুস্প্রাপ্য। চাসের নিমিত্ত কৃষকগণকে বাহ ও শারীরিক শ্রমের প্রতিই অধিকাংশ নির্ভর করিতে হয়। অপর তথায় বিশিষ্টকণ তুকার চাস হয় না; এবং সর্বত্র

সরের মধ্যে প্রায়ঃ সর্বদা বারিবর্ষণ হওয়াতে তন্তু-বায়েরা বস্ত্র-বপন পক্ষে যদিচ কোন মতেই সিন্ধু-কাম হইতে পারে নাই; তথাপি তদ্বারা মৃত্তিকা প্রচুরশস্যশালিনী হয়। উক্ত রাজ্যে মজলুর, অকলা, অনর, কুণ্ডপুর, বারকুর এবং বিকল এই কয়েকটি প্রধান বাণিজ্যস্থান আছে। তন্মধ্যে মজলুর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তথ্যহইতে এলাইচ, মরিচ, তণ্ডুল, অশুড়, তৈল, সুপারি, ঘৃত, লৌহ, এবং অন্যান্য বিবিধ বাণিজ্যের দ্রব্য আরব দেশে প্রেরিত হয়।

কানারা রাজ্য “উত্তর” ও “দক্ষিণ” এই দুই প্রধান অংশে বিভক্ত। উত্তর কানারা রাজ্যে তিনটি ক্ষুদ্র নগর আছে; কুণ্ডপুর, অনর, এবং অকলা। উহা কঙ্কানের উপবর্ত্তি দেবকর নামক জনপদহইতে ঘাট-পর্বতপর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার কিয়দংশ পূর্বে কঙ্কান রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল, এবং তাহা গোকর্ণহইতে অনর জনপদপর্যন্ত হেগা রাজ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল। জনশ্রুতি আছে যে হেগা রাজ্যে লঙ্কার অধিপতি প্রতাপশালী দশাননের আধিপত্য ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর কানারায় ৫,২০,০০০ মুদ্রা

বার্ষিক রাজস্ব উৎপন্ন হইত। তথায় যথেষ্ট সেতুন কাষ্ঠ জন্মে। এবং অরণ্যানীমধ্যে অধুনা পুষ্পোদ্যান এবং অট্টালিকাদি সময়ে ২ আবিস্কৃত হয়। এই সমস্ত উদ্যান ও অট্টালিকা কর্ণাটের ভূতপূর্ব সৌভাগ্যের চিহ্ন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। উত্তর কর্ণাট রাজ্যে গবাদির শকট ব্যবহৃত হয় না।

সমুদ্রের তটে ব্রাহ্মণেরা বাস করেন। তাঁহাদিগের আবাসপল্লী অতিশয় পরিচ্ছন্ন এবং রম্য। অধিকন্তু ব্রাহ্মণেরা নিয়ত সংস্কৃতির আলোচনা ও বেদাধ্যয়নে তৎপর থাকিতে তাহা আরও রমণীয় বোধ হয়। অপর এই সমস্ত সুখাবহ পল্লীর মধ্যে ইতস্ততঃ মনোহর দেবালয় ও রমণীয় উপবন সম্মিলিত থাকিতে গ্রামভূমির চমৎকার শোভা প্রতীয়মান হয়। ভিন্ন দেশস্থ পর্বত-সাধারণ জনপদবর্তি লোকেরা স্বদেশীয় শৈলমালার অলঙ্কারদ্বারা বাহ্যরূপে মাংসাত্মক বর্ণন করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী ও অপর কএক জাতি গিরি-শিখর-সম্ভোগে বঞ্চিত। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে কত অপূর্ব ভূধরশিখর, লতা-পুষ্প-বিরাজিত বিচিত্রিত গিরিতট, নির্জন কন্দর, এবং মনোহর শৈলাটবো আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রস্তাবিত কানারা রাজ্য কথিত রমণীয় প্রদেশের উপমাহান।

কানারা রাজ্যের মধ্যস্থলে বস্তুর জাতীয় মনুষ্যেরা বাস করে। অঙ্কলা নামক জনপদ মধ্যে তাহারা বাস করে তাহারা প্রকৃত কর্ণাটী। তাহারা পল্লীগাম ব্যতীত নগরের মধ্যে কদাপি বাস করে না, এবং এই রীতির কোন কালেই তাহারা অন্যথা আচরণ করে না। হেগা নামক স্থানে এক জাতীয় ব্রাহ্মণেরা বাস করেন, তাঁহারা “পাচ-গণ্ডা” নামে বিখ্যাত। ইহারা মৎস্যশীল; তন্মিত্ত জবিড়দেশীয় ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে অতিশয় ঘৃণিত বিবেচনা করিয়া থাকেন। হেগা-জনপদের

অন্তর্গত বাটিকলা নামে একটি ক্ষুদ্র জনপদ আছে, তত্রত্য ব্রাহ্মণেরাও হেগা নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল ব্রাহ্মণেরা ভূমি-কর্ষণদ্বারা উপজীবিকা উপার্জন করেন। তথায় হালিপিকা নামে এক অপকৃষ্ট জাতি আছে। তাহারা কৃষিকার্য্যে বিলক্ষণ সুনিপুণ।

উক্ত-জনপদ-মধ্যে কুমারপেক নামে এক জাতীয় সংশ্লিষ্ট আছে, তাহারা এতদেশীয় কুলীন কায়স্থদিগের ন্যায় মান্য। পরন্তু এতদেশীয় কুলীন কায়স্থদিগের লেখনীভিন্ন অন্য উপজীবিকা নাই। তথাকার এই কায়স্থেরা বিদ্যা চর্চা করে, অথচ কখন ২ তরবারি ধারণ পূর্বক সৈনিককর্মে প্রবৃত্ত হয়, কখন বা হলের মূল্যগ্ৰে মুষ্টি বিন্যাসপূর্বক ভূমিকর্ষণে নিযুক্ত হইয়া থাকে; তাহাতে অগমতা কিংবা মানের লাঘবতা বোধ করে না।

উত্তর কানারার মধ্যে পাঁচটি প্রধান নগর আছে; যথা—বাটিকলা, অঙ্কলা, কারবার, মজো, এবং অনর। বাটিকলা অতি বৃহৎ নগর। উহা শঙ্ক-দহলে নাম নদের উপকূলবর্তি এক রম্য উপত্যকার উপর চতুর্দিকে শৈলদ্বারা পরিবেষ্টিত আছে। এই নগর-মধ্যে উত্তম সরোবর বা অন্য কোন জলাশয় সুদূর্লভ হইলেও তথাকার লোকদিগের পানীয় শীতল বারি পর্বতের গাত্র দিয়া চারি দিকে নির্বাহিত হইতে নিঃসৃত হয়; এই উপাদেয় বারি পান করাতে তত্রত্য লোকেরা প্রায় অরোগী হইয়া থাকে। পূর্বে এই স্থানে ৩৮ টা জৈন দেবালয় ছিল, তাহার মধ্যে এক্ষণে দুইটি বর্তমান আছে, অবশিষ্ট দেবালয়গুলি কোন ইকরীবংশীয় হিন্দু রাজা উৎপাটিত করত অর্হৎ লোকদিগকে তথাহইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। বুকনান সাহেব লিখিয়াছেন যে অর্হতেরা হিন্দুদিগের নিকট অবমানিত হইয়া যুদ্ধার্থে সমুদ্রত হইলে

ইকরীবংশীয় মহাপালগণ তাহাদিগকে এক কালে স্বদেশহইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। বিজয়পুরের আদিল শাহী রাজত্ব লোপ হইলে উত্তর কানারা সুন্দার (শুজা) রাজাদিগের অধিকার গত হইয়াছিল। উক্ত রাজবংশে সুবিখ্যাত সদাশিব রাওয়ের জন্ম হয়। তিনি স্বনামে এক অভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করত আদেশ করিয়াছিলেন আপৎকালে ঐ দুর্গের দ্বার মুক্ত থাকিবে। রাজা সদাশিব প্রায় তথায় বাস করিতেন। তথায় কঙ্কানের ভাষা ও বর্ণ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঐ প্রদেশ দীর্ঘকাল বিজয়পুরের অধীনে থাকা প্রযুক্ত ঐ ভাষার সহিত মহারাষ্ট্রীয় ভাষা বিমিশ্রিত হইয়াছে।

অনর পূর্বে বাণিজ্যের অতিপ্রসিদ্ধ স্থান ছিল। তথায় হৈদর আলী-কর্তৃক এক পোত-নির্মাণ-স্থান নির্মিত হইয়াছিল। টীপু শুলতান অনর আক্রমণকালে ঐ বাণিজ্যস্থান বিনষ্ট করেন। ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে পোর্টুগিস লোকেরা সর্বাদৌ ঐ স্থানে এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্মিত করে। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে টীপুর সহিত ইংরাজদিগের শেষ যুদ্ধ হয়, এবং তিনি ঐ যুদ্ধেই রণশয্যায় দেহ পাত করিয়াছিলেন। যে দিবস ইংরাজেরা টীপুর রাজপাট গ্রিরুপটন অধিকৃত করেন, সে দিন শনিবার। উত্তর কানারার কোন ব্রাহ্মণ ঐ ঘটনা বর্ণনাকালে শনিবাসর পরিত্যাগ পূর্বক সোমবাসরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত বুকানান্ সাহেব অনুমান করেন, যে হিন্দু ইতিহাসবেত্তাগণ অনভিজ্ঞতাবশতঃ কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার দিনের বিপর্যয় করিতেন না। পরন্তু অশুভ দিবসে তাহারা কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা লিখিতেন না। শনিবাসরে ইংরাজেরা গ্রিরুপটন জয় করেন, কিন্তু উহা অশুভ দিন বলিয়া পূর্ব কথিত ব্রাহ্মণদিগের ইতিহাসমধ্যে সোমবাসরের উল্লেখ হইয়াছে।

ঐ যুদ্ধে জেনরল হারিস ইংরাজ পক্ষের সেনাপতি ছিলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ কানারার জনসংখ্যা ২,০৩,৩৩৩ পুরুষ, এবং ১,৯০,০০২ স্ত্রী নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কানারা, বড়মহল ও অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে পুরুষেরই সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। এতৎ প্রদেশে প্রায়ঃ এক লক্ষ গৃহ আছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণদিগেরই আশ্রয় অধিক। বন্য বরাহের মাংস তদ্দেশে ইতর শ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে বিশেষ নিষিদ্ধ বহে। পরন্তু গৃহপালিত শূকর হিন্দুমাঝেই অত্যন্ত ঘৃণিত বোধ করিয়া থাকেন। ছাগ, মেঘ, অশ্ব, রাসভ প্রভৃতি সাধারণ পশু তুলুব রাজ্যে অতিশয় দুষ্সাপ্য। তদ্ব্যতীত উত্তর-কানারা-রাজ্য-স্থিত হেগা জনপদের ন্যায় দক্ষিণ তুলুব দেশে শব্দ ব্যবহৃত হয় না।

ঐশ্বর্য্য-বিষয়ে মলবার দেশস্থ লোকেরা তুলুব জনপদবর্তি লোকদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে নিরুপ্ত। কিন্তু উল্লিখিত মলবার প্রদেশস্থ লোকের সহিত তুলুব রাজ্যের লোকদিগের বহু ভিন্নতা নাই। ঐ উভয় দেশীয় লোকদিগের মধ্যে কন্যার অপত্যেই ধনাধিকারী হইয়া থাকে, পুত্রের পুত্র প্রাপ্ত হয় না।

জনশ্রুতি আছে যে পরগুরাম ব্রাহ্মণদিগের চিরাধিপত্য হেতু ঐ দেশ সমর্পিত করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণ তদ্দেশের অধিশ্বর বলিয়া গরিমা করিয়া থাকেন। তুলুব ও মলবার রাজ্যে পিতৃকুল অপেক্ষা মাতৃকুলেরই বিশেষ গৌরব হয়; এবং সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রতির প্রতি পুরুষদিগের কোন প্রভুত্ব থাকে না। তথায় “বকদাক” ও “বটদাক” নামে দুইটি নীচ জাতি আছে, ইহাদিগের আচার ব্যবহার রীতি পদ্ধতি একই প্রকার। ব্যবসায়ও একপ্রকার অসদৃশ নহে; কিন্তু তথাপি তাহারা পরস্পর মর্য্যাদার

একপ অভিমান করে যে তদুদ্ভবণে কেইই হাস্য সংবরণ করিতে পারেন না ।

দক্ষিণ কানারায় মোপ্পা নামে একজাতীয় মনুষ্য সমুদ্রের উপকূলে বাস করে । তাহার। মুহুম্মদের মতাবলম্বী । মলবার প্রদেশেই এ জাতির অধিক বসতি । উহাদের প্রস্তাব মলবারের ইতিহাস মধ্যে প্রকাশিত হইবে । তুলুব রাজ্যে কাঁঠেইতে হউরিগারা পর্য্যন্ত মাপ্পা জাতীয় মনুষ্য অধিক দৃষ্ট হয় । তুলুব রাজ্যের শুদ্ধ শূদ্রগণ “নায়ের” নামে প্রসিদ্ধ । ইহারা সমুদ্রের কূলে বাস করে । তুলুব রাজ্যে ব্রাহ্মণ ও নায়েরদিগেরই অধিক বসতি আছে । তথাপি প্রসিদ্ধ আছে যে টিপুশুলতান তুলুব রাজ্য আক্রমণকালে শত সহস্র হতভাগ্য হিন্দুদিগকে বলদ্বারা যবনমতে মুসলমান করত ধর্ম নষ্ট করিয়াছিলেন ।

তুলুব রাজ্যে এই কয়েকটি প্রধান নগর আছে ; যথা, বার্সিলোর, মাজালোর, এবং কল্যাণপুর । এখানে রহৎ নদী কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । কিন্তু পর্বতহইতে অনেক গুলি ক্ষুদ্র উৎস নির্গত হইয়া চতুর্দিকে নিপতিত হইতেছে । দক্ষিণ কানারা অথবা তুলুব রাজ্যের বর্ণ ও ভাষা স্বতন্ত্র, তাহার নাম কানারা । উহার সহিত তৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্রীয়, কর্ণাটক, এবং দ্রাবিড়ী ভাষার শব্দ মিশ্রিত আছে । তুলুব রাজ্যে শালিবাহন রাজার শক প্রায় সর্বত্র প্রচলিত । এতদ্দেশে অদ্যাপি যবন “সন” বৈষয়িক লোকেরা বাহুল্যক্রমে ব্যবহৃত করিয়া থাকে । পরন্তু এ অঞ্চল ভারতবর্ষীয় কোন হিন্দু ভূপালদ্বারা প্রচলিত হয় নাই । তাহা দিল্লীর সম্রাটেরাই বলপূর্বক এতদ্দেশে প্রচালন করিয়াছিলেন । সেই হেতু ভারতবর্ষীয় সংবৎ বা শকাব্দা ভারতবর্ষে সমস্তাৎ প্রচলিত করা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য ।

কর্ণাট রাজ্যের কোন জনপদমধ্যে চান্দ্রমান অনুসারে সংবৎসর নির্ণীত হয় ; কিন্তু তুলুব রাজ্যে সৌরমান গণনাই প্রসিদ্ধ আছে । পূর্বে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রাজ্য মধ্যে যবন সম্রাটগণের প্রভুত্ব সম্যক প্রকারে বর্তিয়াছিল । কেবল তুলুব রাজ্যে কোন যবন ভূপতি আধিপত্য বিস্তৃত করণে সম্পূর্ণরূপে রুতকার্য্য হইতে পারেন নাই ; যেহেতু তথাকার নৃপতিগণ বারংবার শত্রুদ্বারা পরাভূত হইলেও পরাধীনতা পাশ দূরে নিক্ষেপ করত পুনশ্চ স্বাধীন হইয়াছিলেন । পূর্বে এতদ্দেশে ইকরীবংশীয় রাজাদিগেরই আধিপত্য ছিল । প্রসিদ্ধ আছে যে শ্রীকণনায়ক এতদ্দেশের আদি ভূপাল ছিলেন । চন্দ্রগিরি নদের নিকট সর্বাদৌ তেঁহ রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন । অদ্যাপি কর্ণাটের জনপদ মধ্যে উক্ত ইকরীবংশীয় নৃপতিরন্দের কীর্তিকলাপের কোন কোন চিহ্ন দেখা যায় ।

ইদানীং ভারতবর্ষের মধ্যে তুলুব প্রদেশে জৈন সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের সম্ভা অধিক দৃষ্ট হয় । ভূতপূর্ব জৈন ভূপালদিগের দেবালয় তথায় অদ্যাপি বর্তমান আছে । প্রবাদ আছে, মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য বহুতর জৈন দেবালয় বিনষ্ট করত তদ্ব্যবলম্বী লোকসকলকে রাজ্যহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন । এ সকল জৈনেরা তৎকালে সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপে প্রস্থান করিয়াছিল । পরন্তু প্রসিদ্ধ আছে যে বিক্রমাদিত্য কোন ধর্মের প্রতি ঘেঁষা ছিলেন না । যাহা হউক তুলুব রাজ্যে দীর্ঘ কালহইতে এ মত ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে সংশয় নাই ; কেননা অষ্ট শত খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ বল্লালবংশীয় রাজারা যৎকালে কর্ণাট দেশে আধিপত্য করিতেন, তৎকালে এ মতই তদ্দেশে বিশেষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল ; এবং অত্যন্ত প্রাচীন

কালের লিখিত ঘটনাদির কাল এক্য করত সপ্রমাণিত হইয়াছে যে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দাবধি কর্ণাট রাজ্যের অধিপতিগণ জৈন মতাবলম্বন করিয়াছিলেন। ঐ জৈনদিগের শেষ রাজা বস্তুর-জাতীয় ছিলেন। তুলুব রাজ্যে কমল নামক নদের উত্তর ভাগে তাঁহার রাজপাট ছিল। টিপুশুলতান উল্লিখিত জৈনমতাবলম্বী রাজাকে পরাভূত করিয়া কাশীদ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। জৈনদিগের মতে পার্শ্বনাথ ত্রয়োবিংশতিতম সিদ্ধ বা অবতার ছিলেন। কাশীধামের নিকটবর্তি একটি ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়, এবং বঙ্গদেশ ও বেহারের মধ্যস্থিত সমথ নামক পর্বতোপরি কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহারাই জৈনমত স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে রাজগৃহ, চম্পাপুরী, চন্দ্রাবতী, হস্তিনাপুর, শত্ৰুঞ্জয় এবং কর্ণাট রাজ্যের কয়েকটি স্থান জৈনোপাসকদিগের প্রধান বাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত।

কেহ কেহ বলেন বুদ্ধোপাসকেরা জৈন বলিয়া সম্ভত নামে খ্যাত। ঐ সম্ভতগণের সহিত জৈনদিগের মতের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। জৈনদিগের প্রকৃত নাম অর্হৎ। তাহারা স্বীকার করে, শঙ্করাচার্য যে একবিংশতি জাতিকে ধর্মহীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা তদন্তর্ভূত। তাহারা বেদপুরাণাদি কিছুই মান্য করে না। তাহাদিগের প্রধান ধর্মপুস্তক যোগ নামক গ্রন্থ। উহা কর্ণাটক অক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। চতুর্বিংশতি পুরাণে তাহা বর্ণিত। রত্নলম্বন নামা কোন সিদ্ধ ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহার মনুষ্যের অবিদ্যার আত্মাকেই দেবতা বলিয়া মান্য করে। অর্গে তাহাদিগের মাহেশ নামে এক পবিত্র পুর আছে, যেখানে সেই অপূর্ব পুরীতে তাহারা প্রয়াণ করে। তাহাদিগের প্রধান দেবতার নাম গোমুত রায়।

শ্রাবক ও যোতিগণ সদৃশ জৈনেরা কতকগুলি আর্ষত্বত প্রতিপালন করে। দেশভেদে জৈনদিগের জাতি ও মতের কিঞ্চিৎ ভিন্নতা আছে।

তুলুব রাজ্যে মদুয়াল ও খ্রীবৈষ্ণব নামে বিষ্ণুপাসক-দলের দুইটি প্রধান সম্প্রদায় আছে। দেব ঈর্ষ্যা ঐ উভয় দলের মধ্যে অতি সাধারণ। কিন্তু তত্রত্য আর্তল নামক শিবোপাসকদিগের সহিত মদুয়াল ও মলবার ব্রাহ্মণদিগের মতবিষয়ে পরস্পর কোন বিবাদ নাই। এবং তুলুব রাজ্য-মধ্যে রথযাত্রা-কালে শিব ও বিষ্ণু এক রথে সমাকট হইয়া থাকেন, তাহাতে বৈষ্ণব বা শিবোপাসকগণের মতে কোন বিরোধ উৎপন্ন হয় না। তথায় এক মন্দিরমধ্যে উপরোক্ত উভয় দেবের অর্চনা হইয়া থাকে। বাট পর্বতের পূর্ব-জনপদ-স্থিত মদুয়াল ব্রাহ্মণগণ দেবলরক্ষিকে বিজাতীয় ঘৃণা করেন; এবং আপনাদের পরম পবিত্র সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া অত্যন্ত অভিমান করিয়া থাকেন। অপর খ্রীবৈষ্ণব এবং আর্তল সম্প্রদায়ের সহিত মদুয়াল ব্রাহ্মণদিগের আর এক স্বতন্ত্রতা আছে যে পুণ্যাত্মা লোকের মৃত্যুর পর জীবাত্মা ঈশ্বরে লীন হয়। মদুয়াল ব্রাহ্মণেরা তাহা স্বীকার করেন না। মদুয়ালদিগের প্রধান মতপ্রবর্তক মাধ্বাচার্য। প্রায় ষট শতাব্দী অতীত হইল, তিনি পাদুকাটোত্র নামক স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

সাদী।



রহস্য ভাষায় সম্ভাবসম্পূর্ণ অনেকগুলি নীতিগত গ্রন্থ আছে। ঐ সকলের মধ্যে “গোলেন্ডা” নামক গ্রন্থ সর্বাঙ্গোপাধিপতি। উহা সুবিখ্যাত সাদী নামক পণ্ডিতকর্তৃক বিরচিত। ঐ মহাত্মার চমৎ-

কার কবিতাসকল ইউরোপ ও আশিয়ার সকল প্রদেশে বিশিষ্টরূপে প্রসিদ্ধ আছে। সাদীর পরলোক প্রাপ্তির কিছুকাল পরে আলীইবন্ অহমদ আবুবেকর নামা কোন কাব্যানুরাগী পূর্বোক্ত পদ্যাবলী সমুহ করিয়া এক পুস্তকে নিবদ্ধ করেন।

হিজরী ৯৮৯=ইং ১১২০ অব্দে পারস্য দেশের অন্তর্গত শিরাজ নামক নগরে সাদীর জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম মসলঃউদ্দীন। ফার্স প্রদেশের তাৎকালিক রাজা আতাবেগ সাদ বিন্ জঙ্গী তাঁহার বিশেষ অনুমোদন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সাদী আভোগ ধারণ করেন। অপর তেঁহ শেখ বর্ণাক্রান্ত ছিলেন ইহাতেই শেখ মসলঃউদ্দীন সাদী নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি অত্যন্ত মৈথবী ছিলেন। তৎপ্রযুক্ত প্রথমাবস্থায় পাঠের প্রতি তাঁহার সাতিশয় যত্ন হয়।

সাদী সর্বাদৌ বৃগদাদনগরস্থ এক সামান্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। শেখ আবুল-ফরা বিন্ জোজী নামা কোন অধ্যাপক ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সাদীর ব্যুৎপত্তি ও বুদ্ধিবৈদ্যোক্তার যথোচিত প্রশংসা করিতেন। পরন্তু সাদী অস্পর্শদিন পরেই উল্লিখিত অধ্যাপকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আবুল কাদের গীলানী নামা এক পরম প্রাজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিতের সন্নিধানে পাঠ স্বীকার করেন। ঐ অধ্যাপক নির্মলবুদ্ধি নিরহঙ্কৃত ও অত্যন্ত সদাশয় লোক ছিলেন। তিনি ধর্মশাস্ত্রের প্রতি সাদীর প্রগাঢ় ও আন্তরিক শ্রদ্ধা বিলোকনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ঈশ্বরতত্ত্ব ও শুফা নামক ভক্তিমার্গের ধর্মোপদেশ-প্রদানদ্বারা তাঁহার চিত্তকুসুম বিকসিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে সাদী অধ্যাপকের নিকট পাঠ সমাপন করত-ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া কিয়ৎকাল আত্মীয়-বর্গের মধ্যে পরমসুখে কাল অতিবাহিত করি-

য়াছিলেন। তদনন্তর তিনি মক্কায় তীর্থযাত্রা করেন, ও পরে চতুর্দশ বার বিভিন্ন দেশভ্রমণে প্রয়াণ করিয়াছিলেন, ও আরব, তুরক, কাবুল, তাতার, মিসর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দূরস্থ জনপদে গিয়া তত্রত্য আচার ব্যবহার ও অবস্থা দর্শনে আপন মনকে সমাগ্রুপে পরিমার্জিত করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার সকল ভ্রমণ তুল্য উপকার-জনক হয় নাই। একদা তেঁহ যিকশালম নগরে উপস্থিত ছিলেন, এমত সময়ে ফরাসী জাতীয়েরা ক্রুশ উদ্ধার বিষয়ক বিখ্যাত ধর্ম যুদ্ধে এক বার জয়ী হইয়া সবলে শিবির আক্রমণ করিলেক। ও একদা অকস্মাৎ ব্যুহমধ্যে আসিয়া অতিভয়ঙ্কর-রূপে সৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিল, এবং কে কোথায় পলায়ন করিল, কিছুই নিশ্চয় হইল না। সাদী তন্মধ্যে ছিলেন, ও পলাইতে না পারিয়া অবশেষে উহাদিগদ্বারা ধৃত হইলেন। উহারা তাঁহাকে বন্দীভূত করিয়া ত্রিপোলী নগরে প্রেরণ করিল, এবং ঐ স্থানে যিহুদীয় লোকদিগের সহিত তাঁহাকে মাটী কাটিতে নিযুক্ত করিল। তিনি লেখেন “সেই নির্বন্ধে বন্দিগণের মধ্যে নিরতিশয় ক্রেশ ও যন্ত্রণায় অবস্থান করিয়া অশ্রুপাতপূর্বক জগদীশ্বরের নিরবচ্ছিন্ন করুণা প্রার্থনা করিতাম। অনুকূলভাগ্যবশতঃই হইবে, কিংবা ঈশ্বরপ্রসাদাৎ বলিতে হইবে, আমার যন্ত্রণাপনোদনার্থে এক সদুপায় উপস্থিত হইল। পূর্বে অলিপো নগরস্থ কোন ভদ্র লোকের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল। বহু দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইবাতে আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে চিনিতে পারিতাম না। পরন্তু তিনি এক দিবস আমাকে নিগড়শঙ্কলবদ্ধ ও অতিবিমর্ষ দেখিয়া আমার সন্নিহিতে আগমনপূর্বক কারাবাসের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আনুপূর্বিক সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে

বিস্ময় করিলাম। তাহাতে তিনি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার উদ্ধারের কোন সদুপায় হইয়াছে কি না?” আমি কহিলাম “ঈশ্বরের রূপা ব্যতীত আমি আর কোন উপায় দেখি না।” অনন্তর তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দশ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান পূর্বক ফ্রাঙ্ক জাতীয়দিগের নিকটহইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন, এবং সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার আলয়ে গমন করিলেন। তাঁহার এক কন্যা ছিল। তিনি পুনঃপুনঃ আমাকে ঐ রমণীর পাণিগ্রহণার্থ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার নিকট উপকার পাশে বদ্ধ ছিলাম, তৎপ্রযুক্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া উহার পাণিগ্রহণ করিলাম, ও তাহার সহিত জৌতুক স্বরূপে এক শত স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইলাম। কিঞ্চিৎকাল পরে আমার স্ত্রী তাঁহার চরিত্রের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিলেন, তাহাতে ব্যক্ত হইল যে তেঁহ করুণা, কলহপ্রিয়া, কটুভাষিনী, নিষ্ঠুরা, ভামিনী ছিলেন। তাঁহার সহবাসে আমার জীবনের সমস্ত সুখ একেবারে বিলুপ্ত হইল। ফলে কথিত আছে—

ধার্মিকের ঘটে যদি করুণা রমণী।

রোরব যাতনা তার দিবস রজনী ॥

সাবধানে ত্যজ সেই অনল প্রথর।

তাহার দাহনহতে প্রভু রক্ষা কর ॥

এক দিবস সে আমাকে তিরস্কার করিয়া কহিল “তুই না সেই অভাগা যাহাকে আমার পিতা দশ মুদ্রা দিয়া করাসীদিগের বন্ধনহইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন?” আমি কহিলাম “হাঁ, তেঁহ দশ মুদ্রায় করাসীদিগের হাতহইতে উদ্ধার করিয়া এক শত মুদ্রায় তোমার কাছে বান্ধিয়া দিয়াছেন।”

সাদীর কবিতা শক্তি ও ধার্মিকতা অতি অল্পকালেই সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ও তদর্থ তেঁহ দেশ বিদেশীয় বহুল ভূপতিদ্বারা স্ব্যজসভায় আকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভজনার ব্যাঘাত হইবে

বলিয়া তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। মূলতানের অধিপতি সুলতান মুহম্মদ কয়ান তাঁহাকে এই প্রকারে তিন চারি বার আশ্বাস করেন, কিন্তু বার্ককোর অনুরোধে তিনি তাহা অস্বীকার করেন, ও স্বহস্তে লিখিত এক খানি নিজ রূত গুলেস্তাঁ পুস্তক প্রেরণ করত তাঁহার উপহারের প্রতিপ্রদান করেন। পরন্তু তৎপরে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে তেঁহ সুলতান খোষরো সভায় আসিয়াছিলেন, তৎপূর্বে পাঠান সুলতান আলতমশের নিকটও আগমন করেন; কলে তিনি ভাতরবর্ষে চারি বার আসিয়াছিলেন; এবং এতদেশীয় হিন্দীভাষা শিখিয়া তাহাতে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

একমাত্র ঈশ্বরনিষ্ঠ কবির জীবনচরিতে নানাবিধ ঘটনার সম্ভাবনা নাই। সাদী খ্রিঃশঃ ৭৫২-সর যাবৎ বিদ্যা শিক্ষা করেন। তৎপর খ্রিঃশঃ ৭৫২সর দেশভ্রমণে অতিবাহিত করেন, ও তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ৭৫২সর একান্তে এক পর্বত গুহায় বাস করিয়া ঈশ্বরারাধনায় বিনিযুক্ত করেন, অতএব তন্মধ্যে আশ্চর্য ঘটনার কোন সম্ভাবনা হয় নাই।

কিংবদন্তী আছে যে শিরাজের কোন পুণ্যবান লোক অসূয়াপরতন্ত্র হইয়া সাদীকে ভাস্কর বলিয়া তাঁহার নির্মল চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়াছিলেন। শিরাজ নগরস্থ কোন কোন ধীমন্সব ব্যক্তি ঐ নিন্দাবাদে বিশ্বাস করিতে অসম্মত ছিলেন না। যাহা হউক, বক্তব্য এই যে পূর্ব কথিত ধার্মিক ব্যক্তি রাত্রিযোগে একদা স্বপ্নাবেশে দর্শন করিলেন যে তিনি অকস্মাৎ দিব্যালোকে নীত হইয়া এক অপূর্ব মনোহর পুরোতে উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ স্থানে পবিত্র লোকেরা দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের স্তুতিবাদ এবং তাঁহার মহিমা কীর্তন করিতেছেন; চতুর্দিক অগ্নির কন্যাগণ তাঁহাদিগের স্তুতিবাদ করিতেছেন। তথায় অনুসন্ধান

করায় জানিতে পারিলেন, যে যে সজীত তাহার। গান করিতেছিল তাহা সাদীকর্তৃক রচিত। অপর ঐ স্তুতিবাদকেরা কহিল যে ঈশ্বরসম্মিধানে স্বর্লোকে দেবগণ বিশ্বপিতার মহিমা বর্ণনে যে স্তব পাঠ করেন সাদীর স্তোত্র তদপেক্ষা প্রীতিসাধক। ইহা শ্রবণমাত্র তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। অনন্তর ঐ পুণ্যবান ব্যক্তি সাদীর ভবনদ্বারে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন যে দিব্যলোকে তিনি যে স্তব জ্ঞাত হইয়াছিলেন, সাদী অতি প্রত্যাষে উঠিয়া অবিকল ঐ স্তব পাঠ করিতেছেন; তদ্যথা, “এই কাননবর্ত্তি নবীন-পল্লব-বিশিষ্টে সকল তরু শাখার যে সমস্ত প্রসূন-রাজি বিকশিত হইয়া দিগ্‌মণ্ডল প্রোজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে, তদর্শনে হে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতে! কোন্‌ স্বভাবজ লোকের অন্তঃকরণে অদীয় মনোজ্ঞ জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত না হয়! প্রতি-পল্লবের প্রতি পুষ্পে অদীয় মহিমারশি ব্যক্ত হইতেছে।”

সাদীর সম্বন্ধে এতদ্ভিন্ন আর কতিপয় অলৌকিক ব্যাপার বর্ণিত আছে। পরন্তু তত্তাবৎ পাঠে পাঠকবর্গের উপকারের সম্ভাবনা নাই, তন্নিমিত্ত উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে সাদী আশিয়া মাইনর, বারবেরী, আবেসিনিয়া, মিসর, সিরীয়া, পালেষ্টাইন, আরমিণিয়া, আবেসিনিয়া, ইরান, তুরান, বসোরা, বুগদাদ, কাশগর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করত বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ আছে যে তিনি বহু ভাষা-ভিজ্ঞ শাস্ত্রিক নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রচিত একটা পদ্যাবলী অষ্টাদশ ভাষায় মিশ্রিত; বিবিধ ভাষায় গাঢ় ব্যুৎপত্তি না থাকিলে সে রূপ রচনা করা সকলের পক্ষে দুসসাধ্য হইয়া উঠে। যাহা হউক তিনি লিখিয়াছেন যে “আমি

যে যে দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, সেই সকল দেশের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ কণ্ঠস্থ বা স্মৃতিগত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম না।” প্রাচীন কবিরন্ধের ন্যায় সাদী প্রথমাবস্থায় বিখ্যাত ছিলেন না, কিন্তু তিনি শৈশবাবস্থা অবধি পদ্যাবলী রচনা করিতেন। আতাবেগ নামা কোন কাব্যামোদী ভূপতি তাঁহার কবিতা-কুসুমের মনোহর আশ্রয় প্রাপ্ত্যানন্তর প্রহর্ষিতচিত্তে তাঁহাকে রাজসভায় আহ্বান করেন, এবং কএকটি প্রবন্ধ লিখিতে দেন। সাদী তত্তাবৎ অতি চমৎকার প্রাজ্ঞতা-ভাষায় পদ্য প্রবন্ধে বিন্যস্ত করিয়া সভাসদগণকে বিমোহিত করেন। তদবধি তাঁহার প্রশংসা ও খ্যাতি চারি দিকে বিস্তারিত হইয়াছিল।

পরন্তু সাদী অনন্য ধার্মিকতা, ঐহিক সুখে ওদাস্য, ও প্রগাঢ় ভক্তির নিমিত্ত যাদৃশ বরণীয় ও মান্য হইয়াছিলেন, কবিতাজন্য তিনি তাদৃশ সমাদৃত হইয়াছেন নাই। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে তেঁহ জীবনের শেষ চত্বারিংশ বৎসর ঈশ্বরারাধনায় এক পর্বতগুহায় যাপন করেন। ঐ কাল সমস্ত তেঁহ আহার সমাহরণেরও চেষ্টা করিতেন না; প্রত্যুত তাঁহার ভক্তেরা যে খাদ্য তাঁহাকে আনিয়া দিত তাহার কিঞ্চিৎ আপনি গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট এক গবাক্ষদ্বারহইতে রাজপথের উপর এই অভিপ্রায়ে ঝুলাইয়া রাখিতেন যে ভিক্ষার্থীরা তাহা ভক্ষণ করিবে। এই প্রকার বৈরাগ্য সত্ত্বেও তাঁহার এক ঐহিক বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ ছিল; তিনি সৌন্দর্যের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, যে কোন পদার্থে সৌন্দর্য্য আছে তদর্শনে আগ্রহী হইতেন, বিশেষতঃ রূপ যৌবন-সম্পন্ন কুমারদিগের সৌন্দর্য্য-দর্শনার্থে নিতান্ত লোলুপ হইতেন। কথিত আছে যে তিনি রুদ্ধ বয়সে পর্বতগুহা ত্যাগ করত এক রাজকুমারের সৌন্দর্য্য সন্তোষার্থে মাজেস্‌তান প্রদেশে গমন

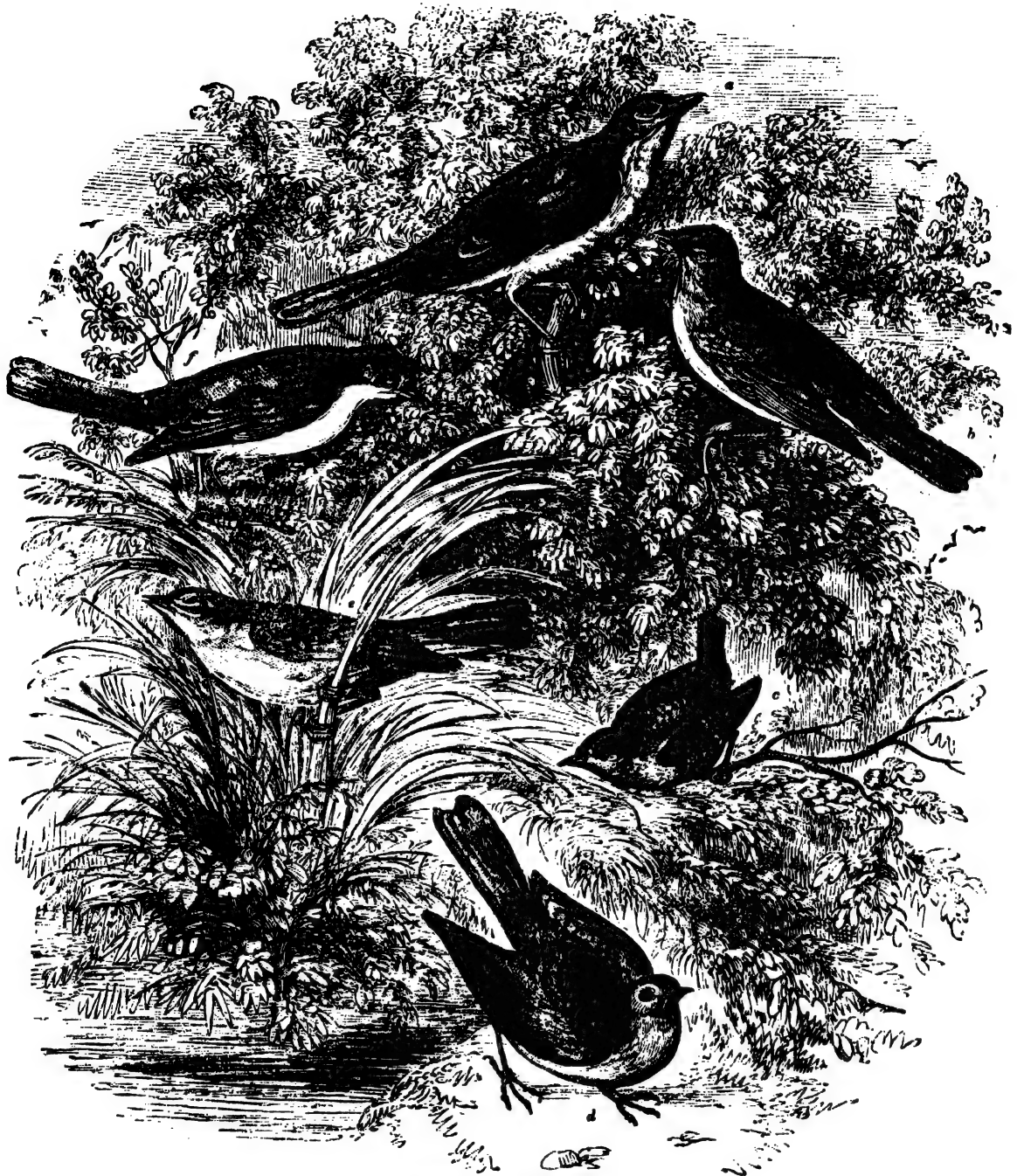
করিয়াছিলেন। তিনি কহিতেন যে বিশ্বপাতার অনুকম্পা তাঁহার স্রষ্টে সুন্দর পদার্থে বিশেষ প্রতিবিম্বিত হয়; অতএব সৌন্দর্য্যের দর্শনে ঈশ্বরের অনুকম্পার সন্দর্শন হয়।

কথিত আছে যে ১২১১ আরবীয় শতাব্দীতে অর্থাৎ ১২২১ খ্রীষ্টীয় অব্দে শিরাজ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শব নগরপ্রান্তে এক অতিরম্য পর্বতের উপত্যকায় প্রোথিত করা হইয়াছিল। ঐ স্থানে মৃত কবির স্মরণার্থ এক বিচিত্র শব-মন্দির বা প্রেতস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। ঐ মন্দিরের গাত্রে সাদী-প্রণীত কতিপয় পদ্যাবলী খোদিত হইয়াছিল। উল্লিখিত স্তম্ভের চতুর্দিকে অন্যান্য কতিপয় পণ্ডিতগণের কবর দৃষ্ট হয়। দীর্ঘকাল অসংস্কার হেতু তৎসমুদায় ক্রমশঃ ভগ্ন-দশাপন্ন হইয়া যাইতেছে।

ইংলণ্ডের ভূপাল তৃতীয় জর্জের আধিপত্য-সময়ে এক রাজদূত পারস্যদেশে সমাগত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে ঐ সময়ে কতেঃ আলী শাহ নামা কোন পণ্ডিতানুরাগী পারস্যের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজসভা পণ্ডিতমণ্ডলী-দ্বারা সর্বক্ষণ উজ্জ্বল থাকিত। কিন্তু তিনিও সাদীর ভগ্ন কবরের এক খণ্ড প্রস্তর যোজনাদ্বারা সংস্কার-সাধন করেন নাই। তাঁহার পুত্র ঐ মন্দির সংস্কার করণে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু অনুরাগ অভাবে তাহা সুসিদ্ধ হয় নাই।

প্রায়ঃ হয় শত বৎসর অতীত হইল, সাদী পরলোক গত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কীর্তি কুসুমাবলী উৎকল্ল পদ্যের ন্যায় অদ্যাপি গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়া আছে। সম্ভবতঃ তিনি কি আপামর সাধারণ কি পণ্ডিত সকলকে মোহিত করিতে পারিতেন, এবং রম্য উপন্যাস-কথনে তাঁহার সদৃশ পণ্ডিত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। উপস্থিত-বক্তৃতায়ও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, এবং তাঁহার উক্ত

বাক্যসকল যাহা অধুনা দৃষ্ট হয় তাহা সুললিত ও বিশেষ প্রাঞ্জল বোধ হয়। পরিহাস করণেও তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল; এবং তাঁহার সমকালিক কেহই তাহার প্রকৃত প্রত্যাশের দিতে পারিত না; অধিকন্তু রাজারাও তাঁহার অবজ্ঞাপের তীক্ষ্ণতায় ত্রস্ত হইতেন। পরন্তু তাঁহার অবজ্ঞাপ-বাক্যে অনেক অশ্লীল কথা থাকিত; তাঁহার সদৃশ ধার্মিকের সম্বন্ধে ইহা আশ্চর্য্য মানিতে হয়। তাঁহার রচনা মধ্যে ২৪ খানি গ্রন্থ অধুনা বর্তমান আছে তন্মধ্যে “গুলেস্টা” নামক অপূর্ব গ্রন্থ বিষ্ণুশর্ম্মার সুবিখ্যাত “হিতোপদেশের” ন্যায় গদ্যপদ্যে মিশ্রিত, এবং বিবিধ নীতিগর্ভ উপকথায় পরিপূর্ণ। তাহার আদ্যোপান্ত যৎপরোনাস্তি কোমল ভাষায় রচিত; তাহাতে প্রায় একটা উৎকট কথার প্রয়োগ নাই, তথাপি তাহার মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণের অদ্যাপি প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হয় নাই। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঐ অপূর্ব উপন্যাসের অদ্যাপি কোন বাঙ্গালী অনুবাদ প্রকটিত দেখা যায় না। তাঁহার রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম “বোস্তান্” অর্থাৎ সৌরভোদ্যান। তাহার সমস্তই পদ্যে রচিত এবং নীতি শিক্ষায় বিন্যস্ত; কিন্তু তাহাতে কোন উপন্যাস নাই। তাঁহার অপরাপর গ্রন্থের বিবরণ এ স্থলে বিন্যস্ত করা অনাবশ্যক, যেহেতু পারস্য ভাষায় সমালোচনা না থাকিলে তাহার প্রকৃত রসগ্রহ হইতে পারে না।



টুটুনি পক্ষীর সভা।

তির্য্যক্ সভা।



যহ্ গণেশ সারাংশ সকলই বাস্তব
ও প্রত্যক্ষ ঘটনা। লগুন-নগরীয়
কোন বিখ্যাত পত্রে ইহা প্রকটিত
হয়। পদ্যানুরোধে পক্ষীগণের

উক্তি প্রভৃতি কম্পনা করিয়া ইহাতে গ্রথিত করা
গেল।

কিবা কলরব, দেখ পাখী সব,
বসিয়াছে দলে দলে।
মাবো টুটুনি, যার দুঃখ শুনি,
কত কথা সবে বলে ॥

টুংটুনি গৃহিণী, গৃহীকপিণী,
 প্রিয় ধন তার ছিল ।
 নৃশংস বিড়াল, ঘটালো জঞ্জাল,
 সেই ধনে হরে নিল ॥
 টুংটুনি আঁধার, দেখয়ে সংসার,
 ভাবয়ে আকুল মনে ।
 “কেমনে এখন, জুড়াব জীবন,
 বাঁচাব শাবকগণে ॥”
 বিহগ সবাই, জ্ঞাতি বন্ধু ভাই,
 ব্যথিত তাহার তরে ।
 বিটপ উপর, সাক্ষী দিনকর,
 অপরাধ সভা করে ॥
 কিবা গপ্তগোল, সবে বলে বোল,
 অদ্ভুত সভার গতি ।
 কাহার কথায়, কেবা দেয় সায,
 কেবা হয় সভাপতি ॥
 হেন মনে লয়, আগে পাখীচয়,
 ধরিয়া পঞ্চম তানে ।
 সামর্থ্যতা ভরে, বচন নিকরে,
 বিড়ালের পানে হানে ॥
 অবশেষে কয়, “প্রবলের জয়,
 রীতি এই চরাচরে ।
 মারিলে প্রবল, দুর্বল কেবল,
 মনেতে গুমরে মরে ॥
 কাতরিয়া ডাকে, বিশ্ব-বিধাতাকে,
 যেই তার অশ্রু মুচে ।
 যে করে ইজিত, অমনি চকিত,
 প্রবলের দর্প মুচে ॥
 টুংটুনি ভায়া, মিছে আর মায়া,
 করো না তাহার তরে ।
 বর নব প্রিয়া, তুধিবেক হিয়া,
 পরিণয়ে আন ঘরে ॥

বসন্তে যেমন, শুষ্ক শাখাগণ,
 রসিত নূতন রসে ।
 সেই রূপ তব, হবে অনুভব,
 নবীন প্রণয় বশে ॥
 শাবক রতনে, নবোঢ়া যতনে,
 করিবে মায়ের মত ।
 ধর উপদেশ, দূরে যাবে ক্লেশ,
 যাতনা সহিবে কত ॥”
 এতক কহিল, সকলে চাহিল,
 টুংটুনি যুথের পানে ।
 সুখ-আশা-শশী, যাহে আছে বসি,
 বিবাদের অন্তর্ধানে ॥
 “সবার যে মত, তাহাতে অমত,
 কেমনে করিতে পারি ॥”
 যেমন বজিল, সমাজ ভাঙিল,
 কোলাহল দিকে চারি ॥
 বর নিজে যায়, ঘটক বা ধায়,
 আগে আগে কেবা জানে ।
 ভ্রমি স্থান নানা, স্ত্রী এক নবীনা,
 দেখিলেক কোন খানে ॥
 পুংছিজ দায়, জানাইল তায়,
 ঘরনী বরিল তারে ।
 লয়ে তার মন, টুংটুনি তখন,
 ধন্য মানে আপনারে ॥
 দেখ অতঃপর, দৃশ্য মনোহর,
 টুংটুনি গেহিনী ধীরে ।
 যত্নে প্রাণপণে, পালে ছানাগণে,
 না গণে অন্যের তারা ॥
 বিমাতা যতনে, দ্বিজশিশুগণে,
 না ভাবে জননী হারা ।
 টুংটুনি বজায়, হয় পুনরায়,
 হলো কথা চমৎকারা ॥

কথিত আখ্যান, স্বরূপ প্রমাণ,
জানহ পাঠক গণে ।
ইংলণ্ডে ঘটিল, ভদ্রে প্রত্যক্ষিল,
প্রামাণিক জনে ভণে ॥

তাৎপর্য ।

তোমারে মানব, বন পাখী সব,
অপকূপ কি দেখালে ।
ভাব এক বার, মহিমা তাঁহর,
তাঁহাদের যে শেখালে ॥
নিজ নিজ স্বরে, তারা পরস্পরে,
ভাষয়ে অদ্ভুত ভাষা ।
সান্ত্বনা প্রবোধ, সুখ দুঃখ ক্রোধ,
ভাল বাসা পরকাশা ॥
মোহন কাকলী, যারে তুমি বলি,
শুন তাঁহা প্রাণ ভরে ।
তাঁহার ভিতর, কার্য্য বহুতর,
বিধাতা গোপনে করে ॥
কে তাঁর কৌশল, অপার মঙ্গল,
গণনা করিতে পারে ।
যা দেন জানিতে, কৃতজ্ঞতা চিতে,
ধরি হৃদি জান তাঁরে ॥

বিদ্যুৎ ।



মরা কএক মাস হইল কোন
পূজ্য আত্মীয়ের নিকটহইতে
কএকটি বিদ্যুদ্বিষয়ক প্রশ্ন
প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু
নানাবিধ অকাট্য ব্যাঘাতে
যথাকালে তাহার প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম হই নাই।
তন্মিমিত্ত অত্যন্ত অপরাধী আছি। অধুনা প্র-

ত্যুত্তর সহ ঐ প্রশ্নগুলি এতৎপক্ষে প্রকটিত করা
গেল। বোধ হয় তৎপাঠে অনেকের উপকার
হইতে পারিবে।

১ প্রশ্ন। বিদ্যুৎ কোন্ পদার্থজাত?

উত্তর। অগ্নি বা আলোকের ন্যায় বিদ্যুৎ এক
স্বতন্ত্র পদার্থ। তাপ যে প্রকার ভূমণ্ডলের
সকল পদার্থে বর্তমান আছে, বিদ্যুৎও সেই
রূপ সৃষ্টির সকল পদার্থে বর্তমান আছে।
বোধ হয় ইহ সংসারে এমন কোন পদার্থ নাই
যাহাতে বিদ্যুৎ বর্তমান নাই।

২ প্রশ্ন। কি কারণে তাহার উৎপত্তি হয়?

উ। তাপ যে প্রকার পদার্থের পরমাণুতে অন্ত-
হিত থাকে বিদ্যুৎও সেই প্রকার পদার্থমাত্রের
পরমাণুতে অন্তর্হিত বা অপকট থাকে। তথা যে
প্রকারে পদার্থ ঘৃষ্ট বা আহত হইলে তাপ নিঃসৃত
হয়, সেই প্রকারে পদার্থ ঘৃষ্ট বা আহত বা উৎ-
তপ্ত বা অন্য কোন কারণে অবস্থান্তরিত হইলে
বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। পরস্তু কতকগুলি পদার্থ
আছে যাহা বিদ্যুতের পরিচালক, অর্থাৎ বিদ্যুৎ
তাঁহার কোন অংশ স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তা-
হার সর্বত্র ব্যাপন করে; অপর কতকগুলি
পদার্থ অপরিচালক, অর্থাৎ বিদ্যুৎ তাঁহার উপর
দিয়া চলিতে পারে না। ধাতুমাত্র, জল, সিক্ত
উদ্ভিদ বস্তু প্রভৃতি দ্রব্যসকল পরিচালক, ও
রেশম, কেশ, লোম, কাচ, লাক্ষা, রবর, শুষ্ক বায়ু
প্রভৃতি দ্রব্য অপরিচালক। কোন দ্রব্য ঘর্ষণ
করিলে যে বিদ্যুৎ অন্তর্হিত অবস্থা ত্যাগ করিয়া
পুষ্ট বা ব্যক্ত হয় তাহা নিকটে পরিচালক
পদার্থ পাইলে অমনি চলিয়া যায়, প্রত্যক্ষ হয়
না; কিন্তু নিকটে পরিচালক পদার্থ না থাকিলে
যে দ্রব্যে উৎপন্ন হয় তাহাতেই থাকে। পরস্তু
এক বস্তুতে ঐ প্রকার পুষ্ট বিদ্যুৎ ও নিকটস্থ
অন্য এক বস্তুতে অন্তর্হিতাবস্থ অপকট বিদ্যুৎ

থাকিলে উভয় পদার্থের বিদ্যুৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে, ও পদার্থ নিকটস্থ হইলে পুষ্ট বিদ্যুৎ আপন পদার্থহইতে নিঃসৃত হইয়া আলোকরূপে অপ্রকট-বিদ্যুৎ-বিশিষ্ট পদার্থে পতিত হয়। বিদ্যুতের এক পদার্থহইতে অন্য পদার্থে গমন-সময়ে আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এব° মেঘপিণ্ডের পরস্পর ঘর্ষণে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাহার এক মেঘপিণ্ডহইতে অন্য মেঘপিণ্ডে গমন-সময়ে যে আলোক হয় তাহা কেই লোকে বিদ্যুৎ কহে। ঐ বিদ্যুতের অনেক নাম আছে, তন্মধ্যে একটি নাম “তাড়িত,” এব° তাহার প্রকট বা অপ্রকট অবস্থাতেই পদার্থ বিদ্যায় তাহাকে “পুষ্ট তাড়িত” ও “ক্ষীণ তাড়িত” নামে বর্ণন করে।

৩ প্র। সর্বদেশেই বিদ্যুতের তুল্য প্রভাবের কারণ কি?

উ। বিদ্যুৎ বা তাড়িত জগতের সর্বপদার্থে আছে, সুতরাং উহার সর্বত্র প্রভাব দেখা যায়। পরন্তু ঝড় ঝড়ির সময় উহার প্রাদুর্ভাব সর্বত্র তুল্য হয় না। উৎসদেশে উহার যে প্রকার প্রভাব ক্ষীণ-প্রধান-দেশে উহার তাদৃশ রূপি দেখা যায় না। পরন্তু তথায় বিদ্যুৎ অগ্নি আছে এমত নহে; তথায়ও তুল্য আছে, কেবল বিবিধ নৈসর্গিক কারণে তাহা বিভিন্ন প্রকারে ব্যক্ত হয়। লাপলগ প্রভৃতি ক্ষীণপ্রধান দেশে এক প্রকার জ্যোতিঃ-নভোমণ্ডলে ব্যক্ত হয়, তাহা প্রকৃত বিদ্যুৎ, কিন্তু তাহা এতদেখ্যীয় বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল না হইয়া স্থিরসৌদামিনীবাৎ আকাশের কিয়দংশ ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। বিলাতে ইহাকে “অরোরা বোরিএলিস্” কহে; আমরা তাহার নাম “স্থিরসৌদামিনী” রাখিলাম।

৪ প্র। ঝড়ির প্রাক্ সময়েই তাহার প্রভাব কেন?

উ। বিদ্যুৎ মেঘে অন্তর্হিত থাকায় বারিবিদ্যুৎ

সকল মেঘরূপে থাকে। মেঘপিণ্ডসকলের পরস্পর ঘর্ষণ ও আহননে ঐ তাড়িত পুষ্ট হইয়া নির্গত হইলে বারিবিদ্যুৎ আর মেঘরূপে থাকিতে পারে না, সুতরাং স্থিতিরূপে নিপতিত হয়। ফলে বিদ্যুৎ নির্গমনই ঝড়ির এক প্রধান কারণ। পরন্তু সকল সময়ে ঐ নির্গমন প্রত্যক্ষ হয় না, যেহেতু মেঘপিণ্ডের নিকট শুষ্ক বায়ু থাকিলে বিদ্যুৎ আলোকরূপে নির্গত হয়; কিন্তু সিক্ত বায়ু থাকিলে গোপনে পরিচালিত হয়, প্রত্যক্ষ হয় না। এই ঘটনার অন্যান্য অনেক কারণ আছে; এ স্থলে তাহার বর্ণন করিলে এ প্রস্তাব সুবোধ্য হইবে না বলিয়া তাহা লেখা গেল না।

৫ প্র। তদনুবর্তি শব্দটির কারণ কি?

উ। বিদ্যুৎ জ্যোতিরূপে এক পদার্থহইতে অন্য পদার্থে গমন-সময়ে তাহার বেগ প্রযুক্ত তথা বায়ুর প্রতি তাহার আহননে শব্দ হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাই তাহার কারণ।

৬ ও ৭ প্র। বজ্র কি স্বতন্ত্র পদার্থ? ও বজ্র পতনের নৈসর্গিক নিয়ম কি?

উ। বজ্র বিদ্যুৎহইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। পূর্বোক্তরে যে শব্দের কথা লেখা হইল, তাহাই বজ্র। কেবল এক মেঘহইতে অন্য মেঘে বিদ্যুৎ না গিয়া মেঘহইতে ভূমিতে আক্রমণ করিলে লোকে সেই বিদ্যুতের পতন ও তচ্ছব্দকে “বজ্র” কহে। নিকটস্থ সকল মেঘপিণ্ডে তুল্য পরিমাণে পুষ্ট তাড়িত থাকিলে তাহা পৃথিবীর ক্ষীণ তাড়িতে আকৃষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হয়; বজ্রাঘাতের এই এক মাত্র কারণ, তাহার সহিত লৌহ-কলকাদির পতন বিষয়ক যে গল্প আছে, তৎসমুদায়ই অলৌকিক ইহা বলা বাহুল্য।

৮ প্র। তাহার কোন স্থানেই অধিক পাত হয় এব° তাহারই বা কারণ কি?

উ। পূর্বে যে সকল উত্তর দেওয়া হইয়াছে

তাহাতেই অনুভূত হইবে যে যে পদার্থ পুষ্ট বিদ্যুৎপ্রদীপ্তি মেঘের নিকটে থাকে তাহাতে অধিক বজ্র পতন হইবার সম্ভাবনা। ফলে তাহাই বটে। নিম্ন অপেক্ষা উচ্চ পদার্থেই অধিক বজ্র পড়ে। এই প্রযুক্ত তাল, নারিকেলাদি রন্ধে যত বিদ্যুৎ পড়ে তত আর কোন পদার্থে পড়ে না। এক তাল গৃহ অপেক্ষা দুই তাল গৃহে অধিক, বজ্র পড়ে, এবং দুই তাল অপেক্ষা তিন তাল অধিক। অপর অপরিচালক পদার্থাপেক্ষা পরিচালক পদার্থে তাড়িতের আকর্ষণ অধিক সুতরাং ইষ্টক গৃহাপেক্ষা লৌহাদি গৃহে অধিক বজ্র পড়িবার সম্ভাবনা।

৯ প্র। গৃহাদিতে বজ্র না পড়ে ইহার কোন প্রক্রিয়া আছে কি না? এবং সেই প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিক কি নিয়ম করিয়া রাখিতে হয়? আর লৌহের বাজবদ্ধ দেওয়ার যে প্রথা আছে তাহা সকল বটে কি না? যদি বটে তবে তাহা গৃহের কোন্ স্থানে কি নিয়মে দেওয়া উচিত? এবং সেই লৌহশলাকা কোন জাতীয় লৌহে কি পরিমাণে নির্মিত হওয়া বৈধ?

উ। বজ্রভয়-নিবারণের নিমিত্ত বাজবদ্ধ লৌহ-শলাকাই প্রশস্ত, এবং তাহা সম্যক সকল, যে-হেতুক লৌহ পরিচালক, তাহার সূক্ষ্মাণ্ডে মেঘ-স্থ পুষ্ট তাড়িত গোপনে ভূমিতে লইয়া যায়, বজ্রধ্বনি কি বাটীর কোন অনিষ্ট করে না। কথিত শলাকা যে কোন ধাতুর হইলে হয়, তথাপি তাত্র সর্বপ্রশস্ত। পরন্তু লৌহ কঠিন ও অস্প-শূল্য বলিয়া তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লৌহ যে কোন জাতীয় হইলে হয়, তাহাতে কোন ইতর বিশেষ নাই, এবং তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতায়ও কোন ইষ্টোপত্তি নাই। পরন্তু সূক্ষ্ম শলাকা বায়ুবেগে ও অন্যান্য কারণে অনায়াসে ভগ্ন ও বিস্টে হইতে পারে, অতএব কিঞ্চিৎ

সূক্ষ্ম শলাকা দেওয়াই কর্তব্য। এক বুকল সূক্ষ্ম শলাকা গত ১৮৩৪ অব্দের আশ্বিনের ঝড়ে অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, অতএব ১১০ বুকল সূক্ষ্ম লৌহশলাকা দেওয়া বিহিত বোধ হয়। তাহা বাটীর সর্বোচ্চ স্থানে সংলগ্ন করা এবং ঐ উচ্চস্থানহইতে অভাবতঃ ৫ হাত উচ্চ করা কর্তব্য। লৌহ-শলাকার যে অগ্র আকাশদেশে থাকিবেক তাহা সূক্ষ্ম করা বিধেয়; তাহা সূক্ষ্ম গোলাকার হইলে বজ্রাঘাতের আপত্তি অধিক ঘটিবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ শলাকার অগ্র ত্রিশূলী করিয়া দেন, কেহ বা ততোধিক চারি পাঁচ কিংবা ছয় শূক্ষ্ম অগ্র করিয়া দেন, তাহাতে উপকার আছে। ঐ শলাকার যে প্রান্ত ভূমিতে প্রোথিত হইবে তাহা সূক্ষ্ম করিবার প্রয়োজন নাই, পরন্তু তাহা ভূমির দুই হস্ত নিম্ন অবধি পোতা কর্তব্য। অপর ঐ শলাকা বাটীর প্রাচীরহইতে অন্তরে রাখা কর্তব্য নহে, যাহাতে তাহা প্রাচীর সর্বত্র স্পর্শ করিয়া থাকে এমনত করা কর্তব্য, ও মধ্যে মধ্যে লৌহ বন্ধনদ্বারা তাহা প্রাচীরে আবদ্ধ করা উচিত। কলিকাতায় প্রায় কাষ্ট দণ্ডদ্বারা বাজবদ্ধ আবদ্ধ করা হয়; ও তাহা প্রাচীরহইতে অন্তরে রাখা হয়; কিন্তু তাহা আমদিগের বিবেচনায় অবৈধ ও অনিষ্টজনক। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে লৌহশলাকা বাটীর সর্বোচ্চ স্থানে সংলগ্ন করা বিহিত; পরন্তু বাটী অত্যন্ত রহৎ হইলে এক পার্শ্বে একটী বাজবদ্ধে তাহার সম্যক রক্ষা হয় না; তদবস্থায় দুই তিন বা ততোধিক শলাকা দেওয়া কর্তব্য। বাটী অতি নিম্ন ও সম্মুখটে উচ্চ রক্ষাদি থাকিলে বাজবদ্ধ দিবার প্রয়োজন থাকে না। পরন্তু বাস-গৃহের অত্যন্ত সম্মুখটে উচ্চ রক্ষা প্রশস্ত নহে; কারণ সিক্ত রক্ষাপেক্ষা তৈজস পাত্র উত্তম পরিচালক, তন্নিমিত্তে বজ্র রন্ধে পড়িয়া রক্ষ-

হইতে গৃহমধ্যে পুষ্টকোপে আসিতে পারে, তাহাতে গৃহস্থের প্রাণ হানির সম্ভাবনা।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

তুর্দশপদী কবিতাবলী। জিমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। “যে সকল ব্যক্তি “ওলো লো মালিনোর” কণ্ঠস্বর শব্দ-বাক্যে মুগ্ধ হন ও অনুপ্রাণিত হইয়া কবিতার সার বলিয়া কৃতনিশ্চয় আছেন তাঁহাদের নিকট এই নূতন গ্রন্থ খানি কোম মতে সমাদৃত হইবে না। পরন্তু যাহারা উৎকৃষ্ট প্রসঙ্গ, অলৌকিক কল্পনা শক্তি, চমৎকার লক্ষণা, প্রাঞ্জল রচনা ও প্রকৃষ্ট ওজোবল বিশিষ্ট বাক্য মনের আনন্দ সাধন করিতে পারেন, যাহারা জ্ঞাত আছেন যে কবিতার মূলই সত্য, এবং তদভাবে সহস্র অনুপ্রাণ ও চিত্তের প্রকৃত অনুমোদন করিতে পারে না, যাহারা রচনার অলঙ্কারকে অলঙ্কার বলিয়া জানেন, তাহাই প্রধান পদার্থ মনে করেন না, তাঁহাদিগের নিকট দত্তজার এই নূতন গ্রন্থ অবশ্যই উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইবে। এই গ্রন্থকোপ উপহার প্রাপ্তিতে আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি, যেহেতু ইহার দৃষ্টে আমাদিগের এই হৃদয়ঙ্গম হইল যে নব্য যুবকগণ অমেকেই ইংরাজির নবানুরাগে মত্ত হইয়া বাঙ্গালীর অবহেলা করিলেও আমাদিগের প্রকৃত সন্নিধানেরা মাতৃভাষার কদাপি অবহেলা করিবেন না, এবং তাঁহাদের প্রযত্নে তাহা চিরকাল সালঙ্কতা ও সমাদৃত থাকিবেক। ত্রিযুক্ত দত্তজ ইউরোপীয় মানা ভাষায় প্রবীণ। ইংরাজী ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় তেঁহ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তন্নিম্ন করাসী ইতালীয় ও জার্মান ভাষা প্রকৃতিতে অভিজ্ঞ। তেঁহ দেশীয় পৌত্তলিক ধর্মে বিরক্ত হইয়া তাহার বিনিসর্জনপূর্বক খ্রীষ্টীয়

ধর্মগ্রহণ করেন, ও ইউরোপীয় রমণীর পাণি-পীড়ন করেন; অধিকন্তু প্রাপ্তবয়স্কতায় তিনি বিষয়ানুরোধে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজ প্রদেশে বহুকাল যাপন করেন, পরে ইউরোপীয় ব্যবহার শাস্ত্রের প্রকৃষ্টকোপে অধ্যয়নার্থে কএক বৎসরাবধি স্বদেশ-পরিভ্রমণ-পূর্বক বিভিন্ন বর্ষে দিনপাত করিতেছেন, তথাপি এক মুহূর্তের নিমিত্ত তিনি মাতৃভাষা বিস্মৃত হইবেন নাই; প্রত্যুত ফ্রান্স দেশের বার্সেলন্স নগরে মাতৃভাষাতেই আপন গুঢ় ভাবসকল সঙ্কীর্ণিত করিতেছেন, এবং বর্তমান গ্রন্থে তাহারই কএকটি গীত সমাহৃত হইয়াছে। মাতৃভাষার বলবত্তা-বিষয়ে এতদপেক্ষায় প্রবল দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া ভার। পরন্তু ইহাও অর্ন্তব্য যে দত্তজ বাল্যকালে বাঙ্গালীভাষা শিক্ষায় তাদৃশ বিশেষ অনুধাবন করেন নাই, ও কার্যরোধে যৌবনের মুখ্যাংশ ইংরাজীর অনুশীলনে বিনিয়োগ করেন, তথা প্রবাসে বাস, তথাকার প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালী নহে, ও গৃহ মধ্যে ইংরাজী সহধর্মিণী থাকায় পুত্র কলত্রের সহিতও বাঙ্গালী ভাষায় কথোপকথন করিতে হয় না, তথাপি বাঙ্গালী কবিতা-রচনে তাঁহার যে প্রকার ক্ষমতা তাদৃশ আর কাহার দৃষ্ট হয় নাই; এ ঘটনা প্রকৃত আধিদৈবিক শক্তি না থাকিলে কদাপি সম্ভবে না। ফলে অধুনা বাঙ্গালী কবির মধ্যে দত্তজ সর্বশ্রেষ্ঠ এ কথা বলিলে, বোধ হয়, কেহই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন না। যাহারা দত্তজার মেঘনাথ বধ, তিলোত্তমাসম্ভব, সখিষ্ঠা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন ও তদগ্রন্থের রসানুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক রাখে না অন্যের নিমিত্ত আমরা প্রস্তাবিত কবিতাবলির উল্লেখ করিলাম তৎপাঠে অনেকে আমাদিগের সহিত এক মত হইবেন সন্দেহ নাই।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র ।

০ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা । বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[৩১ খণ্ড

ফোয়াসার্ট ।



রাজী চতুর্দশ শতাব্দে দীর্ঘকাল-স্থায়ি অভ্যাস-কারের লোপ হইয়া ইউরোপ খণ্ডে সভ্যতা এবং শিল্প-বিদ্যার পুনরু-ন্নতির প্রথম সূত্র-

পাত হয় । এই সময়ে নাবিকদিগের কম্পাস যন্ত্রের সৃষ্টি হয় ; এবং নূতন পৃথিবীমণ্ডল ঘোরতর অন্বেষণ হইতে আবিষ্কৃত হইবার সূচনা হয় । তন্মধ্যে দাস্তে, চমর, ফোয়াসার্ট, পেট্রার্ক, বোকাশিও, গাওয়ার, ও ফ্রান্স দেশের ভূপাল পঞ্চম চার্লস প্রভৃতি সুবিখ্যাত মনুজরূপে উক্ত সময়ে জন্ম গ্রহণ করত কীর্তিকুসুমে ধরণীকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা রমণীয় কাব্যোদ্যানে অপূর্ব তরুসকল রোপণপূর্বক নাম চিত্রায়ণ করিয়া গিয়াছেন, কেহ বা ঐতিহাসিক-আখ্যান-অবলম্বন-ক্রমে চতুর্দশ শতাব্দীর লৌকিক আচার-চরিত্র পুস্তকমধ্যে অবিকল

নিবদ্ধ করিয়া অতুল্য যশোলাভ করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে জীন্ ফোয়াসার্ট নামক সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক উপাখ্যান রচকের জীবন-রত্নান্ত পাঠকবর্গের গোচরার্থ এস্থলে প্রকটিত হইল ।

১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স-দেশের বালেন্সিঁ নামক নগরে ফোয়াসার্টের জন্ম হয় । তাঁহার জনক চিত্রব্যবসায়ী ছিলেন । কথিত আছে যে ফোয়াসার্ট তরুণ অবস্থায় কখন কখন পিতার কার্যালয়ে গমনপূর্বক সম্ভ্রান্ত লোকদিগের প্রতি-কৃতি বিলোকনে ও তাঁহাদিগের কীর্তিপ্রসঙ্গ শ্রবণে অতিশয় আক্লাদিত হইতেন । কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে এই সমস্ত কীর্তিমন্ত লোকদিগের কীর্তিকলাপের বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে তাঁহার অনুরাগ জন্মে ।

তিনি লিখিয়াছেন, যে “ দ্বাদশ বৎসর বয়ঃ-ক্রমকালে নাট্য এবং সম্ভ্রান্ত দর্শন ও শ্রবণে আমার অতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছিল ; সেই হেতু প্রায় সর্বদা রত্নস্থলে অভিনয় দর্শন করিয়া আমি তথাকার লোকদিগের আচার-চরিত্রের এক প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম ; পরন্তু অতিশয় পানাসক্ত ও উত্তম পরিচ্ছদপ্রিয় ছিলাম ।



কোয়ানার্ট।

সুখেরও সম্পূর্ণ অভিলাস ছিল, এই নিমিত্ত উত্তম সৌগন্ধিক দ্রব্য সেবনে ও পরিষ্কৃত শয্যায় শয়নে নিত্য অনুরক্ত ছিলাম। গৃহের মধ্যে সমুদ্বল বর্তিকা প্রায় প্রজ্জ্বলিত থাকিত।” এই সকল অভ্যাস উদগ্রমতি শ্রমশীল তাদৃশ তরুণবয়স্ক যুবাদিগের উন্নতির বিশেষ প্রতি-বন্ধক হইলেও কোয়ানার্ট গুরুত্বপূর্ণ বিমুখ ছিলেন

না; এবং অতিশয় ইন্দ্রিয়-সুখচর্চার তাঁহার চিত্তের মালিন্য কদাপি সঞ্চিত হয় নাই।

প্রসিদ্ধ আছে, যে কোয়ানার্ট বিংশতি-বৎসর-বয়স্ককালে সর্বাদো সর রবট নামুর নামা কোন উচ্চপদস্থ লোকের আদেশক্রমে কয়েক খান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; পরন্তু কিছুকাল বিলম্বে দৈব বিড়ম্বনাহেতু আদেশ পরিত্যাগে প্রণোদিত

হইয়া জার্মানী, ওএলস, স্কটলণ্ড, ও সমস্ত ইংলণ্ড রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। স্বদেশ পরিত্যাগের মুখ্য কারণ এই যে, কোন রূপবতী কন্যার পাণিগ্রহণার্থে তিনি অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়াছিলেন। ঐ রমণী কোন ধনাঢ্য লোকের দুহিতা ছিলেন। ফোয়াসার্ট স্বয়ং ধর্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন, সেই নিমিত্ত তাঁহার তাদৃশ বিষয়-সম্পত্তি অধিক ছিল না। বলিয়া পূর্বকথিত কামিনী তাঁহার সহিত পরিণয়ে অসম্মত হইয়া অন্যের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফোয়াসার্ট এই ঘটনায় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ইংলণ্ডে প্রয়াণ করেন। ঐ স্থানে সুবিখ্যাত ভূপাল তৃতীয় এডবার্ডের পত্নী মহারাজ্ঞী ফিলিপার অনুগ্রহ ও প্রসন্নতা লাভ করত তাঁহার কর্মধ্যক্ষের পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। উক্ত রাজমহিষী অতিশয় গুণবতী ও বিদ্যাবতী ছিলেন। তাঁহারই প্রযত্ন ও উৎসাহে অক্সফোর্ড নামক স্থানের সুপ্রসিদ্ধ “কুইন্স-কলেজ” নাম পাঠশালা সংস্থাপিত হয়। ফোয়াসার্ট যাবৎ তাঁহার রাজধানী মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাবৎ নূতন নূতন গ্রন্থ রচনা করত রাজমহিষীর চিত্ত রঞ্জন করিয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত উক্ত নৃপপত্নী তাঁহার ইউরোপভ্রমণকালে সমস্ত ব্যয়ের সাহায্য করেন। কলতঃ ফোয়াসার্ট কেবল উক্ত রাজমহিষীর বদান্যতা ও বিদ্যানুরাগিতা গুণে প্রণোদিত হইয়া উৎকৃষ্ট শ্রমের ফলস্বরূপ কতকগুলি উত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন করত অতুল্য যশোরাশির আশ্রয় হইয়াছিলেন।

মহারাজ্ঞী ফিলিপার রাজসদন পরিত্যাগ করিবার পর ফোয়াসার্ট স্কটলণ্ডে গমন করত কিয়ৎকাল সেই স্থানে বাস করিয়াছিলেন, এবং তথায় ধনি ও পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হইয়া তৃতীয় এডবার্ডের পুত্র এডবার্ড য়াঁহার উপাধি “রুথ রাজকুমার” ছিল তাঁহার সহিত স্পেন রাজ্যে যাত্রা

করেন। ঐ অবকাশে তিনি আর কয়েক খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তথাহইতে বাটতে প্রত্যাগমনের পর কিছু কাল বিলম্বে তিনি মিলান নগরে গমনোপলক্ষে পুনর্বার নানা রাজধানী ও জনপদ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাজ্ঞী ফিলিপার মৃত্যুশোক অতিশয় দুঃসহ হইয়াছিল। ঐ রাজ্ঞীর পরলোক প্রাপ্তির পর ফোয়াসার্ট শোকমূচক এক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে হৃদয়স্থ আক্ষেপপ্রকাশক ভাবসকল চমৎকাররূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তদনন্তর ফোয়াসার্ট ফ্রান্সদেশে গমন করেন। ঐ স্থানে কিয়ৎ দিবস অবস্থিতি করিবার পর ত্রাবাং প্রদেশের ডিউক উপাধি বিশিষ্ট অধিপতির প্রধান কর্মচারির কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ ডিউকের উপদেশে তিনি আর এক খানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও অতি সুললিত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। ১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উল্লিখিত ডিউকের পরলোক প্রাপ্তি হইলে গয় নামা অপর এক মান্য ব্যক্তি তাঁহার সহায়স্বরূপ হইয়াছিলেন।

ফোয়াসার্টের মৃত্যুকাল বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হয় নাই। পরন্তু ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে তাঁহার কর্তৃক রচিত কোন ইতিহাস সন্দর্শন না হইবাতে অনেকে অনুমান করেন যে দ্বিতীয় রিচার্ডের মৃত্যুকালের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফোয়াসার্ট জীবনের সর্বসময়েই উৎকৃষ্টপদস্থ ভজ সমাজে সর্বদা ভ্রমণ করিতেন; প্রায় সকল প্রকাশ্য ঘটনাত্তলে গমন করিতেন, সুতরাং তাঁহার সমকালের সকল বিষয় তাঁহার পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, এবং তিনি ঐ সকল বিষয়ের যথার্থ্য ও সারাংশ সমুদ্রণেও বিশেষ পারগ ছিলেন, ইহাতে তেঁহ ইতিহাস-পুস্তক-প্রণয়নের বিশিষ্ট উপায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষবার ইংলণ্ডহইতে প্রত্যা-

গমনের পর তিনি তাঁহার প্রধান ইতিহাসগ্রন্থ সমাপন করেন। তাহা বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হাফেজ ।



ব্রহ্মা-সন্দর্ভের পূর্ব দুইখণ্ডে পারস্য দেশীয় অদ্বিতীয় কবি-দ্বয় ফারসী ও সাদীর জীবন-চরিত বর্ণিত হইয়াছে; এতৎ খণ্ডে তদ্রূপে অপর এক কবির

বিবরণ লিখিত হইল। ভূমণ্ডলে কালিদাস প্রভৃতি যে সকল বাগ্‌দেবীর বরপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ পদবীতে গণ্য, অতএব বিদেশীয় হইলেও তাঁহাদের জীবনচরিত সুধোমণ্ডলে অবশ্য আদরণীয় হইবে। প্রস্তুত কবির নাম শমসুদ্দীন মুহম্মদ। কবিত্ব উপাধিতে তিনি ‘হাফেজ’ বলিয়া বিখ্যাত, এবং তদীয় সমকালে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। তিনি শিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তৎসময়ে মোজাফর রাজকুল ফার্সপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। বাল্যকালহইতে হাফেজ অধ্যয়নের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তৎকালে কাব্যরচনা-বিষয়েও তিনি তাচ্ছল্য করিতেন না। অপর সেই সময়ে যে সকল কাব্য প্রণয়ন করেন তাহাতে রস ও মাধুর্যের কোন মতে অভাব ছিল না। তাঁহার রচনা অতি সুন্দর, কোমল, ও শব্দালঙ্কারে এবং গাভীর্য্যরসে শোভিত। পরন্তু তৎসমুদয় তাঁহার সামান্য গুণ বলিতে হইবে; ইহা ব্যতীত তাঁহার আর এক মহৎ ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি ‘অমায়ান’ে অতি সুললিত শব্দসকল এমন চমৎকার ক্রটিপূর্ণ প্রয়োগ করিতেন যাহা অন্য কোন কবির লেখনীহইতে সহজে নিসৃত হইত না।

হাফেজ অজ্ঞাত ও অপরিচিত অবস্থাতেই কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কারণ সম্পদশালী বা ধনাঢ্য লোকদিগের তোষামোদের পরম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সুতরাং রাজসভায় বিচরণ করিবায় তাঁহার সদুপায় ছিল না। অপর প্রায় স্বদেশ পরিত্যাগ করত ভিন্ন দেশে প্রয়াণ করিতে অভিলাষ করিতেন না। কিন্তু কদাপি কার্য্যানুরোধে বা কোন দূরবর্তী মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অল্প দিবসের জন্য বিদেশে প্রস্থান করিতে হইলে অতিশয় আক্ষেপব্যঞ্জক সজ্জীতসকল রচনাপূর্বক বন্ধুগণের নিকট পত্র লিখিতেন।

বুগদাদের আধিপতি গুলতান ইল্কানী হাফেজকে বহু ঐশ্বর্য্য দানের প্রলোভন দেখাইয়া আপনার রাজধানী মধ্যে তাঁহাকে আনয়নে সচেষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে হাফেজ অসুখাসক্ত ধার্মিক ও পণ্ডিত সমাজেই কাল হরণে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন; সেই নিমিত্ত বিলাসসঙ্কুল রাজসদন তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসন্তোষদায়ক ও বিরাগজনক ছিল, অতএব তিনি বুগদাদে গমনে অসম্মত হইয়া উক্ত গুলতানের অনুগ্রহ স্বরূতজ্ঞচিত্তে স্বীকার জন্য তাঁহার যশোবর্ণনবিশিষ্ট অতি সুন্দর কতক গুলি পদ্যাবলী তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা মুহম্মদ কাশিম ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে দক্ষিণ দেশের বিখ্যাত বহমণী রাজত্বের সংস্থাপক আলাউদ্দীন হোসেন শাহের উত্তরাধিকারী সুবিখ্যাত গুলতান মহম্মদ বহুগুণালঙ্কৃত ও অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার সভায় পারস্য, চীন, তাতার, তুর্ক দেশস্থ বিখ্যাত পণ্ডিতগণ অর্থ লোভে সমাগত হইতেন। হাফেজের যশোবর্ণন শ্রবণাবধি তেঁহ তাঁহাকে ভারতবর্ষে আনিবার নিমিত্ত

অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রচুর অর্থ ব্যতীত তৎকালে এতদেশে আগমন সহজে ঘটিত না। সেই জন্য হাফেজ তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এই বিষয় গুলতানের প্রধান অমাত্য শ্রবণ করিয়া স্বয়ং তদ্ব্যয়োগযোগী অর্থ সিরাজে পাঠাইয়া দেন। তদানুকূলে হাফেজ স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্বক ভারতবর্ষে যাত্রা করেন।

পরন্তু যৎকালে হাফেজ কাবুলদেশ অতিক্রম করিয়া সিন্ধুনদের পারাবরোহণপূর্বক লাহোরের নিকট উপস্থিত হন, এই সময়ে অতিমলিনবেশ পথক্রান্ত এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই ভদ্র ব্যক্তি স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে দস্যুদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার প্রাণ মাত্র বিয়োগ হয় নাই; দস্যুরা তাঁহার সঙ্গে যে কিছু অর্থ-সম্পত্তি ছিল, তৎসমুদায় অপহরণপূর্বক তাঁহাকে অতিশয় দুঃখের অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। দয়ার্জচিত্তে প্রণোদিত হইয়া হাফেজের সঙ্গে যে কিছু অর্থ ছিল, তৎ তাবৎ এই বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে প্রদানপূর্বক তিনি স্বয়ং সেই দুর্বিপাকের ভাগী হইলেন, এবং তৎপর পথি মধ্যে কোন পরিচিত বণিকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াতে ভারতবর্ষে আগমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্বক ভবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। পরে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আগমনের উদ্যোগ করেন; কিন্তু পোতারোহণের পরক্ষণেই এক ঝটিকায় পোত কম্পিত হওয়াতে তিনি পোত-হইতে পলায়ন করিয়া বিদেশ-গমন-সঙ্কল্প একেবারে পরিত্যাগ করেন। পরন্তু এই সময়ে হাফেজ বহমণী সত্ৰাটের অমাত্যকে কবিতা-প্রবন্ধে এক পত্র লেখন; তৎপদ্যাবলীর কিয়দংশের আভাস যথা—

“আদো মুক্তালোতে তোরখি অতিতুহজ্জান

হইয়াছিল; কিন্তু আমার কি ভ্রান্তি! ইহার একটি তরঙ্গের যাতনা শত মন কাঞ্চনেও মোচন করিতে পারে না।”

হাফেজ স্বভাবতঃ এই রূপ ভীত ও নব্রশীল ও ধৈর্য্যশালী হইলেও তাঁহার সাহসিকতা ও উপস্থিত-বক্তৃতা তথা শ্লেষ-পূর্ণ-বচন ব্যবহারের ক্ষমতা কোন মতে খর্ব ছিল না। তিনি একদা এক সম্মীতে লিখিয়াছিলেন,—

“যদি সে কঠিনপ্রাণা শিরাজী যুবতী।

আমার মানস হস্তে করে শুভাগতি ॥

যে আছে কপোলে তার তিল তারি লাগি।

দিতে পারি সমরকন্দ বোখারা তিয়াগি।”

অতুল খ্যাতিবিশিষ্ট দুর্দান্ত তৈমুরলঙ্গ পারশ্য-দেশ জয় করিয়া হাফেজকে রাজসভায় আনয়নের আদেশ করেন। দূতেরা অবিলম্বে তাঁহাকে সভামধ্যে উপস্থিত করিলে তৈমুর তাঁহার পূর্বোক্ত গীতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, “আমি সমস্ত ভূমণ্ডল কাধিরে প্রাবিত করিয়া শত শত সাম্রাজ্য জয় ও বিনষ্ট করণান্তর সমরকন্দ এবং বোখারা রাজধানীকে খ্রিসম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছি; আর তুমি একটা স্ত্রীর আঁচিলের জন্য এই সমস্ত সমরকন্দ ও বোখারা নগর বিতরণ কর।” হাফেজ অক্ষুণ্ণ ও অবিচলিত চিত্তে অবিলম্বে তৎপ্রত্যুত্তরে কহিলেন “রাজন্, এই রূপ দাতব্যেই আমি বর্তমান দৈন্য প্রাপ্ত হইয়াছি।” ইহা শ্রবণে তৈমুর ঈষদ্ হাস্য করিয়া হাফেজকে তাঁহার পরিতোষের চিহ্নস্বরূপ উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন।

হাফেজ, সেখ আবু ইশাক নামা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতেন। এই ব্যক্তি মুহম্মদ মুজফ্ফর নামা কোন ভূপালকর্তৃক নিহত হন। উক্ত বংশসম্পত্তির পুত্র শাহ সুজা কাব্যরচনায় সুনিপুণ ছিলেন। কিন্তু হাফেজ

তাহার পিতৃ-বৈরির যশঃকীর্তন করিতেন বলিয়া শাহসুজা হাফেজের পরম বিদ্বেষী ছিলেন। একদা ঐ রাজকুমার হাফেজের সাক্ষাতে তদীয় কাব্যের বহু নিন্দা করাতে হাফেজ ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন “হাঁ, আমার কবিতা যৎ সামান্য বটে, এবং সামান্য বলিয়াই তাহা দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। আপনার কাব্য সর্বোৎকৃষ্ট এবং তদর্থই তাহা সিরাজ নগরের বহির্ভূত হয় না।” এই রূপ শ্লেষে শাহসুজার রোযানল অতিশয় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, পরন্তু সাক্ষাতে কোন কথা না বলিয়া তৎকালে নিকটর হইয়া রহিলেন। কিয়-দিবসান্তে হাফেজের কবিতায় কয়েকটি নাস্তিকতা দোষ ধৃত করিয়া তাঁহাকে একপ বিপাকে নিক্ষিপ্ত করিবার অসদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যে তাহাতেই মহাত্মা হাফেজের জীবন-বিনিপাতেরই সম্ভাবনা হইয়াছিল। পরন্তু তাঁহার কোন সহৃদয় বান্ধব ঐ ব্যাপার পূর্বক্ৰমে তাঁহাকে বিদিত করি-বায় তিনি ভাবি দুর্বিপাকের খণ্ডনার্থ বিহিত উপায় অবলম্বনের অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যৌবনকালে হাফেজ মদ্য ও ললনায় অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন, ইহার প্রমাণ অনেক আছে; এবং তাঁহার পদ্যাবলী আদ্যন্ত সর্বত্রই মদ্য ও ললনার প্রশংসায় পরিপূর্ণ; পরন্তু তাঁহার সপক্ষেরা কহেন যে তিনি সুকীমতাবলম্বী ছিলেন, এবং সেই মতের নিয়মানুসারে “মদ্য” শব্দে “ভক্তি” ও “ললনা” শব্দে “ঈশ্বর” অর্থ করিলে তাঁহার সমস্ত কবিতা ভক্তিমার্গের প্রধান পুর্বর্তক বলিয়া উপলব্ধ হয়।

শেখ এবং সুকী মতাবলম্বী প্রসিদ্ধ মানবরন্ধের জীবন রত্নান্ত লেখক জামী নামা এক বিখ্যাত কবি তাঁহার “সন্ডাব-সোরভ” নামক কাব্য-গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে হাফেজ সুফীদিগের অবস্থা চতু-ইয়ের মধ্যে কোন্ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

তাহা নিকপণ করা দুঃসাধ্য। প্রসিদ্ধ কবিবর গো-লাম আলী আজাদ স্বরূত “রাজকোষ” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে হাফেজরূত কাব্যের প্রতি সাধারণের একপ বিশ্বাস ছিল, যে তাহা সিদ্ধ-বাণী বলিয়া অনেকে মান্য করিতেন। প্রসিদ্ধ আছে যে নাদির শাহ পারস্য ও ইরাক দেশহইতে আফগন জাতিকে দূরীকৃত করিয়া যখন হাফে-জের শব-মন্দির-সম্মর্শনে যাত্রা করেন, ঐ সময়ে শাহ তামাস্প, আবদুরবৈজানহইতে তুর্ক জাতি-কে দূরীভূত করণার্থে তাঁহাকে অনুরোধ করেন, এবং খোরাসানস্থ প্রধানকম্প লোকেরা তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত অন্য পক্ষে আ-হ্বান করেন। এই উভয় অনুরোধে কোন্ পক্ষের বাক্য গ্রাহ্য করিবেন ইহা স্থির করিতে অক্ষম হইয়া নাদির হাফেজের গ্রন্থ খুলিয়া দুই চরণ শ্লোক পাঠ করেন। ঐ শ্লোকের অর্থ এই “যে সুধাময় সমীতদ্বারা তুমি ইরাক ও পারস্য দেশ পরাভূত করিয়াছ। এক্ষণে আসিয়া বুগদাদ এবং তব্রিজ পরাজয় কর।”

এতৎপাঠে নাদিরশাহ তুর্ক লোকদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করত পূর্বকথিত রাজ্যহইতে তাহাদিগকে দূরীকৃত করেন। এই প্রবাদে নির্ভর করিয়া মুসলমানেরা অদ্যাপি রুত্যা-কৃত্য নিকপণের নিমিত্ত হাফেজের পদ্যাবলী খুলিয়া যে পদ্য প্রথম দৃষ্ট হয় তাহার অর্থ-নুসার আচরণ করে।

হাফেজের কবিত্ব শক্তির প্রাপ্তি-বিষয়ে এক অলৌ-কিক আখ্যান আছে। কথিত আছে যে সিরাজ নগরে “গীরসজ্জ” নামে কোন স্থানের এই রূপ খ্যাতি ছিল যে ঐ স্থানে জিতনিদ্র যুবারা চন্দ্রা-রিন্শং নিশা অবাধে জাগৃত থাকিলে সুললিত কাব্যরচনে অনায়াসেই সিদ্ধকাম হইতে পারে। হাফেজ ঐ প্রবাদে বিশ্বাস করিয়া উনচন্দ্রারিন্শং

দিবস ঐ স্থানে গিয়া রাত্রি জাগরণ করেন; ও প্রাতে গৃহে গমন সময়ে তাঁহার প্রণয়িনী সাথে নবাং নায়ী কোন রমণীর ভবন সম্মুখবর্ত্তি পথ দিয়া গমন করিতেন। কিন্তু সে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিত না। চত্বারিংশৎ দিবসের প্রাতঃকালে ঐ ভামিনী গবাঞ্চহইতে তাঁহাকে বাটীমধ্যে প্রবেশের ইচ্ছিত করিল। হাকেকজ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে ঐ দিব্যাজনা ঈষদ্‌হাস্য করিয়া তাঁহাকে সৎবরণ করিতে স্বীকৃত হইল, এবং সে দিবারাত্র আপন গৃহে তাঁহাকে রাখিতে আগ্রহী হইল; কিন্তু হাকেকজ এতাদৃশ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছিলেন সে প্রত্যনুষ্ঠান ভঙ্গ করা অনুচিত বিধায়ে সে দিবস তাহার বাটী না থাকিয়া ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং যথাকালে পৌরসভ্য স্থানে জাগরণে কালযাপন করিলেন। প্রবাদ আছে যে চত্বারিংশৎ-রাত্রি-প্রভাতে হরিদ্বজ্র ধারী এক জন অলৌকিক রক্ত তাঁহার নিকট আসিয়া একপাত্র অমৃত পান করাইল, তাহাতেই তেঁহ কবিত্ব সম্পন্ন হন।

হাকেকজ এক পতিপ্রাণা সুকণা রমণীর পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রমণী অত্যন্ত সুশীলা এবং শান্তিশয় প্রশংসিত ছিলেন। হাকেকজের জীবদ্দশায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তদীয়-মৃত্যু-শোকে হাকেকজ স্বীয় গ্রন্থে শোকসূচক কতিপয় পদ্যাবলী লিখিয়াছেন।

হাকেকজের গ্রন্থে মদ্য ও ললনার প্রশংসা বিস্তার থাকাতে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শত্রুরা তিনি মোসলমান ছিলেন না বলিয়া তাঁহার যথাশাস্ত্র সমাধি দিতে নিষেধ করে; তাহাতে তাঁহার বন্ধুরা এই কহেন যে হাকেকজের পুস্তক খুলিয়া এক জন অস্পবয়স্ক বালকের যে পদ্যে প্রথম দৃষ্টি পড়িলে তাহাতে নাস্তিকতা থাকিলে তাঁহার শাস্ত্রমত সমাধির অনুরোধে করিবেন না। পরে

ঐ কাণ করা হইলে একটি পদ্য ব্যক্ত হইল, তাহাতে লিখিত ছিল যে “হে জাতঃ, হাকেকজের শবনিকটে আসিতে ভীত হইও না, যেহেতু যদিও সে পাপপঙ্কে নিমগ্ন আছে, তথাপি সে ঈশ্বর সম্মিথানে গমন করিবে।” এই বাক্যে তাঁহার আস্তিকতা সিদ্ধ হয়, ও সমাধি প্রাপ্তির বাধা বিনষ্ট হয়।

হাকেকজের মৃত্যু-বিষয়ে দৌলত শাহ লিখিয়াছেন যে ৭২০ হিজরী শকে তাঁহার মৃত্যু হয়। অন্য স্থলে ৭২১ যবন শক লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মুহম্মদ গোলান্দাম নামা তাঁহার কোন সুহৃদ ৭২২ হিজরীর অর্দ্ধই ঐ ঘটনার কাল উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন অপর কতিপয় গ্রন্থকার আরও অনৈক্য সময়ের উল্লেখ করিয়া থাকেন। যাহা হউক হাকেকজের কবর স্থিত প্রস্তর ফলকে ৭২১ অর্দ্ধই লিখিত আছে। তাহাতে ইংরাজী ১৩৮৮ অব্দ নির্দ্ধারিত হয়।

হাকেকজের মৃত্যুর পর শুলতান আবুল কাশিম বাবর দিগ্বিজয়ার্থ সিরাজ নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার প্রধান অমাত্য হাকেকজের কীর্তিস্তম্ভ অতি সুন্দর কাপে নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন; এবং তৎপর অবধি ভূপাল ও খনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের প্রযত্নে সময়ে সময়ে উল্লিখিত মন্দির সংস্কৃত হইয়া থাকে। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জের দৌত্য কার্যে নিযুক্ত হইয়া পারস্য দেশে সমাগত হন। তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে উহা তৎকালেও অতি সুন্দর অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছিল। ঐ মন্দির সিরাজ-নগর-প্রান্তবর্ত্তি এক মনোরম উদ্যানমধ্যে স্থাপিত আছে।

বুঁদেলখণ্ড ।



জ্যাচলের মধ্যস্থলে কেন * নামে এক রহৎনদী আছে। এ কেন ও বেতরা নদীর মধ্যস্থিত প্রদেশ বুঁদেলখণ্ড নামে বিখ্যাত ; এবং তাহা প্রয়াগ প্রদেশের অন্তর্গত।

উল্লিখিত জনপদ অতিশয় উচ্চ ও পর্বতাকীর্ণ। তৎপ্রযুক্ত তত্রত্য ভূমি সম্যক শস্যোৎপাদিকা নহে। কিন্তু ভূধরচূড়াবর্তি স্থানসকল সর্ব ঋতুতেই মনোহর ও সুন্দর রক্ষলতাদ্বারা পরিবৃত থাকে। অজয়গড়ের অভিমুখে সমস্ত ঘাট পর্বত অতিশয় ভৃগু, তজ্জন্য তত্রত্য এক একটি পর্বত অভেদ্য-দুর্গ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। ইহার প্রাকৃতিক সৌষ্ঠব নিবিড় অরণ্য। মুতা নদী ব্যতীত বেগবতী এবং তরঙ্গযুক্তা নদী ইহার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অত্যন্ত পুরাকালিক সুপ্রসিদ্ধ “পাম্মা” নামক হীরকের খনি এতৎ প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। আকবরের সময়ে উক্ত খনির বার্ষিক উৎপত্তি অষ্ট লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু অধুনা তথায় অধিক হীরক প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পাম্মার প্রকৃত নাম পূর্ণা। ইহা ঘাট পর্বতের উপবর্গ, এবং কলঞ্জরহইতে দশ ক্রোশ দূরে স্থিত। গ্রীকদেশীয় টলমী নামক গ্রন্থকার পূর্ণার অপভ্রংশে “পাম্মামা” শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। বুঁদেলখণ্ডের প্রধান নগর দুতপুর, তেয়ারী, অজয়গড়, জয়িতপুর, কলঞ্জর, বান্সী, দুলতিন, এবং বিজৌর। তিন শত বৎসর পূর্বেই ইহার রাজস্ব এক কোটি টাকা নির্দিষ্ট ছিল;

* যেকুর রেনেল অনুমান করেন যে এই নদীতেই আৰ্য্য বংশীয়েরা ইকলাস বলিভেন এবং পল্লীনি তাহার অপভ্রংশে কেন শব্দ ব্যবহৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার সংস্কৃত নাম কণা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

এবং কলঞ্জর তাহার প্রধান রাজপাট ছিল। কলঞ্জরের তুল্য সুদৃঢ় দুর্গ ভারতবর্ষে অল্প দেখা যায়। উহা প্রস্তরে নির্মিত এবং শৈলাগ্রে স্থিত ছিল। তথায় কালভৈরবের অষ্টাদশ হস্ত দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

পুরাতন এই যে শ্রী রামচন্দ্রের বংশধরেরা মহা-যশস্বী কীর্তিমান পৈতৃক সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করত যুদ্ধবিগ্রহে নিয়ত তৎপর হইয়া শোরাষ্ট্র, প্রয়াগ, হস্তিনাপুর, কনৌজ, রাজস্থান, কাশ্মীর, বারানসী, প্রভৃতি দেশ জয় করত আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কুশের বংশধরেরা “কচ্ছপ” নামে বিখ্যাত, এবং উহার অপভ্রংশে “কচবহ” শব্দের প্রচার হয়। এ কচবহ বংশের একটি শাখার নাম বুঁদেলা। এতদ্বংশের আদ্বিপুরুষ বীরসিংহ। উক্তবীর সিংহের পূর্বপুরুষেরা কাশিতে কাশীশ্বর নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মহারাজা ভূধর সিংহ দুই দারপরিগ্রহ করেন; এবং কনিষ্ঠা মহিষীর একমাত্র পুত্রকে সিংহাসন প্রদান পূর্বক তিনি পরলোকগত হন। তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তির পর পূর্বোক্ত তরুণ ভূপাল বৈমাত্রের ভাতৃগণের সহিত কথিত রাজ্যসম্বন্ধে সম্মুখে প্ররক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সৌভাগ্য ভাতৃপক্ষেই অনুকূল হইল। তিনি পরাভূত হইলেন। অনন্তর প্রাচীন হিন্দুভূপালগণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া বিজ্যাচলের এক অরণ্য-মধ্যে যোগ সাধনায় প্ররক্ত হন। তদনন্তর পুনর্বার রাজ্যাসক্ত হইয়া বিজ্যাপর্বতের নিকট এক রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার ঔরসে বীরসিংহের জন্ম হয়। এই বীরসিংহ ভূপালের বংশ বিম্বুওয়াল নামে প্রসিদ্ধ ছিল; সেই বিম্বুওয়াল ভূপালদিগের আখ্যানহইতেই এ দেশ বুঁদেলখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হয়; এবং

উক্ত দেশের রাজ্য “হিন্দুপতি” নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহা সর্বদা একরাজ্য ছিল না; সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজাদিগের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যাইত; তন্মিস্ত্র এ দেশের আনুপূর্বিক রাজাদিগের বর্ণনা করিতে হইলে লিপিবাহুল্য হইয়া উঠে; এই হেতু কোন কোন সময়ের ইতিহাস সম্যক্ প্রকারে বর্ণন করা হইল না। কেবল যে যে সময়ে সমস্ত বুঁদেলখণ্ড-প্রদেশমধ্যে যে রাজাদিগের বিশেষ আধিপত্য হইয়াছিল তাহারই স্থূল বিবরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল।

যবন-সম্রাট-শ্রেষ্ঠ মোগলবংশাবতংশ জলালুদ্দীন্ মুহম্মদ অকবরের আধিপত্যকালে এত-জ্ঞানপদ কলঙ্কের কিয়দংশের সহিত অহম্মদাবাদ গোহরা নামে স্বতন্ত্র উপপ্রদেশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় প্রভাব প্রচার হইবার কিয়ৎকাল পূর্বে চম্পা৭ রায় নামা বুঁদেলা-বংশীয় ক্ষত্রিয়-কুলতিলক ভূপাল দিল্লীখরের প্রভুত্ব দূরে নিক্ষেপ করত বুঁদেলখণ্ডের পূর্বভাগে নিজ আধিপত্য সংস্থাপন করেন। তৎকাল অবধি ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপতের যুদ্ধ পর্য্যন্ত বুঁদেলখণ্ড সর্বাংশে হিন্দু অধিপতিদ্বারা শাসিত হইয়াছিল।

উল্লিখিত চম্পা৭ রায় কুলনন্দন নামা ভূপালের পুত্র ছিলেন। তাঁহার জন্মসময়ে দিল্লীর আসনে শাহজহাঁ বাদশাহ সাম্রাজ্য করিতেন। মহারাজা চম্পা৭ রায় অত্যন্ত পরাক্রান্ত এবং প্রতাপাশ্রিত ছিলেন। তিনি পূর্বকথিত সম্রাটকে রাজব-পদানে অসম্মত হইবাতে সম্রাটের অসঙ্খ্য সৈন্য বুঁদেলখণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়া প্রজাবর্গের গৃহাদি দাহন ও দুই একটা ক্ষত্রিয় নগর ধ্বংস করিল। তাহাতে বিরক্তকেশরী চম্পা৭ রায় ভীত-চিহ্ন না হইয়া দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। এই যুদ্ধে উক্ত হিন্দু ভূপাল দিল্লীর সম্রাটকে পরাভূত করিয়া জয়লাভ করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব পৈত্রিক বৈরিতার পরিশোধ করণার্থে তাঁহার সহিত বিবাদারম্ভ করেন। এই সময়ে চম্পা৭ রায়ের কোন নীচপ্রকৃতি জ্ঞাতি কথিত কীর্তিমান নৃপতির তাদৃশ অতুল যশ ও প্রভুত্ব সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ঔরঙ্গজেবের পক্ষ হইলেন। চম্পা৭ রায়ের জননী রজমহিষী এই জ্ঞাতি-বিবাদ-নিবারণ জন্য বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার দর্শে নাই। তৎপর মহারাজা চম্পা৭ রায় এক গিরিসঙ্কটের নিকট যবনহস্তে নিহত হন। এবং তাঁহার পত্নী স্বামিবিয়োগে বক্ষে অস্ত্রাঘাত করত প্রাণত্যাগ করেন।

মহারাজা চম্পা৭ রায় পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পুত্র ছত্রশাল বুঁদেলখণ্ডের আধিপত্যভার গ্রহণ করেন। ছত্রশালের আধিপত্যকালে মুহম্মদ খাঁ বঙ্গস বুঁদেলখণ্ড আক্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি করকাবাদের এক পাঠান অধিপতি ছিলেন। তাহাতে ছত্রশাল দক্ষিণ দেশস্থ বাজিরাও পেশবার সাহায্য প্রার্থনা করেন। উক্ত বাজিরাওর আনুকূল্যেই ছত্রশাল জয়লাভ করিয়াছিলেন। পরন্তু তেঁহ লোক-লীলা সংবরণ করিবার পর জাত্বিরোধ ও গৃহবিচ্ছেদে তাঁহার বংশধরগণ এতাদৃশ হীনপরাক্রম হইয়াছিলেন যে অন্য রাজ্যের বলবান ভূপতির আশ্রয় বুঁদেলখণ্ডের রাজ্যে অধিকৃত করিতে লাগিলেন। প্রসিদ্ধ আছে যে মাধাজী সিক্কার সৈন্যাধ্যক্ষ হিম্মত বাহাদুর দোআব-প্রদেশে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারহেতু গোপনে সচেষ্ট হইয়া প্রভুকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী ছিলেন। এই অপরাধ প্রকাশ হইলে প্রভুর কোপহইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত পেশবার “অর্ণপতাকার” আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎকালে পেশবার যবন-সম্পর্কীয় পৌত্র আলী বাহাদুর পতাকা-রক্ষা-কার্যে নিয়োজিত ছিলেন।

তিনি হিম্মত বাহাদুরের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রকাশ করত বুঁদেলখণ্ডের রাজাদিগের বিরুদ্ধে অজ্ঞধারণ করিয়া ক্রমাগত চতুর্দশ বৎসর-যাবৎ বুঁদেলখণ্ডে ঘোরতর সজ্জাম করিয়া মহারাজা চম্পৎ বায়ের রাজ্যসকল ক্রমে অধিকৃত করিলেন, এবং এই জয়ে উন্মত্ত হইয়া পেশবার পূর্ব অনুগ্রহ এককালে বিস্মৃত হইয়া আপনাকেই বড় করিয়া গণ্য করিতে সচেষ্টিত হইলেন। তাহাতে পেশবা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত তাঁহার সহিত পেশবার সন্ধি হইবার প্রস্তাব হইবাতে হিম্মত ভীত হইলেন; যেহেতু মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিবাদশাস্তি তাঁহার প্রভুত্ব-নাশের কারণ হইবে ইহা তিনি নিশ্চয় জানিতেন; এই হেতু যাহাতে গৃহ-বিবাদ প্রবল হয় তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বুঁদেলখণ্ডের প্রধান রাজপাট কলঞ্জর অধিকার-কালে আলীবাহাদুরের মৃত্যু হয়। তৎকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শমশের বাহাদুর পুনায় ছিলেন। তজ্জন্য হিম্মত বাহাদুর তাঁহার প্রতি সৌহার্দ্য প্রদর্শনার্থ সর্বাদৌ এক বিশ্বস্ত যবনকে বুঁদেলখণ্ডের রাজপ্রতিনিধিত্বপদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিলেন। অনন্তর শমশের অগ্রাজ্যে প্রত্যাগমন করত রাজহস্তদণ্ড গ্রহণ করেন।

পুনশ্চ এই সময়ে মহারাজা যশোমন্ত রাও হুল-কর পেশবার সিংহাসন অধিকৃত করাতে তথাকার রাজ্যচ্যুত মহারাষ্ট্রীয় ভূপাল বুঁদেলখণ্ডের অন্তর্গত ৩৩, ১৩,০০০ টাকার এক প্রদেশ ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিয়া বাসিন্দা নামক স্থানে এক সন্ধি সমাধা করত হুলকরের প্রভাব লোপ-করণার্থ সচেষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দৌলতরাও সিদ্ধিয়া ইহা ইংরাজদিগের ভাবি প্রভুত্ব ও আধিপত্যের মজলাচরণ আশঙ্কা করিয়া কতিপয় রূপতিবর্গের সহযোগিতায় ইংরাজদিগের

অধিকৃত দেশ দোআব আক্রমণে সমুদ্যত হইলেন; এবং বুঁদেলখণ্ডের অধিপতি শমশের বাহাদুরকে তদ্বিষয়ে আশ্বাস করেন। তিনিও সেই একতা নিবন্ধনে ব্যাপৃত হন।

তদনন্তর দোআবের সজ্জামাধি প্রজ্জলিত হইলে শমশের বাহাদুর শ্রবণ করিলেন যে তাঁহার ছায়ামাত্র যিনি তাঁহার সম্পৎকালে তাঁহার রাজ্যরক্ষার্থ ব্যাকুল হইয়া বুঁদেলখণ্ডে এক যবনকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই হিম্মত বাহাদুরই এক্ষণে ইংরাজদিগের পক্ষা-বলম্বন করত রুটিষ গবর্ণমেন্টের নিমিত্ত বুঁদেলখণ্ড রক্ষার ভারগ্রহণ করিয়াছেন। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তিনি তাহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণে ব্যাপৃত হন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল দর্শিল; যেহেতু ইংরাজেরা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বার্ষিক চারি লক্ষ মুদ্রা রুটি প্রদান করত বান্দায় অবস্থান করিতে আদেশ করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার জাতা রাজত্ব প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার অবর্তমানে দ্বিতীয় আলী বাহাদুর রাজা হইয়াছিলেন। পরন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ-কালে উক্ত দণ্ড-ধর রুটিষ গবর্ণমেন্টের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার রুটি রহিত করিয়া তাঁহাকে ইন্দোরে রাখা হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার জীবিকার নিমিত্ত ৩৩,০০০ সহস্র মুদ্রা রুটিষ গবর্ণমেন্টহইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অন্যান্য ক্ষুদ্র জনপদের উত্তরাধিকারির অভাব হেতু রুটিষ গবর্ণমেন্টভুক্ত হইয়াছে, তন্মাতের নাম যথা-জালোন, বান্দো, জয়িতপুর, এবং বঁদৌ। এতদ্বিষয় আর কতক গুলি রাজ্য অপরাধ-জন্য অধিকৃত করা হইয়াছে। অধুনা বুঁদেলখণ্ডের মধ্যে রিবা, উর্চা, এবং সমুহর, এই কয়েকটি রাজ্যের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি নিবন্ধ আছে।



গভাগ্নিক দীপশলাকা ।



মাদিগের এই প্রস্তাবটির নাম দৃষ্টিমাত্রে অনেকে হাস্য করিতে পারেন । শত্রুপক্ষেরা ইহাও কহিতে পারেন যে “ব্রহ্মসংস্কর্তের দুর্দশার চরমাবস্থা উপস্থিত, এই ক্ষণে দিয়াশলাই বলিয়া দিনপাত করিতে হইয়াছে।” পরন্তু আমরা তাহাতে কোন মতে হতোদ্যম হইলাম না ; কারণ এ কথার আমাদিগের একটি বিশেষ প্রত্যুত্তর আছে । মনুষ্যমাত্রের হৃদয়ে একটি বিশেষ সংস্কার আছে, তাহার নাম “বিবিদিৎসা ;” তাহা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমরা দৃষ্টবস্তুমাত্রেরই যথার্থ জানিতে সচেষ্ট হই । ইহা অত্যন্ত শৈশবকালেই মনুষ্যমানে উৎপন্ন হয় । দুই বর্ষ বয়স্ক বালক,

যাহার অস্তঃকরণে বুদ্ধির অঙ্কুরমাত্রও হয় নাই, তাহাতেও এই বিবিদিৎসা-ধর্ম প্রবল দেখা যায় । তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পথিমধ্যে গমন করিলে সে ঐ ধর্মের বশবর্তী হইয়া নিরন্তর জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, “বাবা ওটা কি? বাবা ওটা কি?” এবং যে পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ উত্তর না পায়, সে পর্য্যন্ত নিরন্তর হয় না । যজ্ঞিও বার্কাক্যে ঐ ধর্ম “বাবা ওটা কি?” রূপে প্রতীয়মান হয় না, তথাপি ইহা কদাপি মননীয় নহে যে উহা বার্কাক্যে বর্তমান থাকে না । প্রত্যুত আমাদিগের বয়োবৃদ্ধির সহিত ঐ ধর্ম ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে থাকে । বালকের “বাবা ওটা কি?” প্রশ্নের উত্তরে লক্ষিত পদার্থের নাম বলিলেই যথেষ্ট হয় ; বয়ঃস্থ ব্যক্তি নূতনদৃষ্ট পদার্থের সম্বন্ধে নাম শ্রুত হইলেই কদাপি নিরন্তর হয়েন না, তাহার উৎপত্তি ও বিবরণ

বিষয়ে অবশ্যই অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন । কলতঃ ঐ বিবিদিৎসা শক্তিই আমাদের জ্ঞানের এক মুখ্য কারণ; তাহা না থাকিলে কোন বিদ্যারই সৃষ্টি হইত না, এবং আমাদের ধর্ম-জ্ঞানও উৎপন্ন হইত না । পশুদিগের ঐ ধর্ম না থাকায় তাহারা দৃষ্টবস্তুর কোন বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করে না, সুতরাং তাহাদের পদার্থ-বিদ্যা নাই । মনুষ্য কোন একটি নূতন পদার্থ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, এবং যাহা জ্ঞাত হন তাহাই পরম্পরাগত হইয়া জ্ঞানের বৃদ্ধি করে । এই বিবিদিৎসা অসাধারণ আশ্চর্য বা চমৎকার জনক পদার্থ-সম্বন্ধে বিশেষ উদ্দীপ্ত হয়; এই নিমিত্ত আমরা সামান্য পদার্থাপেক্ষা অসাধারণ বা চমৎকার-জনক দ্রব্যে অধিক অনুরক্ত হই; এবং ঐ অনুরাগের প্রুতি নির্ভর করিয়া আমরা এই প্রস্তাব নিবন্ধনে প্রণোদিত হইয়াছি ।

অত্যন্ত ইতর মনুষ্যেরাও জ্ঞাত আছে যে ঘর্ষণ-দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয় । অরণ্যবাসী অসভ্যেরাও শুককাঠ ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিয়া থাকে, এবং প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা কাঠদ্বারা অগ্নিমন্ত্রন করিতেন ইহা বেদে প্রতীয়মান হইতেছে । পরন্তু সে কার্য্য প্রকৃষ্ট আয়াসসাধ্য, এক বার ঘর্ষণে তাহা উৎপন্ন হয় না; এবং যেহেতু কোন দীর্ঘায়াসে সাধ্য কার্য্য আশু চমৎকারজনক হয় না, সুতরাং কেহ তদ্বিষয়ে অনুরাগও প্রকাশ করেন না । চকমকীর পুস্তরে ইম্পাতের আঘাতে অগ্নি-ক্ষুলিজের নির্গমন আশু সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু ঐ ক্ষুলিজগুলি বিশেষ প্রোজ্জ্বল হয় না বলিয়া, তথা পুরুষানুক্রমে বহুকালাবধি পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগ্ন বলিয়া, তাহাতেও লোকের অনুরাগ জন্মে না । পরন্তু বর্তমান প্রচলিত বিলাতী দিয়াশলাই-পক্ষে এ সকল আপত্তি কিছুই নাই । ইহার

সৃষ্টি কএক বৎসর মাত্র হইয়াছে; ইহার এক বার মাত্র ঘর্ষণে শলাকা চমৎকার প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে; ইহার ঘর্ষণের দ্রব্য বিশেষ নিরূপিত নাই, যে কোন কঠিন পদার্থ হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; অধিকন্তু দিয়াশলাইমধ্যে ইহা যেকোন উত্তম ও ব্যবহার-সুলভ এমত আর কিছুই নাই; সুতরাং তাহার বিবরণ উপহাসের ভয়ে পরিত্যাগ করা কৰ্ত্তব্য নহে । উক্ত দিয়াশলাই ইউরোপ খণ্ডে যে পরিমাণে প্রস্তুত করা হয় তাহাতে বর্ষে দুই কোটি টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাদৃশ অর্থ এতদ্দেশের নীলের বাণিজ্যেও উৎপন্ন হয় না, এবং বিলাতে যে পরিমাণে রেশম ও চীনী এতদ্দেশহইতে প্রেরণ করা যায় তাহার সমুদয় মূল্যও ঐ টাকা পাওয়া ভার; অতএব অর্থ-সম্বন্ধেও প্রস্তাবিত বিষয় অবহেলনীয় নহে ।

বিলাতী দিয়াশলাইয়ের আধার পাইন নামক লম্বকাষ্ঠ । যন্ত্রদ্বারা তাহাকে কাটিয়া সূক্ষ্ম শলাকা প্রস্তুত করা হয় । উক্ত পাইন কাষ্ঠ এতদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে আনীত হইয়া থাকে, এবং দেবদারু কাষ্ঠ নামে বিক্রীত হয় । অতএব কেহ বিলাতী দিয়াশলাই বানাইতে ইচ্ছা করিলে তদভাবে নিরুদ্যম হইতে হইবে না । অপর তাদৃশ লম্ব সূক্ষ্ম আশু জ্বলনশীল অনেক কাষ্ঠ এতদ্দেশে আছে, তাহাও ব্যবহৃত হইতে পারে । পরন্তু সূত্রের গাত্রে মোম লেপিত করিয়া সূক্ষ্ম বর্ত্তিকা বানাইলে তাহাতে কাষ্ঠাপেক্ষা উত্তম আধার হয়; অতএব তাহাও ব্যবহৃত হইতে পারে । বিলাতহইতে তাদৃশ বর্ত্তিকার দিয়াশলাই এতদ্দেশে অনেক আসিয়া থাকে ।

ঐ রূপ বর্ত্তিকা বা কাষ্ঠশলাকা প্রস্তুত হইলে পর তাহাকে অভিপ্রেত ক্ষুদ্র পরিমাণে কাটিতে হয় । পরে কিঞ্চিৎ গজক গলাইয়া তন্মধ্যে ঐ শলাকার অগ্র ডুবাইতে হয় । ইহাতে সামান্য পাঁকাটির দিয়াশলাইর ন্যায় দিয়াশলাই

প্রস্তুত হয়। অতঃপর একটা তাত্রপাত্রে ১০ ছটাক জলে ১০ ছটাক সিরিশ ঈষৎ অঙ্গারের তাপে গলাইতে হইবে, এবং তাহা দ্রব হইলে ১১০ ছটাক “কফুরস্” নামক পদার্থ, ১০ ছটাক অতি সূক্ষ্ম বালুকাচূর্ণ, ১০ অর্দ্ধ ছটাক গৈরিক যুস্তিকা (গেরোমাটা), অর্দ্ধ কাঁচা সিন্দূর সজ্জ করিয়া, প্রথমতঃ কফুরস্ পদার্থ ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প পরিমাণে গলিত সিরিশ মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া বিলোড়ন করিতে হয়। তাহাতে কফুরস্ গলিয়া সিরিশের সহিত দ্রব হয়; পরে বিলোড়ন করিতে করিতে অপর দ্রব্যসকল সূক্ষ্ম চূর্ণাবস্থায় তন্মধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করিতে হয়। তাহা হইলেই মিশ্র পদার্থ প্রস্তুত হইল। পরন্তু এস্থলে বক্তব্য যে কফুরস্ অতি জ্বলনশীল পদার্থ; তাহা অতি সাবধানে স্পর্শ করা কর্তব্য; তাহা জলের ভিতরহইতে বাহির করিলেই জ্বলিয়া উঠে; অতএব তাহা চিমটা দ্বারা তুলিতে হইবে। তাহা চূর্ণ করিবার আবশ্যক নাই; তচ্চেষ্টা করিলে সমস্ত দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

পূর্বোক্ত মিশ্র পদার্থ প্রস্তুত হইলে কুসুম ২ তপ্ত এক প্রস্তরকলকে তাহা ঢালিয়া, তাহাতে প্রথমোক্ত দিয়াশলাইর অগ্র ডুবাইয়া এক উষ্ণ নিভৃত স্থানে তাহা এক বা দুই দিবস রাখিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। এই প্রক্রিয়া কোন মতে কঠিন নহে, এবং এতদর্থে কোন দুর্মূল্য দ্রব্যও প্রয়োজন হয় না; অতএব একপ দিয়াশলাই এতদ্দেশে প্রস্তুত করিবার বাধা নাই। কেবল কফুরস্ দ্রব্য অধুনা ইংরাজী দোকান ভিন্ন অন্যত্র প্রাপ্য নহে; কিন্তু চেষ্টা করিলে তাহা অনায়াসে প্রস্তুত করা যায়। তাহার প্রক্রিয়া আমরা সমস্তান্তরে লিখিবার অভিপ্রায় করিলাম।

নূতন গুহুর সমালোচন।

বপুবদ্ধ মাসিক পত্রিকা। ১ ম ভাগ, ১ ম সংখ্যা।” আমাদিগের বিবেচনায় সর্বার্থ-সমৃদ্ধ ও রহস্য-সন্দর্ভ নাম পত্রদ্বয় যে অভিপ্রায়ে প্রকটিত হইয়া থাকে প্রস্তাবিত পত্রিকা সেই অভিসন্ধিতে প্রকাশিত হইয়াছে। পরন্তু উক্ত দুই পত্রের নাম পুংবোধক শব্দে নিষ্পন্ন হয়; সম্পাদক তাহার উল্লেখ না করিয়া লিখিয়াছেন “যদি-ও দুই তিন খানি শিক্ষাপাযোগী ও জ্ঞানপ্রদ পত্রিকা দৃষ্ট হয়, তাহা আবার হয় ত এমন কদর্য ভাষায় রচিত এবং রুথা জগৎপনায় পরিপূর্ণ যে তাহাহইতে সম্যক্ রূপে সকল উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। অজ্ঞানাদ্ধকার দূর হইয়া যাহাতে সর্বসাধারণের মনে জ্ঞানালোকের উদয় ও মাতৃভাষার উন্নতি হয় তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য।” কথিত দুই তিন খানি “পত্রিকা” গুলি কি তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; পরন্তু “নবপ্রবন্ধ মাসিক পত্রিকা” এই শব্দগুলি সমাস সিদ্ধ কি বিশেষ্য বিশেষণভাবে আছে, গ্রন্থকারের মনে তাহার অস্থিরতা দৃষ্টে আমরা বোধ করি শ্রীপুংস্বকের ভেদ জ্ঞানভাবে “পত্রিকা” শব্দদ্বারা সম্পাদক মহাশয় পূর্বোক্ত পত্রদ্বয়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকিবেন।

অপর সম্পাদক প্রাচীন হিন্দুদিগের শাস্ত্রানুসারে কি নব্য ইউরোপীয় শাস্ত্রের মতানুসারে, কি যখন যে রূপ ইচ্ছা হইবে তদনুসরণ, বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপদেশ দিবেন, তাহারও স্থির হইতেছে না; যেহেতু তেঁহ “মকত” নামক প্রস্তাবে অক্সিজিন নাইট্রোজিন প্রভৃতি ইংরাজী শব্দের অনুবাদে “অক্সিজেন” “নাইট্রোজেন,” প্রভৃতি শব্দদ্বারা ইংরাজী মতে বায়ুর বিবরণ লিখিয়া, “গর্ভ” নামক প্রস্তাবে প্রাচীন সংস্কৃত মতে “বেদহইতে বা-হাদের জন্ম হয় তাহারা বেদজ ক্রমি কীট ইত্যাদি”

অভিপ্ৰায়ও ব্যক্ত করিয়াছেন; অথচ ইহা বলা বাহুল্য যে ক্রমি কীট-মাত্রেই অণু-হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎসমুদায় কোন মতে স্বেদহইতে উদ্ধৃত হয় না, এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞদিগকে তাদৃশ উপদেশ দেয় সে মিথ্যাগদেশক। পরন্তু সম্পাদক রচনাকার্যে ও পত্রসম্পাদনে নূতনরতি; অভ্যাসঘারা ও সদুপদেশ সাহায্যে তাঁহার পটুতা লাত্তের সম্ভাবনা আছে এই বিবেচনায়, তথা বিজ্ঞান শাস্ত্রের উদ্যোতক গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র যত অধিক হয় ততই মঙ্গলের চিহ্ন বিবেচনায়, অভিনব পত্রের দোষ গুণের বিচারে প্ররক্ত না হইয়া আমরা তাহার অনুমোদন করিলাম।

২। “সধবার একাদশী। প্রহসন।” ত্রিযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্রের “বিয়েপাগলা বুড়োর” সমালোচনে আমরা তাঁহার হাস্যরসোদ্দীপন ক্ষমতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছি। বর্তমান প্রহসনে মিত্রজ সেই ক্ষমতার অপর এক অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালী উভয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন বর্তমান সম্প্রদায়ের যুবকগণ, ঘাঁহার কলিকাতায় বর্তমান অবস্থা ও কোন কোন ধনাঢ্য পরিবারের ইতিহাস জ্ঞাত আছেন তাঁহার, ইহার পাঠে যৎপরোনাস্তি প্রহসিত হইবেন, সন্দেহ নাই। অপর ইহাতে নিমচাঁদ নামক এক ব্যক্তির বর্ণনায় গ্রন্থকল্প যে সমুদয় চাতুর্যের প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অবশ্য সর্বত্র প্রশংসনীয় হইবে। আক্ষেপের বিষয় এই যে গ্রন্থকার তাঁহার নব্য রচনায় অশ্লীলতা-বিষয়ে সাধবান হয়েন নাই; তন্নিমিত্ত তাঁহার গ্রন্থ পাত্রবিবেচনা করিয়া সমর্পণ করিতে হয়। উপলক্ষ গল্পেরও আরম্ভ কি শেষের বিশেষ নির্দেশ নাই। পরন্তু তাহার যে স্থান পাঠ করা যায় তাহাই সম্পূর্ণ আত্মদজনক বোধ হয়। গ্রন্থের মিদর্শনস্বরূপে নিমচাঁদের অনুতাপবাক্য এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

হা! জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ

করিছি, আমাকে অধর্ম্যাকর মদিরাহস্তে নিপাতিত কল্যে? যে পিতা চৈত্বে রোদ্রে, ঈজ্যচৈত্রে নিদাঘে, শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়া আমার আহার আহরণ করেছেন, সে পিতা এখন আমায় দেখলে চক্ষু মুদিত করেন; যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং মুখ চুষন করিতে করিতে আপনাকে ধন্য বিবেচনা কর্তেন, সেই জননী এখন আমায় দেখলে আপনাকে হতভাগিনী বলে কপালে করাঘাত করেন; যে শ্বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন, তিনি এখন আমাকে দেখলে মুখ কিরয়ে বসেন; শাশুড়ী আমায় দেখলে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন; শালী শালাজ আমায় দেখলে হাঁসেন—দাঁতে মিসি মধুর হাঁসি। তুমি কে, চাও কি, কাঁদো কেন?—আমি সকলের যুগাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কল্মষিত হই; কিন্তু সুধাশুবদনী আমাকে এক দিনও অবজ্ঞা করেন নাই, কাড় বাক্যও বলেন নাই, আমার জন্যে প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুনতে হয় বলে কারো কাছে বসেন না। আহা! আমার নেমা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি বেঙ্গ দেখতে পাচ্ছি, আমার কথা নিয়ে সকলে কানাকানি করেছে, কুরঙ্গনয়নী কার্যাস্তরব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্ত ভাগে বিজন স্থানে করকপোল হয়ে ভাবনা প্রবাহে ডাসমানা আছেন, আলুলায়িত কেশ, লুণ্ঠিত অঞ্চল, অশ্রুবারি মথের মুক্তার গায় মুক্তার ন্যায় দুর্লভেছে, কেহ আসচে কি না এক এক বার মুখ কিরয়ে দেখছেন।—মদ কি ছাড়বো! আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড় কই? সেকালে ভুতে পেতো এখন মদে পায়—ডাক ওজা, ডাক ওজা, ছাড়য়ে আমার মদ ছাড়য়ে দে—আমি সুরধনী সভায় নাম লেখাব, কারো কথা শুনবো না;

সভাপতি খুড়ো মদের গজাময়রা, গজাময়রা ভূত ছাড়াতে পারে, সভাপতি খুড়ো মদ ছাড়াতে পারে—বাবা, ভুতের ওজা আপনি সব খেয়ে বলেন ভুতে খেয়ে গিয়েছে, দেখ বাবা তুমি আপনি খেয়ে যেন আমাদের দোষ দিও না। এত কালের পর সভায় নাম লেখাব? গোকুল বাবু হবো? ব্যাটা পাজি, নছার, অসভ্য, নিদ্দয়, সে দিন দরওয়ান দিয়ে আমাকে বাড়ী হতে বার করে দিয়েছে।

৩। “বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত।” তর্করত্ন মহাশয় পাঠকদিগের অপরিচিত পাত্র নহেন। তাঁহার “কুলানকুলসর্বস্ব” ও “রত্নাবলী” তাঁহাকে এক জন প্রাক্ত নাট্যলেখক বলিয়া অনেকের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়াছে; অতএব তাঁহার নূতন রচনা বিষয়ে আমাদের অধিক বর্ণন আবশ্যিক রাখে না। পরন্তু গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিষয়ে বক্তব্য যে বহুবিবাহের দোষোদ্বেষ নাটকের উপযুক্ত বিষয় নহে; তাহার বর্ণনে যে সকল কথার উল্লেখ করিতে হয় তাহা নাটকে সহৃদয়তার ব্যাঘাত করে; আর তাহা ত্যাগ করিলে প্রকৃত দোষের পরিহারপূর্বক সামান্যের অবলম্বন করা হয়, সুতরাং উভয় পক্ষেই ব্যাঘাত; এবং তর্করত্ন মহাশয় অনেক চতুরতা প্রকাশ করিয়াও তাহার সম্যক্ অপনয়ন করিতে পারেন নাই। তাঁহার নাটকের প্রথম ভাগে গবেশ বাবুর দ্বিতীয়-বিবাহোপলক্ষক প্রস্তাবটি ব্যর্থ হইয়াছে; তাহার সহিত দ্বিতীয় প্রস্তাবের কোন সংশব নাই; সুতরাং তাহা গ্রন্থহইতে বহিষ্কৃত করিয়া ফেলিলেও দ্বিতীয় প্রস্তাবের কোন হানি ঘটে না। অপর তৃতীয় অঙ্কের মধ্যভাগে প্রস্তাবের বিচ্ছেদ কি প্রকারে সিদ্ধ হয় তাহাও আমাদের উপলব্ধি হয় না। পরন্তু প্রথম প্রস্তাবটি পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট প্রস্তাবে উদ্দেশ্য বিষয়ের অতু্যপযুক্ত বর্ণন হই-

য়াছে। এই বিষয়ের স্মূল বিবরণ এই যে গবেশ নামা কোন অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তি এক নূতন বিবাহ করিয়া প্রথম স্ত্রী ও তদপার্শ্বজাত পুত্রকে অত্যন্ত অবহেলা করিত। সেই প্রযুক্ত সুবোধ নামা তাহার ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক পুত্র গৃহত্যাগ করিয়া লখনৌ নগরে প্রস্থান করে; ও প্রথম স্ত্রী বাটীর পার্শ্বে এক পর্ণ-কুটীরে অত্যন্ত ক্লেশে দিনযাপন করিত। ইতোমধ্যে এক দিবস ছোট স্ত্রী জ্যোষ্ঠা সপত্নীকে কহে যে তাহার পুত্রের মরিবার সংবাদ লখনৌহইতে আসিয়াছে; তাহাতে সে একেবারে হতাশ ও মূর্ছিত হইয়া পড়ে, এবং পরে এই শোকেই তাহার মৃত্যু হয়। ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্বে ছোট স্ত্রী স্বামাকে স্ববশ করিবার অভিপ্রায়ে কোন ঔষধ সেবন করায়; তাহাতে তাহার উদরে কোন বিশেষ রোগ হইয়া তাহার জ্যোষ্ঠা স্ত্রীর মৃত্যুর দিবস তাহারও কাল হয়। অপর এই দিবসে এই জ্যোষ্ঠা স্ত্রীর পুত্র লখনৌহইতে প্রত্যাগমন করত পিতা ও মাতার বিয়োগের সংবাদ পাইবা মাত্র মূর্ছিত হইয়া পড়ে, এবং তাহাতে তাহারও মৃত্যু হয়। এই ব্যাপার অতি পরিপাটীর সহিত বিন্যস্ত হইয়াছে, এবং ইহার বর্ণনে তর্করত্ন মহাশয় আশ্চর্য্য নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। এতাদৃশ সঙ্কলনব্যক্তি অল্প আছেন যাহারা এই বর্ণন পাঠে সজল-নয়ন না হয়েন। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা একটি বর্ণন এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতেই আমাদের গের অভিপ্রেত ব্যক্ত হইবে।

“সুবোধ। (সবিম্বাদে) অঁ্যা, তবে কি আমার মা নাই? (ভুতলে পতন ও মূর্ছা।)

“সুধীর। (ব্রহ্মভাবে) এ কি? এ কি? সুবোধ, ও সুবোধ, অমন করো পড়লে কেন? অঁ্যা! ওঠ, ওঠ! এ কি? মূর্ছা হলো না কি?—তাই তো, মূর্ছাই যে হয়েছে দেখছি। কি করি এখন? (চতুর্দিক অবলোকন ও বজ্রদ্বারা ব্যজন) মূর্ছা হবে আশ্চর্য্য কি? আমি এই জন্যেই এতো যত্ন কচ্ছি-

লেন, বলি আপাততঃ কখনকাল যদি না শুনিয়ে রাখতে পারি। কিন্তু সেটা হয়ে উঠলো না। আচ্ছা মাতৃবৎসল, একে মাকে স্বপ্নে দেখেই ব্যাকুল হয়ে উর্দ্ধ্বাশ্বাসে আস্চে, তাতে একটু বিশ্রাম করাতেও পারলেম না। হুঁঃ, এ সকল কথা কি শোনাতে হয়? মনই জানতে পারে। মাতৃ-বৎসল্য কি সাধারণ সামগ্রী? যেখানেই যাওনা কেন, গিরিদরী, নদ নদী, বিপুল মরুভূমি, ব্যবধানই থাক, যেখানেই থাক, মাতৃস্নেহ অলঙ্কিত রূপে সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সে স্নেহ-শব্দল ভঙ্গ কেউ কি কখনো করতে পারে? সুবোধ বাবু, ও সুবোধ বাবু—উহুঁঃ (শিরশ্চালন) এখনো চৈতন্য হয় নাই, কি করি? আচ্ছা! লখনোতে গিয়ে রয়েছি—লেন, এখানে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে, কেউ সংবাদ দেয় নাই, তবু অন্ততঃ স্বপ্নেও সেই অমঙ্গলের কথা জানতে পেরেছে, শোণিত সম্বন্ধের এমনি মহীয়সী শক্তিই বটে। সুবোধ—সুবোধ—বাবু-ওঠ-ওঠ।

“সুবোধ। (চৈতন্য পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস, কিঞ্চিৎ পরে সরোদনে) মা—মা—আমি কি আর তোমাকে দেখতে পাবো না! মা বল্যে ডাক্তেও পাবো না! মা বলা কি আমার জন্মের মত ঘুচলো! মা—আমি যে তোমাকে স্বপ্নে দেখে এত ব্যাকুল হয়ে আস্চি, তা আর কি আমাকে তুমি দেখা দেবে না! এই জন্যেই কি স্বপ্নে জন্মশোধ দেখা দিতে গিয়েছিলে! মা—তেমন মিষ্ট করে সুবোধ বল্যে আর আমাকে কে ডাকবে! এত স্নেহ আমাকে কে বরবে! মা—আমার প্রতি তোমার কতই আকিঞ্চন ছিল; আমি যখন হই নাই, ঈশ্বরের নিকটে সন্তানের নিমিত্তে কতই প্রার্থনা করেছিলে; আমাকে গর্ভে ধারণ করে কতই ক্লেশ পেয়েছিলে; কিন্তু আমি ভূমিষ্ঠ হলে আমাকে দেখেই সে সকল দুঃখ বিস্মৃত হয়ে গিছিলে। পুত্র প্রসব করলেম বল্যে তোমার কতই সন্তোষ

জন্মেছিল, অনন্যমনা হয়ে আমার লালন পালনে প্রতিনিয়তঃ, প্রতিদণ্ডে, এবং প্রতিক্ষণে, তুমি কতই বা ব্যাকুল হয়েছিলে; আমার শরীরের সঙ্গেই তোমার আনন্দ রুজি পেয়েছিল! আমার অন্নপ্রাশন প্রতি সন্স্কারের দিনগুলি তোমার কি আনন্দময় হয়েছিল! আমি পীড়িত হলে তোমাকে পীড়িতের ন্যায় ব্যবহার করতে হতো; আমি কখনকাল নয়নের অগোচর হল্যে তুমি বৎসহারা গাভীর ন্যায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়তে; আমি ভোজন করলেও ভোজন করাতে যত্ন করতে; স্বাদু সুমিষ্ট সামগ্রী আমি না খেলে তুমি তৃপ্ত হতে না; সংসারে সাপত্যদুঃখে দিবানিশিই দগ্ধ হতে, কিন্তু আমাকে দেখলেই তোমার সে সকল ক্লেশ দূর হতো! মা—তোমার এত স্নেহ আমার প্রতি ছিল, আমি তোমার কি করলেম? কিছুই করতে পারলেম না! মা—তুমি আমাকে কেন গর্ভে ধারণ করেছিলে? কেনই বা এত কষ্ট পেয়ে আমাকে প্রতিপালন করেছিলে? আমি অতি অরুতজ্ঞ, আমি অতি নরাধম, আমাহতে তোমার কিছুই হলো না, মৃত্যুকালে চখে এক বার দেখতেও পোলেম না! হা! আমার কি হলো! মা আমার কোথায় গেল! এত দিনে আমি মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হলেম! (দীর্ঘ নিশ্বাস ও কণ বিলম্ব) পণ্ডিত মোশাই, মায়ের আমার কি পীড়া হয়েছিল? পীড়া হলে কি কোন চেষ্টা হয় নাই? পিতা কি চিকিৎসক দেখান্ নাই? কোন ঔষধ সেবন করান্ নাই? সুশীলও কি নিকটে ছিল না? সুশীলকেও কি মায়ের নিকটে এসে দেওয়া হয় নাই? কেউ কি আমার মায়ের শুশ্রূষা করে নাই? মা কি আমার দীনদুঃখিনীর ন্যায় প্রাণত্যাগ করেছেন? মৃত্যুকালে মা কি আমাকে সুবোধ বল্যে ডেকেছিলেন? কিছু বলেছিলেন?”

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

০ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

[৩৩ খণ্ড

গুজরাটের ইতিহাস।



ক্রমাদিত্যের বহুকাল পূর্বে যে সময়ে সূর্য্যবংশীয় কুল-প্রদীপেরা কুরুক্ষেত্রের মহা-সঙ্কামানল প্রজ্জ্বলিত করত আত্মীয়বর্গের কথিরে ধর-ণিকে আগ্রাবিত করিয়াছিলেন, তাৎকালিক গুজরাটের নৃপতিবংশের ইতিহাস মহাভারতে প্রচারিত আছে। কুরুপাণ্ডবের সমরানল নি-র্বাণ হইবার ক্রিয়াকাল পরে তদ্দেশে অপর ভূপালবর্গেরা আধিপত্য বিস্তৃত করেন; এবং তাঁ-হারা গুজরাটের দক্ষিণ বিভাগে সোরাষ্ট্র-দেশে রাজপাট স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহার সবি-শেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সমস্ত নৃপ-তিরা যদুবংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তৎ-কালে মিশরদেশীয় বণিকেরা এই গুজরাটদেশে বা-ণিজ্য করিত, তাহা এই যদুবংশের প্রাচীনত্ব-বিষয়ে এক প্রমাণ বলিয়া গণনা করা হয়; কেননা মিস-রীয় বণিকেরা ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রা-চীন সময়ে গুজরাটদেশস্থ এই যদুবংশীয় নৃপতি-বংশের সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিল। জনশ্রুতি

আছে, উক্ত যদুবংশের লোপ হইবার পর এই দেশে বাক্তীয় রাজাদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে বিক্রমাদিত্যের জন্মবার প্রায় ডের শত বৎসর পূর্বে ডিমিট্রিয়স ও মিনান্দর নামক দুই জন বাক্তীয় ভূপাল গুজ-রাট রাজ্যে আধিপত্য করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ভূপালের নামাঙ্কিত মুদ্রা এই দেশে খ্রীষ্টাব্দের ২৫০ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। পরন্তু পশ্চিমদেশীয় বাণিজ্য এই দেশে প্রচলিত থাকাতাই কথিত মুদ্রা প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। ফলতঃ তৎপর অন্য হিন্দু রাজার আ-ধিপত্য হইয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎবংশীয় ভূপতিরা সিংহ বা শাহ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন; এবং তাঁহারা সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। তাঁহাদিগের প্রধান রাজ-পাট সীহোর (সিংহনগর?) নামে বিখ্যাত ছিল। উক্ত সিংহবংশীয় নৃপতিরা বাহুবলদ্বারা প্রায় নব্য বোম্বাই প্রদেশের সমস্ত স্থান গুজরা-টের অধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত ইতিহাসবেত্তারা বিভাবনাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে লঙ্কাদীপে এই সিংহবংশোদ্ভূত রাজাদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইবাতে উহা এই সিংহবংশ-

হইতে সিংহল-দ্বীপনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিং-বদন্তী আছে যে মহাসমুদ্রবর্তি অপর দ্বীপেও উক্ত সিংহবংশীয় রাজারা বাহুবল বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পরে প্রসিদ্ধ মালব দেশের গুপ্তবংশীয় পৃথিবীপালগণ শাহদিগের রাজত্ব লোপ করিয়া উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষে মহা আধিপত্য স্থাপন করেন।

গুজরাটে উক্ত গুপ্তবংশীয় ভূপালগণের রাজত্ব অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল, কারণ উক্ত বংশের দ্বাদশটি ভূপালের নামাক্রিত মুদ্রা প্রচলিত থাকিলেও ৩১২ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি রাজত্বের উদ্ভব হয়, ইহা মানিত হইতেছে। তাহা বল্লভী-রাজত্ব বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল; এবং উক্ত নামে তাহার অতিপরাক্রান্ত রাজপাট সোমাদ্রি পর্বতের অধিত্যকায় সংস্থাপিত ছিল।

৩১২ ইংরাজী বৎসর অবধি সপ্ত শত অব্দ পর্য্যন্ত বল্লভী-রাজত্ব স্থায়ী হইয়াছিল। তৎপর সূর্য্যবংশীয় শিশুদিয়া ভূপালগণ গুজরাট দেশ অধিকৃত করেন। উল্লিখিত শিশুদিয়া বংশীয় ভূপালদিগের আধিপত্য সমস্ত গুজরাট এবং কচ্ছদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ছয়ান্থ থসা নামক চীন-দেশীয় ভ্রমণকারী উল্লিখিত ভূপালরম্ভের আধিপত্যকালে গুজরাটে আগমন করিয়াছিলেন। তেঁহ তদ্দেশের সম্পদ ও আধিপত্যের বিষয়ে অতিশয় প্রশংসাবাদ দ্বারা এতদংশের যশঃকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি গুজরাট-রাজ্যে ঐ শিশুদিয়া-ভূপালবর্গের কীর্ত্তিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। যদিও তাঁহাদিগের পূর্বপুরুষেরা শৈব ছিলেন, তথাপি উক্ত বংশের শীলাদিত্য রাজার আধিপত্যকালে অর্থাৎ ইংরাজী পাচ শত অব্দে উল্লিখিত রাজবংশের ধর্ম্মান্তর হইবার কথা ক্রমত হওয়া যায়। জনশ্রুতি আছে যে পূর্বোক্ত শীলাদিত্য মহাপাল

আপন কোলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক বুদ্ধমতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার বংশীয়েরা বহুকাল পর্য্যন্ত জৈন ছিলেন।

জৈনদিগের মতে ঈশ্বরের চতুর্বিংশতি অবতার তীর্থঙ্করনামে খ্যাত হয়। তাঁহারা ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করণানন্তর সংক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা জৈনদিগের মত ও বিশ্বাসের মূল মন্ত্র প্রচার করেন। ঐ চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করগণের মধ্যে মহাবীর শেষ অবতাররূপে ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করেন; এবং যিসস খ্রীষ্টের জন্মের ষট্ শতাব্দীর পূর্বে তেঁহ মর্ত্যলীলা সম্বরণপূর্বক পরলোক গত হন। তাঁহার মৃত্যুকাল অবধি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রারম্ভকাল নিকৃপিত করা হয়। কালক্রমে বৌদ্ধেরা হতবল হইয়া উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষহইতে তিব্বত, চীন, ত্রক্ষ প্রভৃতি দেশে এবং সিংহলদ্বীপে গিয়া আপনাদিগের মত প্রকাশ করে। ইংরাজী দ্বাদশ শতাব্দীতে উক্ত মত ভারতবর্ষে প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছিল। পরন্তু জৈনেরা গুজরাট, মহিসূর, আবু, প্রভৃতি স্থানে মহা সমৃদ্ধির সহিত বাস করিয়াছিল। উপরোক্ত শীলাদিত্য ভূপাল জৈনমত-গ্রহণানন্তর গির্গার ও শত্রুঞ্জয়ের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন দেবালয় সকল পুনর্নির্মাণদ্বারা উল্লিখিত দুইটা নগর সুশোভিত করিয়াছিলেন। “রাসমালা” নামক গ্রন্থে শত্রুঞ্জয় অতিপ্রাচীন মহাতীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঐকদিগের আয়োনা এবং হিন্দুদিগের বারাগসী যাদূশ পবিত্র স্থান বলিয়া বিখ্যাত, জৈনেরা কথিত নগরের প্রতি তদ্রূপ পাবনতা আরোপ করিয়া থাকে। জনশ্রুতি আছে যে জৈনেরা উক্ত স্থানের অবিনাশিত্ব বিষয়ে সন্দেহ করে না, এবং কহে যে সৃষ্টি রসাতল গত হইলেও ঐ তীর্থ বিমল হইবে না। জৈনেরা দেবালয়-নির্মাণে

অত্যন্ত প্রযত্নশীল। তাহাদিগরূত দেবালয়সকল অত্যাশ্রুত সূচিত্রিত মর্মর প্রস্তরদ্বারা রচিত হয়; এবং এই সকল দেবালয় প্রায় পর্বত-শিখরাগ্রে সংস্থাপিত হইয়া থাকে। তাহার চতুর্দিক সূদীর্ঘ দেয়াল বিনির্মিত হয়। জৈন দেবের নিকট দিবা রাত্রি রোপ্যপ্রদীপ দীপ্যমান থাকে, জৈনোপাসকেরা কদাচ তাহা নির্বাণহইতে দেয় না।

সপ্ত শতাব্দীতে বল্লভী-বংশের লোপ হইলে কয়েককালের নিমিত্ত গুজরাট দেশে কোন ভূপালই কুশলে রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই। এই সময়ে প্রকৃত অরাজক হইয়া উঠিয়াছিল; এবং গৃহবিবাদেও অপ্রতুল ছিল না। অবশেষে জয়শেখরদেব ও তদীয় ভার্য্যা কপসুন্দরী, এবং রাজপুত্রের সহোদর সুরপাল, এই কয়েক জনহইতে তাঁহাদিগের রাজ্যের শেষ ও তাহার অপত্যহইতে পুনশ্চ অপর এক দৃঢ় রাজ্যের সূত্রপাত হয়। জয়শেখরদেব প্রাচীন চোর-বংশীয় ছিলেন। উক্ত চোর-বংশীয় নৃপতিগণ প্রসিদ্ধ সোমনাথ দেবের মন্দিরের নিকটবর্ত্তি দেববন্দর নামক স্থানে বহুকাল আধিপত্য করিয়াছিলেন।

একদা কোন দিগবিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষ সোরাট্র দেশ অকারণে সহসা আক্রমণ করিবার উক্ত ভূপাল জয়শেখর আপন রাজপাট পরিত্যাগপূর্বক রত্ননামক হ্রদের নিকট পলায়ন করিয়া তথায় প্রাচীন বল্লভী-সেনাদল সমুহ করত দুর্জয় যবনসৈন্যের আক্রমণহইতে আপনাদিগকে রক্ষা করেন। তৎকালে দক্ষিণ দেশে অতিবিখ্যাত শোলাক্ষী-বংশীয় ভূপালেরা অত্যন্ত যশস্বী এবং তেজোবন্ত ও পরাক্রান্ত ছিলেন। ভ্রমণশীল কবিদিগের নিকট তাঁহারা জয়শেখরের দুর্ব্বস্থার বিবরণ শ্রবণ করত তাঁহার পঞ্চাসুর রাজপাট

আক্রমণ করেন। ভূপাল এই আসন্নবিপদদৃষ্টে সুরপালের প্রতি রাজ্যকে স্থানান্তর করণের আদেশ প্রদান করত এই যুদ্ধে শত্রুদিগের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। রাজ্যী তৎকালে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন; আপন ভ্রাতা সুরপালের সমভিব্যাহারে সেই অবস্থাতেই অতিব্যস্তে বিচিত্র রাজপুরী পরিত্যাগপূর্বক বনাভিমুখে প্রস্থানপরায়ণ হইলেন। এই দিগে শোলাক্ষী রাজা পঞ্চাসুর অধিকৃত করত গুজরাট দেশে আধিপত্য স্থাপন করিলেন।

অনন্তর রাজমহিষী বনমধ্যে এক রাজকুমার প্রসব করত শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া ভ্রমণ করিতে ২ এক জৈন সিদ্ধের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পিতাসম্বোধনপূর্বক আশ্রয় যাজ্ঞা করেন, এবং যাবৎ সহোদরের সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ না হয় তাবৎ এই সিদ্ধের আশ্রমে অবস্থিতি করিতে প্রণোদিত হইলেন। সিদ্ধ রাজপুত্রকে অসাধারণ লক্ষণাক্রান্ত দর্শনে তাঁহার বনরাজ নাম রাখিয়াছিলেন, এবং অতিষত্বের সহিত তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

অতঃপর গির্গার পর্বতের অরণ্যমধ্যে সুরপালের সহিত বনরাজের সাক্ষাৎ হয়। বনরাজ তখন অবস্থায় মাতুলের সহিত মিলিত হইয়া বৈরি নির্যাতন-জন্য যুদ্ধে যাত্রা করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তৎকালে তাঁহার চতুর্দশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম বলিয়া সুরপাল তৎপ্রস্তাবে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু বনরাজের অল্প-বয়ঃক্রমকালেই পূর্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ হৃদয়ে জাগ্রৎ হইবাতে তিনি হস্তে তরবারি গ্রহণপূর্বক মাতুলের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন; “এই অস্ত্রে শত্রুদিগের শোণিতপাতদ্বারা যদ্যপি পিতৃলোকের তর্পণ করিতে পারি তাহা হইলেই আমার রাজপুত্র-কূলে জন্ম সার্থক হইবে। আর ইহাতে যদি অরূত কার্য্য হই, তাহা হইলে সন্ধান-

ক্ষেত্রে দেহপাতনদ্বারা কৃত্রিয়ধর্ম রক্ষা করিব। ইহাহইতে পরম সৌভাগ্য আর কি আছে যে পিতার শোণিতের পরিশোধ-গ্রহণার্থ আমার কলেবর সম্রামে নিপাত হইবে।” সুরপাল বালকের এতাদৃশ দুঃসাহসিকতার কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন একপ সাহস এবং বীর্যশীল না হইলে কৃত্রিয়কুলের পৌরুষই বা কি? অতঃপর সম্মুখে বনরাজের মস্তক স্পর্শ করত ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বনরাজ পিতৃবৈরনির্ব্যাতন-বিষয়ে সর্বাদৌ সুসিদ্ধ হইবার কোন উপায় করিতে পারেন নাই। কিন্তু তৎকালেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, শত্রুপক্ষের প্রভাব হত করিয়া যে সময়ে রাজা হইবেন, সেই সময়ে তাঁহার কোন হিতার্থিনী প্রীদেবীকে তাঁহার মস্তকে অভিষেকের তৈল মুকুণ করিতে দিবেন; তাঁহার এক সহচর চম্পাকে অমাত্য করিবেন; এবং অনহিল নামক সহচরের সম্মানার্থ নিজ রাজপাট তন্মামে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু যাবৎ পঞ্চাশত বৎসর পর্য্যন্ত তিনি নিয়ত যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপ্ত হইয়া সময়ে সময়ে আপনাকে অসীম বিপাৎসাগরে অভিভূত করিয়াও রুতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর ৭৪৩ ইংরাজী অব্দে শোলাঙ্গীর বিশাল আধিপত্য বিনষ্ট করত গুজরাটের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার জননী কপসুম্বরীর শোকাবসান করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ আছে যে গুজরাটের প্রাচীন রাজপাট অনহিলদ্বারা, পুরোক্ত বনরাজ ভূপাল ৭৪৩ ইংরাজী অব্দে মিত্রের অরণার্থে স্থাপিত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার অনন্যতম মিত্র গুজরাটের প্রধান কামাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, এবং বনরাজের অভিষেকের সময়ে কৃত্রিয়-কৌলিক-প্ৰথানুসারে প্রীদেবী রাজার মস্তকে তৈল-বিজ্ঞকণ

দ্বারা অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিল। অনন্তর বনরাজ কিয়ৎকাল সাম্রাজ্য-সুখানুভব করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার আধিপত্যকালে ইজেন্ট, আফরিকা ও আরব দেশের সহিত গুজরাটের বাণিজ্যের বিশিষ্টরূপে উন্নতি হইয়াছিল। তৎসমকালিক যে সকল প্রাচীন দেবালয় বর্তমান আছে তাহার গাত্রে অদ্যাপি বনরাজের নাম অঙ্কিত আছে।

বনরাজের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মহারাজা যোগরাজ পিতার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উক্ত মহাপাল বিদ্যা এবং বীরত্ব এতদুভয় গুণেই অলঙ্কৃত ছিলেন। তৎকালে পশ্চিম দেশবর্তী যবনেরা তাঁহার রাজ্যাপহরণের নিমিত্ত সিন্ধুনদের তীরে আসিয়া কীরংবার তদীয় সাম্রাজ্য আক্রমণে উদ্যোগী হইয়াছিল। পরন্তু যবনেরা যত বার গুজরাট আক্রমণ করিয়াছিল, যোগরাজের সেনাদল তত বার তাহাদিগকে পূর্ব কথিত নদীর ধারহইতে দূরীকৃত করিয়া দিয়াছিল।

মহারাজা যোগরাজের পরলোক প্রাপ্তির পর ক্ষেমরাজ, ত্রিভক্ত, ত্রীবীর, এবং রত্নাদিত্য এই ভূপাল চতুষ্টয় খ্রীষ্টীয় ৮৪৯ বৎসরহইতে ৯০৫ বৎসর পর্য্যন্ত গুজরাটের সিংহাসনে অবিরোধে সাম্রাজ্য করেন। তৎকালে গুজরাট-সাম্রাজ্য এতাদৃশ শ্লাঘনীয় হইয়াছিল, যে আরব-দেশস্থ ভ্রমণকারীরা মহারাজা বনরাজের বংশধরদিগের কীর্ত্তি-ঘোষণা তাঁহাদিগের গ্রন্থে বাহুল্যরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রত্নাদিত্যের পর সামন্ত সিংহ গুজরাটের রাজা হইয়াছিলেন। উক্ত ভূপাল দক্ষিণ দেশের প্রাচীন শোলাঙ্গী-বংশীয় ৩ টি রাজকুমারকে স্বদেশ-মধ্যে আশ্রয় প্রদানদ্বারা জীবন রক্ষা করেন। শত্রুর প্রতি এতাদৃশ অনুকম্পামাত্র প্রদর্শন করিয়া কান্ড ছিলেন না; উল্লিখিত ভ্রাতৃগণের মধ্যে

সর্বজ্যোতীর সহিত আপন ভগিনীর বিবাহ দিয়া-
ছিলেন, এবং একদা মদ্যপানে মত্ত হইয়া তদগ-
ভজাত ভাগিনেয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন,
কহিয়াছিলেন। ঐ ভাগিনেয়ের নাম যুলরাজ।
তঁহু রাজ্যলোভে উন্মত্ত হইয়া মাতুল ও তাঁ-
হার বংশীয় সকলকে নিহত করণানন্তর মাতুল
স্বংস করিয়াছিলেন। এবং প্রকারে ১৪২ খ্রীষ্টাব্দে
গুজরাট-দেশের চৌরবংশীয় ভূপালরম্ভের আধি-
পত্য শোলাকী ভূপালদিগের হস্তে পরিগত
হইয়াছিল।

কিন্তু যুলরাজ মাতুলের প্রাণ সংহার করিয়া
কুশলে রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই;
যেহেতু ঐ দুষ্কৃতির অব্যবহিত পরেই অজমীর
ও তৈলজের ভূপালগণ তাঁহার রাজ্য আক্র-
মণ করেন। তাহাতে গুজরাট দেশ কোন্
পক্ষের হস্তে নিপতিত হইবে তাহা নিশ্চিত ছিল
না। পরিশেষে বহু-যুদ্ধ-বিপ্লবের পর যুলরাজই
জয়লাভ করিয়াছিলেন।

এই কাপে তিনি শত্রুদিগের আক্রমণহইতে
উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া গুজরাট দেশে রহৎ রহৎ
কতকগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তন্মধ্যে
কুম্ভমালা নামে অতি প্রকাণ্ড একটা মন্দির
অদ্যাপি সরস্বতী-নদী-তীরে বিদ্যমান আছে।
ঐ স্থান সিজাপুর নামে খ্যাত; এবং “তথা-
হইতে স্বর্লোক এক হস্ত দূরবর্তী” এই কপ
সকলের বিশ্বাস আছে। অনন্তর যুলরাজ জুনগড়
ও কচ্ছ দেশের রাজাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইয়াছিলেন; এবং ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করত
দক্ষিণ দেশের রাজার সহিত পুনর্বীর এক সন্ধাম
উপস্থিত করেন। রাসমালা-নামক গ্রন্থে লিখিত
আছে যে কচ্ছ দেশহইতে নর্মদা ও ইন্দ্রাজি পর্বত
পর্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু
তিনি তাদৃশ অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াও

জীবনের শেষ দশায় সুখস্বচ্ছন্দে আয়ুঃক্লম করিতে
পারেন নাই। তাঁহার শেষাবস্থায় তাঁহার মাতু-
লের প্রাণঘাতনরূপ পাপ তাঁহার মনে অত্যন্ত
বেদনাদায়ক হইয়াছিল। অতএব তিনি ধর্মচর্চায়
চিন্তাভিনিবেশ করত বৈরাগ্যভাবে মানা তীর্থ
ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে মনের তৃপ্তি না
হইবাতে আপন অধিকারে প্রত্যাগমন করেন;
এবং বিবিধ পুণ্য কার্যের অনুষ্ঠান ও আপন
পুত্রকে রাজ্য প্রদানপূর্বক পুনঃ বৈরাগ্য অবলম্বন
করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন।

১১৭ ইংরাজী অব্দে তদীয় পুত্র চামুণ্ডদেব
সিংহাসনে অধিকৃত হইয়াছিলেন। পরন্তু ধর্ম্মা-
নুরাগবশতঃ রাজ্যের প্রতি অস্পষ্ট সময়
বিনিয়োগ করত অবশিষ্ট কাল পারিত্রিক চি-
স্তাতেই ব্যাপ্ত থাকিতেন। প্রসিদ্ধ আছে যে
মহারাজা চামুণ্ডদেব ও তাঁহার পুত্র দুর্লভরাজ
অস্পকাল রাজ্য ভোগ করিয়া আশ্রম ধর্ম্ম
পরিত্যাগপূর্বক মহাপথে প্রস্থান করিয়াছি-
লেন। কিন্তু ১০২২ খ্রীষ্টাব্দে যৎকালে পাশ্চাত্য
যবনেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তৎকালে
দুর্লভদেব কি তদীয় পুত্র মহারাজ ভীমদেব
বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন
হয় না।

যৎকালে গুজরাট দেশ উল্লিখিত ভূপালরম্ভ-
দ্বারা শাসিত হয়, সেই সময়ে যবনেরা ভারত-
বর্ষের পশ্চিম সীমায় অদেশ-সীমা অতিক্রমপূর্বক
সমুদ্র-তরঙ্গবৎ হিন্দু-রাজ্য প্রাণিত করিবার
চেষ্টা করিতেছিল। তৎকালে পঞ্চাবে জয়পাল
নামা এক পরাক্রান্ত অধিরাজ উল্লিখিত যবন
আক্রমণকারিদিগকে প্রতিরোধ করেন। পরন্তু
তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর গজনমের অধি-
পতি মহম্মদ ইংরাজী ১০০১ শতাব্দী অবধি ১০২২
অব পর্য্যন্ত ক্রমাগত ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করেন।

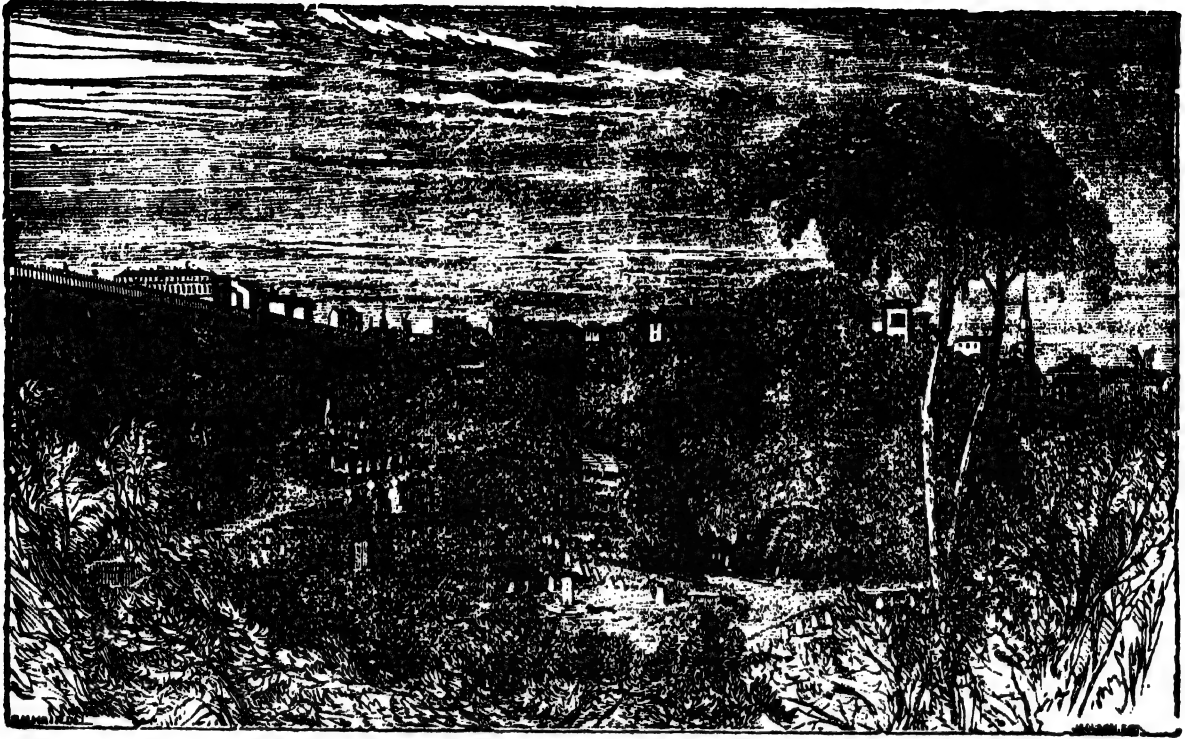
কলতঃ কিছুতেইও পরিতৃপ্ত না হইয়া পরিশেষে মুসলমানের অরণ্যহইতে বহির্গত হইয়া গুজরাটের নোমেন্দর দেবের মন্দির অধিকৃত করেন। উক্ত দেবের ঐশ্বর্যের বিষয়ে যে সকল ইতিহাস বর্ণিত আছে তাহা শ্রবণ করিলে চমৎকৃত ও বিস্ময়াবিত হইতে হয়। মহম্মদ তৎসকলই অপরূপপূর্বক অদেখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে অন-হিলবারা গুজরাটের রাজপাট ছিল। মহম্মদ উক্ত রাজপাট আক্রমণে সমুদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু অপোগণ্ড রাজা ভীমদেবের সৈন্যগণ তাঁহাকে একপা পরাক্রমের সহিত প্রতিরোধ করিয়াছিল যে তিনি রণস্থলহইতে পলায়ন না করিলে কদাচ তাঁহার জীবন রক্ষা হইত না। তাঁহার সৈন্যের অনেকেই রণস্থলে শায়িত হইয়াছিল; এবং তিনি বহুতর কতিগ্রস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া বহুকষ্টে পুনঃ মুসলমানের অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদবধি এক শত ষষ্টি বৎসর যাবৎ এই যবনেরা গুজরাট পুনরায় আক্রমণ করে নাই।

মহম্মদের মৃত্যুর পরে আর্য্যাবর্তের ভূপালগণ একতাবদ্ধ হইয়া যবনদিগের আক্রমণ নিবারণের প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু মহারাজা ভীমদেব নিজ-পরাক্রমের অভিমানবশতঃ তৎপ্ৰস্তাবে সন্মত হইলেন না। একতাবদ্ধ হিন্দু-ভূপালগণের মধ্যে চৌহানবংশের কুলপ্রদীপ মহারাজ বিশলদেব তৎকারণে গুজরাট আক্রমণ করেন। এই গৃহ-বিবাদই মুসলমানদিগের এতদ্দেশে আধিপত্য স্থাপনের একটি বিশেষ সুযোগ হইয়াছিল। বাহা হউক অতি দীর্ঘকালের পর উক্ত উত্তম পক্ষেই সময়ে প্রান্ত হইয়া পড়িলেন। অসম্মত সৈন্যদিগের শোণিত-জ্যোতঃ সন্ধ্যাক্ষেত্রে প্রবা-হিত হইল। মহারাজা ভীমদেব তাহা নিতান্ত অসহ্য বিবেচনা করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

এ বিবাদ-নিষ্পত্তি-সময়ে বিশল দেবের নামে এক নগর গুজরাটে স্থাপিত হইয়াছিল।

ইংরাজী ১০০২ অব্দে ভীম দেবসোমনাথ ও অন্যান্য দেবের মন্দির পুনর্নির্মাণ করিয়াছিলেন। শেখোক্ত মন্দির সকল আবু ও অরাসুর পর্বতে অতি আশ্চর্য্যরূপে নির্মিত হয়; তাহা অদ্যাপি বর্তমান আছে। তন্নিম্ন মহারাজ ভীমদেবের মহিষী উদয়মতী রাজপুরী মধ্যে যে এক প্রকাণ্ড কূপ খনন করাইয়াছিলেন তৎকীর্ত্তি অনহিল-বন্ধুরা নামক স্থানে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। মহারাজ ভীমদেব পঞ্চাশ বৎসর রাজ্য ভোগ করণানন্তর ক্ষেমরাজ নামা জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রুতি রাজ্যের ভার প্রদান করিয়া বানপ্রস্থধর্ম গ্রহণ করিবেন মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষেমরাজ পিতৃসম্মি-ধান পরিত্যাগে বিরত হইয়া অনুজের প্রুতি তদা-দেশ করণপূর্বক ১০৭২ ইংরাজী অব্দে রক্ত মহারা-জের অনুবর্তী হইলেন। উক্ত নবীন ভূপাল করণ-দেব নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইতিহাসগ্রন্থমধ্যে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ ও খ্যাতির বিবিশেষ প্রশং-সাবাদ ক্রুত হওয়া যায়। ইনিও পৈতৃক-কুলের ধর্ম প্রুতিপালনদ্বারা পূর্বপুরুষদিগের মুখ উ-জ্জ্বল রাখিয়াছিলেন। তিনি করণাবতী নামে এক বিশাল নগর প্রুতিষ্ঠিত করেন। এই নগর তিন শত বৎসর পরে যবনভূপালকর্তৃক অহ-মদাবাদ নামে খ্যাত হইয়া অদ্যাপি এই নামে বি-খ্যাত আছে।

১০৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা করণদেবের মৃত্যু হয়। তৎকালে তদীয় পুত্র সিদ্ধরাজ অতি শিশু ছিলেন। তন্নিমিত্ত রাজপত্নী মৈনুলদেবী রাজ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার বশ ও খ্যাতি অপরূপর বীরাগ্রগণ্য সুবিখ্যাতা রাজপুত্রমণো-দিগের সদৃশ ভূবনবিখ্যাত ছিল। তাঁহার পতি-কুলের মহীপালগণ বাদুশ পরাক্রান্ত ও অতুল-



যশস্বী ছিলেন, রাজ্ঞী মৈনুলদেবী বিবিধ প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং সুকীৰ্ত্তি সাধনদ্বারা তদ্রূপ প্রশংসনীয়্য হইয়াছিলেন। সিদ্ধরাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কীর্ত্তিসকল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গুজরাটের প্রাচীন রাজপাট অন-হিলবারা নামক স্থানে সিদ্ধদেব দুইটি প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করিয়া তাহার চতুর্দিকে সহস্রাধিক দেবমূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করত এই নগরকে পবিত্র করেন; এবং মালব দেশ সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করত গজার সম্মিহিত দেশাদিতেও বাহুবল বিস্তারিত করিয়াছিলেন। অতঃপর তেঁহ ঋত হন যে জুনগড় নামক প্রদেশে রাণীদেবী নাম্নী কোন পরমা সুন্দরী রমণী আছে; তাহার পাণিগ্রহণে তিনি উদ্যত হইয়াছিলেন। পরন্তু এই কন্যার সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী হইয়া রা খাজার নামা কোন যদুবংশীয় প্রধান ব্যক্তি তাহার পাণিগ্রহণ-পূর্বক সিদ্ধরাজের সহিত সজ্জাম উপস্থিত করেন।

তাহাতে যদুরাজের সৈন্যেরা পরাভূত হওয়াতে এবং রা খাজার স্বয়ং ধরাশায়ী হওয়াতে সিদ্ধরাজ উল্লিখিত কন্যাকে ধৃত করিয়া আপন বাটীতে লইয়া যাইতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু এই রমণী মৃত স্বামির চিতারোহণপূর্বক সহস্রতা হওয়াতে সিদ্ধরাজ তদীয় অরণ্যার্থ সেই স্থানে এক অপূর্ব দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

রাসমালা নামক-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধরাজের পরলোক প্রাপ্তি হয়। তিনি অগুপ্তক থাকাতে প্রধান কম্প লোকেরা স্বর্গীয় ক্ষেমরাজের উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া রাজ্যভার প্রদানের অভিযজ্ঞ করিয়া জ্যেষ্ঠকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার রমণীরজক বেশভূষা অবলোকন করত সকলেই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং দ্বিতীয় সহোদরকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি আসমে উপবিষ্ট হইলে সমাগত প্রধানবর্গ লোকেরা বিনয়বাক্যে তাঁ-

হাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ভূতপূর্ব মহারাজ জয়সিংহ যে অষ্টাদশ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন তাহা তেঁহ কি প্রকারে শাসন করিবেন। তাহাতে উক্ত ভূপাল প্রত্যুত্তর করিলেন, “তোমাদিগের অভিমত ব্যতীত কোন কার্যেই হস্তক্ষেপ করিব না।” কিন্তু এই চাটু বাক্য প্রধানবর্গের কর্ণে অপ্রিয় বোধ হইবাতে তিনিও অগ্রজের ন্যায় অপদস্থ হইলেন। অতঃপর সর্বকনিষ্ঠ কুমারপাল সিংহাসনে আকট হইলে তাঁহাকেও পূর্বের ন্যায় প্রমত্ত করা হইল; তাহাতে তেঁহ বীরদর্পে মত্ত হইয়া গাভীর্য্য প্রকাশপূর্বক খড়া নিক্ষেপ করত কহিলেন, “ইহারই আশ্রয়ে আমি সকল শাসিত করিব।” বীররসোন্মত্ত প্রধানবর্গেরা তদদর্শনে সকলেই হর্ষাকুল হইয়া শঙ্খধ্বনি ও উৎসব করিতে লাগিলেন।

হিমালয়-পর্বতস্থ নীতি নামক পার্বত্য পথ।



রতবর্ষ ও চীন-দেশের মধ্যস্থলে হিমাচল দুর্লভজনীয়-ব্যবধানরূপে স্থিত আছে। এই অপরিমিত উচ্চ মহাভূধরশ্রেণীর উভয়-পার্শ্বস্থ মনুষ্যগণ এই গিরিবরকে অভিক্রম করত কথিত উভয়-ক্ষেপমধ্যে অনায়াসে গত্যাত করিতে সমর্থ হইত না। ভূমণ্ডলে এতাদৃশ বৃহৎ পর্বত আর কুত্রাপি নাই। প্রসিদ্ধ আঙ্গ ও কর্ভিলেরাস ইহার উপমার যোগ্য নহে। পায়োধির অতলস্পর্শগত এবং হিমগিরির অতুল্য উচ্চতা উভয়ই সঙ্গত। পরন্তু এই পর্বতের উত্তরে মনুষ্যের আবাস নাই বলিয়া যে সামান্য প্রবাদ আছে

তাহা অমূলক। তাহার উভয় পার্শ্বই তুল্যরূপে মনুষ্যাকোণ। বাণিজ্যের অনুরোধবশতঃ এই পর্বতের নিকটস্থ উভয় পার্শ্বের মনুষ্যের সহিত বাধ্যবাধকতা বর্ত্তিয়াছে, এবং নৈকট্যহেতু তাহারা পরস্পরের দেশে গমনাগমন করে। ইংরাজেরা হিমালয়পর্বতস্থ হইতে চীনদেশে যাইবার নিমিত্ত পূর্বে অত্যন্ত সচেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রুতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে হিমালয় পর্বতস্থ মানস-সরোবর এবং বিন্দুসরোবর নামক হ্রদের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। উক্ত মানসসরোবর ও বিন্দুসরোবরহইতে কয়েকটি প্রসিদ্ধ নদী নির্গত হইয়াছে। প্রাচীনপুরি নামা কোন যোগী বর্ণন করেন যে মানস সরোবর হ্রদ এক উন্নত শিখরদেশে স্থিত আছে, এবং উক্ত হ্রদের উত্তর ভাগে এক পিরিকুটে মহাদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তিব্বতদেশীয় ধর্মোপদেশকগণের গ্রন্থে লিখিত আছে, যে উক্ত হ্রদহইতে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু ও সীতা নদী উদ্ভূত হইয়াছে। পরন্তু প্রসিদ্ধ আছে যে গঙ্গার উৎপত্তি স্থান গঙ্গোত্রী পর্বত। কোন কোন হিন্দু-ইতিহাস-রচকের মতে সরস্ব ও অলকা নদী মানস সরোবরহইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। যাহা হউক পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে হিমালয়ের অপর পার্শ্ব মনুষ্যের বসতি আছে। এই সকল মনুষ্যকে তিব্বতীয় লোক বলা যায়। তাহাদিগের সহিত চীনদেশস্থ লোকদিগের রীতি ও চরিত্রের অনেকাংশে তুল্যতা দৃষ্ট হয়; এবং তাহারা ত্রিটিষ রাজ্যের উৎপন্ন জীব্যাদি চীনদেশে প্রেরণপূর্বক এতদুভয় রাজ্যের বাণিজ্যের সংজব রাখিয়াছে। কএক বৎসর হইল কাপ্তেন ব্যাটন সাহেব প্রায় দুই বৎসর কাল পূর্বোক্ত-পর্বত-প্রদেশের মধ্য দিয়া এক পথ প্রস্তুত-করণে নিয়োজিত হইয়া তৎসময়ে এই



স্থানের স্থূল রূপান্তর সকলন করেন। তিনি যে স্থানহইতে বর্ণনারস্ত করেন, সেই স্থান “বিষ্ণু-প্রয়াগ” নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপ্রয়াগে খাউলী এবং অলকনন্দার মুক্তবেণী সম্পন্ন হইয়াছে। ধর্মশাস্ত্রে যে পঞ্চ মহাপ্রয়াগের কথা উল্লিখিত আছে ইহা তাহারই মধ্যে একটি। কিন্তু উহা তত্রত্য “দেব-প্রয়াগ” সদৃশ মান্য নহে। অলকনন্দার অপরা-
ভিধান বিষ্ণুগঙ্গা; তাহার কারণ এই যে উল্লিখিত নদী বৈদ্যনাথের নিকটস্থ বিষ্ণুর পাদপদ্মের নিকট-
হইতে বিষ্ণুগঙ্গা নামে অবতীর্ণ হইতেছে। আশ্রম-
ত্যাগী, অবধূত, সন্ন্যাসী, যোগী ও ব্রহ্মচারিগণ সচ-
রাচর এই আশ্রম সম্বর্শনে গমন করিয়া থাকে।

বিষ্ণুপ্রয়াগের নিকটস্থ স্থানাদিতে বিবিধ রক্ষা-
লতাদি জন্মে। উহার চতুর্ভুক্তি স্থানে মধ্যে ২
সামান্য পল্লী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উহার আরও অধিক উত্তরের স্থান শূন্য ও
ভয়াবহ বোধ হয়, কিন্তু তথায় মনুষ্যের বসবাস
আছে। ব্যাটন সাহেব খাউলী নদী তটে যে বস্ত্র
প্রস্তুত করেন তাহা কথিত নদীর সহবর্তী হইয়া
উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই বস্ত্র দিয়া
আরও অধিক দূরবর্তি উত্তরাভিমুখে আরো-

হণ করিলে তৎস্থলের স্বাভাবিক দৃশ্য তিমিরা-
রতবৎ নিবিড় বোধ হয়। বন্য গোলাব, দেব-
দারু, প্রভৃতি রক্ষ আর দৃষ্ট হয় না, তৎপরি-
বর্তে ঝাউ ও দেবদারুর শাখা প্রশাখা সকল
দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। এই রক্ষ উর্দ্ধে প্রায়
নৌহারের নিকট পর্য্যন্ত অবলোকিত হইয়া থাকে
তদ্বিশেষ বিস্তারিত রূপে বর্ণনে উপকারের
সম্ভাবনা নাই। তবে বক্তব্য যে প্রায় ২৮৪২
হস্ত উর্দ্ধে একটি রহৎ পল্লী আছে, এই স্থানে
লোকের অল্প বসতি নহে। তত্রত্য লোকেরা
উহাকে নীতি বলিয়া থাকে। এই নীতির উত্তরে
আর বসতি নাই; এবং ভূমি ক্রমশঃ সমুন্নত
হইয়া হস্তি-শৃঙ্গবৎ এককালে উন্নত চূড়া হই-
য়াছে; তদর্থে পর্য্যটকগণের তথায় ভ্রমণ অতি-
শয় দুষ্কর হয়। পর্বতে আরোহণের নিমিত্ত
যে এক সঙ্কীর্ণ পথ আছে তাহার কোন কোন
স্থান কাঠের পুলদ্বারা নির্মিত; তাহা অত্যন্ত
দুর্গম। এই সকল প্রদেশে যান বা দ্রব্য বহনের
নিমিত্ত কেবল ছাগ ও মেষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
তাহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বনিগগণ এই মে-
ঘের পৃষ্ঠে বাণিজ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া স্থানা-

স্তুরে গমন করে। তাহার। ভার বহনে নিজে অক্ষম হইলে মেঘের সাহায্যকে বিশেষ সৌভাগ্য বিবেচনা করিয়া থাকে; এবং মেঘসকল গুরুতর দ্রব্যাদি অনায়াসে বহন করিয়া থাকে। কোন স্থানে পার্শ্বতা মনুষ্যের। বাহক পশুর কার্য সাধন করিয়া থাকে।

পর্বতের প্রায় ১০,০০০ হস্ত উর্দ্ধে বায়ুর অত্যন্ত সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত শ্বাসক্রিয়ার অত্যন্ত ক্লেশ অনুভূত হয়। মুরক্রথট সাহেব এতদ্বিষয়ের অতি ভয়ঙ্কর বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে যাইতে যাইতে এতাদৃশ সূক্ষ্ম বায়ু প্রদেশে উপনীত হইয়াছিলেন যে, অতি কষ্টে তথায় শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিতেন। উহা বায়ুর স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষা এতাদৃশ সূক্ষ্ম যে তাহার শ্বাস গ্রহণ করিলে শ্বাস বোধ হয় না, আর এক এক বার একেবারেই নিশ্বাস বন্ধ হইয়া থাকিত। দুই চারি পাদ অন্তর এই রূপ কষ্টে ক্রমাগত অনুভব করিতে লাগিলেন। নিদ্রিত অবস্থায়ও এক এক বার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া প্রাণ বিয়োগের লক্ষণ হইত। অপর কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে অধিরোহণ করিবার পর তত্রত্য ভ্রমণকালীন কঠোর শীতলতা বিশেষ অনুভূত হয় নাই। কেবল হস্ত, গ্রীবা ও বদন রক্তবর্ণ ও ক্ষত হইত এবং ওষ্ঠ ও কর্ণহইতে মধ্য ২ কিঞ্চিৎ শোণিত পাত হইত। অপর অন্য কোন ভ্রমণকারী কাপ্তেন বলেন যে তাঁহার যুদ্ধাঙ্গনাঙ্গা-বিশেষ বেদনায় ও নিশ্বাসবন্ধ হেতু দশ বার হাতের পর বিশ্রাম জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কাপ্তেন ব্যাটন এতদপেক্ষা আরও অধিক ক্লেশে অভিভূত হইয়াছিলেন। যৎকালে তিনি দাপা নামক তিব্বতীয় নগরে উপস্থিত হন সেই সময়ে তাঁহার এত শীতল নিশ্বাস গ্রহণ হইতে লাগিল যে অবিলম্বে তাঁহার বিরোগ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। পূর্বেই ভোট মনুষ্যগণ বাল্যকালহইতে

উহা সহ্য করাতে তাহাদের অভ্যাস হইয়া যায়, সুতরাং উহাদিগের তাহা বিশেষ অসহ্য বোধ হয় না। দাপা নামক স্থানে প্রতি দিন প্রাতঃ এবং সায়ঙ্কালে বিদেশীয় সকলেই অতিশয় ঘন-নিশ্বাসে ব্যতিব্যস্ত ও মস্তকের বেদনায় অত্যন্ত কাতর হয়।

কাপ্তেন ব্যাটন নীতির পার্শ্ব এক চূড়ায় অধিকার হইয়া দেখিয়াছিলেন যে ঐ স্থান অবিকল স্কটল্যান্ডের সদৃশ লক্ষণ ধারণ করে। এবং সমস্ত পার্শ্বতা প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য লাক্সাবারের সদৃশ অতিশয় সুন্দর। তথায় গগন-মণ্ডলে কুত্রাপি মেঘ দৃষ্ট হয় না। এবং ঐ স্থান-হইতে তিব্বত দেশ অঙ্গ অঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

কুমায়ুন-পর্বত-বাসিনা বলে যে ক্রমশঃ বৎসর ২ তত্রত্য গিরি পথসকল দুর্গম হইতেছে। অপিচ তাহার। পূর্বে যে স্থান তরুভিদিদ্বারা শোভিত দেখিয়াছিল এক্ষণে সে স্থান স্তূপাকার নীহারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অক্টোবরহইতে মার্চ মাস পর্য্যন্ত উক্ত স্থান নিরবচ্ছিন্ন নীহারে আবৃত থাকে। বৎসরের মধ্যে প্রায় ৮ মাস ক্রমাগত পথসকল নীহারদ্বারা অত্যন্ত দুর্গম হইয়া থাকে। এবং কথিত বর্ষ ব্যতীত ঐ পর্বতারোহণের অন্য পথ নাই। কিন্তু আগষ্ট মাসের ১৫ দিবস পর্য্যন্ত মালারীহইতে মেলান নগর পর্য্যন্ত ও অন্যান্য স্থানাদিতে পথসকল মুক্ত হয়। ভোটবাসিদিগের সংস্কার আছে যে বায়ুর অঙ্গ আকৃতে প্রচুর নীহাররাশি পর্বত চূড়া হইতে নিপতিত হইতে পারে। তদর্থে তাহার। কোন বন্ধুক বা কাছ্য যন্ত্রের সর্বদা শব্দ করে না।

ঐ পর্বতবাসিনা সরল ও নির্বিবাদী। তত্রত্য উলোকদিগের প্রতিই তাহার। কৃষি কার্যের ভারাপণ করিয়া থাকে। বৎসর মধ্যে চারি মাস

মধ্যে তাহার। উত্তম শস্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়; এবং এই সময়েই পর্বতবাসিনা নিম্ন স্থানে আনিয়া বাস করে। কিন্তু গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে তাহার। পুনঃ পূর্ব আবাসে প্রত্যাগমন পূর্বক কুটীর, বাগান ও পথ সংস্কৃত করিয়া লয়। ভোটজাতীয়ের। স্বভাবতঃ উগ্র; এবং তাহাদিগের পরিচ্ছদ লোমশ চর্মে নিম্পন্ন হয়। এই জাতীয়দের কিঞ্চিৎ দূরবার্ত্তি বন্ধু বাজবর্ণণের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, এবং আমোদ প্রমোদ কালেও তাহাদিগের আমন্ত্রণ করে না। কোন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী কুমায়ুন পর্বতকে আশ্রয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু মেং ব্যাটন সাহেব তাহা বিশ্বাস করেন নাই। ফলতঃ তথায় অনেক গুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে; এবং তত্রত্য লোকের মুখে ব্যক্ত হয় যে নন্দাদেবী নামক শৃঙ্গহইতে অনবরত ধূম নির্গত হয়। কিন্তু এই পর্বত-এতাদৃশ উচ্চ যে তাহা নিকপণ করা দুঃসাধ্য।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

“জীবন-মৃগতৃষ্ণা। শ্রীতারাকুমার চক্রবর্ত্তি প্রণীত।”—এই পুস্তকখানি “মিরাজ আক লাইফ” নামক একটি ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ; এবং নীতি-জ্ঞানের উপদেশ ইহার অভিধেয়। ভাষার অনুরোধে রচনার প্রাঞ্জলতা লাভের আশয়ে প্রণেতা ইংরাজীর অবিকল অনুবাদ না করিয়া অনেক স্থানে কেবল ভাবের অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অভীষ্ট অনেক অংশে সিদ্ধ হইয়াছে মানিতে হইবে। আমরা প্রস্তুত হইয়াছি যে তেঁহ নব্য লেখক, অদ্যাপি সংস্কৃত

কালেজের ছাত্রীয় রুতিতে বিনিবিষ্ট আছেন; তাঁহার পক্ষে বর্ত্তমান গ্রন্থানুবাদ অবশ্য প্রশংসনীয় মানিতে হইবে। নিম্নোক্ত উদাহরণ দৃষ্টে সহৃদয় পাঠকরূপে যে আমাদিগের মতে একতা স্বীকার করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

“মকভূমিতে ভ্রমণকালে উত্তপ্ত বালুকারাশি-দ্বারা পদদ্বয় দগ্ধপ্রায় হইলে, তীব্রতর সূর্য্যকিরণ-দ্বারা কলেবর দহমান হইলে, এবং বলবতী পিপাসায় কণ্ঠতালুকা পরিশুদ্ধ হইলে, যখন কক্ষ-স্থিতবারিপাত্রে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, অবশিষ্ট পঙ্কিল জলটুকুও শুষ্ক হইয়া পাত্রতলে ধূলিভাবে লীন হইয়া আছে; দেখিবামাত্র যখন নিরাশায় পিপাসা দ্বিগুণ বলবতী হয়, যখন একপাত্র সুবর্ণবিনিময়ে এক পাত্র শীতল জল পাইলেও সুলভ বোধ হয়; যখন মুখনাসিকানয়নাদি উদ্ধৃত ধূলিপটলে পরিপূর্ণ হয়, যখন ঈদৃশ অসহ্য যন্ত্রণায় ভ্রমণকারীরা নিতান্ত কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেই সময়ে এক অপূর্ব বিস্ময়কর ভ্রমময় পদার্থ তাঁহাদিগের নয়নপথে উপস্থিত হয়।

স্পষ্ট দৃষ্ট হইতে থাকে যেন দূরে একটা সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা রহিয়াছে, যেন তাল তমাল নারিকেলাদি চিরহরিদবর্ণ তরুগণ তাহার চারি ধারে মনোহর নিকুঞ্জশোভা বিস্তার করিতেছে, যেন মরকত-শিলা-সদৃশ দূর্বাদলে জলসমোপ পর্য্যন্ত চারি ধার মণ্ডিত রহিয়াছে, যেন কমল কুমুদ কঙ্কার প্রভৃতি জলজকুসুমের পাশে পাশে কলহংসকুল যুগলবেশে বিহার করিতেছে, যেন ত্বিষ্ট পান্থকুলের দুর্ভিসহ দুঃখদর্শনে দীর্ঘিকার অন্তরায়। চিরকাল আর্দ্র রহিয়াছে, এবং সেই জন্যই যেন সে পবন-কল্পিত তারতকর পল্লববর্গ অল্পলিঙ্গারা পিপাসিত পথিকগণকে জল দিবার নিমিত্ত কারুবার আশ্বান করিতেছে। তদর্শনে তাঁহারা পুলকে

প্রকল্প ও কল্পপরিমাণে বিগতক্রম হইয়া তৃষ্ণা-নিবারণার্থ সমুৎসুকচিত্তে সম্বরণপদে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! কি দুঃখের বিষয়! পথিকগণ পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া যত অগ্রসর হইতে থাকে, দীর্ঘিকাদিও তত দূরে অপস্থত হইতে লক্ষিত হয়। ক্রমে পিপাসার রহি হয়, শরীরে নিতান্ত ক্লান্তি জন্মে, এবং চল-শক্তি একেবারে রহিত হইয়া পড়ে। তখন তাহার হতাশ ও মুমূর্ষু হইয়া সেই অশ্রিময় বালুকারাশিতে নিমগ্ন হয়, এবং বিলক্ষণ শিথিতে পারে যে, ইহারই নাম “মৃগতৃষ্ণা!” তখন আর সে শিক্ষার কি ফল?”

২। পূর্বোক্ত গ্রন্থকার আমাদিগকে অপর এক খানি পুস্তক উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাহার নাম “শিবশতক।” ইহাতে এক শত শ্লোকে তেঁহ শিবের স্তব করিয়াছেন। এই স্তবাবলী সূচক হইয়াছে। শ্লোকগুলি কোমল সরল এবং সাধু; এবং ভাষা পরিপূর্ণ বটে। এতাদৃশ শ্লোকমালা সংস্কৃত কালেজের উচ্চ শ্রেণীস্থ অধিকাংশ বালকে রচনা করিতে পারিলে কালেজের বিপুল গৌরব রহি হইবে। স্তবাবলী অবিমিশ্র সংস্কৃত বলিয়া তাহার বিশেষ সমালোচন বা উদাহরণ সম্বন্ধ করা হইল না।

৩। “মদন ভয়। প্রথম খণ্ড। খ্রী ভারতচন্দ্র সরকার প্রণীত।” ঢাকা কালেজে সুশিক্ষিত মহোদয়েরা সম্প্রতি মাতৃভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ

বত্নশীল হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের আয়াসে কএক খানি অভিনব পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলি পূর্বাঞ্চলে জ্ঞানালোকের উদ্যাকাল স্বরূপ এবং তজ্জ্ঞানে আমরা তাহার সমাদর করিয়াছি। বর্তমান সমালোচ্য পুস্তকও এই শ্রেণীতে গণ্য, অতএব তাহারও সমাদর ভিন্ন প্রকৃত সমালোচন কোন মতে বিহিত বোধ হয় না। গ্রন্থের পদার্থ মহাদেবকর্তৃক কামদেবের ভয়াভূত হওন আশ্চর্য্য আখ্যান; গ্রন্থকার তাহা অমিত্রাকর হৃদয়ে বিন্যস্ত করিয়াছেন। পরন্তু কবির মাইকেল মধুসূদন দত্তের দৃষ্টান্তানুসারে কেবল পয়ারের অমিত্রাকর না করিয়া নানাবিধ ছন্দ অমিত্রাকরে এইন করিয়াছেন। ইহা উল্লিখিত হইয়াছে, যেহেতু বাঙ্গালী ভাষায় অমিত্রাকর নূতন কল্পনা; ইহার নিমিত্ত কোন ছন্দ বিশেষ যোগ্য তাহা অদ্যাপি নির্দিষ্ট হয় নাই। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা তাহার নিদ্ধারণ হইতে পারে; এবং নব্য কবি তাহারই অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পরন্তু বক্তব্য হইয়াছে যে নূতন ছন্দ রচনা ও নূতন শব্দ রচনা তুল্য নহে। এবং আসিবে শব্দের স্থানে “আগমিবে” উড়ের স্থানে “উরে” উঠে বা উদয় হয় পদের স্থানে “উদে” ও উঠেনের স্থানে “উদেনি” কোন মতে বাঙ্গালী কি অন্য কোন ভাষার শব্দ নহে। কবি তাহা কল্পিত করিয়া তাহা বহুভাষার অঙ্গ করিতে পারিবে না।



■

■

